শ্রীনবেন্দু দত্ত-মজুমদার
বৃন্দাবন, ২৮.৮.১৯৫৭

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

Dr. Harikrishna Sinha.
Village - Boudpur; Bhadrak
Dist. Balasore

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

——:•:——

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥ ১ ॥
দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গুরুর করি চরণবন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥৩॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। পঙ্গুমিতি। যৎ যস্য কৃপা এবম্ভূতা। তং অহং বন্দে ইতি ॥১
দুর্গমে পথীতি। সন্তঃ সাধবঃ ॥ ২ ॥

যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে পর্ব্বতলঙ্ঘন এবং মূককে শ্রুতিপাঠ করান, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

এই দুর্গম সংসার-পথে আমি যে অন্ধ, আমার বারম্বার পদ স্খলিত হইতেছে, সাধুগণ স্বীয় কৃপারূপ যষ্টিদানদ্বারা আমার অবলম্বন হউন ॥২

শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথ-ভট্ট, শ্রীজীব এবং গোপাল-ভট্ট ও রঘুনাথদাস এই ছয় গুরুর চরণবন্দনা করি। যদ্দারা আমার বিঘ্ননাশ এবং অভীষ্টপূর্ণ হইবে ॥ ৩ ॥

* জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৪ ॥
§ দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৫ ॥ †
* শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৬ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-

---

পঙ্গু অর্থাৎ স্থানান্তর গমনে শক্তি নাই, এ প্রযুক্ত জ্ঞানাদি সাধনে প্রবৃত্তিরহিত, এতাদৃশ আমার পক্ষে যাঁহারা গতি অর্থাৎ আশ্রয় এবং যাঁহাদিগের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব ও যাঁহারা পরম কৃপালু সেই শ্রীরাধা মদনমোহন দেবদ্বয় জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

পরমশোভাময় বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নময় মন্দিরমধ্যস্থ রত্ন সিংহাসনের উপরি অবস্থিত যে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব প্রিয়সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি ॥ ৫ ॥

যিনি সর্ব্বাঙ্গপরিপূর্ণ-রাসরসপ্রবর্ত্তক, বংশীবটের মূলদেশে অবস্থিত হইয়া বেণুধ্বনিদ্বারা গোপসুন্দরীদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনি আমার কুশলের নিমিত্ত হউন ॥ ৬ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক,

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ১ পরিচ্ছেদে ১৫ অঙ্কে আছে।
§ এই শ্লোকের টীকা আদিলীলার ১ পরিচ্ছেদে ১৬ অঙ্কে আছে।
† অত্র "শালিনী" নাম ছন্দঃ। মাত্তৌ গৌ চেচ্ছালিনী বেদলোকৈঃ। ইতি লক্ষণাৎ।
* এই শ্লোকের টীকা আদিলীলার ১ পরিচ্ছেদে ১৭ অঙ্কে আছে।

বৃন্দ ॥ ৭ ॥ মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন। অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলার সূত্রগণ। পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ আমি জরাতুর নিকট জানিয়া মরণ। অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ পূর্ব্বের লিখিত সূত্রগণ অনুসারে। যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥৮॥ বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা। স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ শুনি শচী আনন্দিতা সর্ব্বভক্তগণ। সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন ॥ ৯ ॥ কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী। শিবানন্দসেন-সনে মিলিলা সবে আসি ॥ শিবানন্দ করে সব ঘাটিসমাধান। সবার পালন করি সুখে লঞা যান ॥ সবার সর্ব্বকার্য্য করে দেন বাসা-স্থান। শিবানন্দ জানেন উড়িয়াপথের

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥

হে ভক্তগণ! মধ্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্ত্যলীলার কিছু বর্ণন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বগ্রন্থে মধ্যলীলার মধ্যে অন্ত্যলীলার কোন সূত্র বর্ণন করিয়াছি, আমি জরায় পীড়িত এবং মরণ নিকট জানিয়া অন্ত্যলীলার কোন সূত্র বর্ণন করিয়াছি। পূর্ব্বলিখিত সূত্রসকল অনুসারে, যাহা লিখি নাই, তাহাই বিস্তার করিয়া লিখিতেছি ॥ ৮ ॥

বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে আগমন করেন, তখন স্বরূপগোস্বামী গৌড়দেশে সম্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শচীমাতা ও সমস্ত ভক্তগণ শুনিয়া আনন্দচিত্তে সকলে মিলিত হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥

কুলীনগ্রামী আর খণ্ডবাসী ভক্তগণ সকলে আসিয়া শিবানন্দসেনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। শিবানন্দ সকলের ঘাটি (নদী ও দুর্গমপথের) সমাধান করেন এবং সকলকে সুখে পালন করিয়া লইয়া যান, আর তিনি সকলের সকল কার্য্য করেন ও তাহাদের বাসা-স্থান দেন। শি-

সন্ধান ॥ এক কুক্কুর চলে শিবানন্দের সনে। ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১০ ॥ এক দিন এক নদী সবে পার হৈতে। উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা। দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা ॥ এক দিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা। কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনে বসিলা। কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলা। কুক্কুর ভাত নাহি পায় শুনি দুঃখী হৈলা। কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা ॥ চাহিয়া না পায় কুক্কুর লোক সব আইলা। দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ১১ ॥

প্রভাতে চাহিল কুক্কুর কাঁহা না পাইলা। সকল বৈষ্ণব মনে চমৎ-

নন্দ উড়িয়াপথের সন্ধান জানিতেন। শিবানন্দের সঙ্গে এক কুক্কুর চলিতে লাগিল, তিনি তাহাকে ভক্ষ্য দিয়া পালন করিতে করিতে লইয়া চলিলেন, ॥ ১০ ॥

এক দিন সকলে একটা নদী পার হইতেছিলেন, উড়িয়া নাবিক কুক্কুরকে নৌকায় উঠাইয়া লইল না, কুক্কুর পূর্ব্বপারে রহিয়া গেল, তাহাতে শিবানন্দসেন দুঃখিত হইয়া নাবিককে দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুরকে পার করাইয়া লইলেন। এক দিন শিবানন্দ ঘাটে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেবক কুক্কুরকে ভাত দিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। রাত্রে শিবানন্দ আসিয়া যখন ভোজনে বসিলেন, তখন কুক্কুর অন্ন পাইয়াছে, সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেবক কহিল, কুক্কুর অন্ন পায় নাই, শিবানন্দসেন শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি কুক্কুরকে দেখিবার নিমিত্ত দশ জন লোক প্রেরণ করিলেন, তাহারা অন্বেষণ করিয়া কুক্কুর পাইল না, সকলে ফিরিয়া আসিল, সে দিন শিবানন্দসেন দুঃখিত হইয়া উপবাস করিলেন ॥ ১১ ॥

পর দিন প্রভাতকালে কুক্কুরের অন্বেষণ করিলেন, কোনস্থানে

কার হৈলা॥ উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে। পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে॥ ১২॥ সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন। সবা লঞা মহাপ্রসাদ করিলা ভোজন॥ পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা-স্থান। আর দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুস্থান॥ আসিঞা দেখিল সবে সেই ত কুক্কুরে। প্রভুপাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূরে॥ প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাইয়া। কৃষ্ণ রাম হরি কহ বলেন হাসিঞা। শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ বলে বার বার॥ দেখিঞা লোকের মনে হইল চমৎকার॥১৩ শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈল। দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইল॥ আর দিন কেহ তার দেখা না পাইল। সিদ্ধদেহ পাইঞা কুক্কুর বৈকু-

কুকুর পাইলেন না, সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার বোধ হইল। তৎ-পরে সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচলে আগমন করতঃ পূর্ব্বের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন॥ ১২॥

অনন্তর মহাপ্রভু সকলকে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ দর্শন এবং সকলের সহিত মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন, তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় সকলকে বাসাস্থান পাঠাইয়া দিলেন। তদনন্তর অন্য এক দিন প্রাতঃকালে সকলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, আসিয়া সকলে সেই কুকুর-কে দেখিতে পাইলেন, কুকুর মহাপ্রভুর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ অল্প দূরে বসিয়া আছে। মহাপ্রভু সেই কুকুরকে নারিকেলশস্য ফেলিয়া দিতেছেন এবং হাস্যবদনে কৃষ্ণ, রাম ও হরি বল, এই প্রকার কুকুরকে বলিতে-ছেন। কুকুর শস্য খাইতেছে এবং বারম্বার কৃষ্ণ বলিতেছে, দেখিয়া সকল লোকের মন চমৎকৃত হইল॥ ১৩॥

শিবানন্দসেন কুকুর দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং দৈন্য করিয়া নিজ অপরাধ মার্জ্জন করাইলেন। আর এক দিন কহিলেন, কুকুরের দেখা পাইলাম না, মহাপ্রভু কহিলেন, সে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত

ঠেকে গেল ॥ ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন। কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন ॥ ১৪ ॥ এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন। কৃষ্ণ-লীলা-নাটক করিতে হইল মন ॥ বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল। মঙ্গলাচরণ নান্দী শ্লোক তাঁহাই লেখিল॥ পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে। কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥১৫॥ এইমত দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা। গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা ॥ রূপগোসাঞি প্রভুপাশ করিলা গমন। প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ অনুপম লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হইলা। ভক্তগণের পাছে আইলা

হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছে। শচীনন্দন গৌরহরি এইরূপ অলৌকিক লীলা করেন, কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাইয়া মোচন করিলেন ॥ ১৪ ॥

এদিকে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় রূপগোস্বামী বৃন্দাবনে আগমন করিয়া কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে মানস করিলেন, বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ হইল, সেই স্থানেই মঙ্গলাচরণের নান্দীশ্লোক * লিখিলেন। তৎপরে পথে আসিতে আসিতে নাটকের ঘটনা চিন্তা করতঃ কড়চা (সূত্র) করিয়া কিছু লিখিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

এইরূপে রূপ ও অনুপম দুই ভ্রাতা গৌড়দেশে আগমন করেন, গৌড়ে আসিয়া অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল। রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট গমন করিলেন, মহাপ্রভুকে দেখিতে তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত ছিল, কিন্তু অনুপমের জন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল, ভক্তগণের পশ্চাৎ আসিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৬ ॥

* নান্দীঃ—দেবদ্বিজনৃপাদীনাং স্তুতির্যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে।
আশীর্ব্বচনসংযুক্তা তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা ॥

অস্যার্থঃ। গ্রন্থপ্রারম্ভে দেব, দ্বিজ ও নৃপাদির স্তুতিসূচক এবং নিজের আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোককে নান্দী কহে। ইতি সাহিত্যদর্পণে ॥

পাইলা ॥ ১৬ ॥ উড়িয়াদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম। এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী। সম্মুখে আসি আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি ॥ আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন। আমার কৃপায় নাটক হইবে বিলক্ষণ ॥ ১৭ ॥ স্বপ্ন দেখি রূপগোসাঞি করিল বিচার। সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ব্রজপুর-লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা। দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা ॥ ১৮ ॥ ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে। আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসা-স্থলে ॥ হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈল। তুমি যে আসিবে প্রভু আমারে কহিল ॥ প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন। হরিদাস কহে প্রভু আসিব এখন ॥ ১৯ ॥ উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে মিলিতে।

উৎকলদেশে সত্যভামাপুর নামে একটী গ্রাম আছে, রূপগোস্বামী সেই রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিলেন, তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছেন, একটী পরমসুন্দরী নারী কৃপাপূর্ব্বক সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা করিলেন, আমার নাটক পৃথক্‌রূপে রচনা কর, আমার কৃপায় নাটক উৎকৃষ্ট হইবে ॥ ১৭ ॥

রূপগোস্বামী স্বপ্ন দেখিয়া বিচার করিলেন, পৃথক্ নাটক করিবার নিমিত্ত সত্যভামার অনুমতি হইল। আমি ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র ঘটনা করিয়াছি, এখন দুই ভাগ করিয়া রচনা করিব ॥ ১৮ ॥

এই চিন্তা করিতে করিতে শীঘ্র নীলাচলে আগমন করিলেন, নীলাচলে গিয়া হরিদাসের বাসা-স্থলে উপনীত হইলেন। হরিদাসঠাকুর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিলেন এবং কহিলেন, আপনি যে আগমন করিবেন, তাহা মহাপ্রভু আমাকে বলিয়াছেন। মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত রূপগোস্বামির মন উৎকণ্ঠিত হইল, হরিদাস কহিলেন, মহাপ্রভু এখনি আগমন করিবেন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভু উপলভোগ দেখিয়া প্রতিদিবস হরিদাসের সহিত মিলিত

প্রতি দিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥ রূপ দণ্ডবৎ করে হরি-দাস কহিল। হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিল ॥ ২০ ॥ হরিদাসে লঞা তিনে বসিলা এক স্থানে। কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথক্ষণে ॥ সনাতনের বার্ত্তা যদি গোসাঞি পুছিল। রূপ কহে তাঁর সনে দেখা না হইল ॥ আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহ রাজপথে। অতএব তাঁর দেখা না হইল মোর সাতে ॥ প্রয়াগে শুনিল তিঁহ গেল বৃন্দাবন। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন ॥ ২১ ॥ তবে তাঁরে বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা। গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ২২ ॥ আর দিনে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা। রূপে মিলাইলা সভা কৃপা ত করিঞা ॥ সবার চরণ রূপ করিল বন্দন। কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলি-

---

হইতে আগমন করেন, মহাপ্রভু অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হরিদাস কহিলেন, রূপ আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন, মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত মিলিত হইয়া রূপকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২০ ॥

অনন্তর হরিদাসকে লইয়া তিন জনে এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করত কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। যখন মহাপ্রভু রূপকে সনাতনের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন রূপ কহিলেন, তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। আমি গঙ্গাতীরের পথে আগমন করি-লাম, তিনি রাজপথে গমন করিয়াছেন। একারণ তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, প্রয়াগে আসিয়া শুনিলাম, তিনি বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তৎপরে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি নিবেদন করিলেন ॥ ২১ ॥

তদনন্তর রূপগোস্বামিকে বাসা দিয়া মহাপ্রভু গমন করিলে, মহা-প্রভুর সঙ্গী ভক্তগণ আসিয়া রূপের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর অন্য এক দিবস মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণ লইয়া কৃপাপূর্ব্বক সকলের সহিত মিলিত করাইলেন। রূপ সকলের চরণ বন্দনা করিলে,

ঙ্গন ॥ ২৩ ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দপ্রভু এই দুই জনে। প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ তোমা দোঁহার কৃপায় ইহার ঐছে হউক শক্তি। যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি ॥ ২৪ ॥ গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ। সবার হইলা রূপ স্নেহের ভাজন ॥ প্রতি দিন আসি প্রভু করেন মিলনে। মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুই জনে ॥ ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহা সনে করি কথক্ষণে। মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমনে ॥ ২৫ ॥ এই মত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার। প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জন। আইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন ॥ প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ। দেখি হরিদাস রূপের আনন্দিত মন ॥ গোবিন্দ দ্বারাতে প্রভুর পাত্র শেষ পাইলা। প্রেমে

তাঁহারা সকলে রূপকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৩ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈত ও নিত্যানন্দপ্রভু এই দুই জনকে কহিলেন, আপনারা কায়মনোবাক্যে রূপের প্রতি কৃপা করুন, আপনাদের কৃপায় রূপের ঐরূপ শক্তি হউক যে, যাহাতে রূপ কৃষ্ণরস-ভক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥

তখন গৌড়দেশবাসী ও উৎকলদেশবাসী মহাপ্রভুর যত ভক্তগণ ছিলেন, রূপ তাঁহাদিগের স্নেহের পাত্র হইলেন, এইরূপে মহাপ্রভু প্রতিদিবস আগমন করিয়া রূপের সহিত মিলিত হয়েন, মন্দিরে যে প্রসাদ পান, তাহা হরিদাস ও রূপগোস্বামিকে দিয়া কতিপয় ক্ষণ তাঁহাদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করতঃ মধ্যাহ্ন করিতে গমন করেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভুর প্রতিদিবস এইরূপ ব্যবহার, মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া রূপ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া গুণ্ডিচা-মার্জন করত আইটোটা অর্থাৎ উদ্যানবিশেষে আগমন করিয়া বন্যভোজন করিলেন। সমস্ত ভক্তগণ প্রসাদ খাইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া হরিদাস ও রূপের মন আনন্দিত হইল।

মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥ আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে ॥ ২৭ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং
৩১ অঙ্কধৃতং যামলবচনং ॥

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ ২৮ ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা। রূপগোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ পৃথক্ নাটক লাগি সত্যভামা আজ্ঞা দিলা। জানি

কৃষ্ণোঽন্য ইতি। অন্যঃ অন্যপ্রকাশঃ। ৩॥

তাঁহারা দুই জনে গোবিন্দদ্বারা মহাপ্রভুর পাত্রাবশেষ প্রাপ্ত হইয়া প্রেমে মত্ত হওত নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অন্য এক দিবস সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি মহাপ্রভু রূপের সহিত মিলিত হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক রূপকে কহিতে লাগিলেন, রূপ! কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না, কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কথন কোন স্থানে গমন করেন না ॥ ২৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের পূর্ব্বখণ্ডে বসুদেবনন্দন
হইতে নন্দনন্দন পৃথক্ এই প্রকরণের ৩১ অঙ্কে
যামলবচন যথা—

যদুসম্ভূত যে কৃষ্ণ বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই মধুপুরী গমন করেন, কিন্তু তাঁহা হইতে পৃথক্ যে পূর্ণস্বরূপ লীলাপুরুষোত্তম, তিনি বৃন্দাবনেই অবস্থিত রহিলেন, কখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন নাই ॥ ২৮ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন, রূপগোস্বামির মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময় জন্মিল। সত্যভামা আমাকে পৃথক্ নাটক করিতে অনুমতি করিয়াছেন, বোধ হয়, ইহা জানিয়া মহাপ্রভু আমাকে

পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈলা॥ পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা। দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥ দুই নান্দী প্রস্তাবনা * দুই সঙ্ঘটনা। পৃথক্ করিয়া লিখে করিয়া ভাবনা॥ ২৯॥ রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা। রথ আগে প্রভু-নৃত্য কীর্ত্তন দেখিলা॥ প্রভুর নৃত্যে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি। সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই॥ ৩০॥ পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন। তথাপি কহিয়ে কিছু সঙ্ক্ষেপ কথন॥ সামান্য এক শ্লোক প্রভু পঢ়েন কীর্ত্তনে। কেনে শ্লোক পঢ়ে ইহা কেহ নাহি জানে॥ সবে স্বরূপগোসাঞি-মাত্র সেই অর্থ জানে। শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে॥ রূপ-

---

আজ্ঞা করিলেন। পূর্ব্বে দুই নাটকের একত্র রচনা ছিল, এখন দুই ভাগ করিয়া ঘটনা করিব। এই বলিয়া দুই নান্দী, দুই প্রস্তাবনার সঙ্ঘটনা ভাবনা পূর্ব্বক পৃথক্ করিয়া লিখিলেন॥ ২৯॥

অনন্তর রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক রথাগ্রে প্রভুর কীর্ত্তন দেখিলেন। রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর নৃত্যে একটী শ্লোক শুনিয়া তাহার অনুরূপ একটী শ্লোক সেই স্থানেই রচনা করিলেন॥ ৩০॥

যদিচ পূর্ব্বে ঐ সকল কথা বর্ণন করিয়াছি, তথাপি সঙ্ক্ষেপে কিছু বলিতেছি। মহাপ্রভু কীর্ত্তনসময়ে একটী সামান্য শ্লোক পাঠ করেন, কেন শ্লোক পঢ়েন, তাহা কেহ অবগত নহে, কেবল স্বরূপগোস্বামী মাত্র তাহার অভিপ্রায় জানিতেন, তিনি শ্লোকের অনুরূপ পদ মহাপ্রভুকে আস্বাদন করান। রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া

---

* প্রস্তাবনা—প্রস্তুত বস্তুর উদ্ভাবন অর্থাৎ নটী বিদূষক বা কোন পার্শ্বচর নটকর্ত্তৃক নাটকে বর্ণনীয় বিষয়ের যে সঙ্ক্ষেপ বিবরণ, তাহাকে প্রস্তাবনা বা আমুখ কহে। "নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"

গোসাঞি মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায়। সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়॥ ৩১॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে ৪ অঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং ৩৮৬ অঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিৎ নায়িকায়া বচনং॥

* যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে। ইতি॥৩২॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃতশ্লোকঃ॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।

সেই অর্থে একটী শ্লোক রচনা করিলেন, যাহাতে মহাপ্রভুর ভাল বলিয়া বোধ হয়॥ ৩১॥

এই বিষয়ের প্রমাণ কাব্যপ্রকাশের প্রথমোল্লাসে ৪ অঙ্কধৃত তথা পদ্যাবলীর ৩৮৬ অঙ্কধৃত কোন নায়িকার বচন যথা॥

সখি! যিনি আমাকে কৌমারকালে হরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই আমার বর, সেই সকল চৈত্রমাসের রাত্রি, সেই সকল বিকসিত মালতীর গন্ধ ও সেই সকল বর্দ্ধিত কদম্ববনসম্বন্ধীয় বায়ু এবং আমিও সেই আছি, তথাপি রেবানদীতটে অশোকতরুর তলে যে সুরতব্যাপার হইয়াছিল, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে॥ ৩২॥

তত্রৈব পদ্যাবলীতে ৩৮৭ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির কৃত শ্লোক যথা॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সহচরি! সেই এই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধা, উভয়ের সেই সঙ্গমসুখও বটে,

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলার ১ পরিচ্ছেদে ৪৩ অঙ্কে আছে॥

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি । ইতি ॥ ৩৩ ॥ ¶

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা । সমুদ্রস্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা ॥ হেন কালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে । চালে গোঁজা শ্লোক পাঞা লাগিলা পড়িতে ॥ শ্লোক পড়ি সুখে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা । সেই কালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা ॥ প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা । প্রভু তাঁরে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা ॥ গূঢ় মোর হৃদয় তুই জানিলি কেমনে । এত বলি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥৩৪॥ সেই শ্লোক লৈয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল । স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল ॥ মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে । স্বরূপ কহে

তথাপি বনমধ্যে খেলিত মুরলীর পঞ্চমস্বরবিশিষ্ট সেই কালিন্দীপুলিনস্থ বনের প্রতি আমার মন স্পৃহা করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

রূপগোস্বামী এই শ্লোকটী তালপত্রে লিখনপূর্ব্বক চালে রাখিয়া যখন সমুদ্রস্নান নিমিত্ত গমন করিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আগমন করিলেন। চালে গোঁজা শ্লোক পাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, শ্লোক পড়িয়া মহাপ্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হইলেন, সেই সময় রূপগোস্বামী স্নান করিয়া আগমন করিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডবৎ পতিত হইলে প্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া কহিলেন, আমার গূঢ় হৃদয় তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, এই বলিয়া রূপকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু ঐ শ্লোক লইয়া স্বরূপকে দেখাইয়া স্বরূপের পরীক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্বরূপ ! রূপ আমার অন্তঃকরণের বার্ত্তা কিরূপে জানিতে পারিল। স্বরূপ কহিলেন, জানিতে পারি-

¶ এই শ্লোকের টীকা মধ্যলীলার ১ পরিচ্ছেদে ৬১ অঙ্কে আছে ॥

জানি কৃপা করিয়াছ আপনে ॥ অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান। তুমি কৃপা করিয়াছ করি অনুমান ॥ ৩৫ ॥ প্রভু কহে এই মোরে প্রয়াগে মিলিল। যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হৈল ॥ তবে শক্তি সঞ্চারিয়া কৈল উপদেশ। তুমিহ কহিও ইহায় রসের বিশেষ ॥ স্বরূপ কহে যবে এই শ্লোক দেখিল। তুমি করিয়াছ কৃপা তব হি জানিল ॥ ৩৬ ॥

তথাহি ন্যায়ঃ ॥

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে। ইতি ॥ ৩৭ ॥

তথা নৈষধচরিতে চ চতুর্থসর্গে ১৭ শ্লোকঃ ॥

ফলেনেত্যাদি ॥ ৪ ॥

লাম, আপনি তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন, নতুবা এ অর্থ কাহারও বোধ হয় না। অনুমান করিতেছি, ইহাঁর প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, প্রয়াগে রূপের সহিত আমার মিলন হয়, ইহাঁকে যোগ্যপাত্র জানিয়া ইহাঁর প্রতি আমার কৃপা হইল, তখন শক্তিসঞ্চার করিয়া উপদেশ করিলাম। আপনিও ইহাঁকে রসবিশেষ উপদেশ দিবেন। স্বরূপ কহিলেন, যখন আমি এই শ্লোক দেখিলাম, তখনই জানিয়াছি, আপনি ইহাকে কৃপা করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

এই বিষয়ের ন্যায় যথা ॥

ফলের কারণ যে বীজ, তাহা ফলহেতু অনুমিত হয়। কারণহেতু কার্য্য নিশ্চয় অনুমিত হয় এবং গুণসকলও অনুমিত হইয়া থাকে ॥৩৭॥

এই ন্যায়ের অন্য উদাহরণ মহাকবি শ্রীহর্ষবিরচিত নৈষধচরিতের চতুর্থসর্গে ১৭ শ্লোকে দময়ন্তীর প্রতি হংসবাক্য যথা ॥

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং, নালা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপ ঋদ্ধিং, কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥ ৩৮ ॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ের বৈষ্ণব চলিলা। রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৩৯ ॥ এক দিন শ্রীরূপ করে নাটক লিখন। আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈলা আগমন ॥ সংভ্রমে উঠিঞা দোঁহে দণ্ডবৎ কৈলা।

ভবতু, ভবান্ স্বর্গীয়ো হংসঃ সুবর্ণশরীরস্ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বর্গেতি। স্বর্গাপগায়াঃ স্বর্ণদ্যা হেমমৃণালিনীনাং সুবর্ণকমলিনীনাং নালা মৃণালানি চ নালাসম্বন্ধীনি মৃণালানি বা তেষামগ্রাণি ভুঙ্ক্ত ইতি তাদৃশা বয়ং অন্নানুরূপাং ভক্ষণীয়বস্তুপরিণতবীর্য্যযোগ্যাং তনুরূপ ঋদ্ধিং শরীর-সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধিং ভজামঃ প্রাপ্নুমঃ। কথমিদমিত্যাহ। হি যতঃ কার্য্যং ঘটাদি কর্ত্তৃ নিদানাৎ আদিকারণাৎ কপালাদেঃ সমবায়িকারণাৎ গুণান্ শৌক্ল্যাদীন্ অধীতে প্রাপ্নোতি। কারণ-গুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে ইতি শাস্ত্রকৃতঃ। অত্র কারণপদং সমবায়িকারণপরং। আরম্ভন্তে জনয়ন্তি। প্রকৃতেতু সৌবর্ণমৃণালাদিভক্ষণাদস্মাকং সুবর্ণময়ত্বং। নালা নলসম্বন্ধিনঃ। মৃণালং বিষং। অথচ। বয়ং নালাঃ নলসম্বন্ধিন ইত্যপুষ্টোক্তিত্বং। তনুরূপ ঋদ্ধিমিত্যত্র ঋদ্ ঋতোরকো হ্রস্ব ইতি পাক্ষিকত্বাৎ সন্ধ্যভাবঃ। অর্থান্তরন্যাসঃ ॥ ৩৮ ॥

আমরা স্বর্গনদী মন্দাকিনীর সুবর্ণ-মৃণালসমূহের নালসম্বন্ধীয় মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া থাকি। সুতরাং অন্নের (ভক্ষ্যবস্তুর) অনুরূপ শরীরের সৌন্দর্য্যসমৃদ্ধি লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ স্বর্ণমৃণাল ভোজন করি বলিয়াই স্বর্ণকান্তি হইয়াছি, যেহেতু কার্য্য নিদান (সমবায়িকারণ) হইতে গুণলাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ কারণের গুণ কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে ॥ ৩৮ ॥

গৌড়ের বৈষ্ণব সকল চাতুর্ম্মাস্য অবস্থান করিয়া চলিয়া গেলেন, রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর চরণসন্নিধানে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৯ ॥

এক দিবস শ্রীরূপগোস্বামী নাটক লিখিতেছিলেন, অকস্মাৎ মহা-প্রভুর আগমন হইল, হরিদাস ও রূপগোস্বামী সম্ভ্রমে উঠিয়া দণ্ডবৎ

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥ কোন্ পুঁথি লেখ বলি এক পত্র লৈল। অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখ হৈল॥ রূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি। প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥ সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা। পঢ়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥ ৪০॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৩৩ শ্লোকে
নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী। ইতি॥ ৪১॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীত্যাদি॥ ৪১॥

প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভু দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কোন্ পুস্তক লিখিতেছ বলিয়া একটী পত্র উঠাইয়া লই-লেন, অক্ষর দেখিয়া প্রভুর মনে সুখোৎপত্তি হইল, রূপগোস্বামির অক্ষর যেন মুক্তার পঙ্ক্তিতুল্য, মহাপ্রভু প্রীতিযুক্ত হইয়া অক্ষরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু সেই পত্রে একটী শ্লোক দেখিলেন, শ্লোক পাঠ করিবামাত্র মহাপ্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন॥ ৪০॥

বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৩৩ শ্লোকে
নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা॥

কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটী যদি তুণ্ডে তাণ্ডবিনী অর্থাৎ বদনমধ্যে নটীর ন্যায় নৃত্যশীলা,হয় তাহা হইলে বহু বহু তুণ্ডের নিমিত্ত রতি বিস্তার করে যদি কর্ণের ক্রোড়ে অঙ্কুরবতী হয়, তাহা হইলে দশকোটি কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করে, আর যদি চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী অর্থাৎ মনোমধে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে পরাজয় করে, অতএব জানিতে

শ্লোক শুনি হরিদাসঠাকুর উল্লাসী। নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ-প্রশংসি॥ কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি। নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহাও না শুনি॥ ৪২॥ তবে মহাপ্রভু দোঁহা করি আলিঙ্গন। মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥ আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ। সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাঁথ॥ সবে মিলি চলিলেন শ্রীরূপে মিলিতে। পথে তাঁর গুণ সবাকে লাগিলা কহিতে॥ ৪৩॥ দুই শ্লোক শুনি প্রভুর হইল মহাসুখ। নিজভক্তের গুণ কহে হৈয়া পঞ্চমুখ॥ সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে। শ্রীরূপের গুণ দোঁহাকে লাগিলা কহিতে॥ ঈশ্বরস্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ। অল্প সেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত

পারিতেছি না, কত অমৃতের দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে॥ ৪১॥

হরিদাসঠাকুর শ্লোক শুনিয়া উল্লাসিত হইয়া শ্লোকের অর্থ প্রশংসা করতঃ নৃত্য করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র ও সাধুমুখে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য জানা আছে, কিন্তু নামের ঐরূপ মাধুর্য্য কোথাও শ্রবণ করি নাই॥ ৪২॥

তখন মহাপ্রভু দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন। অন্য এক দিবস মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম, রামানন্দ ও স্বরূপাদি সমভিব্যাহারে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীরূপের সহিত মিলিতে গমন করিলেন এবং পথে তাঁহার গুণ সকলকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪৩॥

দুইটী শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভুর মহাসুখ হইল, পঞ্চমুখ হইয়া নিজভক্তের গুণ কহিতে আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম ও রামানন্দকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীরূপের গুণ দুই জনকে কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না, বরঞ্চ অল্প

প্রসাদ ॥ ৪৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে প্রথমবিভাবলহর্য্যাং
৬৮ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ং। ইতি ॥ ৪৫ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন। দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ-বন্দন ॥ ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন। পিণ্ডার উপরে বসিলা

দুর্গমসঙ্গমন্যাঃ। ভৃত্যস্যেতি। সামন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণিতঃ। পিশুনৌ খলসূচকাবিত্যমরঃ ॥ ৪৫ ॥

সেবাকে বহু মান এবং আত্মপর্য্যন্তকেও প্রসন্ন বোধ করেন ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের প্রথমবিভাব-লহরীর ৬৮ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

অক্রূর সামন্তকহরণপূর্ব্বক কাশী প্রস্থান করিলে, উদ্ধব কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য স্বভাব, ভৃত্য যদি গুরুতর অপরাধে অপরাধীও হয়, তথাপি তাঁহার কৃত যে অত্যল্প সেবা, তাহাকেই বহু করিয়া জ্ঞান করেন এবং পিশুন (খল) সকলেও অসূয়া প্রকাশ করেন না, অতএব এই কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শীলতায় অতিশয় নির্ম্মল হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভু আগমন করিলেন, হরিদাস ও রূপ এই দুই জন দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তসমভিব্যাহারে দুই জনের সহিত মিলিত হইয়া পিণ্ডার

লঞা ভক্তগণ ॥ ৪৬ ॥ রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে। সবা অগ্রে না বসিলা পিণ্ডার উপরে॥ পূর্ব্বশ্লোক পঢ় যবে প্রভু আজ্ঞা কৈল। লজ্জাতে না পঢ়ে রূপ মৌন ধরিল॥ স্বরূপগোসাঞি তবে সেই শ্লোক পঢ়িল। শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ৪৭ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩৮৭ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিকৃতঃ শ্লোকঃ ॥

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৪৮ ॥

রায় ভট্টাচার্য্য কহে তোমার কৃপা বিনে। তোমার হৃদয় এই কেহ নাহি জানে॥ আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত। যে সব সিদ্ধান্ত ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৯ ॥ তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে

(পিঁড়ার) উপরে ভক্তগণের সহিত উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

রূপ ও হরিদাস দুই জনে সকলের অগ্রে না বসিয়া পিণ্ডার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু অনুমতি করিলেন, রূপ! পূর্ব্বশ্লোক পাঠ কর, রূপ লজ্জায় পাঠ না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিত রহিলেন। তখন স্বরূপগোস্বামী পাঠ করিলেন, শুনিয়া সকলের চিত্তে চমৎকার বোধ হইল ॥ ৪৭ ॥

পদ্যাবলীর ৩৮৭ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক যথা—

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই পরিচ্ছেদের ৩৩ অঙ্কে আছে ॥ ৪৮ ॥

রামানন্দরায় ও ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনার কৃপাব্যতিরেকে আপনার হৃদয় কেহ জানিতে পারে না, পূর্ব্বে আমাতে সঞ্চার করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত কহিলেন, ব্রহ্মাও তৎসমুদায়ের অন্ত প্রাপ্ত হইতে পারেন না ॥ ৪৯ ॥

অতএব জানিলাম, ইনি পূর্ব্বে আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন,

প্রসাদ। তাহা বিনু নহে তোমার হৃদয়ের অনুবাদ ॥ প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক। যেই শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ শোক ॥ বার বার প্রভু যদি আজ্ঞা তাঁরে দিল। তবে রূপগোসাঞি শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৩৩ শ্লোক যথা ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৫১ ॥

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দরায়। শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময় ॥ সবে কহে নামমহিমা শুনিয়াছি অপার। এমন মাধুর্য্য কেহ নাহি বর্ণে আর ॥ ৫২ ॥ রায় কহে কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি। যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥ স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলানাটক করিতে।

তাহা না হইলে ইনি কি আপনার হৃদয়ের অনুবাদ করিতে পারেন? মহাপ্রভু কহিলেন, রূপ! নাটকের শ্লোক পাঠ কর, যাহা শুনিলে লোক সকলের দুঃখ ও শোক দূরীভূত হইবে। মহাপ্রভু যখন রূপকে বারম্বার অনুমতি করিলেন, তখন রূপগোস্বামী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন॥৫০

বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৩৩ শ্লোক যথা ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই পরিচ্ছেদের ৪১ শ্লোকার্থে দ্রষ্টব্য ॥

যত ভক্তবৃন্দ এবং রামানন্দরায় শ্লোক শুনিয়া সকলের আনন্দ ও বিস্ময় হইল। তাঁহারা কহিলেন, নাম-মহিমা অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এরূপ মাধুর্য্য কেহ বর্ণন করেন নাই ॥ ৫২ ॥

রায় কহিলেন, কোন্ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, যাহার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের খনি রহিয়াছে? স্বরূপ কহিলেন, কৃষ্ণলীলানাটক নির্ম্মাণ

ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥ আরম্ভিয়া ছিলা এবে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা। দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥ বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব। দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥ রায় কহে নান্দীশ্লোক পঢ় দেখি শুনি। শ্রীরূপ শ্লোক পঢ়ে প্রভুর আজ্ঞা মানি॥ ৫৩॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং॥

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী

দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।

সুধানামিতি। বিদগ্ধমাধবে নান্দী। তল্লক্ষণং। গুরুবিষ্ণুদ্বিজাতীনাং স্তুতির্যত্র প্রবর্ত্ততে। আশীর্ব্বচনসংযুক্তা সা নান্দী পরিকীর্ত্তিতা। অর্থস্য প্রতিপাদস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে। প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা। অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিংবা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চন্দ্রকমলচকোরকুমুদাদিকং। অথ শ্লোকার্থঃ। চান্দ্রীণামিত্যুপাদানাৎ সুধায়াঃ পাতিমাধুর্য্যত্বং সূচিতং। তস্য মধুরিম্নোঽপি উন্মাদ অহঙ্কারস্তং দমিতুং শীলং যস্যাঃ। রাধাদীনাং প্রেম-

---

করিতে ব্রজলীলা, ও পুরলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছিন। এক্ষণে মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বিভাগপূর্ব্বক দুই নাটক করিতেছেন। বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব, এই দুই নাটকে যত প্রেমরস বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায় অদ্ভুত। রায় কহিলেন, নান্দীশ্লোক পাঠ করুন, শ্রবণ করি, শ্রীরূপ প্রভুর আজ্ঞা মানিয়া শ্লোক পাঠ করিলেন॥ ৫৩॥

বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ১ শ্লোকে

শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

যিনি চন্দ্রসম্বন্ধীয় সুধা সকলের মধুরিমনিবন্ধন উন্মাদ দমন করিয়া থাকেন এবং যাহা রাধাদির প্রণয়রূপ কর্পূরদ্বারা সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছেন, সেই হরিলীলাশিখরিণী তোমার আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার তাপের

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-

প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী। ইতি ॥ ৫৪ ॥

রায় কহে পঢ় ইষ্টদেবের বর্ণন। প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে। গ্রন্থফল শুনাহ এই বৈষ্ণব-সমাজে ॥ তবে রূপগোসাঞি যদি শ্লোক পঢ়িল। প্রভু কহে এই অতি-স্তুতি সে শুনিল ॥ ৫৫ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়শ্লোকে

শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

* অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।

কর্পূরৈঃ সুরভিতাং দধানা। সমন্তাৎ সর্বতঃ সন্তাপস্য উদ্গমো যস্যাঃ তয়া বিষময়া সংসার-রূপয়া শরণ্যা পথা। রোমাবল্যাং শিখরিণী রসালা বৃত্তিভেদয়োঃ। স্ত্রীরত্নে মল্লিকায়াঞ্চ কথিতেয়ং মনীষিভিরিতি দ্বিরূপকোষঃ ॥ ৫৪ ॥

উদ্গমকারিণী দেব নর-স্থাবরত্বাদি-প্রাপক বিষমসংসারসরণীর অর্থাৎ পথের পর্য্যটনজনিত তৃষ্ণাকে হরণ করুন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর রায় কহিলেন, ইষ্টদেবের বন্দনা পাঠ করুন, কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্কোচে রূপ পাঠ করিলেন না। মহাপ্রভু কহিলেন, কেন সঙ্কোচ ও লজ্জা করিতেছ, বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থের ফল শ্রবণ করাও। রূপগোস্বামী শ্লোক পাঠ করিলে, মহাপ্রভু কহিলেন, এ অতিস্তুতি শুনিলাম ॥ ৫৫ ॥

বিদগ্ধমাধবে প্রথম অঙ্কে ২ শ্লোকে

শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

কোন যুগে কোন অবতার কর্ত্তৃক যাহা কখনও অর্পিত হয় নাই, এমত উজ্জ্বলরসবিশিষ্ট স্বীয় ভজনসম্পত্তিরূপ ভক্তিপ্রদানার্থ করুণা

* এই শ্লোকের টীকা আদিলীলায় ১ পরিচ্ছেদে ৪ অঙ্কে আছে ॥

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ। ইতি ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিঞা। সবা কৃতার্থ কৈলে এই শ্লোক শুনাইঞা ॥ রায় কহে কোন্ মুখে পাত্রসন্নিধান। রূপে কহে কাল-সাম্যে প্রবর্ত্তক নাম ॥ ৫৭ ॥

তথাহি নাটকচন্দ্রিকায়াং ॥

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ *। ইতি ॥ ৫৮ ॥

আক্ষিপ্তঃ ইতি নাটকচন্দ্রিকায়াং ॥ ৫৮ ॥

বশতঃ যিনি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহার স্বর্ণ অপেক্ষাও দ্যুতি-সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, সেই শচীনন্দনদেব হরি তোমাদের হৃদয়রূপ পর্ব্বতগুহায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন অর্থাৎ সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরে উদিত হইয়া তত্রস্থ হস্তিকুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদয়রোগরূপ হস্তিকে বিনষ্ট করুন ॥ ৫৬ ॥

সমস্ত ভক্তগণ শ্লোক শুনিয়া কহিলেন, শ্লোক শুনাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। রায় কহিলেন, কোন্ মুখে (প্রস্তাবনায়) পাত্র অর্থাৎ প্রধান নায়ক উপস্থিত হয়। রূপগোস্বামী কহিলেন, কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম অর্থাৎ প্রস্তাবনায় পাত্র উপস্থিত হইবেন ॥ ৫৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ নাটকচন্দ্রিকায় যথা—

তুল্য কালকর্ত্তৃক আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রেরিত হইয়া যে পাত্রের প্রবেশ, তাহার নাম প্রবর্ত্তক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক নামক প্রস্তাবনা হয় ॥ ৫৮

* প্রবর্ত্তকশব্দে নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ। ইহার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠপরিচ্ছেদে আছে। যথা—"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্ যত্র বর্ণয়েৎ। তদাশ্রয়স্য পাত্রস্য প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥" অর্থাৎ যথোচিত প্রবৃত্ত (বসন্তাদি) কালকে আশ্রয় করিয়া সূত্রধার (আদ্য-নট) যাহা বর্ণন করেন এবং ঐ বর্ণনকে আশ্রয় করিয়া যে পাত্র অর্থাৎ মুখ্য অভিনেতার

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ১৭ শ্লোকে
পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ॥

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহারুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী। ইতি ॥ ৫৯ ॥

সোঽয়মিতি। সমিয়ায় আগতবান্। পূর্ণং পৌর্ণমাসীপক্ষে তমীশ্বরং অন্ধকারস্য ঈশ্বরং চন্দ্রং। উপ সমীপে উঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবানুরাগো যেন। গূঢ়গ্রহা গুপ্ততারকাঃ। পক্ষে গূঢ়ং গ্রহণং প্রাপ্তির্যস্যা রাধা বিশাখানক্ষত্রং। সঙ্গময়িতা সঙ্গময়িষ্যতি পৌর্ণমাসী পক্ষে যোগমায়া ॥ ৫৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমধাবের প্রথম অঙ্কে ১৭ শ্লোকে পারিপার্শ্বিকের (পার্শ্বচরনটের) প্রতি সূত্রধারের বাক্য যথা—

সূত্রধার। মারিষ! দেখ দেখ।

সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে নিশাকালে নবোদয় রাগে রক্তিমবর্ণশালী নিশানাথকে সুশোভিত করিবার জন্য রাধা অর্থাৎ বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত অল্প অল্প প্রকাশবিশিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। পক্ষান্তরের অর্থ। নিশাকালে নবানুরাগে অনুরক্ত পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৌতুহ আবিষ্করণার্থ গূঢ় আগ্রহসহকারে শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসীদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

ও বেশ হয়, তাহার নাম প্রবর্ত্তক। এই নাটকেও "সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই হইয়াছে। কোন্ মুখে পাত্রসন্নিধান" এস্থলে মুখশব্দে আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনাই বুঝিতে হইবে। যথাচ "চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥" স্বকার্য্যোপযোগি, প্রকৃত প্রস্তাবের আরম্ভি, এমন যে নাটকারম্ভে নট ও নটীর পরস্পর বাক্য তাহাকে আমুখ বা প্রস্তাবনা বলে।

রায় কহে প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি। রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥ ৬০ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ১৫ শ্লোকে

সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিকবাক্যং ॥

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডমপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি। ইতি ॥ ৬১ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ১৩ শ্লোকে

পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ॥

ভক্তানামিতি। প্ররোচনা তল্লক্ষণং। দেশ-কাল-কথানায়কসভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৄণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা। নিসর্গঃ স্বভাবঃ। পরিপাকঃ পক্কতা॥ ৬১ ॥

রায় কহিলেন, প্ররোচনাদি অর্থাৎ ফলশ্রুতি বলুন দেখি, শ্রবণ করিয়া রূপগোস্বামী কহিলেন, মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছাই প্ররোচনা ॥ ৬০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ১৫ শ্লোকে

সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিকের বাক্য যথা—

পারিপার্শ্বিক। ভাব! দেখুন দেখুন। স্বভাবসুন্দর নির্ম্মলবুদ্ধি ভক্তবর্গ আবির্ভূত হইয়াছেন, গোপবধূবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রবন্ধ অর্থাৎ নাটক ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বৃন্দাবনগর্ভস্থ রাসস্থলীও নৃত্যবিধির চত্বরতা লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, বোধ করি মাদৃশজনের পুণ্যরাশির পরিণাম বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল ॥ ৬১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ১৩ শ্লোকে,

পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারের বাক্য যথা—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং। ইতি চ॥ ৬২॥

রায় কহে কহ রাগোৎপত্তির কারণ। পূর্ব্বরাগ বিকার চেষ্টা কাম-লিখন॥ ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল। শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥ ৬৩॥

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ১৯ শ্লোকে
ললিতাং প্রতি সংস্কৃতমাশ্রিত্য শ্রীরাধাবাক্যং॥

অভিব্যক্তেতি। মত্তঃ ব্যক্তা অপি হরিগুণময়ী কৃতিরিয়ং। কৃতিঃ করণীয়া বো যুষ্মান্ সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী। পুলিন্দেন বনস্থনীচজাতিবিশেষেণ কর্ত্রা কাষ্ঠং উন্মথ্য জনিত ইতি শিষ্টাভাবপদং। অগ্নিঃ হিরণ্যশ্রেণীনাং কলুষতাং মালিন্যং ন হরতি অপি তু হরতীত্যর্থঃ॥৬২

হে সভ্যগণ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও আমার বিরচিত এই ভগবদ্‌গুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভীষ্টসাধন করিবে, যেহেতু অতি নীচজাতি পুলিন্দকর্ত্তৃক কাষ্ঠসজ্বর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা কি স্বর্ণের অন্তর্ম্মল অপহৃত হয় না? ॥ ৬২॥

রায় কহিলেন, রাগোৎপত্তির কারণ এবং পূর্ব্বানুরাগ, বিকার চেষ্টা ও কামলিখন প্রভৃতি বর্ণন করুন। রূপগোস্বামী ক্রমে সমস্ত বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণের চমৎকার বোধ হইল॥ ৬৩॥

অথ রাগোৎপত্তির হেতু।

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ১৯ শ্লোকে
ললিতার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী। ইতি।৬৪

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ১৬ শ্লোকে
ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং॥

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি॥ ৬৫॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৪৮ শ্লোকে

একস্য শ্রুতমিত্যাদি॥ ৬৪॥
ইয়মিতি। পুরুষত্রয়ানুরাগাৎ কুৎসা॥ ৬৫॥

শ্রীরাধা (সংস্কৃতভাষায়) সখি! এক ব্যক্তির কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মতি বিলোপ করিতেছেন, অন্য একব্যক্তির বংশীধ্বনি অতিশয় উন্মাদ-পরম্পরা প্রাপ্ত করাইতেছে এবং অপর এক স্নিগ্ধমেঘদ্যুতি পুরুষ চিত্রপটে দৃষ্ট হইয়া আমার মনোমধ্যে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট! আমাকে ধিক্! এক ব্যক্তির এই তিন পুরুষে রতি বর্দ্ধন করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল॥ ৬৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ১৬ শ্লোকে
ললিতার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা॥

শ্রীরাধা (নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষায়)। সখি! রাধার এই হৃদয়বেদনা অতিশয় দুঃসাধ্যা, ইহার চিকিৎসা নিন্দায় পর্য্যবসান হইবে অর্থাৎ এ দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক ব্যক্তি নিন্দা ভিন্ন যশোলাভ করিতে পারিবেন না॥ ৬৫॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৪৮ শ্লোকে

প্রাকৃতভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা ॥

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএমি ॥ ৬৬ ॥

চেষ্টা যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ২৬ শ্লোকে

পৌর্ণমাসীং প্রতি মুখরাবাক্যং ॥

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে

গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রুং পরিক্রোশতি।

নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং

বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীনগ্রহঃ। ইতি ॥ ৬৭

ধরিঅ ইতি। ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং হে সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তত্র তত্র রুন্ধ বলাৎ যত্র যত্র চকিতা পলায়ামি ॥ ৬৬ ॥ অগ্রে ইত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃতভাষায় কন্দর্পলেখ যথা ॥

হে সুন্দর! তুমি চিত্রপট অবলম্বন করিয়া প্রতি দিন আমার মন্দিরে বাস কর এবং আমি চকিতা হইয়া যে দিকে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সেই সেই দিকে আমাকে রোধ কর ॥ ৬৬ ॥

অথ চেষ্টা ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ২৬ শ্লোকে

পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার বাক্য যথা ॥

মুখরা। ভগবতি! শ্রবণ করুন। এই বলিয়া (সংস্কৃতভাষায়)। শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প অবলম্বন এবং গুঞ্জাপুঞ্জ দর্শনমাত্রেই মুহুর্মুহুঃ সজলনেত্রে চিৎকার করিতে থাকেন, অতএব এই বালার চিত্তভূমিতে অপূর্ব্ব নটনক্রীড়ায় চমৎকারিতা উৎপাদন করিয়া কোন এই নবীন গ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৬৭ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৭০ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ। ইতি ॥ ৬৮ ॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের * স্বভাব। রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণ-বিষয়ভাব ॥ ৬৯ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৩০ শ্লোকে

অকারুণ্য ইতি। আগঃ অপরাধঃ। উত্তরকৃতিং মরণোত্তরাং ক্রিয়াং। কলিতা বেষ্টিতা দোর্বল্লরিঃ ভুজলতা ॥ ৬৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৭০ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা (সংস্কৃতভাষায়)। সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই, আর বৃথা রোদন করিও না, তমালবৃক্ষের শাখায় বাহুলতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে বৃন্দাবনমধ্যে চিরকাল অবিচলভাবে আমার এই দেহ অবস্থিত থাকে, এমত করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিও ॥ ৬৮ ॥

রায় কহিলেন, ভাবের স্বভাব বলুন দেখি। রূপগোস্বামী কহিলেন, কৃষ্ণবিষয়ের ভাব ঐ প্রকার হয় ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৩০ শ্লোকে

* ভাবলক্ষণং যথা—"নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া। প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ইত্যভিধীয়তে॥" নির্বিকারচিত্তে প্রথমবিকার ও প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব কহে।

নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ। ইতি ॥৭০॥

রায় কহে কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ। রূপগোসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥ ৭১ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে পঞ্চমাঙ্কে ৪ শ্লোকে
মধুমঙ্গলং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

নির্ব্বাসনঃ খণ্ডকঃ অর্থাৎ ধ্বংসনঃ। নিঃস্যন্দেন প্রবাহেণ ॥ ৭০ ॥

নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা—

সুন্দরি! নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেমের কি আশ্চর্য্য শক্তি, এই প্রেম যাহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইহার বক্র-মাধুর্য্যরূপ পরাক্রম জানিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন নিমিত্ত যে সকল পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা অভিনব কালকূটের তীব্রতারূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে সকল আনন্দের ক্ষরণ হয়, তাহাতে অমৃত-মাধুর্য্যের অহঙ্কার একেবারেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়, অতএব বৎসে! বিষ ও অমৃত মিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমের মহিমা আর কি বর্ণন করিব ॥ ৭০ ॥

রায় কহিলেন, সহজ-প্রেমের লক্ষণ বলুন। রূপগোস্বামী কহিলেন, সাহজিক প্রেমধর্ম্মই সহজ-প্রেমের লক্ষণ ॥ ৭১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে ৪ শ্লোকে
মধুমঙ্গলের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া। ইতি ॥৭২॥

রাগপরীক্ষানন্তরং কৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৫৯ শ্লোকে
মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাক্ষিষ্যতি।

স্তোত্রং যত্রেতি। কেনাপি দোষেণ কেনাপি গুণেন চ ক্ষয়িতাং গুরুতাং চ বিস্তারিত-বতী ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

শ্রুত্বেতি। স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ক্ষমাতিশয়াং। বিধুরে ময়ি পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি ॥৭৩

পৌর্ণমাসী। যাহাতে প্রশংসা করিলে ঐ প্রশংসা ঔদাসীন্য অব-লম্বন করিয়া মনোবেদনা উৎপাদন করে এবং যাহাতে নিন্দা করিলে ঐ নিন্দাও পরিহাসরূপে পরিণত হইয়া মনের আনন্দ জন্মাইয়া দেয়। অপর দোষে যাহার অল্পতা ও গুণে যাহার অধিকতা হয় না, তাহাকেই নৈসর্গিক প্রেম কহে ॥ ৭২ ॥

রাগপরীক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ
তাপ যথা—

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৫৯ শ্লোকে
মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ। (অনুতাপের সহিত) আহা! সেই ইন্দুবদনা আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া হয় ত প্রেমাঙ্কুর ছেদনপূর্ব্বক দুঃখিত-হৃদয়ে

কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তাবিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌঢ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধায়া বচনং যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৬০ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী। ইতি ॥৭৪॥

যস্যোৎসঙ্গেত্যাদি ॥ ৭৪ ॥

ধৈর্য্যবিধান করতঃ ব্যথিতা হইবেন, না হয় পামর কন্দর্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণ সকলই বিসর্জন করিবেন, হায়! আমার কি কুকর্ম্ম করা হইল, আমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত কোমল ফলবতী মনোরথ-লতাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলাম ॥ ৭৩ ॥

শ্রীরাধার তাপ যথা—

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৬০ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা। (খেদের সহিত সংস্কৃতভাষায়) হে সখি! যাঁহার ক্রোড়দেশে নিবাসরূপ সুখাশায় গুরুজন হইতে লজ্জাকে শিথিল করিয়াছি, তোমরা যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম তথাপি তোমাদিগকে কত ক্লেশ দিয়াছি এবং সাধ্বীগণের অনুষ্ঠিত মহান্ ধর্ম্মকেও আমি গণনা করি নাই, অতএব এই পাপীয়সী আমি যখন কৃষ্ণের উপেক্ষিতা হইয়াও জীবন ধারণ করিতেছি, তখন আমার ধৈর্য্যকে ধিক্। এই বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ॥ ৭৪ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৬৭ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং ॥

গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী। ইতি ॥ ৭৫ ॥

সখীনাং যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৫৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীরাধামুদ্দিশ্য ললিতাবাক্যং ॥

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।

গৃহান্ত ইতি। প্রধানত্বাৎ ভিঙাবাধ্য ইতি কর্ত্তা বয়মুক্তঃ কর্ম্মণি ক্তঃ বয়মিতি কর্ম্মকর্ত্তা তু ত্বমিত্যূহনীয়ঃ ॥ ৭৫ ॥

অন্তঃক্লেশেতি। ক্লেশকলঙ্কিতা অর্থাৎ দুঃখেন দুঃখিতা ইতি ভাবঃ। দুর্গমসঙ্গমন্যাং।

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৬৭ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা। (আকাশে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া সংস্কৃতভাষায়) অহে পূতনাঘাতিন্! অর্থাৎ বাল্য অবধিই তোমার স্ত্রীবধ অভ্যাস আছে। যাহা হউক, আমরা স্বীয় বালস্বভাবপ্রযুক্ত গৃহমধ্যে ক্রীড়া করিয়া থাকি, ভাল মন্দ কিছুই জানি না, ইহাতে কি তোমার আমাদিগকে আশ্রয়-শূন্য দশা প্রাপ্ত করান উচিত অথবা তোমার উদাসীনপদবী অবলম্বন করাই কি যুক্তিসঙ্গত? ॥ ৭৫ ॥

সখীদিগের পরিতাপ যথা—

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৫৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শ্রীরাধাকে উদ্দেশ করিয়া ললিতার বাক্য যথা—

ললিতা। (ক্রোধের সহিত সংস্কৃতভাষা আশ্রয় করিয়া) রাধে!

অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটৈ
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ। ইতি ॥৭৬॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে তৃতীয়াঙ্কে ১৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচীভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি। ইতি ॥ ৭৭ ॥

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতা ইত্যস্য প্রকরণে পরীক্ষার্থং কৃতোদাসীন্যপ্রায়াৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ শ্রীরাধায়া অত্যাহিতং আতমিতি জ্ঞেয়ং। উজ্জ্বলনীলমণৌ। বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ। কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে ॥ ৭৬ ॥

হিত্বেতি। সেতুপক্ষে ধর্ম্মরূপসেতুঃ মর্য্যাদা। নবরসা পক্ষে নবজলা। বাহিনী নদী। বাগ্বীচীভিঃ বাক্যতরঙ্গৈঃ। বিমুখীভাবং তনোষি বিস্তারয়সি ॥ ৭৭ ॥

আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি, একারণ অদ্য যমপুরে গমন করিব, তথাপি ইনি বঞ্চনারূপ হাস্য পরিত্যাগ করিলেন না। হে বুদ্ধিমতি! কি প্রকারে এই কপটপরিপূরিত গোপিকা কামুকের প্রতি তোমার প্রেম গরীয়ান্ হইল? ॥ ৭৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের তৃতীয় অঙ্কে ১৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা—

পৌর্ণমাসী কহিলেন, হে কৃষ্ণার্ণব! ধর্ম্মসেতু ভঙ্গসমর্থা নবরসবাহিনী রাধানদী ধবতরু অর্থাৎ পতিবৃক্ষের সমীপে দূর-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুজনরূপ পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে তুমি কেন বাক্যরূপ তরঙ্গদ্বারা ইহাকে বিমুখী করিতেছ? ॥ ৭৭ ॥

রায় কহে বৃন্দাবন মুরলীর স্বন। কৃষ্ণরাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥ কহ তোমার কবিত্ব শুনিতে চমৎকার। ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার॥ ৭৮॥

অথ বৃন্দাবনং যথা॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৪১ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণবাক্যং॥

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥ ৭৯॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৪২ শ্লোকে

শ্রীদামানং প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং॥

সুগন্ধৌ ইতি। গন্ধস্যেদুৎপূতিসুরভিভ্যশ্চেতি ইচ্ সমাসান্তঃ। মাকন্দানাং আম্রাণাং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি॥ ৭৯॥

রায় কহিলেন, বৃন্দাবন, মুরলীর ধ্বনি তথা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কিরূপ বর্ণন করিয়াছেন বলুন, আপনার কবিত্ব শুনিতে অতিশয় চমৎকার বোধ হইতেছে। শ্রীরূপগোস্বামী রামানন্দরায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া নমস্কার করতঃ ক্রমে কহিতে লাগিলেন॥ ৭৮॥

অথ বৃন্দাবন যথা—

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৪১ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) অহে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ! এই বৃন্দাবন আম্রবৃক্ষের মুকুলসমূহের ক্ষরিত মধুর গন্ধে মুহুর্মুহুঃ মধুকর সকলে রুদ্ধ এবং মলয়াচলের মন্দসমীরণে আন্দোলিত হইয়া আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে॥ ৭৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৪২ শ্লোকে

শ্রীদামের প্রতি শ্রীবলদেবের বাক্য যথা—

* বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণ্যপি স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ। ইতি ॥৮০

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৪৮ শ্লোকে
মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতং কচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
কচিদ্বল্লীলাস্যং কচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
কচিদ্ধারাশালী করক-ফল-পালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদং। ইতি ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনমিতি। মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ। শ্রুতিঃ কর্ণঃ ॥ ৮০ ॥

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতমিতি। ভৃঙ্গীগীতমিতি কর্ণয়োঃ সুখদং। অনিলভঙ্গীশিশিরতেতি ত্বগিন্দ্রিয়স্য সুখদা। বল্লীলাস্যমিতি চক্ষুষোঃ সুখদং। অমলমল্লীপরিমল ইতি নাসিকায়াঃ সুখদঃ। করকফলপালী দাড়িমশ্রেণীরসভর ইতি জিহ্বায়া রসদঃ। হৃষীকাণাং বৃন্দং পঞ্চেন্দ্রিয়ং প্রমদয়তি আহ্লাদয়তি ইদং বৃন্দাবনমিত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

বলদেব কহিলেন, শ্রীদাম! দেখ দেখ। বৃন্দাবন আশ্চর্য্য লতা-পুষ্পেই মধুকরগণ বিরাজ করিতেছে এবং মধুকর-নিকরও কর্ণরসায়ন গান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৪৮ শ্লোকে
মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ। বসন্তসম্বন্ধীয় কি আশ্চর্য্য বনশোভা। কোন স্থানে ভৃঙ্গ গান করিতেছে, কোন স্থানে শীতলবায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও লতা সকল নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লীপুষ্পের নির্ম্মল সৌরভ বহিতেছে এবং কোথাও বা

* ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং, ন পঙ্কজং তদ্যদলীন-ষট্পদং।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং, ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ ॥
ইতি ভট্টিকাব্যদ্বিতীয়সর্গোক্ত ১৯ শ্লোকবদত্র একাবল্যলঙ্কারঃ ॥

অথ মুরলী॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে তৃতীয়াঙ্কে ২ শ্লোকে যথা॥

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী। ইতি॥ ৮২॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে পঞ্চমাঙ্কে ১৯ শ্লোকে
বিশাখাসমক্ষং শ্রীরাধাবাক্যং॥

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

পরামৃষ্টেতি। পরামৃষ্টা ব্যাপ্তা। অসিতরত্নৈরিন্দ্রনীলমণিভিরুপলক্ষিতং। উভয়ত্র অঙ্গুষ্ঠত্রয়স্য পর্য্যন্তভূমৌ॥ ৮২॥ সদ্বংশত ইত্যাদি॥ ৮৩॥

দাড়িম্বফল বিদীর্ণ হওয়াতে তাহা হইতে রসধারা পতিত হইতেছে যথে! এইরূপে বৃন্দাবন ইন্দ্রিয়গণকে আনন্দিত করিতেছে॥ ৮১॥

অথ মুরলী॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের তৃতীয় অঙ্কে ২ শ্লোকে যথা—

পৌর্ণমাসী। (পুনর্ব্বার নিরূপণ করিয়া) যাঁহার মুখ এবং পুচ্ছ অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত, প্রদেশ ব্যাপিয়া ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত ও অরুণবর্ণ মণিদ্বারা পরিসরদেশে সঙ্কীর্ণ, তথা উভয়ের মধ্যে উজ্জ্বল হীরকে এবং বিমল স্বর্ণে সুশোভিত, সেই এই কল্যাণময়ী কেলিমুরলী হরি-করে বিরাজ করিতেছে॥ ৮২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে ১৯ শ্লোকে
বিশাখাসমক্ষে শ্রীরাধার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা। (বংশী উদ্ঘাটন করিয়া তিরস্কারের সহিত সংস্কৃতভাষায়)

কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা। ইতি ॥ ৮৩ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে চতুর্থাঙ্কে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং ॥

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৮৪ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৪৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলবাক্যং ॥

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং

সখি মুরলীত্যাদি ॥ ৮৪ ॥

রুন্ধন্নিতি। অম্বুভৃতঃ মেঘান্। তুম্বুরুং গন্ধর্ব্বরাজং। বেধসঃ ব্রহ্মাণং। ভোগীন্দ্রং

কহিলেন, মুরলিকে! তোমার সদ্বংশে জন্ম, তুমি সর্ব্বদা পুরুষোত্তমের করে অবস্থিতি করিয়া থাক এবং তোমার জাতিও সরলা, হায়! তবে কেন তুমি গুরুসমীপে গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহনকারী বিষম মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলা? ॥ ৮৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের চতুর্থ অঙ্কে
পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর বাক্য যথা—

চন্দ্রাবলী। (অবলোকন করিয়া সংস্কৃতভাষায়) কহিলেন, সখি মুরলি। তুমি ত ছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং রসহীনা, তথাপি কোন্ পুণ্যের প্রভাবে নিরন্তর হরিকরের আলিঙ্গন ও তদীয় অধরবিম্বের চুম্বনসুখ প্রাপ্ত হইতেছ? ॥ ৮৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৪৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলের বাক্য যথা—

আকাশে মেঘসকলকে রোধ, স্বর্গগায়ক গন্ধর্ব্বগণকে আশ্চর্য্যা-

ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ। ইতি ॥ ৮৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণো যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৩৬ শ্লোকে
নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নব জাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিস্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিণ্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ৮৬ ॥

বাসুকিং। অণ্ডকটাহভিত্তিং ব্রহ্মাণ্ডাবরণং। দুর্গমসঙ্গমনাৎ। রুদ্ধস্মিতাত্র কলহংসরূপত্বে-নৈব সর্ব্বত্র প্রসরণমণ্ডকটাহভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ। তত্তু ডুম্বুরুচমৎকারাদিনা দর্শিতং অলৌকিক-স্বভাবত্বাৎ। তচ্চোক্তং। সবনশস্তদুপধার্য্য-সুরেশাঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ৮৫ ॥

অয়মিতি। জাগুড়ঃ কুঙ্কুমঃ। রক্তসংজ্ঞঃ কুঙ্কুমং জাগুড়মিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। হরিণ্মণিঃ ইন্দ্রনীলমণিস্তস্য দ্যুতিভিঃ কান্তিভিঃ ॥ ৮৬ ॥

ন্বিত, সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত, বিধাতাকে বিস্মিত, ঔৎসুক্য-সমূহে বলিরাজকে চঞ্চল, ভোগীন্দ্র অনন্তদেবকে ঘূর্ণিত এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সর্ব্বতোভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কে ৩৬ শ্লোকে
নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা ॥

পৌর্ণমাসী। (অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত) কহিলেন, আহা! এই হরি নয়নদ্বারা প্রফুল্ল পুণ্ডরীককে প্রভাশূন্য করিয়াছেন, ইহাঁর পীতাম্বর নব কুঙ্কুমের দ্যুতিকে বিড়ম্বিত করিতেছে, ইহাঁর বন্য-বিভূষা দ্বারা দিব্য বেশের আদর দমিত হইতেছে, এবং ইনি মরকত

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে ২৭ শ্লোকে
ললিতাবাক্যং ॥

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃ সঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু। ইতি ॥ ৮৭ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ১০৬ শ্লোকে
শ্রীরাধাবাক্যং ॥

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।

লোচনরোচন্যাং। জঙ্ঘাধস্তটেতি দাম্পত্যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যুপায়সময়ে তদভেদেন শ্রীরাধায়াঃ প্রতীতায়াঃ প্রতিমায়া বর্ণনং। অন্যত্র চ। কিঞ্চিদীষদ্বিভুগ্নং ত্রিকং মধ্যভাগো যস্য তং। সাচিস্তির্য্যক্ স্তম্ভিতা স্তম্ভভাবেন নিশ্চলা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং ॥ ৮৭ ॥

দুর্গমসঙ্গমন্যাং। কুলবরেতি। মুহুঃ শ্রীকৃষ্ণমনুভূতবত্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কুলবরেতি

মণি অপেক্ষাও মনোহর, নিজাঙ্গদ্যুতিদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের চতুর্থ অঙ্কে ২৭ শ্লোকে
ললিতার বাক্য যথা ॥

ললিতা কহিলেন, যাঁহার বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণচরণ সঙ্গত, যাঁহার তিন স্থান কিঞ্চিৎ বক্র, যাঁহার স্কন্ধদেশ বক্রভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রাঞ্চল তির্য্যক্‌ভাবে সঞ্চারিত, যাঁহার সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চলাঙ্গুলিসঙ্গত-বংশীবিন্যস্ত এবং যাঁহার ভ্রূদেশ নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! সেই অগ্রবর্ত্তি পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর ॥ ৮৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ১০৬ শ্লোকে
শ্রীরাধার বাক্য যথা ॥

শ্রীরাধা। (বিস্ময়ের সহিত) ললিতাকে কহিলেন, অগ্রবর্ত্তী এ

যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা-
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি। ইতি ॥ ৮৮ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ১০২ শ্লোকে
শ্রীরাধাং প্রতি ললিতাবাক্যং ॥

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ। ইতি ॥ ৮৯ ॥

বাক্যমিদং তত্তস্তত্রতাপ্রকরণবলান্নবনবত্বং গম্যতে। অতোঽত্রাপ্যুদাহরণং কৃতং ছটাত্র সূক্ষ্মাগ্রভাগঃ। সটাচ্ছটাভিন্নঘনেতি মাঘকাব্যাৎ। কক্ষা প্রকোষ্ঠং। কক্ষা প্রকোষ্ঠ ইতি নানার্থবর্গাৎ। মরকতমণিলক্ষৈরিতি তত্তুল্য-তদংশূনাং তত্ত্বয়া মননাৎ কিং তত্রাপূর্ব্বত্বং তত্তদ্ধস্ত্রকর্ম্মণো যুগপন্নির্ম্মাণেন। তথা তাদৃগ্গ্রাববৃন্দানি ভিনত্তি মরকতমণিলক্ষৈস্তু গোষ্ঠ-কক্ষাং চিনোতি ইত্যত্র প্রয়োজন তত্তেদকমনেন জ্ঞেয়ং ॥ ৮৮ ॥

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীতি। নবাম্বুদমণ্ডলীতি বা পাঠঃ। ব্রজেন্দ্রকুলনন্দন ইতি বা। সখি স্থিরপতিব্রতা ইতি বা ॥ ৮৯ ॥

কোন্ বিশ্বকর্ম্মা যিনি স্বীয় দীর্ঘকটাক্ষরূপ পাষাণভেদ ও লক্ষ মরকত-মণিদ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশ রচনা, এককালীন এই দুই কর্ম্ম করিতেছেন ॥৮৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ১০২ শ্লোকে
শ্রীরাধার প্রতি ললিতার বাক্য যথা ॥

ললিতা কহিলেন, সখি! যাঁহার দেহকান্তিদ্বারা মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, এমত কোন ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনরূপ নবীন যুবা বিরাজ করিতেছেন, হে সুন্দরি! তাঁহারই বংশীধ্বনি স্থিরপতিব্রতা রমণীদিগের নীবিবন্ধের অর্গল-চ্ছেদনবিষয়ে কৌতুকী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীরাধা যথা ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ৬০ শ্লোকে
শ্রীরাধাং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নবং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ৯০ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে পঞ্চমাঙ্কে ৩১ শ্লোকে
মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

বিধুরেতি দিবাবিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তীত্যাদি ॥ ৯০ ॥
বিধুরেতীতি। শতপত্রং কমলং শর্ব্বরীমুখে নিশায়াং বিরূপতাংমেতি ॥ ৯১ ॥

অথ শ্রীরাধা ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে ৬০ শ্লোকে
শ্রীরাধার রূপ দেখিয়া পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা ॥

আহা! শ্রীরাধার চক্ষুর শোভা নবকমলের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করিতেছে, মুখের শোভা বিকসিত পদ্মবনকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে এবং অঙ্গশোভা অষ্টপদকেও (স্বর্ণকেও) কষ্টদশা প্রাপ্ত করাইতেছে, যাহা হউক, ইহাঁর কি আশ্চর্য্য রূপই বিলাস করিতেছে ॥ ৯০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিবগ্ধমাধবের পঞ্চম অঙ্কে ৩১ শ্লোকে
মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (স্নেহের সহিত) কহিলেন, হায়! চন্দ্র ত দিবসে

ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং । ইতি চ ॥ ৯১ ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ৭৮ শ্লোকে

বিশাখাবাক্যানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা ॥

প্রমদ-রসতরঙ্গ-স্মের-গণ্ডস্থলায়াঃ

স্মরধনুরনুবন্ধি-ভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ ।

মদকল-চলভৃঙ্গী-ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ । ইতি চ ॥ ৯২ ॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার । দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥ ৯৩ ॥ রূপ কহে যাঁহা তুমি সূর্য্যসম-ভাস । মুঞি কোন ক্ষুদ্র

প্রমদরসেতি । অদাঙ্ক্ষীৎ দংশ নমকার্ষীৎ । দন্‌শদংশনে । পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষ্মণী অক্ষিণী যস্যাঃ সা পক্ষ্মলাক্ষী তস্যাঃ ॥ ৯২ ॥

বিরূপতা প্রাপ্ত হন, পদ্মও রজনীমুখে মুখসঙ্কোচ করিয়া থাকে, তবে সর্ব্বদা শোভাসম্পন্ন শ্রীরাধার বদন কাহার সহিত তুলনা প্রাপ্ত হইবে ? ॥ ৯১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ৭৮ শ্লোকে

বিশাখার বাক্যের পর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীকৃষ্ণ । (সহর্ষে স্বগত) যাঁহার আনন্দরসনিবন্ধন হাস্য দ্বারা গণ্ড-স্থল প্রফুল্ল হইয়াছে, যাঁহার কন্দর্পধনুঃসদৃশ ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই সলোমাক্ষী শ্রীরাধার মত্ততানিবন্ধন মধুরভাষিণী চঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তি-সম্পাদক কটাক্ষ হৃদয়কে দংশন করিল ॥ ৯২ ॥

রামানন্দ রায় কহিলেন, আপনার কবিত্ব অমৃতের ধারা স্বরূপ । দ্বিতীয় নাটকের নান্দীব্যবহার বর্ণন করুন ॥ ৯৩ ॥

রূপগোস্বামী কহিলেন, যেস্থানে আপনি সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী,

যেন খদ্যোৎ প্রকাশ ॥ তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান। এত বলি নান্দীশ্লোক করিলা আখ্যান ॥ ৯৪ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ১ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্, মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী, দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ। ইতি ॥৯৫

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা। সঙ্কোচ পাঞা রূপগোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥ ৯৬ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ২ শ্লোকে
সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি ॥

সুররিপু সুদৃশাং অসুরস্ত্রীণাং ॥ ৯৫ ॥

সে স্থানে আমি কোথায় ক্ষুদ্র, যেন খদ্যোতের প্রকাশ। আপনার অগ্রে মুখব্যাদান করা আমার দৃষ্টতা প্রকাশ, এই বলিয়া নান্দীশ্লোক পাঠ করিলেন ॥ ৯৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ১ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

যাহা দেবশত্রু অসুরকামিনীগণের স্তনচক্রবাক ও মুখকমল সকলের খেদবর্দ্ধনকারী এবং সুহৃদ্রূপ চকোরবর্গের আনন্দপ্রদ, সেই মুকুন্দের অখণ্ড যশঃশশী তোমাদের আনন্দবিধান করুন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর রায় কহিলেন, দ্বিতীয় নান্দী পাঠ করুন, রায়ের এই বাক্যে রূপগোস্বামী সঙ্কুচিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

সূত্রধার স্বীয় অভীষ্টদেবকে প্রণাম করিতেছেন যথা—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
সলুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু। ইতি॥ ৯৭॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস। বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস॥ কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্যসুধাসিন্ধু। তার মধ্যে কেনে মিথ্যা-স্তুতি ক্ষারবিন্দু॥ ৯৮॥ রায় কহে রূপের কবিত্ব অমৃতের পূর। তার মধ্যে এক বিন্দু দিঞাছে কর্পূর॥ ৯৯॥ প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস। শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস॥ ১০০॥ রায় কহে

নিজপ্রণয়িতাসুধামিত্যাদি॥ ৯৭॥

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় উজ্জ্বল নাম্নী প্রণয়িতারূপ সুধা নিক্ষেপ করিতেছেন, যাঁহার দ্বিজকুলাধিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ খ্যাতি হইয়াছে, যিনি তমোমাত্রকে বিনাশ করিতেছেন এবং যিনি জগতের মনোহারী, সেই শ্রীশচীনন্দনরূপ শশী (চন্দ্র) আমার কোন কল্যাণবিধান করুন॥ ৯৭॥

এই নান্দী শুনিয়া যদিচ মহাপ্রভুর অন্তরে উল্লাস হইল, তথাপি বাহ্যে কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কোথায় তোমার কৃষ্ণরসকাব্য সুধাসমুদ্র? তাহার মধ্যে কেন মিথ্যা মদীয় স্তুতিরূপ ক্ষারবিন্দু?॥৯৮॥

এই কথা শুনিয়া রামানন্দরায় কহিলেন, রূপের কবিত্ব অমৃতের প্রবাহস্বরূপ, তাহার মধ্যে তিনি এক বিন্দু কর্পূর প্রদান করিয়াছেন॥৯৯

মহাপ্রভু কহিলেন, রায়! তোমার ইহাতে উল্লাস হইতেছে। ইহা শুনিতে লজ্জা হয় এবং লোকে উপহাস করে॥ ১০০॥

লোকের সুখ ইহার শ্রবণে। অভীষ্টদেবের স্তুতি মঙ্গলাচরণে ॥ ১০১ ॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ। তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১০২ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ২০ শ্লোকে
নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং ॥

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণং। ইতি ॥ ১০৩ ॥

উদ্ঘাত্যক নাম এই আমুখ বীথী অঙ্গ ॥

উদ্ঘাত্যকলক্ষণং ॥

নটতা কিরাতরাজমিতি। হন্ত রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তমুদাহর্ত্তুমসমর্থো নটতা কিরাতরাজমিত্যুপদেশেন ধন্যঃ কোহয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তীতি ॥ ১০৩ ॥

রায় কহিলেন, অভীষ্টদেবের স্তুতি ও মঙ্গলাচরণ, ইহার শ্রবণে লোকের সুখ উৎপন্ন হয় ॥ ১০১ ॥

অনন্তর রায় রূপগোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ হয়, তখন রূপগোস্বামী তাহার বিশেষ কহিতে লাগিলেন ॥ ১০২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ২০ শ্লোকে
নটীর প্রতি সূত্রধারের বাক্য যথা—

কলানিধি নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজ কংসকে বধ করিয়া পূর্ণমনোরথ নামক সময়ে তাহার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ করিবেন ॥১০৩

বীথী অর্থাৎ দশবিধ নাটক মধ্যে নাটকবিশেষের উদ্ঘাত্যক নামে আমুখ (প্রস্তাবনা রূপ অঙ্গ হয় ॥

উদ্ঘাত্যকলক্ষণ যথা—

তথাহি সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দৃশ্যশ্রব্যকাব্যভেদনিরূপণে
প্রস্তাবনায়াং প্রথমকারিকা ॥

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে। ইতি ॥

তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥ ১০৪ ॥

পদানি ত্বগতার্থানীতি। সূত্রধারো নটীং ব্রূতে স্বকার্য্যং প্রতিযুক্তিতঃ। প্রস্তুতাক্ষেপি-চিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতং। যদা মুখমিতি প্রোক্তং সৈব প্রস্তাবনা মতা। পঞ্চামুখাঙ্গা-ন্যুচ্যন্তে কথোদ্‌ঘাতঃ প্রবর্ত্তকং। প্রয়োগাতিশয়শ্চেতি তথা বীথ্যঙ্গযুগ্মকং। উদ্‌ঘাত্যকা-বলগিতসংজ্ঞকং মুনিনোদিতং। তত্র কথোদ্‌ঘাতঃ। সূত্রবাক্যং তদর্থং বা স্বেতি বৃত্তসমং যদা। স্বীকৃত্য প্রবিশেৎ পাত্রং কথোদ্‌ঘাতঃ স কীর্ত্তিতঃ। অথ প্রবর্ত্তকং। আক্ষিপ্তঃ কালেতি, সোঽয়ং বসন্তেতি। অথ প্রয়োগাতিশয়ঃ। এষোঽয়মিত্যুপক্ষেপাৎ সূত্রধারপ্রয়োগতঃ। প্রবেশসূচনং যত্র প্রয়োগাতিশয়ো হি সঃ। অথ বীথী। শৃঙ্গারপ্রচুরে নাট্যে যুক্তমাঙ্গমেব হি। বীথী প্রহসনং চেতি তস্মাৎ দ্বে নাত্র লক্ষিতে। অথাঙ্গযুগ্মকং। প্রধানমঙ্গমিতি চ তৎ স্যাদ্দ্বিবিধং পুনঃ। প্রধানং নেতৃচরিতং ব্যাপি কৃষ্ণাদিচেষ্টিতং। নায়কার্থকৃদঙ্গং স্যাৎ নায়কেতরচেষ্টিতং। অথাবলগিতং। যত্রৈকস্মিন্ সমাবেশাৎ কার্য্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে। প্রয়ানু-রোধাত্তজ্‌জ্ঞেয়ং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ। ইতি নাটকচন্দ্রিকায়াং ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দৃশ্য ও শ্রব্যকাব্য
নিরূপণে প্রস্তাবনায় প্রথম কারিকা ॥

যথায় যে সকল পদে অপ্রসিদ্ধতাবশতঃ অভিপ্রেতার্থ অজ্ঞাত হইয়া থাকে অর্থাৎ উভয়ার্থবোধক বা সমাস ও সন্ধির কৌশলে শব্দগুলি অভিপ্রেতের অন্যার্থও বুঝাইয়া থাকে, তথায় অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধির জন্য অভিপ্রেতার্থবোধক পদদ্বারা পদগুলিকে ভিন্নার্থে সংক্রামিত করা যায়, ইহাকেই "উদ্ঘাত্যক" নামক প্রস্তাবনা কহে ॥

আপনার অগ্রে এই যাহা কহিতেছি, ইহা কেবল ধৃষ্টতার তরঙ্গ ভিন্ন কিছুই জানিবেন না ॥ ১০৪ ॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ। শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১০৫ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ৫০ শ্লোকে
পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যং ॥

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা * বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১০৬ ॥

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে ৪৯ শ্লোকে
গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং ॥

হ্রিয়মিতি। অবগৃহ্য অপহৃত্যেত্যর্থঃ। নিসৃষ্টার্থা বিনাস্তকার্য্যভারা বনায় বনং গন্তুমিত্যর্থঃ ॥১০৬॥

রায় কহিলেন, অগ্রে ইহার অঙ্গবিশেষ বর্ণন করুন, শ্রীরূপ কহিলেন, কিছু সঙ্ক্ষেপে উদ্দেশ করি ॥ ১০৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ৫০ শ্লোকে
পৌর্ণমাসীর প্রতি গার্গীর বাক্য যথা—

গার্গী। (সংস্কৃতভাষায়) কহিলেন, লজ্জা অপহরণপূর্ব্বক গৃহ হইতে যে বনে আকর্ষণ করিতেছে, সেই নিপুণা উৎকৃষ্ট বংশজ মুরলীর কাকলীরূপ নিসৃষ্টার্থা দূতী জয়যুক্ত হউক ॥ ১০৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের প্রথম অঙ্কে ৪৯ শ্লোকে
গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য যথা—

---

* উজ্জ্বলনীলমণির দূতীভেদপ্রকরণে ২৯ শ্লোকে যথা ॥

বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥

অস্যার্থঃ। দুই নায়ক নায়িকার মধ্যে একজনকর্ত্তৃক কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা তদুভয়ের মিলনকারিণীকে নিসৃষ্টার্থা দূতী কহে ॥

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি। ইতি চ ॥১০৭

তথাহি ললিতমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ২৩ শ্লোকে
দূরাৎ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ। ইতি ॥ ১০৮ ॥

তথাহি ললিতমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ২৩ শ্লোকে
শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

হরিমুদ্দিশতে ইত্যাদি ॥ ১০৭ ॥ সহচরীত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

পৌর্ণমাসী কহিলেন, দেখ দেখ। এই ধূলিসমূহ ধূলিকে উদ্দেশ করিতেছে, অন্ধকার সম্মুখে ঐ হরিকে সঙ্গমিত করিতেছে, এতদ্দ্বারা ব্রজহরিণলোচনা ও সর্ব্বজ্ঞ বেদের মার্গ সকল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥১০৭

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ২৩ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া
ললিতার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা কহিলেন, সহচরি! মদমত্ত মতঙ্গজবিক্রমশালী নির্ভয় ঘনশ্যাম এই যুবা কে? কোথা হইতে ইহাঁর বৃন্দাবনে আগমন হইল? ইনি যে আপন চঞ্চল নয়নাঞ্চলরূপ তস্করদ্বারা আমার চিত্তকোষ হইতে ধৈর্য্যধন অপহরণ করিতেছেন? ॥ ১০৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে ২৩ শ্লোকে
শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী-
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা। ইতি॥ ১০৯॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে। রূপের কবিত্ব গাই সহস্র-বদনে। কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥ প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥ ১১০॥

তথাহি প্রাচীনকৃতঃ শ্লোকো যথা॥
কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।

বিহারসুরদীর্ঘিকেতি। অলম্ভি প্রাপ্তবান্॥ ১০৯॥
কিং কাব্যেনেত্যাদি॥ ১১১॥

শ্রীকৃষ্ণ। (সম্মুখে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া হস্তাবরণপূর্ব্বক) কহিলেন, যিনি আমার মনোরূপ মতঙ্গজের বিহারার্থ গঙ্গাসদৃশী, যিনি আমার লোচনচকোরদ্বয়ের শরৎকালীন আনন্দচন্দ্রপ্রভা স্বরূপ এবং যিনি আমার বক্ষঃরূপ গগনতটের আভরণসদৃশ মনোহর তারাবলী অর্থাৎ হারতুল্য, আজ আমি ভূরি মনোরথের সহিত সেই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম॥ ১০৯॥

এই সকল শ্রবণ করিয়া রায় প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, প্রভো! রূপের কবিত্ব আমি সহস্রবদনে গান করি। ইহা কবিত্ব নয়, অমৃতের ধারা, ইহাতে যত নাটকের লক্ষণ আছে, তৎসমুদায় সিদ্ধান্তের সার। ইহা প্রেম-পরিপাটী, ইহার বর্ণনঅদ্ভুত, শুনিয়া চিত্ত ও কর্ণ আনন্দে ঘূর্ণন করিতে থাকে॥ ১১০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ প্রাচীনকৃত শ্লোক যথা—

সে কবির কাব্যরচনায় প্রয়োজন কি? এবং সে ধনুর্ধারীর কাণ্ড

শরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ। ইতি ॥ ১১১ ॥

তোমার শক্তি বিনে এই জীবের নহে বাণী। তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥ ১১২ ॥ প্রভু কহে প্রয়াগে ইহার হইল মিলন। ইহার গুণেতে আমার তুষ্ট হইল মন ॥ মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার। ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ সবে কৃপা করি ইহায় দেও এই বর। ব্রজলীলারস প্রেম বর্ণে নিরন্তর ॥ ১১৩ ॥ ইহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হয় নাম সনাতন। পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ ঐছে তার রীতি। দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি ॥ এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবন। শক্তি দিঞা ভক্তিশাস্ত্র করিতে

(বাণ) নিক্ষেপেই বা প্রয়োজন কি? যাহা পরের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তককে ঘূর্ণন করাইতে পারে না ॥ ১১১ ॥

প্রভো! আপনার শক্তিব্যতিরেকে জীবের এরূপ বাক্য সম্ভবে না, অনুমান করি, আপনি শক্তি-সঞ্চার করিয়া রূপকে কহাইতেছেন ॥১১২॥

মহাপ্রভু কহিলেন, প্রয়াগে রূপের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহাঁর গুণে আমার মন পরিতুষ্ট হইল। ইহাঁর কাব্য অলঙ্কারযুক্ত এবং মধুর প্রসন্নবিশিষ্ট, ঐ প্রকার কবিত্বব্যতিরেকে রসের প্রচার হয় না। তোমারা সকলে কৃপা করিয়া ইহাঁকে এই বর (অবশ্যম্ভাবী অভীষ্টফল) দাও যে, ইনি যেন ব্রজলীলার রস ও প্রেম নিরন্তর বর্ণন করেন ॥ ১১৩॥

ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন, পৃথিবীতে তাঁহার সমান আর বিজ্ঞ নাই। তোমার যেমন বিষয়ত্যাগ তাঁহারও রীতি ঐ প্রকার। দৈন্য বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই অবস্থিতি আছে। আমি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত এই ভ্রাতাকে শক্তিদিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করি-

প্রবর্ত্তন ॥১১৪॥ রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে। কাঠের পুঁতলী তুমি পার নাচাইতে॥ মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে। সেই সব দেখি এই ইহার লিখনে॥ ভক্তকৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস। যারে করাও সে করিবে জগৎ তোমার বশ॥ ১১৫॥ তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন। তাঁরে করাইল সবার চরণবন্দন॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ আর সব ভক্তগণ। কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥ প্রভুর কৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ। দেখি চমৎকার হৈল সব ভক্ত-মন॥ ১১৬॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা। হরিদাসঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥ হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা। যে রস

য়াছি॥ ১১৭॥

অনন্তর রায় কহিলেন, আপনি ঈশ্বর, যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, কাষ্ঠের পুত্তলিকাকেও নৃত্য করাইতে পারেন। আমার মুখে যে সকল রস প্রকাশ করিলেন, সেই সমুদায় ইহাঁর লিখনে দেখিতেছি, আপনি ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া ব্রজরস প্রকটন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি যাহাকে করান, সেই করিতে পারিবে, জগৎ আপনার বশীভূত॥ ১১৫॥

তখন মহাপ্রভু রূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে সকলের চরণ বন্দনা করাইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ আর যত ভক্তগণ ছিলেন, তাঁহারা সকলে রূপকে আলিঙ্গন করিলেন। রূপের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, আর রূপের সদ্গুণ দেখিয়া সমুদায় ভক্তগণের মন চমৎকৃত হইল॥ ১১৬॥

অনন্তর মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া হরিদাসঠাকুরের নিকট গেলেন, হরিদাস-ঠাকুর রূপকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, রূপ! তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, তুমি যে রস বর্ণন করিয়াছ, ইহার মহিমা কেহ

বর্ণিলে ইহার কে জানে মহিমা॥ শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি। যেই মহাপ্রভু কহায় সেই কহি বাণী॥ ১১৪॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রথমলহর্য্যাং ২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং॥

হৃদি যস্য প্রেরণয়া, প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য। ইতি॥ ১১৮॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে। সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে॥ চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ। প্রভু বিদায় দিল গৌড়ে

দুর্গমসঙ্গমনী। অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়চরণকমলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং ভগবন্তং নমস্করোতি হৃদীতি। হৃদ্বিষয়প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতঃ অস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। বরাকরূপেতি স্বয়ং দৈন্যোক্তং সরস্বতীতু তদসহমানা বরং শ্রেষ্ঠং আ সম্যক্ কারতি শব্দায়তে ইতি ব্যুৎপত্তিম্ স্থাবয়তি। সংকারিতায়ামপি তৎপ্রেরণৈব প্রবৃত্তিঃ সাম্প্রদায়িকেতি অপেরর্থঃ॥ ১১৮॥

জানিতে পারে না। শ্রীরূপ কহিলেন, আমি কিছুই জানি না। মহাপ্রভু আমাকে যে বাক্য কহান, আমি সেই বাক্য কহিয়া থাকি॥ ১১৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ১ লহরীর ২ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা॥

আমি অতিক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও যিনি আমার হৃদয়ে উপকরণ গুলি সমর্পণ করিয়া এই গ্রন্থ নির্ম্মাণে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল বন্দনা করি॥ ১১৮॥

এইমত রূপগোস্বামী ও হরিদাস পরস্পর দুই জনে কৃষ্ণকথার রঙ্গে সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তথায় চারি

করিল গমন ॥ শ্রীরূপ প্রভুপাদে নীলাদ্রি রহিলা। দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ দোল অনন্তর প্রভু তারে আজ্ঞা দিলা। অনেক প্রসাদ করি শক্তি-সঞ্চারিলা ॥ ১১৯ ॥ বৃন্দাবন যাই তুমি রহ বৃন্দাবনে। একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে ॥ ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ। লুপ্ত-তীর্থ সব তাহা করিহ প্রচারণ ॥ কৃষ্ণসেবা ভক্তিরস করিহ প্রচার। আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার ॥ এতবলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন। রূপগোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ১২ ॥ প্রভুর ভক্তগণ পাশ বিদায় হইলা। পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা ॥ এইত কহিল

মাস অবস্থিতি করিলেন। পরে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাঁহারা গৌড়দেশে আগমন করিলেন, কিন্তু শ্রীরূপ মহাপ্রভুর চরণ-সমীপে নীলাচলে অবস্থিতি রহিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রা দর্শন করিলেন, দোলযাত্রার পর মহাপ্রভু তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিয়া প্রচুর অনুগ্রহপূর্ব্বক শক্তি-সঞ্চার করিলেন ॥ ১১৯ ॥

এবং কহিলেন, তুমি বৃন্দাবনে গিয়া তথায় অবস্থিতি কর। সনাতনকে একবার এস্থানে পাঠাইয়া দিও, বৃন্দাবনে গিয়া রসশাস্ত্রের নিরূপণ এবং লুপ্ততীর্থ সকলের প্রচার করিবা। আর কৃষ্ণসেবা ও ভক্তিরসের প্রচার করিও, আমি ও দেখিবার নিমিত্ত একবার তথায় গমন করিব। এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে তিনি তাঁহার চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ১২০ ॥

অনন্তর রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার গৌড়পথে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। রূপগোস্বামির এই পুনর্ম্মিলন বর্ণন করিলাম, ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তাঁহার চৈতন্য-চরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১২১ ॥

পুনঃরূপের মিলন। ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ১২১ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপসঙ্গমো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত বর্ণন করিতেছেন ॥ ১২২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে শ্রীরূপসঙ্গম নামকে প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

——০:০:০——

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ সব লোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার। নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার ॥ সাক্ষাদ্দর্শনে আর যোগ্য ভক্তজীবে। আবেশ করয়ে কাঁহা কাঁহা হয়ে আবির্ভাবে ॥ ৩ ॥ সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সবা নিস্তা-

---

বন্দেঽহমিত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীযুক্ত পদকমল তথা গুরুবর্গ, বৈষ্ণবগণ, অগ্রজ সনাতনের সহিত গণসহ রঘুনাথান্বিত এবং জীবের সহিত রূপ তথা অদ্বৈত, অবধূত (শ্রীনিত্যানন্দ) ও পরিজনবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব এবং গণসহ ললিতা ও বিশাখান্বিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদযুগলকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক এবং শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

লোকসমুদায়ের নিস্তার করিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতার, তাঁহার নিস্তার করার হেতু তিন প্রকার হয়। সাক্ষাৎ দর্শনদানে, আর যোগ্য ভক্তজীবে, কাঁহাতে আবেশ এবং কোথায় আবির্ভাব হয়েন ॥ ৩ ॥

সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সকলকে নিস্তার করিলেন, নকুল-ব্রহ্মচারির

রিলা। নকুল-ব্রহ্মচারিদেহে আবিষ্ট হইলা॥ প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব। লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব॥ ৪॥ সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল। একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হৈল॥ গৌড়দেশের ভক্ত সব প্রত্যব্দ আসিয়া। পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিঞা॥ আর নানাদেশের লোক আসি জগন্নাথ। চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥ ৫॥ সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী। দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি॥ প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি নাচে প্রেমাবিষ্ট হয়া॥ ৬॥ এই মত ত্রিজগৎ দর্শনে নিস্তারি। যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী॥ তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে। যোগ্য ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে॥ সেই জীবে

দেহে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দের অগ্রে আবির্ভাব করিলেন। লোক নিস্তার করিব, ইহাই ঈশ্বরের স্বভাব হয়॥ ৪॥

সাক্ষাৎ দর্শনে সমুদায় জগৎ উদ্ধার করিলেন, একবার যে দর্শন করিয়াছে, সেই কৃতার্থ হইয়াছে। গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রতি বৎসর আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার গৌড়দেশে গমন করেন। আর নানাদেশীয় লোক জগন্নাথে আসিয়া চৈতন্যচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইল॥ ৫॥

সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী লোক তথা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর মনুষ্যবেশে আগমন করিয়া প্রভুকে দর্শন করত বৈষ্ণব হইয়া গমন করেন এবং তাঁহারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে থাকেন॥ ৬॥

গৌরাঙ্গদেব এইরূপে দর্শনদানে ত্রিজগৎ নিস্তার করিলেন। অনেক সংসারী লোক যে কেহ আসিতে পারে নাই, সেই সকল লোককে নিস্তার করিতে মহাপ্রভু সেই সমুদায় দেশে যোগ্য ভক্তজীবের দেহে

নিজশক্তি করেন প্রকাশে। তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে॥ ৭॥ এই মত ত্রিভুবন তারিল আবেশে। ঐছে আবেশ কিছু কহিয়ে বিশেষে॥ গৌড়ে যৈছে আবেশ তাহা করিয়ে বর্ণন। সম্যক্ না যায় কহা দিগ্‌দরশন॥ ৮॥ আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুলব্রহ্মচারী। পরম বৈষ্ণব তিঁহ বড় অধিকারী॥ গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল। নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥ ৯॥ গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা। হাসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥ অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার। নিরন্তর প্রেম নৃত্য সঘন হুঙ্কার॥ তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ। তাঁহাকে দেখিতে

আবিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই জীবে নিজশক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁহার দর্শনে সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হয়॥ ৭॥

মহাপ্রভু যে আবেশদ্বারা এইরূপ ত্রিভুবন উদ্ধার করিলেন, ঐ আবেশ কিছু বিস্তার করিয়া বলিতেছি। গৌড়ে যেরূপ আবেশ তাহার বর্ণন করি, সম্যক্ বলার সাধ্য নাই, কেবল দিগ্দর্শনমাত্র করিতেছি।৮॥

আম্বুয়া-দেশে নকুল-ব্রহ্মচারী নামে এক জন বাস করেন, তিনি পরম বৈষ্ণব এবং ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী। মহাপ্রভু গৌড়দেশের লোক নিস্তার করিতে ইচ্ছা করিয়া নকুল-ব্রহ্মচারির হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন॥ ৯॥

নকুল গ্রহগ্রস্ত প্রায় প্রেমাবিষ্ট হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, রোদন ও গান করেন, তাঁহার অঙ্গে কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ এবং সাত্ত্বিক বিকার তথা নিরন্তর প্রেম নৃত্য ও ঘন ঘন হুঙ্কার প্রকাশ পাইতে থাকে। মহাপ্রভুর যেরূপ কান্তি, যেরূপ সর্ব্বদা প্রেমাবেশ, তৎসমুদায় তাঁহাতে উদয় হইতে লাগিল, সমস্ত গৌড়দেশবাসী লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে

আইসে সব গৌড়দেশ ॥ ১০ ॥ যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম। তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ১১ ॥ চৈতন্য-আবেশ যবে নকুলের দেহে। শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল। বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ আপনে বোলায় যদি ইহা আমি জানি। আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥ তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে। এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আয় যায়। লোকের সঙ্ঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে। জন দুই চারি যাই বোলাহ তাঁহারে ॥ চারিদিকে ধায় লোক শিবানন্দ বুলি। শিবানন্দ কোন্ তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥ শুনি শিবানন্দ তবে

আসিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

নকুল-ব্রহ্মচারী যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন, কৃষ্ণনাম কহ। তাঁহাকে দেখিয়া লোক সকল প্রেমে উন্মত্ত হইতে লাগিল ॥ ১১ ॥

নকুলের দেহে যখন চৈতন্যাবেশ হইল, তখন শিবানন্দসেন শুনিয়া সন্দেহ করিয়া আগমন করিলেন। যখন তাঁহার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল, তখন বাহিরে থাকিয়া এই বিচার করিলেন, ইনি যদি আমাকে জানিয়া আপনা হইতে আমাকে ডাকেন, আর যদি আমার ইষ্টমন্ত্র জানিয়া কহেন, তবে জানিতে পারি, ইহাঁতে চৈতন্যের আবেশ হইয়াছে। এই চিন্তা করিয়া শিবানন্দ দ্বারদেশে অবস্থিত রহিলেন, কেহ আইসে এবং কেহ যায়, লোকের অসংখ্য ঘটা হইল, লোকের সঙ্ঘট্টে কেহ দেখিতে পাইতেছে না ॥ ১২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মচারী কহিলেন, তোমরা দুই চারি জন লোক যাও, দ্বারে শিবানন্দসেন আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন। লোক সকল শিবানন্দ বলিতে বলিতে চারিদিকে ধাবমান হইল, কোন্ ব্যক্তি শিবা-

আনন্দে আইলা। নমস্কার করি তাঁর নিকটে বসিলা ॥ ১৩॥ ব্রহ্মচারী বোলে তুমি যে কৈলে সংশয়। একমন হঞা শুন তাহার নিশ্চয় ॥ গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর। অবিশ্বাস ছাড় যেই করিয়াছ অন্তর ॥ তবে শিবানন্দ মনে প্রতীত হইল। বহুত সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল ॥১৪॥ এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্যস্বভাব। এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥ শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে। শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে ॥ এই চারি ঠাঞি প্রভুর সতত আবির্ভাব। প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ১৫ ॥ নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা। ভোজন করিল তাহা শুন মন দিঞা ॥ ১৬॥ শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্তসেন নাম। প্রভুর কৃপার পাত্র বড় ভাগ্যবান্ ॥ এক বৎসর তেঁহ

নন্দ তোমাকে ব্রহ্মচারী ডাকিতেছেন। তখন শিবানন্দ শুনিয়া আনন্দে আগমন করতঃ তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর ব্রহ্মচারী কহিলেন, তুমি যে সংশয় করিয়াছ, এক মন হইয়া তাহার নিশ্চয় শ্রবণ কর। তোমার চারি (ক) অক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্র, তুমি অন্তরে যাহা করিয়াছ, সেই অবিশ্বাস ত্যাগ কর। তখন শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল, তাঁহাকে বহুতর সম্মান করিলেন ॥১৪॥

মহাপ্রভু এই অচিন্ত্য স্বভাব, এক্ষণে যেরূপে তাঁহার আবির্ভাব হয়, বলি শ্রবণ করুন। শচীদেবীর মন্দিরে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের কীর্ত্তনে, আর রাঘবের গৃহে, এই চারি স্থানে মহাপ্রভুর নিরন্তর আবির্ভাব হয়, তাহাতে মহাপ্রভুর সহজস্বভাব প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিল ॥১৫

নৃসিংহানন্দের অগ্রে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভু যেরূপে ভোজন করিলেন, তাহা বলি মন দিয়া শ্রবণ করুন ॥ ১৬ ॥

শিবানন্দের ভাগিনেয়ের নাম শ্রীকান্তসেন, তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র

(ক) ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং” এই ৪ অক্ষরী মন্ত্রকে গৌরগোপাল মন্ত্র বলে। বামে রাধা, দক্ষিণে ললিতা, উভয়ের অঙ্গজ্যোতিতে কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইলে গৌরগোপাল হন।

প্রথমে একেশ্বর। প্রভু দেখিবারে আই॥ উৎকণ্ঠা অন্তর॥ ১৭॥ মহা-প্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা। মাস দুই মহাপ্রভু নিকটে রহিলা॥ তবে তাঁর আজ্ঞা দিল গৌড়ে যাইতে। ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে॥১৮॥ এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে। তাহাঞি মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥ শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে। আচম্বিতে যাব আমি তাঁহার আবাসে॥ জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহ ভিক্ষা দিবে। সবাকে কহিও এ বর্ষ কেহ না আসিবে॥ ১৯॥ শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল। শুনি ভক্তগণমনে আনন্দ হইল॥ ২০॥ চলিতে

এবং অতিশয় ভাগ্যবান্। একবৎসর তিনি প্রথমে একাকী মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে আগমন করিলেন॥ ১৭॥

মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৃপা করিলেন, তিনি দুই মাস কাল প্রভুর নিকট অবস্থিত রহিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়-দেশে যাইতে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাকে আসিতে নিষেধ করেন॥ ১৮॥

মহাপ্রভু কহিলেন, এ বৎসর আমি গৌড়দেশে গমন করিব, সেই স্থানে অদ্বৈতাদির সঙ্গে মিলিত হইব। শিবানন্দকে কহিবা, আমি এই পৌষমাসে অকস্মাৎ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইব। জগদানন্দ সেই স্থানে আছেন, তিনি আমাকে ভিক্ষা দিবেন, সকলকে বলিবা, এ বৎসর যেন কেহ এখানে আগমন না করে॥ ১৯॥

শ্রীকান্ত গৌড়ে আসিয়া সকলের নিকট মহাপ্রভু এই বাক্য নিবেদন করিলেন, ভক্তগণ শ্রবণ করিয়া মনে অতিশয় আনন্দিত হইলেন॥ ২০॥

ছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হঞা। শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিঞা॥ পৌষমাস আইলা দোঁহে সামগ্রী করিয়া। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥ এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা। জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা॥২১॥ আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাই আইলা। দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা॥ দোঁহা দুঃখী দেখি তবে বোলে নৃসিংহানন্দ। তোমা দোঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ॥ ২২॥ তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা। আসিতে আজ্ঞা দিল প্রভু কেনে না আইলা॥ শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষ। আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবস॥ ২৩॥ তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জন। আনিবে

আচার্য্য যাইতেছিলেন, কিন্তু আর গমন করিলেন না, স্থির হইয়া রহিলেন। শিবানন্দ ও জগদানন্দ প্রত্যাশা করিয়া রহিলেন, পৌষমাস আসিল, দুই জনে সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। এইমতে মাস গত হইল, মহাপ্রভু আগমন করিলেন না, জগদানন্দ ও শিবানন্দ দুই জনেই অতিশয় দুঃখিত হইলেন॥ ২১॥

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, দুই জনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া নিকটে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। তখন নৃসিংহানন্দ দুই জনকে দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, তোমাদের দুই জনকে কেন নিরানন্দ দেখিতেছি?॥ ২২॥

তখন শিবানন্দ তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন, প্রভু আসিব বলিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তিনি কেন আগমন করিলেন না। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, আপনি সন্তুষ্ট হউন, আমি তৃতীয় দিবস মহাপ্রভুকে আনয়ন করিব॥ ২৩॥

জগদানন্দ ও শিবানন্দ এই দুই জন তাঁহার প্রভাব অবগত

প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মন ॥ প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী তাঁর ছিল নিজ নাম। নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম ॥ দুইদিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল। পাণিহাটী গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ কালি মধ্যাহ্নে তিঁহ আসিবেন মোর ঘরে। পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥ তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর। নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর ॥ পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাহি। যে চাহিল শিবানন্দ আনি দিল তাহি ॥ ২৪ ॥ প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার। নানা ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর নানা উপহার ॥ জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাঢ়িল। চৈতন্যপ্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥ ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাঢ়িল। তিনজনে সমর্পিঞা বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ দেখে শীঘ্র আসি বসি চৈতন্যগোসাঞি।

আছেন, আমাদের মনে লইতেছে, ইনি নিশ্চয় প্রভুকে আনয়ন করিবেন, তাঁহার নিজ নাম প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী ছিল, গৌরাঙ্গদেব তাঁহা নৃসিংহানন্দ নাম রাখিলেন। নৃসিংহানন্দ দুই দিন ধ্যান করিয়া শিবানন্দকে কহিলেন, আমি মহাপ্রভুকে পাণিহাটী গ্রামে আনয়ন করিয়াছি তিনি কল্য মধ্যাহ্নে আমার গৃহে আগমন করিবেন, পাকসামগ্রী আনয় কর, তাঁহাকে আমি ভিক্ষা দিব, পরে আমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয় করিব। আমি নিশ্চয় বলিলাম, তোমরা কেহ সন্দেহ করিও না, আ যাহা বলি, সেই সমুদায় পাকসামগ্রী আনয়ন কর, যাহা চাহিলে শিবানন্দ তাহাই আনয়ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

নৃসিংহানন্দ প্রাতঃকাল হইতে অনেক পাক এবং নানা ব্যঞ্জন, পি ও ক্ষীর প্রভৃতি নানা প্রকার উপহার প্রস্তুত করিলেন। জগন্না নিমিত্ত ভিন্ন ভোগ পৃথক্ পরিবেশন এবং চৈতন্যদেবের নিমিত্ত পৃ পরিবেশন, আর ইষ্টদেব নৃসিংহের নিমিত্ত পৃথক্ পরিবেশন করিলে তৎপরে নৃসিংহানন্দ বাহিরে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। অন

তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি ॥ ২৫ ॥ আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার। হা হা কি করিলে বলি করেন ফুৎকার ॥ জগন্নাথে তোমার ঐক্য খাও তার ভোগ। নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥ ২৬ ॥ নৃসিংহের জানি আজি হৈল উপবাস। ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস ॥ ভোজন দেখি যদ্যপি হৃদয়ে উল্লাস। নৃসিংহ লক্ষ্য করি বাহ্য দুঃখাভাস ॥২৭॥ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি। জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাঞি ॥ ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন। তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥২৮॥ ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটী।

তিন জনে সমর্পণ করিয়া ধ্যানযোগে দেখিতেছেন, চৈতন্যগোস্বামী আগমন করিয়া তিনি ভোগই ভোজন করিলেন, কিছুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না ॥ ২৫ ॥

তাহা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন (নৃসিংহানন্দ) আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। হায়! কি করিলেন বলিয়া ফুৎকার করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, জগন্নাথের সহিত আপনার একতা আছে, আপনি তাঁহার ভোগ ভক্ষণ করুন, নৃসিংহের ভোগ কেন উপযোগ (ভোজন) করিলেন ? ॥ ২৬ ॥

জানিলাম, আজি নৃসিংহের উপবাস হইল, ঠাকুর উপবাসী থাকিলে দাস কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। ভোজন দেখিয়া যদিচ হৃদয়ে উল্লাস হইল, তথাপি নৃসিংহকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্যে দুঃখাভাস প্রকাশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোস্বামী স্বয়ং ভগবান্, জগন্নাথ ও নৃসিংহের সহিত কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহা জানাইবার জন্য প্রদ্যুম্নের মনে গূঢ়ভাব ছিল, মহাপ্রভু ভোজন করিয়া তাহা অবলোকন করাইলেন ॥ ২৮ ॥

সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী ॥২৯॥ শিবানন্দ কহে কেনে করহ ফুৎকার। ব্রহ্মচারী কহে দেখে প্রভুর ব্যবহার ॥ তিন জনের ভোগ তিঁহ একলে খাইল। জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥৩০ ॥ শুনি শিবানন্দ-চিত্তে হইল সংশয়। কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয় ॥ ৩১॥ তবে শিবানন্দে পুনঃ কহে ব্রহ্মচারী। সামগ্রী আন নৃসিংহ লাগি পুনঃ পাক করি ॥ ৩২ ॥ তবে শিবানন্দ পাক-সামগ্রী আনিল। পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল ॥ ৩৩ ॥ বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ। নীলাচল গিঞা দেখে প্রভুর চরণ ॥ ৩৪ ॥ এক দিন সভাতে প্রভু

মহাপ্রভু ভোজন করিয়া পাণিহাটী গ্রামে গমন করিলেন, তথায় ব্যঞ্জনের পরিপাটী দেখিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥

শিবানন্দ কহিলেন, আপনি ফুৎকার করিতেছেন কেন? প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী কহিলেন, প্রভুর ব্যবহার দেখ, তিন জনের ভোগ একাকী ভোজন করিলেন, জগন্নাথ ও নৃসিংহের উপবাস রহিল ॥ ৩০ ॥

এই কথা শুনিয়া শিবানন্দের চিত্তে সংশয় জন্মিল, তিনি মনোমধ্যে বিতর্ক করিলেন, ইনি কি প্রেমাবেশে বলিতেছেন! অথবা ইহা কি সত্যই ঘটনা হইল! ॥ ৩১ ॥

তখন ব্রহ্মচারী শিবানন্দকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সামগ্রী আনয়ন কর, নৃসিংহের নিমিত্ত পাক করি ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শিবানন্দ পাক-সামগ্রী আনয়ন করিলেন, প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী পাক করিয়া নৃসিংহের ভোগ লাগাইলেন ॥ ৩৩ ॥

অন্য বৎসর শিবানন্দ ভক্তগণকে লইয়া নীলাচলে গমন করতঃ প্রভুর চরণ সন্দর্শন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বাত চালাইলা। নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥ গত বর্ষ পৌষে আমা করাইল ভোজন। কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্ট ব্যঞ্জন ॥ শুনি ভক্তগণের মনে আশ্চর্য্য হইল। শিবানন্দের মনে তবে প্রতীতি জন্মিল ॥ ৩৫ ॥ এই মত শচীগৃহে সতত ভোজন। শ্রীনিবাসঘরে করে কীর্ত্তন দর্শন ॥ নিত্যানন্দ-নৃত্য দেখে আসি বারে বারে। নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥ ৩৬ ॥ প্রেমবশ গৌর-প্রভু যাঁহা প্রেমোত্তম। প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন ॥ শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে। যাঁর প্রেমবশ গৌর আইসে বারে বারে ॥ ৩৭ ॥ এই ত কহিল গৌরের ত্রিবিধ আবির্ভাব। ইহা যেই শুনে জানে

এক দিন মহাপ্রভু সভাতে বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু কহিলেন, গত বৎসর পৌষমাসে নৃসিংহানন্দ আমাকে ভোজন করাইয়াছে, আমি কখন ঐ প্রকার মিষ্ট ব্যঞ্জন ভোজন করি নাই, এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের মনে আশ্চর্য্য হইল, তখন শিবানন্দের মনে উহা প্রতীতি জন্মিল ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু শচীদেবীর গৃহে নিয়ত ভোজন এবং শ্রীনিবাস গৃহে কীর্ত্তন দর্শন করেন। নিত্যানন্দপ্রভু বারম্বার আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন, রাঘবের গৃহে নিরন্তর মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় ॥ ৩৬ ॥

গৌরাঙ্গপ্রভু প্রেমের বশীভূত, যেস্থানে উত্তম প্রেম দেখেন, প্রেমের বশীভূত হইয়া তথায় দর্শন দান করিয়া থাকেন। শিবানন্দের প্রেমের সীমা কেহ বলিতে পারে না, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া গৌরাঙ্গদেব বারম্বার আগমন করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

গৌরাঙ্গদেবের এই তিন প্রকার আবির্ভাব বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, সে চৈতন্যপ্রভাব জানিতে পারে ॥ ৩৮ ॥

চৈতন্যপ্রভাব ॥ ৩৮ ॥ পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য। পরম বৈষ্ণব তিঁহ পণ্ডিত সাধু আর্য্য ॥ সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার। স্বরূপগোসাঞি সহ সখ্যব্যবহার ॥ একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ। মধ্যে মধ্যে প্রভুকে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন। একলে গোসাঞি লঞা করয়ে ভোজন ॥ ৩৯ ॥ তার পিতা বড় বিষয়ী শতানন্দখান। বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান ॥ গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই। কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা আচার্য্য ঠাঞি ॥ আচার্য্য তাঁহারে প্রভু পদে মিলাইল। অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইল ॥ আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করেন প্রীত্যাভাষ। কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৪০ ॥ রূপগোসাঞিকে আচার্য্য কহে আর

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট ভগবান্ আচার্য্য বাস করেন, ইনি পরম বৈষ্ণব, পণ্ডিত এবং সাধুগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ, ইহাঁর চিত্ত সখ্যভাবে আক্রান্ত। ইনি গোপ অর্থাৎ সখার অবতার, স্বরূপগোস্বামির সহিত ইহাঁর সখ্যব্যবহার ছিল। ইনি একান্তভাবে চৈতন্যের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, গৃহে অন্ন এবং বিবিধ ব্যঞ্জন পাক করিয়া একাকী মহাপ্রভুকে ভোজন করান্ ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ আচার্য্যের পিতা অতিশয় বিষয়ী, তাঁহার নাম শতানন্দ-খান। আচার্য্য বিষয়পরাঙ্মুখ, ইহাঁর বৈরাগ্য অতিশয় প্রধান। ভগবানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গোপালভট্টাচার্য্য, ইনি কাশীতে বেদান্ত পড়িয়া আচার্য্যের নিকট আগমন করিলেন। আচার্য্য তাঁহাকে লইয়া প্রভুর পাদপদ্মে মিলিত করিলেন। মহাপ্রভু অন্তর্যামী, চিত্তে সুখ প্রাপ্ত হইলেন না, আচার্য্য-সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বাহ্যে প্রীতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণভক্তিব্যতিরেকে প্রভুর উল্লাস হয় না ॥ ৪০ ॥

দিনে। বেদান্ত * পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এথানে ॥ সবে মেলি আইস ভাষ্য শুনি ইহার স্থানে। প্রেমে ক্রোধ করি স্বরূপ কহেন বচনে ॥৪১॥ বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে। মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ বৈষ্ণব হইয়া যে শারীরক ভাষ্য শুনে। সেব্য সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে ॥ ৪২ ॥ মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন

অন্য এক দিবস আচার্য্য স্বরূপগোস্বামিকে কহিলেন, এখন গোপাল বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছে। আগমন করুন, সকলে মিলিয়া ইঁহার নিকট ভাষ্য শ্রবণ করি ॥ ৪১ ॥

স্বরূপগোস্বামী প্রেমসহকারে ক্রোধ করিয়া বাক্য প্রয়োগ করতঃ ভগবান্ আচার্য্যকে কহিলেন, গোপালের সঙ্গে তোমার বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইল, মায়াবাদ শুনিবার নিমিত্ত কৌতুক উপস্থিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বৈষ্ণব হইয়া শারীরিক ভাষ্য শ্রবণ করে, সে সেব্য সেবকভাব ত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

* বেদব্যাসকৃত চারিপাদাত্মক ব্রহ্মমীমাংসা বা শারীরক সূত্রই বেদান্ত দর্শন। শঙ্করাচার্য্যকৃত তাহার ব্যাখ্যার নাম শারীরক ভাষ্য, শারীরক শব্দের অর্থ বেদান্তসারের টীকায় যাহা আছে, তাহার অর্থ এই যে, শরীরই শারীর। শারীরক শব্দে জীব, তাহাই যাহাতে প্রতিপাদ্য অর্থাৎ যথাতথরূপে যাহাতে বর্ণনীয়, এই অর্থে শারীরক অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক ব্যাখ্যান। সূত্রের পদ লইয়া তদুপযোগিবাক্যে ব্যাখ্যা ও নিজের এবং দুর্ব্বোধকথার নিজেই ব্যাখ্যা করা, ইহাকেই ভাষ্য বলে। যথা—সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ। ইতি "ভাষ্যভূতা ভবন্তু মে" ইতি মাঘপদে। টীকায়াং মল্লিনাথধৃতং বচনং। ঐ শারীরকভাষ্যে তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিতে "ত্বং তৎ" অর্থাৎ তুমি (জীব), তৎ ব্রহ্ম এবং "তৎ ত্বং" অর্থাৎ তৎ (ব্রহ্মই) 'ত্বং' তুমি (জীব) ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে জীবব্রহ্মের একতা নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু জীবব্রহ্মের ভেদবাদিরা "তস্য ত্বং ইতি তত্ত্ব." অর্থাৎ তাহার তুমি। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর সেব্য, তুমি তাহার সেবক। অপিচ মায়াবাদের মূল তাৎপর্য্য এই যে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" অর্থাৎ এক ব্রহ্মের

যাঁর। মায়াবাদ শুনিলে মন অবশ্য ফিরে তাঁর ॥ আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে। আমা সবার মন ভাষ্যে নারে চালাইতে ॥ ৪৩ ॥ স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে। চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এই শব্দ শুনে ॥ জীব জ্ঞানকল্পিত ঈশ্বর সকল অজ্ঞান। যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ ॥ ৪৪ ॥ তবে লজ্জা পাঞা আচার্য্য মৌন ধরিলা। আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ এক দিন আচার্য্য প্রভুরে

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রাণধন, সেই মহাভাগবতও যদি মায়াবাদ শ্রবণ করেন তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার মন ফিরিয়া যাইবে। আচার্য্য কহিলেন, আমাদিগের মন শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ভাষ্য আমাদিগের মন বিচলিত করিতে পারিবে না ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, তথাপি মায়াবাদ শ্রবণ করিলে ব্রহ্ম চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ ও মায়া মিথ্যা এই শব্দ শুনা যায় এবং ঈশ্বর জীবের জ্ঞানকল্পিত তথা সমস্তই অজ্ঞান অর্থাৎ মায়াময়, যাহার শ্রবণে ভক্তের মন ও কর্ণ স্ফুটিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

তখন লজ্জা পাইয়া আচার্য্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পর দিন

সত্তাই জগৎ সত্তা, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। কেবল মায়াময়জীবব্রহ্মেরঅভেদ জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে আর জগৎকে ভিন্ন বোধ হয় না, তখন রজ্জু-সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা বা বিবর্ত্ত জ্ঞান যাইয়া "অহমস্মি" আমিই একমাত্র, ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, কেবল মায়াময় ইত্যাদিকেই মায়াবাদ বলে। "ঈশ্বর" শব্দে সমষ্টি-চৈতন্য অর্থাৎ প্রত্যেকের সমষ্টিচৈতনা এবং ব্যষ্টিচৈতন্য জীব। বস্তুতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, কিন্তু ঈশ্বর ও জীব ইত্যাদি ভেদ হইলে মায়াবাদীদের "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই অদ্বৈতবাদ থাকে না, সুতরাং "ঈশ্বর" ইত্যাদি জ্ঞান জীবের কল্পনাপ্রসূত, মায়াই কুহকমাত্র, তাহার স্থূলার্থ লিখিলেও বহু বিস্তার হয়। পঞ্চদশী ও বেদান্তসারাদি স গ্রন্থ বা প্রকরণ গ্রন্থাদিতেও ইহার অনেকাংশ পরিজ্ঞাত হইবেন। সুতরামলং বাহুল্যেন ॥

কৈল নিমন্ত্রণ। ঘরে ভাত করি করে অভীষ্ট ব্যঞ্জন॥ ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া। তাঁরে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া॥ মোর নামে শিখিমাহিতী ভগিনী স্থানে যাঞা। শুক্লচালু একমান আনিহ মাগিঞা॥৪৫॥ মাহিতীভগিনী সেই নাম মাধবীদেবী। বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমবৈষ্ণবী॥ প্রভু লেখা করে রাধাঠাকুরাণীর গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সার্দ্ধ তিন জন॥ স্বরূপগোসাঞি আর রায় রামানন্দ। শিখিমাহিতী তাহার ভগিনী অর্দ্ধ জন॥ ৪৬॥ তাহা ঠাঞি তণ্ডুল মাগি লৈল হরিদাস। তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস॥ স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।

গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অন্য এক দিন আচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে অন্ন এবং অভীষ্ট ব্যঞ্জন পাক করিলেন। ছোট হরিদাস নামক এক জন মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া, আচার্য্য তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন। আমার নাম করিয়া শিখিমাহতীর ভগিনীর স্থানে গিয়া এক মান (পরিমাণবিশেষ) ও শুক্লতণ্ডুল যাচ্ঞা করিয়া লইয়া আইস॥ ৪৫॥

মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবীদেবী, তিনি বৃদ্ধা, তপস্বিনী এবং পরম বৈষ্ণবী হয়েন। মহাপ্রভু ইহাঁকে রাধাঠাকুরাণীর গণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। জগতের মধ্যে কেবল সাড়েতিন-জনমাত্র পাত্র। স্বরূপ গোস্বামী আর রামানন্দরায় তথা শিখিমাহিতী এবং ইহাঁর ভগিনী মাধবীদেবী অর্দ্ধ জন হয়েন॥ ৪৬॥

এই মাধবীর নিকট হরিদাস তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া লইলেন, তণ্ডুল দেখিয়া ভগবান্ আচার্য্যের চিত্তের উল্লাস হইল। মহাপ্রভুর যে ব্যঞ্জন প্রিয় হয়, স্নেহসহকারে তাহা পাক করিলেন। দেউলপ্রসাদ, (নীল-

দেউলপ্রসাদ আদাচাকী নেম্বু সলবণ॥ ৪৭॥ মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা। শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥ উত্তম অন্ন এ তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা। আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা॥৪৮ প্রভু কহে কোন যাই মাগিয়া আনিল। ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥ অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা। নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা॥ আজি হৈতে আমার এই আজ্ঞা পালিবা। ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা॥ ৪৯॥ দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে। কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥ তিন দিন হরিদাস করে উপবাস। স্বরূপাদি সবে তবে পুছিল প্রভুপাশ॥ কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস। কি লাগিঞা দ্বার মানা করে উপবাস॥ ৫০॥ প্রভু কহে

চক্রের ভোগ) আদার চাকী তথা সলবণ জম্বীর প্রস্তুত করিলেন॥ ৪৭॥

মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে আসিয়া ভোজনে বসিলেন, শালিধান্যের অন্ন দেখিয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত পরিমিত উত্তম তণ্ডুল কোথা প্রাপ্ত হইলা? আচার্য্য কহিলেন, মাধবীর নিকট ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি॥ ৪৮॥

মহাপ্রভু কহিলেন, কে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিল, আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম উল্লেখ করিলেন। মহাপ্রভু অন্ন প্রশংসা করিয়া ভোজন করিলেন, পরে নিজগৃহে আগমন করিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন, আজি হইতে আমার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে যে, ছোট হরিদাসকে এস্থানে আর আসিতে দিবে না॥ ৪৯॥

দ্বারে আসিতে মানা (নিষেধ) হওয়াতে হরিদাস মনে দুঃখী হইলেন, দ্বার মানা হইল, কেহ তাহা অবগত নহে। হরিদাস তিন দিবস উপবাস করিলেন, তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! কি অপরাধে হরিদাসকে পরিত্যাগ করিলেন? কি

বৈরাগী করে প্রকৃতিসম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাঁহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ৫১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। ইতি ॥ ৫২ ॥

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য লইয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৯। ১৯। ১৫। মাত্রেতি। স্ত্রীসন্নিধানন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ। বিবিক্তং সঙ্কীর্ণং আসনং যস্য সঃ। কর্ষতি আকর্ষতি। ক্রমসন্দর্ভো নাস্তি ॥ ৫২ ॥

জন্যই বা তাঁহার দ্বারা মানা হইল? হরিদাস তিন দিন উপবাস করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, যে ব্যক্তি বৈরাগী হইয়া প্রকৃতির (স্ত্রীলোকের) সহিত সম্ভাষা করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে পারি না। ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বার, তাহারা সকলবিষয় গ্রহণ করে, কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রকৃতি (স্ত্রী) মুনিজনেরও মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতে প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! স্ত্রীলোকের সন্নিধান সর্ব্বপ্রকারেই ত্যাগ করা আবশ্যক। ফলতঃ মাতা অথবা ভগিনী কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জনে একাসনে থাকা বিধেয় নহে, যে হেতু ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় বলবান্ বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করে ॥ ৫২ ॥

ক্ষুদ্র জীবসকল মর্কট (কপট) বৈরাগ্য লইয়া ইন্দ্রিয়চালনা করতঃ

সম্ভাষিঞা॥ এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তর গেলা। গোসাঞির আবেশ সবে মৌন করিলা ৫৩॥ আর দিন সবে মেলি প্রভুর চরণে। হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥ অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ। এবে শিক্ষা হৈল না করিবে অপরাধ॥ ৫৪॥ প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন। প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥ নিজকার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা। পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে এথা॥ ৫৫॥ এত শুনি সবে নিজকাণে হাত দিঞা। নিজ নিজ কার্য্যে সব চলিলা উঠিঞা॥ গোসাঞি মধ্যাহ্ন করিবারে চলি গেলা। বুঝিল না হয় এই মহাপ্রভুর লীলা॥ ৫৬॥ আর দিন সবে পরমানন্দপুরী স্থানে।

প্রকৃতিসম্ভাষা করিয়া ভ্রমণ করে। এই বলিয়া মহাপ্রভু গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, মহাপ্রভু এই আবেশে সকলে মৌন ধারণ করিয়া রহিলেন॥ ৫৩॥

অন্য একদিন সকলে মিলিত হইয়া হরিদাসের নিমিত্ত প্রভুর পাদপদ্মে কিছু নিবেদন করিলেন। প্রভো! এ অল্প অপরাধ, প্রসন্ন হউন, এক্ষণে শিক্ষা হইল, আর অপরাধ করিবে না॥ ৫৪॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমার মন আমার বশীভূত নয়, যে প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী অর্থাৎ যে বৈরাগী স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, আমার মন তাহাকে দর্শন করে না। তোমরা সকল নিজকার্য্যে যাও, বৃথা কথা পরিত্যাগ কর, পুনর্ব্বার যদি বলিবা, তাহা হইলে এস্থানে আর আমাকে দেখিতে পাইবা না॥ ৫৫॥

এই কথা শুনিয়া সকলে নিজ নিজ কর্ণে হস্ত দিলেন এবং সকলে উঠিয়া নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন, মহাপ্রভুর এই লীলা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই॥ ৫৬॥

আর এক দিন সকলে মিলিত হইয়া পরমানন্দপুরীর নিকট গমন

প্রভুকে প্রসন্ন লাগি কৈল নিবেদনে ॥ তবে পুরীগোসাঞি একা প্রভু-স্থানে আইলা। নমস্করি প্রভু তাঁরে সংভ্রমে বসাইলা ॥ পুছিল কি আজ্ঞা কেনে হৈল আগমন। হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥৫৭॥ শুনি মহাপ্রভু কহে শুনহ গোসাঞি। সব বৈষ্ণব লঞা গোসাঞি রহ এই ঠাঞি ॥ মোরে আজ্ঞা হয় মুঞি যাও আলালনাথ। একলে রহিব তাহা গোবিন্দমাত্র সাথ ॥ এত বলি প্রভু গোবিন্দেরে বোলাইলা। পুরীকে নমস্কার করি উঠিঞা চলিলা ৪৮ ॥ অস্তব্যস্তে পুরীগোসাঞি প্রভু স্থানে গেলা। অনুনয় করি প্রভুকে ঘরে বসাইলা ॥ যে তোমার ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥

করতঃ প্রভুকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত নিবেদন করিলেন। তখন পুরী-গোস্বামী একাকী প্রভুর নিকট আগমন করিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত উপদেশ করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত আগমন হইল ? পুরীগোস্বামী হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, গোসাঞি! শ্রবণ করুন, সমুদায় বৈষ্ণব লইয়া আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আমাকে আজ্ঞা দিউন, আমি আলালনাথ যাইতেছি, তথায় গোবিন্দের সহিত একাকী অবস্থিতি করিব। এই বলিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকাইলেন এবং পুরীকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া চলিলেন ॥ ৫৮ ॥

তখন পুরীগোস্বামী ব্যস্তসমস্ত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট গমনপূর্ব্বক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে গৃহের মধ্যে উপবেশন করাইলেন এবং কহি-লেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রতি কি বলিতে পারিবে। লোকদিগের হিতের

লোক হিত লাগিয়া তোমার ব্যবহার। আমি সব জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥ এত বলি পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে। হরিদাস ঠাঞি আইলা সব ভক্তগণে॥ ৯৫॥ স্বরূপগোসাঞি কহে শুন হরিদাস। সবে তোমার হিত করে করহ বিশ্বাস॥ প্রভু হঠ পাড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কভু কৃপা করিবে যাতে দয়ালু অন্তর॥ তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাঢ়িবে। স্নান ভোজন কর তাঁর আপনে ক্রোধ যাবে॥ এত বলি তাঁরে স্নান ভোজন করাঞা। আপনার ঘর আইলা তাঁরে আশ্বাসিঞা॥ ৬০॥ প্রভু যদি যায় জগন্নাথ দরশনে। দূরে হইতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে॥ মহাপ্রভু কৃপাসমুদ্র কে পারে বুঝিতে। প্রিয়ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম শিক্ষা

নিমিত্ত আপনার ব্যবহার হয়, আপনার অভিপ্রায় কেহ বুঝিতে পারে না, এ সমুদায় আমি অবগত আছি। এই বলিয়া পুরীগোস্বামী আপনার স্থানে গমন করিলেন, সমুদায় ভক্তগণ হরিদাসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫৯॥

অনন্তর স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, হরিদাস! শ্রবণ কর, সকলেই তোমার হিত করিতেছে, বিশ্বাস কর। মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, সম্প্রতি তাঁহার হঠা পড়িয়াছে অর্থাৎ তিনি জিদ্ ধরিয়াছেন। তিনি কৃপা করিবেন, যেহেতু তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ালু। তুমি যদি হঠ কর, তাহা হইলে তাঁহার হঠবৃদ্ধি হইবে। তুমি স্নান ভোজন কর, আপনিই তাঁহার ক্রোধ যাইবে। এই বলিয়া হরিদাসকে স্নান ভোজন করাইয়া এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আপনার গৃহে আগমন করিলেন॥ ৬০॥

মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, তখন হরিদাস দূর হইতে মহাপ্রভু দর্শন করেন। মহাপ্রভু কৃপাসমুদ্র, কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে

হইতে॥ দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥ ৬১॥ এইমত হরিদাসের বৎসরেক গেল। তবু মহাপ্রভুর তাঁরে প্রসাদ না হৈল॥ রাত্রিশেষে প্রভুরে তিহঁ দণ্ডবৎ হঞা। প্রয়াগেরে গেলা কারে কিছু না বলিঞা॥ প্রভুপাদ প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল। ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ সেই ক্ষণে দিব্যদেহে প্রভুস্থানে আইলা। প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেতে রহিলা॥ ৬২॥ গন্ধর্ব্বের দেহে গান করে অন্তর্দ্ধানে। রাত্রে প্রভুরে গান শুনায় অন্য নাহি শুনে॥৬৩॥ এক দিন মহাপ্রভু পুছিল ভক্তগণে। হরিদাস কাঁহা তারে আনহ এখানে॥

না, লোকশিক্ষা নিমিত্ত প্রিয়ভক্তকে দণ্ড করিয়া থাকেন। হরিদাসের দণ্ড দেখিয়া সকল ভক্তের ত্রাস উপস্থিত হইল, সকলে স্বপ্নেতেও স্ত্রীসম্ভাষা পরিত্যাগ করিলেন॥ ৬১॥

এইরূপে হরিদাসের এক বৎসর কাল গত হইল, তথাপি তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ হইল না। এক দিবস হরিদাস রাত্রিশেষে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া প্রয়াগে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মপ্রাপ্তি সঙ্কল্পপূর্ব্বক ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়া যখন প্রাণত্যাগ করিলেন, তখনই তিনি দিব্যদেহে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া অন্তর্দ্ধানে রহিলেন॥ ৬২॥

হরিদাসের গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্তি হইল, তিনি অন্তর্দ্ধানে থাকিয়া গান করেন, রাত্রিতে প্রভুকে গান শ্রবণ করান, কিন্তু সে গান অন্য কেহ শুনিতে পায় না॥ ৬৩॥

এক দিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস কোথায় আছে? তাহাকে এখনই আনয়ন কর, মহাপ্রভুর এই আজ্ঞায় সকলে

সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে। রাত্রে উঠি কাঁহা গেল কেহ নাহি জানে ॥ ৬৭ ॥ শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিল। সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ এক দিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ। কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥ সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কথ দূরে। হরিদাস গায় যেন ডাকী কণ্ঠস্বরে ॥ মনুষ্য না দেখে মধুর গীতমাত্র শুনে। গোবিন্দাদি মিলি তবে কৈল অনুমানে ॥ বিষ খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল। সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল ॥ আকার না দেখি তাঁর শুনিমাত্র গান। স্বরূপ গোসাঞি কহে এই মিথ্যা অনুমান ॥ আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন। প্রভুর কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রেরমরণ ॥ দুর্গতি না হয় তাঁর সদ্গতি সেহয়।

করিলেন, হরিদাস বৎসরপূর্ণ দিবসে রাত্রে উঠিয়া কোথায় গমন করিয়াছে, কেহ তাহা জানিতে পারে নাই ॥ ৬৭ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া রহিলেন, সকল ভক্তগণের মনে বিস্ময় জন্মিল। এক দিন জগদানন্দ, স্বরূপ গোবিন্দ ও কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর এবং মুকুন্দ ইহারা সকল সমুদ্রস্নানে গিয়া কথক দূরে শুনিতে পাইলেন, হরিদাস ডাকীকণ্ঠস্বরে গান করিতেছেন, মনুষ্যে তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কেবলমাত্র গীত শুনিতেছে। তখন গোবিন্দাদি মিলিত হইয়া অনুমান করিলেন, হরিদাস বিষ খাইয়া আত্মঘাত করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, সেই পাপে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছেন, তাঁহার আকার দেখিতেছি না, কেবলমাত্র গান শুনিতেছি। স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, ইহা তোমাদের মিথ্যা অনুমান, যে ব্যক্তি আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রভুর সেবা করিয়াছেন, যিনি প্রভুর কৃপাপাত্র, আর যাঁহার ক্ষেত্রের মরণ, তাঁহার দুর্গতি হইবে না, সদ্গতিই হইবে, ইহা নিশ্চয় মহাপ্রভুর

প্রভুভক্তি পাছে এই জানিহ নিশ্চয় ॥৬৫॥ প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ গেলা। হরিদাসের বার্ত্তা তিহঁ সবারে কহিলা॥ যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা। শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা ॥ ৬৬ ॥ বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা। প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥ হরিদাস কাঁহা যদি শ্রীবাস পুছিল। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" প্রভু উত্তর দিল॥ তবে শ্রীনিবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা। যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা॥ শুনি হাসি কহে প্রভু সুপ্রসন্নচিত্ত। প্রকৃতিদর্শনে হয় এই প্রায়শ্চিত্ত॥ স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিল। ত্রিবেণীপ্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইল॥ ৬৭॥ এই মত লীলা করে শচীর নন্দন। যাহার শ্রবণে ভক্তের যুড়ায় কর্ণ মন॥

ভক্তী, পশ্চাৎ জানিতে পারিবে ॥ ৬৫ ॥

প্রয়াগ হইতে এক জন বৈষ্ণব নবদ্বীপে আগমন করিলেন, তিনিই সকলকে হরিদাসের বৃত্তান্ত কহিলেন। তাঁহার যেরূপ সঙ্কল্প এবং তিনি যেরূপে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিলেন, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় জন্মিল ॥ ৬৬ ॥

অন্য বৎসর শিবানন্দ ভক্তগণ লইয়া আনন্দচিত্তে প্রভুর সহিত মিলিত হইতে আগমন করিলেন। হরিদাস কোথায়? এই বলিয়া যখন শ্রীবাস প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন প্রভু প্রসন্নচিত্তে কহিলেন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ পুরুষ আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তখন শ্রীনিবাস তাঁহার বৃত্তান্ত কহিলেন, যেরূপ সঙ্কল্প এবং তিনি যেরূপে ত্রিবেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু হাস্যপূর্ব্বক সুপ্রসন্নচিত্তে কহিলেন প্রকৃতিদর্শনে এই প্রায়শ্চিত্ত হয়। তখন স্বরূপাদি বিচার করিলেন, ত্রিবেণীপ্রভাবে হরিদাস প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

শচীনন্দন এইরূপ লীলা করেন, যাহার শ্রবণে ভক্তের কর্ণ, মন

আপন কারুণ্য লোকে বৈরাগ্য শিক্ষা। স্বভক্তের গাঢ়ানুরাগ প্রাকট্য করণ॥ তীর্থের মহিমা নিজভক্তে আত্মসাৎ। এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত। মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর। লোকে না বুঝায় বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥ বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত। তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত॥ ৬৮॥ শ্রীরূপ রঘুনাথপদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৬৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে হরিদাস-দণ্ড-রূপ-শিক্ষাবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ ০ ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

পরিতৃপ্ত হয়। আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য শিক্ষা, স্বীয় ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকট করণ, তীর্থের মহিমা ও নিজভক্তে আত্মসাৎ মহা-প্রভু এক লীলায় পাঁচ সাত কার্য্য সমাধা করেন, চৈতন্যের মধুর লীলা সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, লোকে জানিতে পারে না, কেবল সুধীর ভক্তমাত্র জানিতে পারেন, ভক্তগণ! বিশ্বাস করিয়া চৈতন্যচরিত্র শ্রবণ করুন, তর্ক করিবেন না, করিলে বিপরীত হইবে॥ ৬৮॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত কহিতেছেন॥ ৬৯॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে হরিদাস-দণ্ড-রূপ-শিক্ষাবর্ণন নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার। পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার ॥ গোসাঞিঃ স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার। প্রভুসঙ্গে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার ॥ প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।

বন্দেঽহমিত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীগুরুদেবের শ্রীযুক্ত পদকমল, শিক্ষাগুরুগণ, বৈষ্ণবগণ, অগ্রজসহ তথা রঘুনাথ, এবং জীবের সহিত শ্রীরূপ, অদ্বৈত, অবধূত ও পরিজন সহিত কৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ তথা ললিতা ও শ্রীবিশাখাকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক, তথা অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উৎকলদেশীয় এক ব্রাহ্মণবালক পিতৃহীন, পরম সুন্দর ও মৃদুস্বভাব ছিল, তাহার প্রাণ মহাপ্রভুগত, সে প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম এবং কথোপকথন করিত। মহাপ্রভু ঐ বালকের

দামোদর তাহার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৩ ॥ বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে। প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি। যাঁহাপ্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি ॥ ৪॥ তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে। বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥ আর দিন সেই বালক গোসাঞি ঠাঞি আইলা। গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৫॥ কতক্ষণে বালক উঠিয়া যবে গেলা। সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ অন্যাপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি। গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি ॥ এবে গোসাঞির যশ লোক সব গাইবে। এবে গোসা-

ঐ বালকের প্রতি দয়া করিতেন, কিন্তু দামোদর ঐ ব্রাহ্মণবালকের প্রতি মহাপ্রভুর প্রীতি সহ্য করিতে পারিতেন না ॥ ৩ ॥

দামোদর বারম্বার ব্রাহ্মণকুমারকে নিষেধ করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণকুমার প্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। ব্রাহ্মণবালক প্রত্যহ আগমন করে, মহাপ্রভুও তাঁহার প্রতি প্রীতিবিধান করিতেন। বালকের স্বভাব এই যে, বালক যেস্থানে প্রীতি পায়, তথায় আসিয়া থাকে ॥৪॥

ইহা দেখিয়া দামোদরের মন দুঃখিত হইত, কিন্তু বলিতে পারিতেন না, বালকও নিষেধ মানিত না। অন্য দিন ব্রাহ্মণবালক মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাহাকে প্রীতি করিয়া বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রাহ্মণবালক উঠিয়া গেলে, দামোদর সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট অন্যাপদেশে-অন্যের ছলে অর্থাৎ অপরকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, গোসাঞি গোসাঞি (সকলেই বলে)

ঞির প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হইবে ॥ ৬ ॥ শুনি প্রভু কহে কাঁহা কহ দামোদর। দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ স্বচ্ছন্দ আচার কর কে পারে বলিতে। মুখর জগতের মুখ কে পারে আচ্ছাদিতে ॥ পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর। রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥ যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী। তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥ তুমিহ পরমযুবা পরমসুন্দর। লোকে কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥ ৭ ॥ এত কহি দামোদর মৌন করিলা। অন্তরে সন্তোষ গোসাঞি হাঁসি বিচারিলা ॥ ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ।

গোসাঞি (কেমন) এখন জানিতে পারিব, এখন গোসাঞির যশ সকল লোকে গান করিবে, এখন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোসাঞির প্রতিষ্ঠা হইবে ॥ ৬ ॥

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, দামোদর ! বলুন, কি হেতু অপ্রতিষ্ঠা হইবে। দামোদর কহিলেন, আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, স্বচ্ছন্দাচারী, আপনাকে কেহ কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু জগতের লোক মুখর, (বাচাল), তাহাদিগের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না, পণ্ডিত হইয়া কেন বিচার করিতেছেন না, বিধবা ব্রাহ্মণীবালকের প্রতি কেন প্রীতিবিধান করিতেছেন ? যদিচ সেই ব্রাহ্মণী তপস্বিনী ও সতী, তথাপি তাহার দোষ এই যে, সে সুন্দরী যুবতী এবং আপনিও পরমযুবা ও পরমসুন্দর, আপনি লোকের কর্ণাকর্ণি বাক্যকে অবসর দিতেছেন অর্থাৎ আপনার কথা লোকে পরস্পর যে বলিবে, তাহার পথ আপনি নিজেই দেখাইতেছেন ॥ ৭ ॥

এই বলিয়া দামোদর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, মহাপ্রভু অন্তরে সন্তোষ হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বিচার করিলেন, ইহাকে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ

দামোদরসম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ এত বিচারিয়া প্রভু মধ্যাহ্নে উঠিলা। আর দিন দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া। মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥৮॥ তোমা বিনা তাঁহাকে রক্ষক নাহি আন। আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ তোমা-সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে। নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥ ৯ ॥ আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়। আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয় ॥ মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে। তোমার আগে নহিব কারো স্বচ্ছন্দ আচরণে ॥ মধ্যে মধ্যে আসিবে কভু আমার দর্শ-নে। শীঘ্র করি পুন তাঁহা করিবে গমনে ॥ ১০ ॥ মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে। মোর সুখকথা কহি সুখ দিহ তাঁরে ॥ নিরন্তর নিজ-

কহা যায়, দামোদর তুল্য আমার অন্তরঙ্গ নাই, এই বিচার করিয়া মহা-প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া গেলেন। অন্য এক দিবস দামোদরকে নির্জনে ডাকাইয়া কহিলেন, দামোদর! নদীয়ায় (নবদ্বীপে) গমন করিয়া তথায় মাতার নিকটে গিয়া অবস্থিতি করুন ॥ ৮ ॥

আপনি ভিন্ন তাঁহার অন্য কেহ রক্ষক নাই, যেহেতু আমাকেই আপনি সাবধান করিলেন। আমার যত গণ আছে, তন্মধ্যে আপনার তুল্য নিরপেক্ষ কেহ নাই, নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না ॥ ৯ ॥

আমা হইতে যাহা না হয়, তাহা আপনা হইতে হয়, আমাকে যখন দণ্ড করিলেন তখন অন্যের কথা কি? মাতার চরণে অবস্থিতি করুন, আপনার অগ্রে কেহ স্বচ্ছন্দে আচরণ করিতে পারিবে না, মধ্যে মধ্যে কখন আমাকে দেখিতে আসিবেন, পুনর্ব্বার শীঘ্র তথায় গমন করি-বেন ॥ ১০ ॥

মাতাকে আমার কোটি নমস্কার কহিবেন, আমার সুখের কথা

কথা তোমাকে শুনাইতে। এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাঁতে॥ এত কহি মাতার সন্তোষ জন্মাইহ। আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইহ॥ ১১॥ বার বার আসি আমি তোমার ভবনে। মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥ ভোজন করি যে আমি তাহা তুমি জান। বাহ্যবিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥ এই মাঘসংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা। নানা পিঠা ব্যঞ্জন ক্ষীরাদি রান্ধিলা॥ কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান। মোর স্ফূর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ন॥ আস্তে ব্যস্তে যাই আমি সকল খাইল। আমি খাই দেখি মাতার সুখ উপজিল॥ ক্ষণেকে অশ্রু পুঁছি তবে শূন্য দেখি পাত। স্বপ্ন দেখিল যেন নিমাই খাইল ভাত॥ ১২॥

কহিয়া তাঁহাকে সুখ দিবেন, নিরন্তর আমার কথা আপনাকে শুনাইবার নিমিত্ত মহাপ্রভু আমাকে এস্থানে পাঠাইলেন, এই বলিয়া মাতার সন্তোষ জন্মাইবেন, আর একটী গোপন কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইবেন॥ ১১॥

আমি বারম্বার আপনার গৃহে আসিয়া মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সমুদায় ভোজন করি, আমি যে ভোজন করি, তাহা আপনি অবগত আছেন, বাহ্যবিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করিয়া মানিয়া থাকেন॥

এই মাঘসংক্রান্তিতে নানা পীঠা, ব্যঞ্জন ও ক্ষীরাদি রন্ধনপূর্ব্বক কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যখন ধ্যান করিলেন, তখন আমার স্ফূর্ত্তি হওয়ায় আপনার নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। আমি ব্যস্ত সমস্তে গিয়া সমুদায় ভক্ষণ করিলাম। আমি ভোজন করিতেছি, দেখিয়া মাতার সুখ উপস্থিত হইল, ক্ষণকাল পরে অশ্রু প্রোঞ্ছন করিয়া যখন শূন্যপাত্র দেখিলেন, তখন মাতা মনে করিলেন যেন স্বপ্ন দেখিলাম, নিমাই অন্ন ভোজন করিল॥ ১২॥

বাহ্যবিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল। ভোগ নাহি লাগাইল এই জ্ঞান হৈল ॥ পাকপাত্র দেখে সব অন্ন আছে ভরি। পুন ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি ॥ এইমত বার বার করিয়ে ভোজন। তোমার শুদ্ধপ্রেম আমায় করে আকর্ষণ ॥ তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে। তোমার নিকট লঞা যায় তোমার প্রেমবলে ॥ এইমত বার বার করাইহ স্মরণ। মোর নাম লঞা তাঁহার বন্দিহ চরণ ॥ এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল। মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল ॥ ১৩ ॥ তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা। মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল। প্রভুর যে আজ্ঞা

অনন্তর বাহ্যবিরহ দশায় মাতার পুনর্ব্বার এইরূপ ভ্রান্তি হইল যে, বোধ হয় আমি যেন ভোগ নিবেদন করি নাই। তৎপরে গিয়া পাকপাত্র সকল দেখিলেন, তাহাতে অন্ন পরিপূর্ণ আছে, অনন্তর স্থানসংস্কার করিয়া পুনর্ব্বার ভোগ নিবেদন করিলেন, আমি এইরূপ বারম্বার ভোজন করি, আপনার শুদ্ধসত্ত্ব প্রেম আমাকে আকর্ষণ করে, আপনার আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাস করিতেছি, আপনার প্রেম আমাকে আপনার নিকট লইয়া যায়। আপনি এইরূপ বারম্বার মাতাকে স্মরণ করাইবেন এবং আমার নাম লইয়া তাঁহার চরণে বন্দনা করিবেন। এই বলিয়া জগন্নাথের প্রসাদ আনয়নপূর্ব্বক মাতা ও বৈষ্ণবদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন দামোদর নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক মাতার চরণের নিকট অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর আচার্য্যাদি বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ দিয়া মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা দামোদর পণ্ডিত তাহাই আচরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিত সেই আচরিল ॥ ১৪ ॥ দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার। তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ প্রভুর গণে দেখে যার মর্য্যাদা লঙ্ঘন। বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥১৫॥ এইত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড। যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥ চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে। কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥ অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি। বাহ্য অর্থ কহিবারে করি টানাটানি ॥ ১৬ ॥ এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা। তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা ॥ হরিদাস কলিকালে যবন অপার। গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে মহাদুরাচার ॥ ইহা সবার কোন মতে হইব উদ্ধার। তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥ ১৭ ॥ হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।

দামোদর অগ্রে কাহারও স্বতন্ত্র ব্যবহার হয় না, তাঁহার ভয়ে সকলে সঙ্কোচ ব্যবহার করেন। মহাপ্রভুর গণমধ্যে যাহাকে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে দেখেন তাহাকে বাক্যদণ্ড করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করেন ॥১৫॥

দামোদরের এই বাক্যদণ্ড বর্ণন করিলাম, যাহার শ্রবণে অজ্ঞান পাষণ্ড দূরে পলায়ন করিয়া থাকে। চৈতন্যের লীলা কোটিসমুদ্র হইতে গম্ভীর, তিনি যে কি নিমিত্ত কি করেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না, অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই জানি না, বাহ্য অর্থ কহিবার নিমিত্ত টানাটানি করিতেছি ॥ ১৬ ॥

সে যাহা হউক, এক দিবস মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট গমন করিলেন তাঁহাকে লইয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস, কলিকালে অনেক যবন গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে তাহারা অতি দুরাচার, এ সকলের কিরূপে উদ্ধার হইবে, তাহার কোন উপায়

যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ॥ যবন সকলের মুক্তি হবে অনা-য়াসে। হারাম হারাম তারা বোলে নামাভাসে॥ মহাপ্রেমে ভক্ত হা রাম হা রাম! যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥ যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস। তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ ১৮॥

তথাহি নৃসিংহপুরাণে॥

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্। ইতি॥ ২৯॥

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রেতি। দংষ্ট্রী শূকরস্তস্য দংষ্ট্রেণ দংশনআহতো য স দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ ম্লেচ্ছো যবনঃ হারামেতি পুনঃ পুনরুক্ত্বা মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্নিতি যো জনঃ শ্রদ্ধয়া গৃহ্লাতি তস্য পুনঃ কিং ভবতি তৎ বক্তুমশক্যং যতো ভগবদ্বশীকারলক্ষণ-পরমপুরুষার্থপ্রেমভক্তিপর্য্যন্ত-মপি প্রাপ্নোতীতি। ততশ্চ শ্রদ্ধয়া নাম গৃণতো জনস্যোবমেব ভবতীতি তাৎপর্য্যং॥ ১৯॥

দেখিতেছি না, আমার এ দুঃখের পরিসীমা নাই॥ ১৭॥

হরিদাস কহিলেন, হে প্রভো! আপনি চিন্তা করিবেন না, যবনের সংসার দেখিয়া দুঃখিত হইবেন না, যবন সকলের অনায়াসে মুক্তি হইবে যে হেতু তাহারা যে হারাম হারাম বলে, এই নামাভাসে তাহারা মুক্ত হইবে, ভক্তগণ মহাপ্রেমে "হা রাম হা রাম" কহেন যবনের ভাগ্য দেখুন, তাহারা সেই নাম গ্রহণ করে। যদিচ অন্যত্র সঙ্কেতে নামাভাস হয়, তথাপি নামের তেজ বিনষ্ট হয় না॥ ১৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ নৃসিংহপুরাণে যথা॥

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রে অর্থাৎ বরাহদন্তাঘাতে ম্লেচ্ছ (যবন) হত হইয়া বারম্বার "হারাম" এই নাম উচ্চারণ করিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক রাম নাম উচ্চারণ করে তাহার কথা আর কি বলিব॥ ১৯॥

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি নারায়ণ। বিষ্ণুদূত আসি তারে ছোড়ায় বন্ধন॥ রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত। প্রেমবাচী হাশব্দ তাহাতে ভূষিত॥ নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ২০॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য ১১ বিলাসে ২৮৯ অঙ্কধৃতং
পদ্মপুরাণীয়নামাপরাধনিরসনস্তোত্রং॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা।

হরিভক্তিবিলাসটীকায়াং। এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাথ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈকমিতি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্বাম্মধ্যে প্রবৃত্তমপি স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাত্মাক্তো হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরিরিতি নামাস্ত্যেব তথাপি রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি। এবমন্যদপ্যূহ্যং। তথাপি তত্তন্নাম মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা। তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং কেন-

অজামিল নারায়ণ বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিল, বিষ্ণুদূত আসিয়া তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। রাম এই অক্ষর ব্যবহিত নহে, প্রেমবাচি হাশব্দদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, নামের অক্ষর সকলের এই স্বভাব হয়, ব্যবহিত অর্থাৎ অন্য শব্দদ্বারা মিলিত হইলেও আপনার প্রভাব পরিত্যাগ করেন না॥ ২০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে ২৮৯ অঙ্কধৃত-
পদ্মপুরাণীয় নামাপরাধনিরসন স্তোত্র যথা॥

হে বিপ্র! একমাত্র নাম যাহার বাক্যগত, স্মরণপথগত ও কর্ণমূলস্পৃষ্ট হয়েন এবং তাহা শুদ্ধ বর্ণই হউন বা অশুদ্ধ বর্ণই হউন,

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়েত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥ ২১॥

নামাভাস হৈতে সব পাপ ক্ষয় হয়॥ ২২॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ১ বিভাবলহর্য্যাং
৫২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং॥

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃশ্রবণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-

চিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু সিধ্যতীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ দেহাদিমধ্যে নিঃক্ষিপ্তং দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তথা ফলজনকং ন ভবতি কিং অপি তু ভবত্যেব কিন্তু অত্র ইহ লোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেন ভবতীত্যর্থঃ॥ ২১॥

তং নির্ব্যাজমিতি। যস্য নামভানোঃ নামরূপিণঃ সূর্য্যস্য আভাসঃ ঈষৎপ্রকাশঃ অন্তঃ

ব্যবহিতরহিত * হইলে নিশ্চয় তাহাকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু ঐ নাম যদি দেহ, ধন, জনতা ও লোভপরায়ণ পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না॥ ২১॥

নামাভাস হইতে সমস্ত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ২২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ১ বিভাবলহরীর ৫২ অঙ্কে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিদুর কহিলেন, হে কুরু-

* ব্যবহিতের অর্থ এই, যে নাম উচ্চারণ করা হইতেছে এমত কালে অন্য শব্দের উচ্চারণ করা হয় কিন্তু নামের অবশিষ্টাক্ষরের আর উচ্চারণ করা হয় না অর্থাৎ নারায়ণ এই উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেবদত্ত প্রভৃতি কোন এক শব্দ উচ্চারণ করে, নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ করা হয় না, ইহাকেই ব্যবহিত বলে॥ ২১॥

রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিং। ইতি॥ ২৩॥

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥ ২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং॥

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্। ইতি॥ ২৫॥

করণকুহরে প্রোদ্যম্ প্রকাশয়ন্ সন্ মহাপাতকধ্বান্তরাশিং মহাপাতকতমঃপুঞ্জং ক্ষিপয়তি দূরীকরোতি তং উত্তমঃশ্লোকমৌলিং শ্রীকৃষ্ণং শ্রদ্ধয়া রজ্যন্তী রাগবিশিষ্টা মতির্যস্য তথাভূতঃ সন্ অতিতরাং শীঘ্রং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা হে গুণনিধে ভজ সেবাং কুরু। ত্বমিতি শেষঃ। শ্রীকৃষ্ণং কিম্ভূতং। পাবনানাং পাবনং পবিত্রীকরং॥ ২৩॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৬। ২। ৪১। ম্রিয়মাণোঽবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি। ক্রমসন্দর্ভে যতো ম্রিয়মাণ ইতি॥ ২৫॥

বার যে উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ পাবন সকলের পাবন, তাঁহাকেই তুমি শ্রদ্ধা বিশুদ্ধমতিদ্বারা অকপটে ভজনা কর, কারণ যদিস্যাৎ তাঁহার নাম-ভানুর অর্থাৎ নামরূপ সূর্য্যের আভাসমাত্র একবার অন্তঃকরণে উদিত হয়, তাহা হইলেই পাপরূপ ঘোর-তিমির-প্রবাহ একেবারে বিনষ্ট হইবে, অতএব হে রাজন্। তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থই অনুরক্ত হও॥ ২৩॥

নামাভাস হইতে সংসারের ক্ষয় হইয়া যায়॥ ২৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা॥

হে রাজন্। দুরাচার অজামিল মৃত্যুসময়ে পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে সে যখন সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে পাপমোচনপুরঃসর যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহা কি বড় বিচিত্র? ॥ ২৫॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি। শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥ শুনিঞা প্রভুর সুখ বাঢ়য়ে অন্তরে। পুনরপি ভঙ্গী করিপুছয়ে তাহারে॥ পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম। ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥ ২৬॥ হরিদাস কহে যাতে সে কৃপা তোমার। স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার॥ তুমি করিয়াছ যাতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়েত শ্রবণ॥ শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়। স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয়॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন। তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥ সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥ ২৭ যৈছে কৈল ঝাড়ি-খণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে। বলভদ্রভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে॥ বাসুদেব

নামাভাসে মুক্তি হয় সকল শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল তদ্বিষয়ে সাক্ষী আছে। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর অন্তরে সুখবৃদ্ধি হইল, পুনর্ব্বার ভঙ্গী করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গমপ্রভৃতি অনেক জীব আছে, এই সকলের কি প্রকারে মোচন হইবে॥ ২৬॥

হরিদাস কহিলেন, তাহা আপনার কৃপা, আপনি পূর্ব্বে স্থাবর জঙ্গম নিস্তার করিয়াছেন। আপনি যখন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন করেন, স্থাবর জঙ্গম সকল তাহা শুনিতে পায়, শুনিবামাত্র জঙ্গমের সংসার বিনষ্ট হয়। স্থাবরে যে শব্দ লাগে তাহা হইতে যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহা প্রতিধ্বনি নহে, স্থাবরদিগের তাহাই কীর্ত্তন জানিতে হইবে, আপনার কৃপায় এই অকথ্যকথন, সকল জগতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন হয়, শুনিয়া প্রেমাবেশে স্থাবর জঙ্গম নৃত্য করিতে থাকে॥ ২৭॥

বৃন্দাবন যাইবার সময় যেরূপ ঝাড়িখণ্ডে (বনপথে) করিয়াছেন,

জীব লাগি কৈল নিবেদন। তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ ২৮॥ জগৎ তারিতে এই তোমার অবতার। ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গী-কার॥ উচ্চসঙ্কীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার। স্থির চর জীবের সব খণ্ডা-ইলে সংসার ॥২৯॥ প্রভু কহে সর্ব্বজীব মুক্ত হইবে যবে। এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে ॥ ৩০ ॥ হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি। তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীবজাতি॥ সব মুক্ত করি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে। সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥ সেই জীব ইহাঁ হবে স্থাবর জঙ্গম। তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম॥ রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইঞা। বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া॥ অবতরি তুমি

তাহা বলভদ্রভট্টাচার্য্য আমাকে বলিয়াছেন, বাসুদেব যখন জীবমোচন নিমিত্ত আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তখন আপনি জীবমোচনের জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

জগৎ উদ্ধার করিতে আপনার অবতার, তন্নিমিত্ত আপনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনি যখন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে স্থাবর জঙ্গম সকলের সংসার খণ্ডন হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সমস্ত জীব যখন মুক্ত হইবে, তখন এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইয়া যাইবে ॥ ৩০ ॥

হরিদাস কহিলেন, যত দিন আপনার মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি, তাহাতে যত স্থাবর জঙ্গম বাস করে, আপনি তাহাদের সকলকে মুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিবেন। সূক্ষ্মজীবে যখন পুনর্ব্বার কর্ম্ম উদ্দীপন করি-বেন, তখন সেই জীব এইস্থানে স্থাবর জঙ্গম হইবে, তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে যেমন ছিল, তদ্রূপ পরিপূর্ণ হইবে। শ্রীরঘুনাথ যেমন অযোধ্যা-বাসি লোকসকল লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, তখন অন্যজীবদ্বারা

তৈছে পাতিয়াছ হাট। কেহ নাহি বুঝে তোমার এই গূঢ় নাট॥ পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ ব্রজে করি অবতার। সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥ ৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং॥

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ৩২॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২৯। ১৫। ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ ন চৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি মুচ্যতে॥ তোষণ্যাং। ন চেতি। অনোন ক্রিয়তাং নাম ভবতা গর্ত্তাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্য এবেত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেণোক্তং নতু ত্বয়েতি। বিস্ময়াকরণে হেতুবিশেষঃ। ভগবতি অশেষৈশ্বর্য যুক্তে। নমু, তর্হি কথং দেবকীগর্ত্ততো জন্ম তত্রাহ অজে। জীববন্ন জায়তে কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব। যোগেশ্বরেশ্বরে তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

অযোধ্যা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, আপনি অবতীর্ণ হইয়া যেমন হাট পাতিয়াছেন, কোন ব্যক্তি আপনার এই গূঢ় নাট্য বুঝিতে পারিবে না এবং এবং যেমন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া সমস্তব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের সংসার খণ্ডন করিয়াছেন॥ ৩১॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোক
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা॥

হে রাজন্! ইহা ভগবানের অত্যন্ত ভার নহে, অতএব এজন্য তুমি যোগেশ্বরের ঈশ্বর অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করিও না, জীবের কথা কি? তাঁহা হইতে স্থাবরাদিও মুক্ত হয়॥ ৩২॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১৫ অধ্যায়ে ১৯ গদ্যং ॥

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রুতো বা সর্ব্বেষাং মুক্তিদং পূর্ণৈশ্বর্য্যঃ কৃষ্ণ এতাদৃশ এব ইতি ॥ ৩৩ ॥

তৈছে নবদ্বীপে তুমি করি অবতার। সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার ॥ যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়। সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয় ॥ তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু। মোর মনের গোচর তার নহে এক বিন্দু ॥ ৩৪ ॥ এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল। মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ মনে সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন। বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জন ॥ ঈশ্বরস্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে লুকাইতে। ভক্ত ঠাঁই লুকাইতে নারে হয়েত

তথা বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১৫ অধ্যায়ে ১৯ গদ্য যথা ॥

যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষপূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করে এবং তাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন করে, তাহা হইলেও তিনি তাহাকে সমুদায় সুরাসুরের দুর্লভ মোক্ষরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি উত্তম ভক্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও তাঁহাকে স্মরণ করিলে যে মুক্তি লাভ করিবে, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র ॥ ৩৩ ॥

সেইরূপে আপনি নবদ্বীপে অবতার করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত জীবের নিস্তার করিলেন, যে বলে চৈতন্যমহিমা আমার গোচর হয়, সেই জানুক কিন্তু আমার একবিন্দুও আমার মনের গোচর নহে ॥ ৩৪ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে চমৎকার হইল, আমার গূঢ়লীলা হরিদাস কিরূপে জানিতে পারিল, মনে সন্তোষ হওয়ায় তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং বাহ্যে এ সমুদায় প্রকাশ করিতে বর্জন করিলেন। ঈশ্বরস্বভাব এই যে ঐশ্বর্য্য গোপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভক্তের নিকট

বিদিতে ॥ ৩৫ ॥

তথাহি আলমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়-
যামুনাচার্য্যকৃতে স্তোত্রে ১৮ শ্লোকঃ ॥

* উল্লঙ্ঘিত-ত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ। ইতি ॥ ৩৬ ॥

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশ যাঞা। হরিদাসের গুণ কহে শত মুখ হঞা॥ ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাঢ়য়ে উল্লাস। ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥ হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার। কেহ

লুকাইতে পারেন না ॥ ৩৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ আলমন্দার নামক শ্রীসম্প্রদায়-
যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! দেশ, কাল ও পরিমাণ এই তিন সীমাদ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু আবদ্ধ হয়, কিন্তু আপনার প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সীম এবং অতিশয় হীন হওয়ায় ঐ তিন সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হইয়াছে, পরন্তু আপনি মায়াবলদ্বারা স্বরূপকে আচ্ছাদন করিলেও যাঁহারা আপনকার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা ঐ স্বরূপকে সর্ব্বদা দর্শন করেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু নিজভক্তগণের নিকট গিয়া শতমুখ হইয়া হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ভক্তের গুণ কহিতে অধিক উল্লাস বৃদ্ধি পায়, তাহাতে আবার হরিদাস ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হরিদাসের

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৩ পরিচ্ছেদে ৬৮ অঙ্কে আছে।

কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার ॥ ৩৭ ॥ চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবনদাস। হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥ সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র। কেহ কিছু কহে আপনা করিতে পবিত্র ॥৩৮ বৃন্দাবনদাস যাহা না কৈল বর্ণন। হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥ হরিদাস যবে নিজ-গৃহ ত্যাগ কৈলা। বেনাপোলে বনমধ্যে কতক দিন রহিলা ॥ নির্জন বনে কুটীর করি তুলসীসেবন। রাত্রি দিনে তিনলক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ। প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ৩৯ ॥ সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্রখান। বৈষ্ণবের দ্বেষী সেই পাষণ্ডী প্রধান ॥ হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে। তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ কোন

গুণ অসংখ্য, তাহার পার নাই, কেহ কোন অংশ বর্ণন করে, পার পাইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গলে হরিদাসের কিঞ্চিন্মাত্র গুণ প্রকাশ করিয়াছেন, হরিদাসের অনন্ত চরিত্র সমুদায় কহা যায় না, তবে যে কেহ কিছু বর্ণনা করেন, সে কেবল আপনাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ॥৩৮॥

শ্রীবৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, হরিদাসের সেই গুণ কিছু বর্ণন করি, ভক্তগণ শ্রবণ করুন, হরিদাস যখন আপনার গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন বেনাপোলের (তন্নামক স্থানের) বন মধ্যে কতক দিন অবস্থিতি করেন, ঐ নির্জন বনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তুলসীর সেবা এবং দিবারাত্র তিনলক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন তথা ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন, হরিদাসের প্রভাব দেখিয়া সকল লোকে তাঁহাকে পূজা করে ॥ ৩৯ ॥

সেই দেশের অধ্যক্ষের নাম রামচন্দ্রখান, সে ব্যক্তি বৈষ্ণবদ্বেষী এবং পাষণ্ডীর মধ্যে প্রধান ছিল, লোক সকল হরিদাসকে পূজা করে দেখিয়া তাহার সহ্য হইত না, সে তাঁহার অপমান করিতে নানা উপায়

প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়। বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥ বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস। তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ॥ বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী। সেই কহে তিন দিনে হরিমু তার মতি॥ ৪০॥ খান কহে আমার পাইক যাউক তোমা সনে। তোমা সহ একত্র তারে ধরি যেন আনে॥ বেশ্যা কহে মোর সনে সঙ্গ হউ একবার। দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার॥ ৪১॥ রাত্রিকালে সেই বেশ্যা দিব্য বেশ করিয়া। হরিদাসের বাসা গেলা উল্লসিত হঞা॥ তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা। গোসাঞিকে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥ অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিল দুয়ারে। কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে॥ ৪২॥

করিল, কোন প্রকারে ছিদ্র প্রাপ্ত হইল না। পরিশেষে বেশ্যাগণ আনিয়া তাঁহার ছিদ্রের উপায় করিতে লাগিল এবং বেশ্যাগণকে কহিল এই হরিদাস বৈরাগী, তোমরা সকল ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ কর, বেশ্যাগণ মধ্যে একটী সুন্দরী যুবতী ছিল, সে কহিল, আমি তিন দিনে তাহার মতি হরণ করিব॥ ৪০॥

অনন্তর রামচন্দ্রখান কহিল, আমার একজন পাইক তোমার সঙ্গে যাইক, তোমার সহিত একত্র যেন তাহাকে ধরিয়া আনে। বেশ্যা কহিল, আমার সঙ্গে একবার সঙ্গ হউক, দ্বিতীয়বারে ধরিবার নিমিত্ত আপনার নিকট পাইক লইয়া যাইব॥ ৪১॥

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা দিব্যবেশ করিয়া উল্লসিতচিত্তে হরিদাসের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় তুলসীকে নমস্কার পূর্ব্বক হরিদাসের দ্বারে গিয়া গোসাঞিকে নমস্কার করত দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া শরীর দেখাইয়া দুয়ারে বসিল এবং সুমধুর স্বরে কিছু কহিতে লাগিল॥ ৪২॥

ঠাকুর তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন। তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন॥ তোমার সঙ্গ লাগি লুব্ধ হয় মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥ ৪৩॥ হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার। সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥ তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম সমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥৪৪॥ এত শুনি সেই বেশ্যা বসিঞা রহিলা। কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥ প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা। সব যাই রামচন্দ্রখানেরে কহিলা॥ আজি মোরে অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে। কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥ ৪৫॥ আর দিনে রাত্রিকালে বেশ্যা আইলা। হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিলা। কালি দুঃখ

বেশ্যা কহিল, ঠাকুর! তুমি পরম সুন্দর, তোমার প্রথম যৌবন, তোমাকে দেখিয়া কোন নারীর মন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে না। তোমার সঙ্গ নিমিত্ত আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে, তোমাকে না পাইলে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না॥ ৪৩॥

হরিদাস কহিলেন, তোমাকে অঙ্গীকার করিব; যে পর্য্যন্ত আমার নামের সংখ্যা পূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত তুমি বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম সমাপ্তি হইলে তোমার যাহা মন, তাহা করিব॥ ৪৪॥

এই কথা শুনিয়া সেই বেশ্যা হরিদাসের নিকট বসিয়া থাকিল, হরিদাস কীর্ত্তন করিতেছিলেন, প্রাতঃকাল হইল, প্রাতঃকাল দেখিয়া বেশ্যা চলিয়া গেল, সে গিয়া রামচন্দ্রখানকে কহিল, হরিদাস আজ্ আমাকে বাক্যদ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছে, কল্য অবশ্য তাহার সঙ্গে সঙ্গম হইবে॥ ৪৫॥

অন্য দিন রাত্রিকালে বেশ্যা আসিয়া উপস্থিত হইলে হরিদাস তাহাকে বহুতর আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তুমি কল্য বড় দুঃখ পাইয়াছ,

পাইলে অপরাধ না লবে আমার। অবশ্য করিব আমি তোমা অঙ্গী-কার ॥ তাবৎ ইহা বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হবে মন ॥ ৪৬ ॥ তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি। দ্বারে বসি নাম শুনে বোলে হরি হরি ॥ রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে। তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক-মাসে। এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে ॥ আজি সমাপ্তি হইবে হেন জ্ঞান আছিল। সমস্ত রাত্রি নিল সমাপ্তি করিতে নারিল। কালি সমাপ্তি হৈলে তবে হইবে ব্রতভঙ্গ। স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ ৪৭ ॥ বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিল। আর দিন সন্ধ্যাতে ঠাকুর ঠাঞি আইল ॥ তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি। দ্বারে বসি

আমার অপরাধ লইবা না, অবশ্য তোমাকে অঙ্গীকার করিব, তুমি সেই পর্য্যন্ত বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম পূর্ণ হইলে তোমার মন পূর্ণ হইবে ॥ ৪৬ ॥

তখন বেশ্যা তুলসীকে ও হরিদাসকে নমস্কার করিয়া দ্বারে বসিয়া নাম শুনিতে এবং হরি হরি বলিতে লাগিল। রাত্রিশেষ হইল, বেশ্যা উষিপিষি করিতে লাগিল (যাইবার জন্য উদ্বেগযুক্ত হইল), তাহার রীতি দেখিয়া হরিদাস তাহাকে কহিলেন, আমি এক মাসে কোটি নাম গ্রহণরূপ যজ্ঞ করিব, এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, ইহা শেষ হইয়া আজি সমাপ্তি হইবে, এরূপ আমার জ্ঞান ছিল, সমস্ত রাত্রি নাম গ্রহণ করি-লাম, সমাপ্তি করিতে পারিলাম না, কল্য সমাপ্ত হইলে আমার ব্রত-ভঙ্গ হইবে, তখন স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে সঙ্গ ঘটিতে পারিবে ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর বেশ্যা গিয়া রামচন্দ্রখানকে এই সম্বাদ কহিল। তৎপরে পর দিন ঐ বেশ্যা সন্ধ্যাকালে হরিদাসের নিকট আসিল, তুলসী ও হরি-

নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ ৪৮ ॥ নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস। তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল। ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে। রামচন্দ্রখানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ বেশ্যা হঞা মুঞি-পাপ করিয়াছোঁ অপার। কৃপা করি করহ মো অধমে নিস্তার ॥ ৪৯ ॥ ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি। অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি ॥ সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া। তিনদিন রহিনু তোমার নিস্তার লাগিয়া ॥ ৫০ ॥ বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ। কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় সর্ব্বক্লেশ ॥ ৫১ ॥ ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর

দাসকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারে বসিয়া নাম শ্রবণ করিতে লাগিল এবং নিজেও হরি হরি বলিতে থাকিল ॥ ৪৮ ॥

হরিদাস কহিলেন, অদ্য আমার নামসঙ্খ্যা পূর্ণ হইবে, তৎপরে তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ রূপে রাত্রি শেষ হইল, হরিদাসের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরিয়া গেল। তখন বেশ্যা হরিদাসের চরণে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করত রামচন্দ্রখানের কথা নিবেদন করিল। আমি বেশ্যা হইয়া এত পাপ করিয়াছি যে, তাহার পার নাই, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিস্তার করুন ॥ ৪৯ ॥

তখন হরিদাস কহিলেন, রামচন্দ্রখানের সকল কথা জানি, সে অজ্ঞ ও মূর্খ, আমি তাহাতে দুঃখ মানি না, আমি সেই দিবস এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতাম, কেবল তোমার নিস্তার নিমিত্ত তিন দিন এস্থানে অবস্থিতি করিলাম ॥ ৫০ ॥

বেশ্যা কহিল, কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করুন, আমার কর্ত্তব্য কি, যাহাতে সমুদায় ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারি ॥ ৫১ ॥

দান। এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥ নিরন্তর নাম লহ তুলসী-সেবন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ এত বলি তারে নাম উপদেশ করি। উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥ ৫২॥ তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল। গৃহ বিত্ত যে আছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥ মাথা মুণ্ডি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে। রাত্রি দিনে নাম গ্রহণ তিনলক্ষ করে॥ তুলসীসেবন করে চর্ব্বণ উপবাস। ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেম-পরকাশ॥ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী। বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনে যান্তি॥ বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার। হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥ ৫৩॥ রামচন্দ্রখান অপরাধবীজ রোপিল। সেই বীজ বৃক্ষ

হরিদাস কহিলেন, তোমার গৃহে যত দ্রব্য আছে, ব্রাহ্মণকে দান কর গা, তুমি এই ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিও, পরে নিরন্তর নাম গ্রহণ ও তুলসীসেবন কর, তাহা হইলে তুমি অচিরকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবে, এই বলিয়া তাহাকে নাম উপদেশ করত হরি হরি বলিতে বলিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন॥ ৫২॥

অনন্তর সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা হইল বলিয়া গৃহের যত ধন ছিল, সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিল। মস্তক মুণ্ডন করিয়া একাকিনী সেই ঘরে এক বস্ত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিল। বেশ্যা দিবা রাত্র তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে ও চর্ব্বণ এবং উপবাস করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার ইন্দ্রিয় দমন ও প্রেমের প্রকাশ হইল, এইরূপে বেশ্যা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী বলিয়া এবং বিখ্যাত পরম মহান্তী (মহতী শ্রেষ্ঠা) হইল, বড় বড় বৈষ্ণব তাহার দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন, বেশ্যার চরিত্র দেখিয়া লোকসকল চমৎকৃত হইল এবং হরিদাসের মহিমা কহিয়া সকলে নমস্কার করিতে লাগিল॥ ৫৩॥

হঞা আগেত ফলিল ॥ মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন। প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥ সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্রখান। হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুরসমান ॥ বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দে করে বৈষ্ণব অপমান। বহু দিনের অপরাধে পাইলাম পরিণাম ॥ ৫৫ ॥ নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা। প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন। দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে। আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে। অনেক লোক জন সঙ্গে অঙ্গণ ভরিল। ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ৫৬ ॥

যাহা হউক, রামচন্দ্রখান অপরাধের বীজ বপন করিল, সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া অগ্রেই ফলবান্ হইয়া উঠিল। মহতের নিকট অপরাধের ফল অতি অদ্ভুত, প্রস্তাব অনুসারে বর্ণন করিতেছি, ভক্তগণ শ্রবণ করুন ॥৫৪

রামচন্দ্রখান সহজেই অবৈষ্ণব। হরিদাসের অপরাধে অসুরের সমান হইল, সে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা ও বৈষ্ণবের অপমান করিত, তখন তাহার বহু দিনের অপরাধ পরিণাম অর্থাৎ শেষদশা প্রাপ্ত হইলে ॥ ৫৫ ॥

নিত্যানন্দগোস্বামী যখন গৌড়দেশে আগমন করিলেন, প্রেমপ্রচার জন্য তখন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রেমপ্রচার আর পাষণ্ডদলন এই দুই কার্য্যে অবধূত ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ বেড়াইতে বেড়াইতে তাহার ঘরে আসিয়া দুর্গামণ্ডপের উপর উপবেশন করিলেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে অনেক লোক জন ছিল, তাহাতে অঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল, তখন রামচন্দ্রখান বাটীর মধ্যে হইতে এক জন সেবক পাঠাইয়া দিল ॥ ৫৬ ॥

সেবক কহে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান। গৃহস্থের ঘরে তোমার দিব বাসস্থান॥ গোয়ালার হয় অত্যন্ত বিস্তার। ইহা সঙ্কীর্ণ স্থান তোমার মনুষ্য অপার॥ ৫৭॥ ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা। অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥ সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়। ম্লেচ্ছ গো-বধ করিবে তার যোগ্য হয়॥ এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা। তারে দণ্ড দিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥ ৫৮॥ ইহাঁ রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল। গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল॥ গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গণ। তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥ ৫৯॥ দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র না দেয় রাজকর। ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর॥ আসি সেই

সেবক আসিয়া কহিল, গোসাঞি! আমাকে খান পাঠাইলেন, গৃহস্থের গৃহে আপনাকে বাসস্থান দিব, গোপজাতির গৃহে গোশালা অতিশয় বিস্তৃত হয়, এস্থান অতি সঙ্কীর্ণ আপনকার সঙ্গে অনেক লোক আছে॥ ৫৭॥

নিত্যানন্দ গোসাঞি ভিতরে ছিলেন, শুনিয়া ক্রোধে বাহির হওত অট্টহাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, খান সত্য কহিতেছে, এ গৃহ আমার যোগ্য নয়, যে ম্লেচ্ছ গোবধ করিবে, এস্থান তাহার যোগ্য হইবে, এই বলিয়া গোসাঞি ক্রোধে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত সে গ্রামে অবস্থিতি করিলেন না॥ ৫৮॥

এস্থানে রামচন্দ্রখান সেবককে আজ্ঞা দিয়া যে স্থানে গোসাঞি বসিয়াছিলেন, সেই মৃত্তিকা খনন করাইল, তৎপরে গোময়দ্বারা মন্দির ও প্রাঙ্গণ লেপন করাইল, তথাপি রামচন্দ্রের মন প্রসন্ন হইল না॥ ৫৯॥

রামচন্দ্র দস্যুবৃত্তি করে, রাজাকে কর (রাজস্ব) দেয় না ম্লেচ্ছ উজির ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে দুর্গামণ্ডপে

দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য করি সেই ঘরে রান্ধি খাইল॥ স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া। তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥ সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য রন্ধন। আর দিন সবা লঞা করিল গমন॥ জাতি ধন জন খানের সব নষ্ট হৈল। বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥ মহান্তের অপমান যে গ্রামে দেশে হয়। এক জনের দোষে সেই গ্রাম উজাড় হয়॥ ৬০॥ হরিদাসঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে। আসি রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥ হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার। তার পুরোহিত বলরাম নাম তার॥ হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তিমানে। যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে॥৬১॥ নির্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন। বলরাম আচার্য্য-ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বা-

---

গিয়া বাসা করিল ও অবধ্য বধ করিয়া সেই গৃহে রন্ধন করিয়া ভোজন করিল। তৎপরে স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রকে বান্ধিয়া তথায় তিন দিন অবস্থিতি করত তাহার গৃহ ও গ্রাম সমুদায় লুঠ করিল এবং সেই গৃহে অপবিত্র দ্রব্য রন্ধন করিয়া তাহার পর দিন সকলকে লইয়া প্রস্থান করিল। রামচন্দ্রখানের জাতি, ধন ও জন সকল বিনষ্ট হইল, অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ গ্রাম উজাড় হইয়া রহিল। যে গ্রামে ও যে দেশে মহাজনের অপমান হয়, একজনের দোষে সেই গ্রাম সমুদায় বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৬০॥

এদিকে হরিদাসঠাকুর চলিতে চলিতে চান্দপুরে আগমন করিলেন, তথায় আসিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে অবস্থিত হইলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুইজন মুলুকের (দেশের) মজুমদার (অধ্যক্ষ) তাহার পুরোহিতের নাম বলরাম। তিনি হরিদাসের কৃপাপাত্র এজন্য ভক্তিমান্ হয়েন, যত্ন করিয়া সেই গ্রামে হরিদাসকে বাস করাইলেন॥ ৬১॥

হরিদাস নির্জনে পর্ণকুটীরে কীর্ত্তন এবং বলরাম আচার্য্যের গৃহে

হণ ॥ রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন। নিত্য যাই হরিদাসের করে দরশন ॥ হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে। সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥ ৬২ ॥ তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা খ্যাপন। সে সব অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥ এক দিন বলরাম বিনতি করিঞা। মজুমদারের সভা আইলা ঠাকুর লইঞা ॥ ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন। দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥ হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে। শুনি দুই ভাই মনে পাইল বড় সুখে ॥ ৬৪ ॥ তিনলক্ষ নাম ঠাকুর করেন গ্রহণ। নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ ॥ কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয়। কেহ বলে

ভিক্ষা নির্ব্বাহ করেন, রঘুনাথদাস নামক একটী বালক সেই স্থানে অধ্যয়ন করিতে যান, তিনি নিত্য গিয়া হরিদাসের দর্শন করেন, হরিদাসও তাঁহার প্রতি কৃপা করেন, সেই কৃপা তাঁহার চৈতন্য পাইবার প্রতিকারণ হইল ॥ ৬২ ॥

যে স্থানে যেরূপে হরিদাসের মহিমা বিখ্যাত হইয়াছে, হে ভক্তগণ! সে সমুদায় অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন ॥ ৬৩ ॥

একদিন বলরাম বিনয় করিয়া হরিদাসঠাকুরকে লইয়া মজুমদারের সভায় আগমন করিলেন, হরিদাসঠাকুরকে দেখিয়া দুই ভাই উল্লসিত হইলেন এবং পাদপদ্মে পতিত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক আসন দান করিলেন। মজুমদারের সভায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সজ্জন উপস্থিত থাকেন, হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভ্রাতা মহাপণ্ডিত, সভাস্থ সকলে হরিদাসের গুণ পঞ্চমুখে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া দুই ভ্রাতা মনে অতিশয় সুখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

হরিদাসঠাকুর তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করেন, পণ্ডিতগণ নামের মহিমা

নাম হৈতে জীবের মুক্তি হয়॥ হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল কহে। নামের ফল কৃষ্ণপাদে প্রেম উপজায়॥ ৬৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং॥

* এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ। ইতি॥ ৬৬॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ। তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥ ৬৭॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ১৫ অঙ্কধৃতঃ শ্রীধরস্বামিপাদকৃতঃ শ্লোকঃ॥

উত্থাপন করিলেন। কেহ কহিলেন নাম হইতে পাপক্ষয় হয়, কেহ কহিলেন নাম হইতে জীবের মুক্তি হয়। হরিদাস কহিলেন নামের এই দুই ফল নহে, নামের ফল কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি উৎপাদন করেন॥৬৫

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা॥

মহারাজ! এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তন্নিবন্ধন দ্রবহৃদয় হইয়া উন্মত্তের উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আক্রোশন, কখন গান এবং কখন নৃত্য করিতে থাকেন॥ ৬৬॥

মুক্তি ও পাপনাশ এই দুইটী নামের আনুষঙ্গিক ফল, ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন সূর্য্যের প্রকাশ তদ্রূপ॥ ৬৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ১৫ অঙ্কধৃত

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৭ পরিচ্ছেদে ৭০ অঙ্কে আছে।

অংহঃ সংহরদখিলং, সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং, জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥ ৬৮॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ। সবে কহে তুমি কহ অর্থ-বিবরণ॥ ৬৯॥ হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভে তমো হয় ক্ষয়॥ চৌর প্রেত রাক্ষসাদি ভয় হয় নাশ। উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ॥ তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়। উদয় কৈলে কৃষ্ণপাদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে॥ ৭০॥

অংহ ইতি। হরের্নাম জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং। কথম্ভূতং। জগতাং মঙ্গলজনকং পুনঃ। কথম্ভূতং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্যাখিলমংহঃ পাপসমূহং সংহরৎ সৎ বহির্মুখানাং প্রবৃত্ত্যভিপ্রায়েণোক্তং নতু নাম্নো মুখ্যফলং পাপহরণাংশে দৃষ্টান্তঃ যথা তিমিরজলধিং গম্ভীরান্ধকারং তরণিঃ সূর্য্যো হরতি তথা ইত্যর্থঃ॥ ৬৮॥

শ্রীধরস্বামিপাদকৃত শ্লোক যথা॥

যেমন সূর্য্য উদয় হইবামাত্র অন্ধকার সমূহ শোষণ করেন, তাহার ন্যায় হরিনাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই লোকসকলের সমুদায় পাপ হরণ করেন, অতএব জগতের মঙ্গলপ্রদ হরিনাম জয়যুক্ত হউন॥৬৮

অহে পণ্ডিতগণ! আপনারা এই শ্লোকের অর্থ করুন, সকলে কহিলেন আপনি এই শ্লোকার্থের বিবরণ বলুন॥ ৬৯॥

হরিদাস কহিলেন, যেমন সূর্য্যের উদয় আরম্ভ না হইতে হইতেই অন্ধকারের ক্ষয় হয়, চৌর, প্রেত ও রাক্ষসাদির ভয় নাশ পায়, সূর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মঙ্গল প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নামের আরম্ভে পাপাদির ক্ষয় এবং নাম উদিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে প্রেমোদয় হয়, মুক্তি অতি তুচ্ছ ফল, তাহা নামাভাস হইতে হইয়া থাকে॥ ৭০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্। ইতি ॥ ৭১ ॥

যেই মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ॥

* সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৬। ২। ৪১। ম্রিয়মাণোঽবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি। ক্রমসন্দর্ভে। যতো ম্রিয়মাণ ইতি ॥ ৭১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! দুরাচার অজামিল মৃত্যু সময়ে পুত্রের নামে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে সে যখন সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে পাপমোচনপুরঃসর যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি বড় বিচিত্র! ॥ ৭১ ॥

ভক্তজন যে মুক্তি গ্রহণ করেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই মুক্তি দিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয়, তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক্ কি? তাহাদিগকে

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদে ১৮০ অঙ্কে আছে ॥

দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ইতি ॥ ৭৩ ॥

গোপালচক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ। মজুমদারের সভায় সেই আরিন্দা প্রধান ॥ গৌড়ে রহে পাৎসা আগে আরিন্দাগিরি করে। বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥ ৭৪॥ পরম সুন্দর পণ্ডিত নবীন যৌবন। নামাভাসে মুক্তি শুনি না হৈল সহন ॥ ক্রুদ্ধ হঞা কহে সেই সরোষ বচন। ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানে কোটিজন্মে যে মুক্তি না পায়। এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয় ॥ ৭৫ ॥ হরিদাস কহে কাহে করহ সংশয়। শাস্ত্র কহে নামাভাসমাত্র মুক্তি হয় ॥ ভক্তিসুখ

সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব), সারূপ্য (সমানরূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য, এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না ॥ ৭৩ ॥

গোপালচক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ মজুমদারের প্রধান আরিন্দা ছিলেন, তিনি গৌড়ে পাৎসাহের নিকট থাকিয়া আরিন্দাগিরি কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে বার লক্ষ মুদ্রা পাৎসাহের অগ্রে প্রদান করিতে হইত ॥ ৭৪ ॥

চক্রবর্ত্তী পরমসুন্দর, পণ্ডিত এবং নবযৌবনসম্পন্ন, নামাভাসে মুক্তি হয় শুনিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। পরন্তু তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সরোষ-বচনে কহিলেন, অহে পণ্ডিতগণ! ভাবকের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। ব্রহ্মজ্ঞানে কোটিজন্মেও যে মুক্তি-প্রাপ্তি হয় না, ইনি বলিতেছেন নামাভাসেই সেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ৭৫ ॥

হরিদাস কহিলেন, আপনি কেন সংশয় করিতেছেন, শাস্ত্রে বলিতেছেন নামাভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভক্তিসুখের অগ্রে মুক্তি অতি

আগে মুক্তি অতিতুচ্ছ হয়। অতএব ভক্তগণে মুক্তি নাহি লয় ॥ ৭৬ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ১ সামান্যভক্তিলহর্য্যাং ২৮ অঙ্কধৃত হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৪ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকো যথা ॥

* ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো। ইতি ॥ ৭৭ ॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়। তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ হরিদাস কহে যদি নামাভাসে মুক্তি নয়। তবে আমার নাক কাটিহ এই সুনিশ্চয় ॥ ৭৮ ॥ শুনি সব সভা উঠে করি হাহাকার। মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ বলাই পুরোহিত তারে করিল

তুচ্ছ পদার্থ, এ নিমিত্ত ভক্তগণ মুক্তি গ্রহণ করেন না ॥ ৭৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগে ১ লহরীর ২৮ অঙ্কধৃত হরিভক্তিসুধোদয়ের ১৪ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক যথা ॥

প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবকে স্তব করিয়া কহিলেন, হে জগদ্গুরো! আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, এক্ষণে আমার ব্রহ্মানন্দ সুখও গোষ্পদতুল্য বোধ হইতেছে ॥ ৭৭ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, নামাভাসে যদি মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয় তোমার নাসিকা ছেদন করিব। হরিদাস কহিলেন, যদি নামাভাসে মুক্তি না হয়, তবে আমার নাক কাটিও এই নিশ্চয় থাকিল ॥ ৭৮ ॥

এই কথা শুনিয়া সমুদায় সভা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, মজুমদার সেই ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিলেন, বলাই পুরোহিত তাহাকে

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৭ পরিচ্ছেদে ৭৪ অঙ্কে আছে ॥

ভর্ৎসন। ঘটপটিয়া মূর্খ তুঞি ভক্তি কাহা জান॥ হরিদাসঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান। সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥ এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা। মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ কৈলা॥ সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে। হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে ॥ ৭৯ ॥ তোমা সবার কি দোষ এই অজ্ঞান ব্রাহ্মণ। তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন॥ তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব। কোথা হৈতে জানিবে সেই এব সব তত্ত্ব। যাহ ঘর কৃষ্ণ করুন কুশল সবার। আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউ কাহার॥ ৮০॥ তবে সেই হিরণ্যদাস নিজঘরে আইলা। সেই ত ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈলা ॥ ৮১॥ তিন দিন

ভর্ৎসন করিয়া কহিলেন, অরে! তুই ঘটপটিয়া অর্থাৎ কেবল ন্যায় দর্শনবেত্তার ন্যায় ঘটপটবাদী মূর্খ (ভক্তিতত্ত্ববিরোধী), ভক্তির কি জানিস্। তুই হরিদাসঠাকুরকে অপমান করিলি, তোর্ সর্ব্বনাশ হইবে, কল্যাণ লাভ হইবে না ॥ ৭৮ ॥

এই শুনিয়া হরিদাস উঠিয়া চলিলেন, মজুমদার সেই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন, এবং সভাস্থ সকল লোক হরিদাসের চরণে পতিত হইলেন, হরিদাস হাস্য করিয়া মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

আপনাদিগের দোষ কি! এই ব্রাহ্মণ অজ্ঞ, ইহার দোষ নাই, ইহার মন তর্কে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নামের মহিমা তর্কের গোচর হয় না, এ ব্যক্তি কোথা হইতে এই সমুদায় তত্ত্ব জানিতে পারিবে। গৃহে যাও, কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন, আমার সম্বন্ধে যেন কাহারও দুঃখ না হয় ॥ ৮০ ॥

তখন সেই হিরণ্যদাস নিজগৃহে আগমন করিলেন এবং মজুমদার সেই ব্রাহ্মণকে নিজদ্বারে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন ॥ ৮১ ॥

মধ্যে সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। অতি উচ্চনাসা তার গলিয়া পড়িল॥ চম্পককলিকা-সম হস্তপদাঙ্গুলী। কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥ দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার। হরিদাসে প্রশংসে লোক করি নমস্কার॥ ৮২॥ যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল। তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥ ভক্তস্বভাব অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করে। কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ ৮৩॥ বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা। বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা॥ আচার্য্যে মিলিঞা কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম। অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥ গঙ্গাতীরে

অনন্তর তিন দিনমধ্যে সেই ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি হইল, তাহার উচ্চ নাসিকা গলিয়া পড়িল। ঐ ব্রাহ্মণের চম্পককলিকার ন্যায় হস্ত-পদের অঙ্গুলি ছিল, সকল গুলি কুষ্ঠব্যাধিতে কোঁকড় (সঙ্কুচিত) হইয়া গলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া লোকসকলের চমৎকার বোধ হইল, হরিদাসকে নমস্কার করিয়া সকলে প্রশংসা করিতে লাগিল॥ ৮২॥

যদিচ হরিদাস ব্রাহ্মণের দোষ গ্রহণ করিলেন না, তথাপি ঈশ্বর তাহাকে ফলভোগ করাইলেন, ভক্তের স্বভাব এই যে অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করেন, কৃষ্ণের স্বভাব এই যে তিনি ভক্তের নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না॥ ৮৩॥

বিপ্রের দুঃখ শুনিয়া হরিদাস দুঃখিত হইলেন এবং বলাই পুরোহিতকে বলিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন। তথায় আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে অদ্বৈত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সম্মান করিলেন এবং গঙ্গাতীরে নির্জনে কুটীর প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে

গোফা করি নির্জনে তারে দিলা। ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা॥ আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ। দুইজন মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥ ৮৪॥ হরিদাস কহে গোসাঞি করোঁ নিবেদন। মোরে নিত্য অন্ন দেহ কোন প্রয়োজন॥ মহা মহা বিপ্র এথা কুলীনসমাজ। নীচে আদর কর, না বাস ভয় লাজ॥ অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাঙ ভয়। সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥ ৮৫॥ আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব সেই শাস্ত্রমত হয়॥ তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন। এত কহি শ্রাদ্ধপাত্র করায় ভোজন॥ ৮৬॥ জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন। অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন॥ কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা। গঙ্গাজল তুলসী

থাকিতে স্থান দিলেন, তথা ভাগবত ও ভগবদ্গীতার ভক্তিপর অর্থ করিয়া শ্রবণ করাইলেন। আচার্য্যের গৃহে হরিদাসের নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহ হয় এবং দুইজনে মিলিয়া কৃষ্ণকথার আস্বাদন করেন॥ ৮৪॥

হরিদাস আচার্য্যকে কহিলেন, গোসাঞি নিবেদন করি, আপনি আমাকে কি নিমিত্ত অন্ন প্রদান করেন। এখানে কুলীনের সমাজ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ আছেন, নীচকে আদর করিতেছেন, ইহাতে আপনি ভয় কিম্বা লজ্জা বোধ করেন না, আপনার অলৌকিক আচার, আমি কহিতে ভয় করি, সেই কৃপা করুন, যাহাতে আমার রক্ষা হয়॥৮৫

আচার্য্য কহিলেন, তুমি ভয় করিও না, যেরূপ শাস্ত্রসঙ্গত হয়, সেই মত আচরণ করিব, তুমি খাইলে কোটি ব্রাহ্মণের ভোজন হয়, এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করিতে দিলেন॥ ৮৬॥

জগতের-মোচন নিমিত্ত আচার্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবৈষ্ণব জগতের কিরূপে মোচন হইবে। আচার্য্য কৃষ্ণের অবতার নিমিত্ত

লঞা পূজিতে লাগিলা ॥ ৮৭ ॥ হরিদাস গোফাতে করে নামসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয় এই তাঁর মন ॥ দুই জনার ভক্ত্যে কৃষ্ণ কৈল অবতার। নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ নিস্তার ॥ ৮৮ ॥ আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার। যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ তর্ক না করিহ তর্ক অগোচর রীতি। বিশ্বাস করিঞা শুন করিঞা প্রতীতি ॥ ৮৯ ॥ একদিন হরিদাস গোফাতে বসিঞা। নামসঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিঞা ॥ জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল। গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল ॥ দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডার উপর। গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ ৯০ ॥ হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা। তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ

প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী লইয়া পূজা করিতে লাগিলেন ॥৮৭॥

আর হরিদাস কুটীরে বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার মন এই যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হউন, দুই জনের ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া নাম ও প্রেম প্রচার করিয়া জগৎ নিস্তার করিলেন ॥৮৮॥

তাঁহার আর এক অলৌকিক চরিত্র এই যে, যাহা শ্রবণ করিয়া লোকের চমৎকার বোধ হয়। কেহ তর্ক করিবেন না ইহাঁর রীতি তর্কের অগোচর, বিশ্বাস এবং প্রতীতি করিয়া শ্রবণ করুন ॥ ৮৯ ॥

একদিবস হরিদাস গোফাতে অর্থাৎ কুটীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, জ্যোৎস্নাবতী রজনী, দিক্ সকল সুনির্ম্মল, গঙ্গার লহরীতে জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছিল, দ্বারে লিপ্ত পিণ্ডার উপর তুলসী থাকায় গোফার শোভা দেখিয়া লোকের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

এমন সময়ে একজন স্ত্রী অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার

হৈলা॥ তার অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত। ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ ৯১॥ আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার। তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোঁফাদ্বার॥ যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ। দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন।৯২॥ জগতের বন্দ্য তুমি রূপ-গুণবান্। তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥ মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়। দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়॥ এত বলি নানাভাব করয়ে প্রকাশ। যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য্য হয় নাশ॥ ৯৩॥ নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়। বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥ সঙ্খ্যা নামকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে। ইহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥ যাবৎ সমাপ্তি নহে না করি অন্য কাম। কীর্ত্তন সমাপ্তি হৈলে দীক্ষার বিশ্রাম॥

অঙ্গকান্তিতে স্থান পীতবর্ণ হইয়া উঠিল, তদীয় অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত এবং ভূষণের ধ্বনিতে কর্ণ চমকিত হইতে লাগিল॥ ৯১

সেই নারী আসিয়া তুলসীকে নমস্কার ও পরিক্রমা করিয়া গোফার দ্বারে গিয়া যোড়হাতে হরিদাসের চরণ বন্দনা করিল এবং দ্বারে বসিয়া যোড়হাতে মধুর বচনে কিছু কহিতে লাগিল॥ ৯২॥

আপনি জগতের বন্দনীয় রূপ-গুণবিশিষ্ট, আপনার সঙ্গনিমিত্ত আমার এস্থানে আগমন হইয়াছে, সদয় হইয়া আমাকে অঙ্গীকার করুন, দীনের প্রতি দয়া করা ইহাই সাধুর স্বভাব হয়, এই বলিয়া নানাভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহার দর্শনে মুনিজনের ধৈর্য্য নাশ হইয়া থাকে॥৯৩॥

হরিদাস নির্ব্বিকার এবং গম্ভীর আশয় ছিলেন, তখন সদয় হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। সঙ্খ্যাপূর্ব্বক নামসঙ্কীর্ত্তনই মহাযজ্ঞ হয়, ইহাতে আমি প্রতিদিন দীক্ষিত হইয়া থাকি। যে পর্য্যন্ত নাম সমাপ্তি

দ্বারে বসি শুন তুমি নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম সমাপ্ত্যে করিব তোমার প্রীতি আচরণ ॥ এত বলি করে তিঁহ নামসঙ্কীর্ত্তন। সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥ কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল। প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিঞা চলিল ॥ এইমত তিন দিন করে আগমন। নানাভাব দেখায় যাহে ব্রহ্মার হরে মন ॥ কৃষ্ণনামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস। অরণ্যরোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ ॥ তৃতীয় দিবসে যদি শেষরাত্রি হৈল। ঠাকুরেরে নারী তবে কহিতে লাগিল। তিন দিন বঞ্চিলে আমা করি আশ্বাসন। রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥ ৯৪ ॥ হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব। নিয়ম করিল তাহা কেমনে ছাড়িব ॥ তবে নারী কহে

না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি অন্য কর্ম্ম করি না। কীর্ত্তন সমাপ্তি হইলে আমার দীক্ষার বিশ্রাম হয়, তুমি দ্বারে বসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর, নাম সমাপ্তি হইলে তোমার প্রীতি আচরণ করিব, এই বলিয়া হরিদাস নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতঃকাল হইল, প্রাতঃকাল দেখিয়া স্ত্রী উঠিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই নারী তিন দিন আগমন করিল এবং নানাভাব দেখাইতে লাগিল, যাহাতে, ব্রহ্মারও মন হরণ হয়, হরিদাসের মন সর্ব্বদা কৃষ্ণনামে আবিষ্ট ছিল, সেই স্ত্রীর ভাব প্রকাশ অরণ্যরোদন (মিথ্যা বা নিরর্থক) হইল। তৃতীয় দিবসে যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন সেই নারী হরিদাসকে কহিতে লাগিল, আপনি আমাকে আশ্বাস দিয়া তিন দিন বঞ্চনা করিলেন, দিবা রাত্রে আপনার নাম সমাপন হইল না ॥ ৯৪ ॥

হরিদাস কহিলেন, আমি কি করিব, যাহা নিয়ম করিয়াছি, তাহা

তাঁরে করি নমস্কার। আমি মায়া করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার॥ ব্রহ্মা আদি জীব মুঞি সবারে মোহিল। একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥ মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে। তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে॥ চিত্তশুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে। কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে॥ ৯৫॥ চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃতবন্যা। সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥ এই বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার। কোটি কল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার॥ পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে। তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥ মুক্তিহেতু তারক হয়েন রামনাম। কৃষ্ণনাম পারক করেন প্রেমদান॥ কৃষ্ণনাম দেহ তুমি কর মোরে ধন্যা। আমাকে ভাসায় যৈছে এই প্রেম-

---

কিরূপে ত্যাগ করিব, তখন সেই নারী হরিদাসকে প্রণাম করিয়া কহিল আমি মায়া (ভগবৎশক্তি) আপনার পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। আমি ব্রহ্মা আদি জীব সকলকে মুগ্ধ করিয়াছি, কেবলমাত্র আপনাকে মুগ্ধ করিতে পারিলাম না, আপনি মহাভাগবত, আপনার দর্শন এবং কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন শ্রবণে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইল, এখন কৃষ্ণনাম লইতে ইচ্ছা করিতেছে, কৃষ্ণনাম উপদেশ করিয়া আমার প্রতি কৃপা করুন॥৯৫

চৈতন্যাবতারে প্রেমামৃতের বন্যা বহিতেছে, সমস্ত জীব প্রেমে ভাসিতেছে, পৃথিবী ধন্য হইল, এই বন্যায় যে জীব না ভাসিল, সেই জীবকে ছার বলা যায়, কোটিকল্পেও কখন তাহার নিস্তার হইবে না, পূর্ব্বে আমি মহাদেবের নিকট হইতে রামনাম প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আপনার সঙ্গহেতু কৃষ্ণনাম লইতে লোভ হইল, মুক্তি নিমিত্ত রামনাম তারক হয়েন, কৃষ্ণনাম পারক, তিনি প্রেমদান করিয়া থাকেন। আপনি

বন্যা ॥ এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ। হরিদাস কহে কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৬ ॥ উপদেশ লৈঞা মায়া চলিলা পাঞা প্রীতি। এ সব কথাতে কারো না হয় প্রতীতি ॥ প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার। যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে। নারদ প্রহ্লাদ আদি মনুষ্য প্রকাশে ॥ লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা। নামপ্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিঞা ॥ অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্র নন্দন। অবতরি করে প্রেমরস আস্বাদন ॥ মায়াদাসী প্রেম মাগে ইথে কি বিস্ময়। সাধুকৃপা নাম বিনা প্রেম নাহি

আমাকে কৃষ্ণনাম দিয়া ধন্য করুন, আমাকে যেন এই প্রেমবন্যা ভাসাইয়া দেয়। এই বলিয়া মায়া হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন, হরিদাস কহিলেন আপনি কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করুন ॥ ৯৬ ॥

মায়া উপদেশ পাইয়া প্রীতি লাভ করত গমন করিলেন, যদিচ এ সকল কথাতে কাহারও প্রতীতি না হয়, প্রতীতি নিমিত্ত ইহার কারণ বলিতেছি, যাহার শ্রবণে লোকসকলের বিশ্বাস হইবে। চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। নারদ প্রহ্লাদাদি মনুষ্যের আকার ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম লইয়া নৃত্য ও প্রেমবন্যায় ভাসিতেছেন। লক্ষ্মীপ্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করত নাম ও প্রেম আস্বাদন করিয়া থাকেন। অন্যের কথা কি, ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া প্রেমরস আস্বাদন করেন। ইহাতে মায়াদাসী যে প্রেম প্রার্থনা করিবে তাহাতে বিস্ময় কি ? সাধুকৃপা ও নাম ব্যতিরেকে প্রেম লাভ হয় না ॥ ৯৭ ॥

হয় ॥ ৯৭ ॥ চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব। ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব ॥ কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥৯৮॥ স্বরূপগোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল ॥ সেই সব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্যকৃপাতে লেখি ক্ষুদ্র জীব হঞা ॥ হরিদাসঠাকুরের কহিল মহিমার কণ। যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে হরিদাসঠকুরমহিমকথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

চৈতন্যগোসাঞির লীলার এইরূপ স্বভাব যে তাহা হইতে প্রেমভাব প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবন নৃত্য ও গান করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি আর যত স্থাবর জঙ্গম আছে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করিয়া দেন ॥ ৯৮ ॥

স্বরূপগোস্বামির কড়চায় যে লীলা লিখিত হইয়াছে এবং রঘুনাথদাসের মুখে যে সকল শ্রবণ করিয়াছি, আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া চৈতন্যকৃপায় সেই সকল সংক্ষেপে লিখিতেছি। হরিদাসঠাকুরের মহিমার কণামাত্র কহিলাম, যাহার শ্রবণে ভক্তগণের কর্ণ জুড়ায় অর্থাৎ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ১০০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে হরিদাসঠকুরের মহিমার কথননামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

——:০:——

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।

দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা। মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা ॥ ঝাড়িখণ্ড-বনপথে আইল চলিয়া। কভু

যদ্যপি গ্রন্থকর্ত্তা সনাতনং সুসংস্কৃত্য ইত্যনেন সনাতনসংস্কারঃ পূর্ব্বমুক্তেদানীং শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়েত্যুক্তমপ্যসঙ্গতমিব প্রতিভাতি। তথাপি তত্র শিক্ষোপদেশেন তস্য মনসঃ সংস্কারমুক্ত্বা ইদানীং দেহপরীক্ষয়া শুদ্ধিঃ কৃতেতি সমাধানং লক্ষ্যতে তদ্দেহস্য চতুঃসোমগন্ধস্বর্ণসদৃশত্ত্বাৎ পরমাদরণীয়ত্বমিত্যুক্তেরিত্যাহ বৃন্দাবনাদিতি। বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীসনাতনং শ্রীগৌরঃ শুদ্ধং চক্রে কিমর্থং কুর্ব্বন্ স্নেহাৎ দেহপাতাৎ অবন্ রক্ষন্। হেতৌ শতৃ। পরমপ্রেমাস্পদস্য তস্য দেহরক্ষার্থং। অয়ন্তু তৎপ্রভাবজ্ঞানরহিতানাং জনানাং তন্মহিমখ্যাপনার্থমেব কৃতমিতি গ্রন্থকৃতোঽভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু ভগবতঃ ইয়ং কাপি লীলেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনগোস্বামী বৃন্দাবন হইতে পুনর্ব্বার আগমন করিলে শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্নেহবশতঃ দেহপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া পরীক্ষাদ্বারা শুদ্ধ করিলেন * ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

নীলাচল হইতে যখন রূপগোস্বামী গৌড়দেশে গমন করেন, তখন মথুরা হইতে সনাতনগোস্বামী নীলাচলে আগমন করিলেন, ঝাড়িখণ্ডে

---

* গ্রন্থকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, "সনাতনং সুসংস্কৃত্য" অর্থাৎ সনাতনকে সুন্দররূপে সংস্কৃত (শুদ্ধ) করিয়া, অথচ পুনশ্চ বলিতেছেন যে, "সনাতনং শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া" অর্থাৎ পরীক্ষাদ্বারা সনাতনকে শুদ্ধ করিয়াছেন। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে পূর্ব্বেই শুদ্ধ করিলে পুনশ্চ শুদ্ধের প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে, পূর্ব্বে কেবল শিক্ষা উপদেশদ্বারা মনের শুদ্ধি করিয়াছিলেন, এখন গাত্রকণ্ডূরূপ পরীক্ষাদ্বারা দেহশুদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর গ্রন্থের কোনই বিরোধ নাই।

উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥ ঝাড়িখণ্ডে জলের দোষ উপবাস হৈতে। গাত্রে কণ্ডূ হৈল রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥ ৩॥ নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার। নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥ জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাব। মহাপ্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥ মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসাস্থিতি। মন্দির-নিকট যাইতে নাহি মোর শক্তি॥ ৪॥ জগন্নাথের সেবক ফিরে কার্য্য-অনুরোধে। তার স্পর্শ হৈলে মোর হব অপরাধে॥ তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে। দুঃখশান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে॥ ৫॥ জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির। তাঁহার রথের চাকায় ছাড়িব শরীর॥ মহাপ্রভুর আগে আর দেখি জগন্নাথ। রথে দেহ ছাড়িব এই বড় পুরুষার্থ॥ এই ত

সনাতন কখন উপবাস ও কখন চর্ব্বণ করত ঝাড়িখণ্ডপথের জল দূষিত-হেতু এবং উপবাসজন্য গাত্রকণ্ডূ হওয়ায় তাহা হইতে বসা (মেদরস) নির্গত হইতে লাগিল॥ ৩॥

সনাতনের নির্ব্বেদ (খেদ) হইল, তিনি পথে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি নীচজাতি, আমার দেহ অত্যন্ত অসার, জগন্নাথে গেলে তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইব না, সর্ব্বদা মহাপ্রভুর দর্শন করিতে পারিব না, শুনিতেছি মন্দিরনিকটে তাঁহার অবস্থিতি হইয়াছে, মন্দির নিকট যাইতে আমার শক্তি নাই॥ ৪॥

জগন্নাথের সেবক সকল কার্য্যানুরোধে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের স্পর্শ হইলে আমার অপরাধ হইবে, অতএব এই দেহ যদি উত্তম স্থানে পরিত্যাগ করি, তবে আমার দুঃখশান্তি হয় এবং আমি সদ্গতি প্রাপ্ত হইব॥ ৫॥

আমি জগন্নাথের রথযাত্রায় বাহির হইয়া তাঁহার রথের চক্রে শরীর পরিত্যাগ করিব। মহাপ্রভুর অগ্রে আর জগন্নাথ দর্শন করিয়া রথে দেহ ত্যাগ করা ইহাই অতিশয় পুরুষার্থ, এই নিশ্চয় করিয়া নীলাচলে

নিশ্চয় করি নীলাচল আইলা। লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা॥ হরিদাসের কৈল তেঁহ চরণ বন্দন। জানি হরিদাস তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥ ৬॥ মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন। হরিদাস কহে প্রভু আসিব এখন॥ হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া। হরিদাস মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥ ৭॥ প্রভু দেখি দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হৈঞা। হরিদাসে প্রভু আলিঙ্গিল উঠাইঞা॥ হরিদাস কহে সনাতন করে নমস্কার। সনাতন দেখি প্রভুর হৈল চমৎকার॥ সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা। পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥

আগমন করিলেন, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসের বাসায় উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলে, হরিদাস তাঁহাকে জানিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলেন॥ ৬॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে সনাতনের মন উৎকণ্ঠিত হইল, হরিদাস কহিলেন, প্রভু এখনি আগমন করিবেন। এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে উপলভোগ * দর্শন করিয়া হরিদাসের সহিত মিলিত হইতে ভক্তগণসমভিব্যাহারে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৭॥

তখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া দুইজনে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন, হরিদাস কহিলেন, প্রভো সনাতন আপনাকে নমস্কার করিতেছেন, সনাতনকে দেখিয়া মহাপ্রভুর চমৎকার বোধ হইল, সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে যখন মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন, তখন সনাতন মহাপ্রভুকে অগ্রে রাখিয়া পাছু হাটিতে থাকিলেন এবং কহিলেন, প্রভো! আপনকার পাদপদ্মে পতিত হই, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, একে আমি অধম নীচ, তাহাতে

* দূর হইতে শ্রীমন্দিরের উপরিস্থ নীলচক্রকে দেখাইয়া যে ভোগ হয়, তাহার নাম উপলভোগ।

মোরে না ছুইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়। একে নীচ অধম আর কণ্ডূ-রসা গায়॥ বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল। কণ্ডূক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥ সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে। সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে॥ ৮॥ সভা লঞা বসিল প্রভু পিণ্ডার উপরে। হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডাতলে॥ কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছে সনাতনে। তেঁহ কহে পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে॥ ৯॥ মথুরার বৈষ্ণবের কুশল গোসাঞি পুছিল। সবার কুশল সনাতন জানাইল॥ প্রভু কহে রূপ ইহাঁ ছিলা দশমাস। ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ॥ তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি। ভাল ছিল রঘুনাথে তার দৃঢ় ভক্তি॥ ১০॥ সনাতন কহে নীচবংশে * মোর জন্ম। অধর্ম্ম অন্যায় যত

অবার গাত্রকণ্ডূর (চুলকানির) রসা সকল অঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সনাতন এই কথা কহিলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে গাত্রকণ্ডূর ক্লেদ সকল লিপ্ত হইল, তিনি সনাতনকে লইয়া সকল ভক্তের সহিত মিলিত করাইলেন, সনাতন সকলের চরণে গিয়া প্রণত হইলেন॥ ৮॥

অনন্তর মহাপ্রভু সকলকে লইয়া পিণ্ডার উপর উপবেশন করিলেন, হরিদাস ও সনাতন দুইজনে পিণ্ডার তলে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মহাপ্রভু সনাতনকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন কহিলেন, আপনার চরণদর্শনে পরম মঙ্গল লাভ হইল॥ ৯॥

তদনন্তর মহাপ্রভু মথুরার বৈষ্ণবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন সকলের কুশল সংবাদ জানাইলেন, তৎপরে মহাপ্রভু কহিলেন, রূপ এস্থানে দশমাস বাস করিয়াছিল, দশ দিন হইল এস্থান হইতে গৌড়দেশে গমন করিয়াছে, তোমার ভ্রাতা অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে, রঘুনাথের প্রতি তাহার দৃঢ়তর ভক্তি ছিল॥ ১০॥

আমার কুলধর্ম্ম॥ হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার। তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥ সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে। রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥ রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান। রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান॥ আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমা দুঁহা সনে তিঁহ রহে নিরন্তর॥ আমা সবাসঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে। তাহারে পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে॥১১॥ শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর॥ কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহা সঙ্গে। তিনভাই একত্র রহি কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ এই মত বার

সনাতন কহিলেন, আমার নীচবংশে জন্ম, যত অধর্ম্ম অন্যায় তৎসমুদায় আমার কুলের কর্ম্ম। এরূপ বংশে আপনি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, আপনার কৃপাতে আমার বংশের মঙ্গল হইলে। সেই অনুপম ভ্রাতা বালককাল হইতে দৃঢ়চিত্তে রঘুনাথের উপাসনা করিত, সে দিবা রাত্র রঘুনাথের নাম, ধ্যান তথা নিরন্তর রামায়ণ শ্রবণ ও রামায়ণ গান করিত। আমি আর তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রূপ, আমাদের দুই জনের সঙ্গে সে নিরন্তর বাস করিত এবং আমাদিগের সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও ভাগবত শ্রবণ করিত, আমরা দুইজনে তাহার পরীক্ষা করিয়াছি॥ ১১॥

হে বল্লভ! শ্রবণ কর, শ্রীকৃষ্ণ পরম মধুর, তাঁহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম ও বিলাস প্রচুর আছে। আমাদিগের দুইজনের সঙ্গে তুমি কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণকথারঙ্গে আমরা তিন ভাই একত্র বাস করি, এইমত বারম্বার দুইজনে কহিলাম, আমাদের দুইজনের সঙ্গে তাহার মন ফিরিয়া

* সনাতন যে শ্রীমহাপ্রভুর অগ্রে আপনাকে নীচবংশ বলিয়া উল্লেখ করিলেন, ইহা তাঁহার দৈন্যোক্তি, বস্তুতঃ তিনি কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত, এই বিষয়ের প্রমাণ ভাগবতের দশমস্কন্ধের শেষে বৈষ্ণবতোষণীতে লিখিত আছে॥

বার কহি দুইজন। আমা দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব। দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণভজন করিব॥ ১২॥ এত কহি রাত্রিকালে করে বিচারণ। কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥ সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ। প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন॥ রঘুনাথপাদে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা। কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥ কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন। জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥ রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়। ছাড়ি মন হৈলে প্রাণ ফাটি বাহিরায়॥ তবে আমি দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈল। সাধু দৃঢ়ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল॥ যে বংশ-উপরে তোমার হয় কৃপালেশ। সকল মঙ্গল তার খণ্ডে সব ক্লেশ॥ ১৩॥

গেল। তৎপরে অনুপম কহিলেন, আমি আপনাদিগের আজ্ঞা কত লঙ্ঘন করিব, আমাকে দীক্ষামন্ত্র দিউন, কৃষ্ণভজন করি॥ ১২॥

এই বলিয়া অনুপম রাত্রিতে বিবেচনা করিলেন, কিরূপে রঘুনাথের চরণ ত্যাগ করিব। এই চিন্তায় সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিলেন, পর দিন প্রাতঃকালে আমাদের দুইজনকে কহিল, আমি রঘুনাথের পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি, মস্তককে ফিরাইয়া আনিতে পারি না, তাহাতে অতিশয় ব্যথা প্রাপ্ত হইব। কৃপা করিয়া আপনারা দুইজন আমাকে আজ্ঞা দিউন, আমি যেন জন্মে জন্মে রঘুনাথের পাদপদ্ম সেবা করি। রঘুনাথের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করা যায় না, ছাড়িব বলিয়া মনে করিলেও প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হয়। তখন আমরা দুইজন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং তুমি সাধু, তোমার ভক্তি দৃঢ়, এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সনাতন কহিলেন, প্রভো! যে বংশের প্রতি আপনার কৃপার লেশমাত্র হয়, তাহার সকল মঙ্গল এবং ক্লেশ সমুদায় নিবৃত্তি পায়॥ ১৩॥

গোসাঞি কহেন এইমত মুরারিগুপ্তে। পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলাঙ তার এই রীতে॥ সেই ভক্ত ধন্য না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ-জন॥ দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে। সেই প্রভু ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥ ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে। এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস সনে॥ কৃষ্ণভক্তি রসে দুঁহে পরম প্রধান। কৃষ্ণরসাস্বাদ কর লহ কৃষ্ণনাম॥১৪॥ এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা। গোবিন্দদ্বারায় দুঁহাকে প্রসাদ পাঠাইলা॥ এইমত সনাতন রহে প্রভু স্থানে। জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥ প্রভু আসি প্রতিদিন মিলি দুইজনে॥ ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে। দিব্য প্রসাদ পায়েন জগন্নাথ-মন্দিরে॥ তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে॥১৫

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আমি এইরূপ রীতিতে মুরারিগুপ্তের পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তিনি ভক্ত, প্রভুর চরণ পরিত্যাগ করেন না। সেই প্রভুকে ধন্য বলি, যিনি আপনার জনকে পরিত্যাগ করেন না, দুর্দ্দৈব (দুর্ভাগ্য) বশতঃ সেবক যদি অন্য স্থানে গমন করে, তাহাকে যিনি চুলে ধরিয়া আনয়ন করেন, সেই প্রভুকে ধন্য বলি। ভাল হইল, তুমি এস্থানে আগমন করিলা, হরিদাসের সঙ্গে এই গৃহে অবস্থিতি কর, তোমরা দুইজন কৃষ্ণভক্তিরসে পরম প্রধান, কৃষ্ণরসের আস্বাদন এবং কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর॥ ১৪॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু উঠিয়া চলিয়া গেলেন, পরে গোবিন্দদ্বারা দুই-জনের নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সনাতন মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিত রহিলেন এবং জগন্নাথের চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। মহাপ্রভু প্রতি দিবস আসিয়া দুইজনের সহিত মিলিত হইয়া কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণকথার আলাপন করেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে যে প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আনিয়া নিত্য অবশ্য দুইজনকে অর্পণ করিয়া

একদিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা। সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥ সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে। কোটি দেহ ক্ষণেকে ত ছাড়িতে পারিয়ে॥ দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে। কৃষ্ণ-প্রাপ্তি উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥ দেহত্যাগাদিক এই তামসের ধর্ম্ম। সে তামসধর্ম্মে কৃষ্ণের না পায় চরণ॥ ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নাহি প্রেমোদয়। প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥ ১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং॥

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। এবম্ভূতং শ্রেয়ো নান্যদস্তীত্যাহ ন সাধয়তীতি দ্বাভ্যাং। সন্দর্ভঃ।

আইসেন॥ ১৫॥

অন্য একদিবস মহাপ্রভু আগমন করিয়া দুই জনের সহিত মিলিত হওত আচম্বিতে (অকস্মাৎ হঠাৎ) সনাতনকে কহিতে লাগিলেন। সনাতন! দেহত্যাগ করিলে যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে ক্ষণ-কালের মধ্যে কোটি দেহ পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, দেহত্যাগে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ভজনে লাভ হইয়া থাকে, ভক্তি ব্যতিরেকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই, দেহত্যাগ করা ইহা তামসের ধর্ম্ম, সেই তামসধর্ম্মে কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয় না, কৃষ্ণে ভক্তি ভিন্ন কখন প্রেমোদয় হইতে পারে না, প্রেমব্যতিরেকে অন্য হইতেও কৃষ্ণপ্রেম হয় না॥ ১৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

হে উদ্ধব! যোগশাস্ত্র অথবা সাংখ্যযোগ কিম্বা বেদশাখা অধ্যয়ন

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা। ইতি ॥ ১৭ ॥

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাপের কারণ। সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহাদি ছাড়িতে। প্রেমে কৃষ্ণ মিলে তেঁহো না পায় মরিতে ॥ গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৫২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে
কৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণীবাক্যং ॥

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।

তৎসাধনার্থং প্রযুক্তোঽপি যোগাদিস্তথা মাং ন সাধয়তি বশয়েন্নোন্মুখং করোতি। যথা উর্জ্জিতা ভক্তিঃ সাধনাত্মিকা ॥ ১৭ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং ১০। ৫২। ৩৫। নমু কিমনেনানর্থকারিণা নির্ব্বন্ধেন চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মা যোগ্য এব বর ইতি চেত্তত্রাহ যস্যেতি। হে অম্বুজাক্ষ যস্য ভবতোঽঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোভিঃ স্নপনং আত্মনস্তমোঽপহত্যৈ উমাপতিরিব মহান্তো বাঞ্ছন্তি তস্য ভবতঃ প্রসাদং যর্হ্যহং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং। তর্হি ব্রতৈঃ কৃপণাসাদিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং

বা তপস্যা অথবা দান, ইহারা আমাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হয় না, যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তিদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭ ॥

দেহত্যাগাদি তমোগুণের ধর্ম্ম, তাহা কেবল পাপের কারণ হয়, সাধক ব্যক্তি তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হয়েন না, প্রেমী ভক্ত-বিচ্ছেদে দেহাদি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রেমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তিনি মরিতে পারেন না। গাঢ় অনুরাগের বিয়োগ সহ্য হয় না বলিয়াই অনুরাগী ভক্ত আপনার মরণ বাঞ্ছা করেন ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৫২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া লিখনে রুক্মিণীবাক্য যথা ॥

রুক্মিণী কহিলেন, হে অম্বুজাক্ষ! উমাপতির তুল্য মহদ্ব্যক্তিরা আপনাদের তমোনাশের নিমিত্ত যে তোমার পাদপঙ্কজ রজেতে স্নান

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং

জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঙ্গুতজন্মভিঃ স্যাৎ॥ ১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং॥

ত্যজেয়ং। ততঃ কিমিত্যাত আহ শতজন্মভিরিতি। এবমেব বারং বারং জহ্যাং যাবচ্ছতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি। তোষণ্যাং। স্নপনশব্দেন রজসাং গঙ্গাপ্রভবত্বাদিনা সর্ব্বতীর্থময়ত্বং ধন্যতে। যদ্বা, রজসঃ স্নপনং ক্ষালনোদকমিত্যর্থঃ। মহান্তঃ শ্রীব্রহ্মাদয়ঃ আত্মনস্তম অজ্ঞানং তস্য হত্যৈ মূলতো বিনাশায়। উমাপতিরেবেতি দৃষ্টান্তঃ তস্য গঙ্গাধরত্বেন রজঃস্নপন বাঞ্ছায়াঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তস্য চ তমস্তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্বং তস্যাপহত্যৈ। উমায়াঃ পতিরিতি যথাত্মারামেণাপি শ্রীশিবেন তদ্ভক্তিবশতয়া জন্মান্তরেঽপ্যুমা যত্নেনোঢ়া তথা বয়াপ্যাহমুদ্বোঢ়বেতি ভাবঃ। এবং পরমমহত্বেন ত্বমেব পতিযোগ্যো নত্বন্যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। তথা পরমসৌন্দর্য্যেণাপীত্যাহ হে অম্বুজাক্ষেতি। তস্যেতি তচ্ছন্দাক্ষেপাৎ। ভবদিতি ছান্দস এব ষষ্ঠ্যা লুক্। যদি ভবতঃ প্রসাদং পত্নীত্বেন স্বীকারলক্ষণং ন লভেয় তদা জহ্যামিতি হেতুহেতুমতোর্লিঙ্। তত্র জহ্যামিতি কামপ্রবেদনে প্রৌঢ়াসম্ভাবনে চ স্যাৎ। ত্যাগপ্রকারমাহ ব্রতকৃশাঙ্গুতেতি। এবং কৃপার্থং দুঃখমরণং বোধ্যতে। যদ্বা। স্বত এব ত্বদর্থে ব্রতৈঃ কৃশান্ অধুনা ত্বৎপ্রসাদলব্ধ্যা স্বয়মেব নির্গচ্ছতোঽনায়াসেনৈব জহ্যামিত্যর্থঃ। ইতি মরণস্য সুকরত্বমুক্তং। ততশ্চৈবং শতজন্মভিরপি স্যাদিতি। ব্রতকৃশেতি পাঠে স এবার্থঃ। শতশব্দোঽত্র নির্ণয়াসংখ্যাত্বে। অন্যত্তৈঃ॥ ১৯॥

করিতে বাঞ্ছা করেন, সেই তোমার প্রসাদ লাভ করিতে যদি আমি না পারি, তবে উপবাসাদি নিয়মদ্বারা ক্ষীণ করিয়া এই প্রাণ সকলকে পরিত্যাগ করিব, এইরূপ বারম্বার করিতে করিতে শত জন্মেতেও তোমার প্রসন্নতা লাভ হইবে॥ ১৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ দশমস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য যথা॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে। ইতি চ ॥ ২০ ॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্ত্তন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ যে না ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদিবিচার ॥ দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্। কুলীন পণ্ডিত ধনী বড় অভিমান ॥ ২১ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং ১০।২৯।৩২। অঙ্গ হে কৃষ্ণ নোঽস্মাকং ত্বদধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো নো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চ উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীং অন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্স্যাম ॥ ২০ ॥

হে কৃষ্ণ! আপনার সহাস্য অবলোকন এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি দীপিত হইল, অধরামৃত দিয়া সেচন করত তাহা নির্ব্বাণ করুন, নতুবা এই এক অগ্নি রহিল। আবার আপনার বিরহ হইতে অন্য অগ্নি জন্মিবে, দ্বিবিধ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ধ্যানযোগে যোগিদিগের ন্যায় আমরা আপনকার চরণসন্নিধি প্রাপ্ত হইব ॥ ২০ ॥

কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যদি শ্রবণকীর্ত্তন কর, তবে শীঘ্র কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্ত হইবে। নীচজাতি কৃষ্ণভজনে অযোগ্য নহে, সৎকুলসম্ভূত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণভজনের যোগ্য হয়েন না। যে কৃষ্ণভজন করে না, সে বড় অভক্ত, হীন ও ছার (অসার ঘৃণাস্পদ), কৃষ্ণভজনে জাতি কুলাদির বিচার নাই। ভগবান্ দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়া করেন, কিন্তু কুলীন, পণ্ডিত ও ধনী ইহাদের অতিশয় অভিমান হয়, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কখনই পাইতে পারে না ॥ ২১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
শ্রীনৃসিংহদেবং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং ॥

বিপ্রাদ্দিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ। ইতি ॥ ২২ ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা-শক্তি ॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥ ২৩ ॥ এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার। প্রভুকে না ভায়

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য যথা ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, আমার বোধ হয় উল্লিখিত দ্বাদশগুণভূষিত যে বিপ্র, তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদারবিন্দ বিমুখহয়েন, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যাঁহার মন, বাক্য ও ঈহিত (কর্ম্ম), ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত। কারণ ঐ প্রকার চণ্ডাল, কুলের সহিত আপন প্রাণকে পবিত্র করিতে পারে, ভূরিগর্ব্বান্বিত উক্তরূপ ব্রাহ্মণও আপনার আত্মাকে যখন পবিত্র করিতে পারেন না, তখন কুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই হয়, আত্মশোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে বিপ্র চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ॥ ২২ ॥

ভজনের মধ্যে নববিধ ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা কৃষ্ণপ্রেমকে ও কৃষ্ণকে দান করিতে মহাশক্তি ধারণ করেন। ঐ নববিধ ভক্তির মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদের ২৩ অঙ্কে আছে ॥

মোর মরণ বিচার ॥ সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু জানি নিষেধিল মোরে। মহাপ্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥২৪॥ সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যৈছে নাচাইলে তৈছে নাচে কাষ্ঠযন্ত্র ॥ নীচ অধম মুঞি পামর-স্বভাব। মোরে জীয়াইয়া তোমার কি হইবে লাভ ॥২৫॥ প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজধন। তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ পরের দ্রব্য কেনে তুমি চাহ বিনাশিতে। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥ তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন। এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নির্দ্ধার। বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবাপ্রবর্ত্তন। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্যশিক্ষণ ॥ নিজপ্রিয়

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, নিরপরাধে নাম লইলে নাম হইতে প্রেমলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইহা শুনিয়া সনাতনের চমৎকার বোধ হইল এবং বিবেচনা করিলেন, আমারমরণ মহাপ্রভুর সন্তোষকর হইল না। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, জানিয়া আমাকে মরিতে নিষেধ করিলেন, তখন সনাতন মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যেরূপে নৃত্য করাইবেন, কাষ্ঠযন্ত্র সেইরূপে নৃত্য করিবে। আমি নীচ অধম এবং পামর স্বভাব, আমাকে বাঁচাইয়া আপনার কি লাভ হইবে? ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার দেহ আমার নিজধন, তুমি যখন আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তখন পরের দ্রব্য নাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? তুমি কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে পার না, তোমার যে শরীর, তাহা আমার প্রধান সাধনস্বরূপ। আমি এই শরীরদ্বারা বহু প্রয়োজন সাধন করিব, ইহা হইতে ভক্ত, ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব নিরূপণ, তথা বৈষ্ণবের কৃত্য, বৈষ্ণব-আচার, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেমসেবার প্রবর্ত্তন, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার, বৈরাগ্যশিক্ষা, আর আমার নিজপ্রিয় স্থান যে মথুরা

স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন। তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥ ২৬॥ মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে। তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজবলে॥ এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব। তাহা ছাড়িবারে চাহ কেমতে সহিব॥ ২৭॥ তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে। তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥ কাঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। আপনে না জানে পুতলী কেবা নাচে গায়॥ যারে যৈছে নাচাহ তৈছে করে সে নর্ত্তনে। কৈছে নাচে কেবা নাচায় সেহ নাহি জানে॥ ২৮॥ হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস। পরের দ্রব্য ইহঁ করিতে চাহেন বিনাশ॥ পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ খায় না বিলায়। নিষেধিও ইহঁ যেন না করে অন্যায়॥ ২৯॥ হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি। তোমার

ও বৃন্দাবন, তথায় এই সমুদায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে॥ ২৬॥

আমি মাতার আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি, বৃন্দাবনে গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করাইতে আমার সামর্থ্য নাই, আমি যে দেহে এই সব কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, তুমি তাহা ত্যাগ করিতে চাহিতেছ, আমি কিরূপে সহ্য করিব?॥ ২৭॥

তখন সনাতনগোস্বামী কহিলেন, প্রভো! আপনাকে নমস্কার, আপনার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারিবে। যেমন কাষ্ঠের পুত্তলীকে কুহকে (ঐন্দ্রজালিকে) নৃত্য করায়, কিন্তু পুত্তলিকা জানিতে পারে না যে, কে নৃত্য গান করাইতেছে। সেইরূপ আপনি যাহাকে যেরূপ নৃত্য করান, সে সেইরূপ নাচিয়া থাকে, কেমন করিয়া নাচে, কেবা নাচায়, সে তাহা জানিতে পারে না॥ ২৮॥

অনন্তর মহাপ্রভু হরিদাসকে কহিলেন, হরিদাস! শ্রবণ কর, ইনি পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, পরের দ্রব্য কেহ খায় না এবং কেহ বিতরণও করে না, নিষেধ করিবা, ইনি যেন অন্যায় না করেন॥২৯

গম্ভীর হৃদয় জানিতে না পারি ॥ কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে। তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥ এতাদৃশ তুমি ইহাঁরে করিয়াছ অঙ্গীকার। ইহাঁর সৌভাগ্য গোচর না হয় কাহার ॥ তবে মহাপ্রভু দুঁহারে করি আলিঙ্গন। মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥৩০॥ সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন। তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ তোমার দেহ প্রভু কহে মোর নিজধন। তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি অন্য জন ॥ নিজদেহে কার্য্য প্রভু না পারে করিতে। সে কার্য্য করাবে তোমার সেই মথুরাতে ॥ যে করিতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়। তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥ ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচারনির্ণয়। তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥ আমার এই

হরিদাস কহিলেন, আমি মিথ্যা অভিমান করি, আপনার গম্ভীর হৃদয় জানিতে পারিলাম না। আপনি কোন্ কোন্ কার্য্য কাহার দ্বারা করেন, আপনি না জানাইলে কেহ জানিতে পারে না। এইরূপ আপনি সনাতনকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাঁর সৌভাগ্য কাহারও গোচর হয় না তখন মহাপ্রভু দুইজনকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর হরিদাস সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, আপনার ভাগ্যের সীমা বলিতে পারা যায় না, আপনার তুল্য অন্য কোন ব্যক্তি ভাগ্যবান্ নাই। মহাপ্রভু নিজদেহে যে কার্য্য করিতে পারেন না, সেই কার্য্য আপনার দ্বারা মথুরাতে সম্পন্ন করিবেন। ঈশ্বর যাহা করিতে চাহেন, তাহাই সিদ্ধ হয়, নিশ্চয় কহিলাম আপনার ইহাই সৌভাগ্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত আর আচার নিরূপণ, অভিপ্রায়ে বুঝিলাম, আপনার দ্বারা সম্পন্ন করাইবেন। আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে আসিল না, ভারত-

দেহ প্রভুর নিজকার্য্যে না আইল। ভারতভূমিতে জন্মি দেহ ব্যর্থ গেল ॥ সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন্। মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥ অবতার কার্য্য প্রভুর নামের প্রচারে। সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥ প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন। সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥ আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার। প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার ॥ আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য ॥ ৩২ ॥ এই মত দুইজন নানা কথারঙ্গে। কৃষ্ণকথা আস্বাদন করে একসঙ্গে ॥ যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। পূর্ব্ববৎ কৈল রথ-যাত্রা দরশন ॥ রথ আগে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন। দেখি চমৎকার হৈল

ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেহ বৃথা ক্ষেপণ হইল ॥ ৩১ ॥

সনাতন কহিলেন, অন্য কোন্ ব্যক্তি আপনার তুল্য আছে, আপনি মহাপ্রভুর গণের মধ্যে মহাভাগ্যবান্ হয়েন। নামপ্রচার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অবতার হইয়াছে, ইনি আপনার দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। আপনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন করেন এবং সকলের অগ্রে নামের মহিমা প্রচার করিয়া থাকেন। কোনও ব্যক্তি আপনি আচরণ করে প্রচার করে না এবং কেহবা প্রচার করে আচরণ করে না। আপনি নিজে আচার ও প্রচার দুই কার্য্য করিতেছেন, নিজে সকলের গুরু এবং জগতের আর্য্য (শ্রেষ্ঠ) স্বরূপ ॥ ৩২ ॥

এইরূপে দুইজন নানা কথারঙ্গে, একসঙ্গে কৃষ্ণকথার আস্বাদন করেন। অনন্তর রথযাত্রাকালে গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সকলে রথযাত্রা দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় রথের অগ্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে সনাতনের মন

সনাতনের মন ॥ ৩৩ ॥ চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ। সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর। বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর। সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥ কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ। সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ যথাযোগ্য কৈল সবার চরণ বন্দন। তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥ স্বগুণে পাণ্ডিত্যে সবার হৈলা সনাতন। যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব-ভাজন ॥ ৩৪ ॥ সকল বৈষ্ণব তবে গৌড়দেশে গেলা। সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ দোলযাত্রাদিক প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল। দিনে দিনে প্রভুর সঙ্গে আনন্দ বাঢ়িল ॥ পূর্ব্বে বৈশাখে যবে সনাতন আইলা। জ্যৈষ্ঠ-

---

চমৎকৃত হইল ॥ ৩৩ ॥

সমস্ত ভক্তগণ চারিমাস বর্ষাকাল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থিতি করিলেন, মহাপ্রভু সকলের সঙ্গে সনাতনকে মিলিত করাইলেন। তৎপরে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী (পরমানন্দ), ভারতী (কেশব), স্বরূপ, গদাধর পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ প্রভৃতি যত ভক্তগণ সকলের সঙ্গে সনাতনের মিলন করাইলেন। সনাতন যথাযোগ্য সকলের চরণ বন্দনা করিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে সকলের কৃপাভাজন করাইলেন। সনাতন নিজগুণে ও পাণ্ডিত্যে সকলের যথাযোগ্য কৃপা, মৈত্রী এবং গৌরবের পাত্র হইলেন ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণ গৌড়দেশে গমন করিলেন, সনাতন মহাপ্রভুর চরণসমীপে অবস্থিত রহিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে দোলযাত্রাদি দর্শন করিলেন। দিন দিন মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকায় আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, পূর্ব্বে বৈশাখমাসে যখন সনাতন আসিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসে

মাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা॥ জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা। ভক্ত অনুরোধে প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈলা॥ ৩৫॥ মধ্যাহ্ন ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল। প্রভু বোলাইল তাঁর আনন্দ বাঢ়িল॥ মধ্যাহ্নে সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নিসম। সেই পথে সনাতন করিল গমন॥ প্রভু বোলাইল এই আনন্দিত মনে। তপ্তবালুতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে॥ ৩৬॥ দুই পায় ফোস্কা হৈল গেলা প্রভুস্থানে। ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥ ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা। প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশ আইলা॥ প্রভু কহে কোন্ পথে আইলা সনাতন। তেঁহো কহে সমুদ্র-পথে করিল গমন॥ ৩৭॥ প্রভু কহে তপ্তবালু কেমতে আইলা। সিংহ-

---

মহাপ্রভু তাঁহার পরীক্ষা করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে মহাপ্রভু যমেশ্বর টোটায় (উদ্যানে) আসিয়াছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তথায় ভিক্ষা-নির্ব্বাহ করেন॥ ৩৫॥

মহাপ্রভু মধ্যাহ্নভিক্ষা কালে সনাতনকে আহ্বান করিলেন, মহাপ্রভু ডাকিলেন বলিয়া সনাতনের আনন্দ বৃদ্ধি হইল। মধ্যাহ্নকালে সমুদ্রের বালুকা অগ্নিতুল্য হইয়া থাকে, সনাতন সেই পথ দিয়া গমন করিলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন মনোমধ্যে এই আনন্দ হওয়ায় তপ্তবালুকায় চরণ দগ্ধ হইতেছে, তাহা জানিতে পারেন নাই॥ ৩৬॥

সনাতনের দুই পদে ফোস্কা হইল, মহাপ্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মহাপ্রভু ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, গোবিন্দ তাঁহার ভিক্ষার অবশেষ পাত্র সনাতনকে আনিয়া দিলে, সনাতন, প্রসাদ সেবন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন॥ ৩৭॥

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তপ্তবালুর উপর দিয়া কিরূপে আসিলা? সিংহদ্বারের শীতলপথ দিয়া কেন আগমন করিলা না। তপ্তবালুকাপথে

দ্বার শীতলপথে কেন না আইলা॥ তপ্তবালুতে তোমার পাদে হৈল ব্রণ। চলিতে নারিবে কেমতে হইবে সহন॥ ৩৮॥ সনাতন কহে দুঃখ বহুত না পাইল। পায়ে ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল॥ সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার! বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥ সেবক সব গতাগতি করেন আবেশে। কারও সহিত স্পর্শ হৈলে মোর সর্ব্বনাশে॥ ৩৯॥ শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা। তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা॥ ৪০॥ যদ্যপি হ তুমি হও জগৎপাবন। তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥ তথাপি ভক্তির স্বভাব মর্য্যাদারক্ষণ। মর্য্যাদাপালন এই সাধুর ভূষণ॥ মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস। ইহলোক পরলোক দুই

তোমার পদে ফোস্কা (ফোলা) হইয়াছে, চলিতে পারিবানা, কিরূপে সহ্য হইবে॥ ৩৮॥

সনাতন কহিলেন, আমি অনেক দুঃখ পাই নাই, পদে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলাম না। সিংহদ্বারে যাইতে আমার অধিকার নাই, সে স্থানে জগন্নাথদেবের সেবকগণের প্রচার হইয়া থাকে সেবকগণ জগন্নাথের প্রতি আবেশে গমনাগমন করেন, কাঁহারও সহিত যদি স্পর্শ হয়, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে॥ ৩৯॥

শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল, তুষ্ট হইয়া সনাতনের প্রতি কিছু বলিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

সনাতন! যদিচ তুমি জগৎপাবন, তোমার স্পর্শে দেব ও মুনিগণ পবিত্র হয়েন, তথাপি ভক্তির স্বভাব এই যে, সে মর্য্যাদারক্ষা করিয়া থাকে, মর্য্যাদাপালনই সাধুর ভূষণ হয়। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাস করে, তাহাতে ইহলোক ও পরলোক দুই লোকই বিনষ্ট হয়,

হয় নাশ ॥ মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হৈল মোর মন । তুমি ঐছে না কৈলে করিবে কোন্ জন ॥ এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল । তার কণ্ডু-রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ বার বার নিষেধে তবু করে আলিঙ্গন । অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন ॥৪১॥ এইমত সেবক প্রভু দুঁহে ঘর গেলা । আর দিন জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা ॥ দুইজনে বসি কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা । পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥ ৪২ ॥ ইহা আইলু প্রভু দেখি দুঃখ নিবারিতে । যেবা মনোবাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে ॥ নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে । মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার । জগন্নাথ না দেখিয়ে এ

তুমি যে মর্য্যাদারক্ষা করিয়াছ, তাহাতে আমার মন সন্তুষ্ট হইল, তুমি যদি এরূপ না কর, তাহা হইলে আর অন্য কোন্ ব্যক্তি আচরণ করিবে । এই বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাহাতে সনাতনের গাত্রকণ্ডুর রসা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লিপ্ত হইল । সনাতন বার-বার নিষেধ করিলেও তথাপি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, মহাপ্রভুর অঙ্গে গাত্রকণ্ডুর রসা লিপ্ত হওয়ায় সনাতন অতিশয় দুঃখিত হই-লেন ॥ ৪১ ॥

এইরূপে সেবক ও প্রভু দুইজনে গৃহে চলিয়া গেলেন, অন্য দিন জগদানন্দ সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন, দুইজনে বসিয়া কৃষ্ণকথার ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতকে সনাতন আপনার দুঃখ জানাইয়া কহিলেন ॥ ৪২ ॥

আমি এস্থানে প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, আমার যে মনো-বাঞ্ছা ছিল, মহাপ্রভু তাহা করিতে দিলেন না, আমি নিষেধ করিলেও মহাপ্রভু আমাকে আলিঙ্গন করিলেন । আমার গাত্রকণ্ডুর রসা প্রভুর শরীরে লিপ্ত হওয়ায় অপরাধ হইল, আর আমার নিস্তার নাই, জগ-

দুঃখ অপার ॥ হিত নিমিত্ত আইলাঙ হৈল বিপরীতে। কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ৪৩ ॥ পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন। রথযাত্রা দেখি তাঁহা করিহ গমন ॥ প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমার দুই ভাইয়ে। বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্বলভ্য পাইয়ে ॥ যে কার্য্যে আইলা দেখিতে প্রভুর চরণ। রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন ॥ সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ। তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥ ৪৪ ॥ এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা। আর দিনে মহাপ্রভু মিলিতে আইলা ॥ হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন। হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ দূরে হৈতে দণ্ডপ্রণাম করে সনাতন। প্রভু বোলায় বার

ন্নাথকে যে দর্শন করি না, তাহা অপেক্ষা এ দুঃখের পার নাই। হিত নিমিত্ত আসিলাম, আমার বিপরীত হইল, কি করিলে যে হিত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলাম না ॥ ৪৩ ॥

জগদানন্দপণ্ডিত কহিলেন, বৃন্দাবন আপনার বাসযোগ্য হয়, রথ-যাত্রা দর্শন করিয়া তথায় গমন করুন। আপনাদিগের দুইভ্রাতার প্রতি মহাপ্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে বৃন্দাবনে বাস করুন, তথায় সর্ব্বপ্রকার লাভ হইবে। যে কার্য্যে আগমন করিয়াছিলেন, প্রভুর চরণ দর্শন করিলেন, রথে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গমন করুন। সনাতন কহিলেন, আপনি ভাল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমার প্রভুদত্ত দেশ, আমি সেইস্থানে গমন করিব ॥ ৪৪ ॥

এই বলিয়া দুইজন নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলেন। অন্য দিন মহাপ্রভু মিলিতে আগমন করিলে, হরিদাস তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন মহাপ্রভু হরিদাসকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সনাতন দূর হইতে মহা-প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গন নিমিত্ত সনাতনকে

বার করিতে আলিঙ্গন ॥ অপরাধভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইলা। মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই গেলা ॥ সনাতন পাছে পাছে করেন গমন। বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ৪৫ ॥ দুইজন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে। নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ হিত লাগি আইলুঁ মুঞি হৈল বিপরীত। সেবাযোগ্য নহোঁ অপরাধ করোঁ নিত ॥ সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়। মোরে তুমি ছুইলে মোর অপরাধ হয় ॥ তাতে মোর অঙ্গে কণ্ডূরসা রক্ত চলে। তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ মোরে বলে ॥ ৪৬ ॥ বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণা লেশে। এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণ। আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবন ॥ জগদানন্দ পণ্ডিতে মুঞি যুক্তি

ডাকিতে লাগিলেন, সনাতন অপরাধভয়ে তথায় আগমন করিলেন না। মহাপ্রভু যখন সেই স্থানে মিলিতে গেলেন, তখন সনাতন পাছু হাঁটিতে থাকিলেন, মহাপ্রভু বলপূর্ব্বক ধরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥৪৫॥

অনন্তর মহাপ্রভু দুইজনকে লইয়া পিণ্ডার (বারান্দার) উপর উপবেশন করাইলে, সনাতন নির্ব্বিণ্ণ (ঔদাস্য বা দুঃখিত ভাবে) হইয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি হিতের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, বিপরীত হইল, আমি সেবার যোগ্য নহি, প্রত্যহ অপরাধ করিতে লাগিলাম। আমি সহজে নীচজাতি, দুষ্ট ও পাপাশয়, আমাকে আপনি স্পর্শ করিলে আমার অপরাধ হয়। অধিকন্তু আমার অঙ্গে গাত্রকণ্ডূর রসা ও রক্তস্রাব হইতেছে, আপনার অঙ্গে লাগিতেছে, তথাপি বলপূর্ব্বক আমাকে স্পর্শ করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

আপনি বীভৎস স্পর্শ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা বোধ করিতেছেন না, এই অপরাধে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, অতএব আমি এস্থানে থাকিলে আমার কল্যাণ হইবে না, আজ্ঞা দিউন, আমি রথযাত্রা দর্শন করিয়া

পুছিল। বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল ॥ ৪৭ ॥ এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে। জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥ কালিকার বড়ুয়া * জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল। তোমাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য। তোমাকে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥ আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য। তোমাকে উপদেশ বালক করে ঐছে কার্য্য ॥৪৮॥ শুনি পায়ে ধরি সনাতন প্রভুরে কহিল। জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান। জগতে নাহি জগদানন্দসম ভাগ্যবান্ ॥ জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়-সুধাধার। মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব-

---

বৃন্দাবনে গমন করি। আমি জগদানন্দ পণ্ডিতকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বৃন্দাবন যাইতে আমাকে উপদেশ দিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সরোষচিত্তে জগদানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তিরস্কার করিয়া কহিলেন। জগা কালিকার বড়ুয়া (ব্রাহ্মণবালক) হইয়া ঐরূপ গর্ব্বিত হইল যে, তোমাকেও উপদেশ দিতে লাগিল! ব্যবহারে ও পরমার্থে তুমি তাহার গুরুতুল্য, আপনার মূল্য (যোগ্যতা) না জানিয়া তোমাকে উপদেশ করে। তুমি আমার উপদেষ্টা, প্রামাণিক ও আচার্য্যস্বরূপ, বালকটা তোমাকে উপদেশ করে, এরূপ কার্য্য করিতেছে! ॥ ৪৮ ॥

এই কথা শুনিয়া সনাতন মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, জগদানন্দের যে সৌভাগ্য, আজ আমি তাহা জানিতে পারিলাম। আর আমার যে দৌর্ভাগ্য, তাহারও আজ জ্ঞান হইল। জগতের মধ্যে জগদানন্দের তুল্য ভাগ্যবান্ নাই, আপনি জগদানন্দেকে আপনার

---

* বড়ুয়া বটুশব্দের অপভ্রংশ। বটু অর্থাৎ নূতন উপনীত ব্রাহ্মণকুমার ॥

নিসিন্দার ॥ আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান। মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ৪৯ ॥ শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হৈল মন। তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন ॥ ৫০ ॥ জগদানন্দ প্রিয় মোর নহে তোমা হৈতে। মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ। কাঁহা জগা কালিকার বড়ুয়া নবীন ॥ আমাকেহ বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি। কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি ॥ তোমায় উপদেশ করে না যায় সহন। অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ৫১ ॥ বহিরঙ্গ বুদ্ধ্যে তোমার না করি স্তবন। তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ ॥ যদ্যপি কারও মমতা

অমৃতের ধারা, আর আমাকে গৌরব স্তুতিরূপ নিম্ব ও নিসিন্দা পান করাইতেছেন। অদ্যাপি আমার প্রতি আপনার আত্মীয়তা জ্ঞান হইল না, আপনি স্বতন্ত্র ভগবান্ আমার এ অভাগ্য বলিতে হইবে ॥ ৪৯ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ লজ্জিত-চিত্ত হইলেন এবং সনাতনকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত কিছু কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে সনাতন! তোমা অপেক্ষা জগদানন্দ আমার প্রিয়পাত্র নহে, কিন্তু মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না, কোথায় তুমি প্রামাণিক ও শাস্ত্রবিষয়ে প্রবীণ, আর কোথায় জগা কালিকার বড়ুয়া (ব্রাহ্মণবালক) এবং নবীন, তুমি আমাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত শক্তিধারণ কর, কত স্থানে আমাকে ব্যবহার ভক্তি ও বোধ করাইয়াছ। তোমাকে যে উপদেশ করে, তাহা সহ্য হয় না, এ নিমিত্ত তাহাকে আমি ভর্ৎসনা করিতেছি ॥ ৫১ ॥

অহে সনাতন! বহিরঙ্গ বুদ্ধিতে তোমাকে স্তব করিতেছি না, তোমার এতাদৃশ গুণ যে, তোমার গুণেই তোমাকে স্তুতি করাইয়া থাকে। যদিচ কোন ব্যক্তির মমতা বহু লোকের প্রতি হয়, সে প্রীতি-

বহু জনে হয়। প্রীতিস্বভাবে করে কাঁহো কোন ভাবোদয় ॥ তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান। তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃত সমান ॥ অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়। তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয় ॥ প্রাকৃত হইলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে। ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ। ইতি ॥ ৫৩ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং ১১। ২৮। অবস্তুনো দ্বৈতস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং কিয়দ্ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ বাচেতি। বাগিন্দ্রিয়োপলক্ষণং বাচা উদিতং উক্তং চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্দৃশ্যং তদনৃতমিতি ॥ ৫৩ ॥

স্বভাবে কাহাতে কোন ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তুমি আপনার দেহে বীভৎসতা জ্ঞান করিতেছ, কিন্তু তোমার দেহ আমাকে অমৃততুল্য বোধ হয়। তোমার দেহ অপ্রাকৃত, ইহা কখন প্রাকৃত নহে, তথাপি তোমার ইহাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হইতেছে, তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও উপেক্ষা করিতে পারি না, প্রাকৃতে ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান হয় না ॥ ৫২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

দ্বৈত বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ বা কত বস্তু সৎ এবং কত বস্তু অসৎ তাহার নির্ণয় হয় না, কেবল বাক্যদ্বারা কথিত বা মনদ্বারা ধ্যাত অনৃত বস্তুর অবস্তুত্ব নিরূপণমাত্র হয় ॥ ৫৩ ॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥ ৫৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। ইতি ॥ ৫৫ ॥

তথা তত্রৈব ৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

সুবোধিন্যাং। কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনঃ যেঽপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি· বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যং গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতি· বৈষম্যং দর্শিতং ॥ ৫৫ ॥

তত্রৈব ৬।৮। যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রেষ্ঠঞ্চোক্তমুপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ।

দ্বৈতের প্রতি যে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, তৎসমুদায় মনের ধর্ম্ম, ইহা ভাল এবং মন্দ এ সমস্তই ভ্রম ॥ ৫৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

হে অর্জ্জুন! বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণেতে, তথা গো এবং হস্তিতে এবং কুক্কুরে ও চণ্ডালেতে যাঁহারা তুল্যরূপে দর্শন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ৫৫ ॥

তথা তত্রৈব ৬ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

হে অর্জ্জুন! জ্ঞান * এবং বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত,

---

* জ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভব ॥ ৫৬ ॥

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ। ইতি ॥ ৫৬ ॥

আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম। চন্দনপঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ॥ এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজধর্ম্ম যায় ॥ ৫৭ ॥ হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলে তুমি। এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ মো হেন অধমেরে করিয়াছ অঙ্গী-কার। দীনদয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥ ৫৮ ॥ প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন। তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে যৈছে মোর মন ॥ তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালকাভিমান। লালকের

অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

তিনিই নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় (ভাষ্যানুসারে অপ্রকম্প) জিতেন্দ্রিয় এবং উত্তমরূপে সমাহিত যোগী, মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণের সমভাব (গ্রাহ্যাগ্রাহ্যশূন্যবুদ্ধি) বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৫৬ ॥

আমি ত সন্ন্যাসী, সমদৃষ্টিই আমার ধর্ম্ম। চন্দন ও পঙ্কে আমার সমান জ্ঞান হইয়া থাকে, এজন্য তোমাকে ত্যাগ করা আমার উপযুক্ত হয় না। আমি যদি ঘৃণাবুদ্ধি করি, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় ॥ ৫৭ ॥

তখন হরিদাস কহিলেন, প্রভো। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা বাহ্য প্রতারণা, ইহা আমি মান্য করি না। আমার মত অধমকে যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন আপনার দীনদয়ালুতা গুণ প্রচার হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন, হরিদাস! অহে সনাতন! তোমাদের প্রতি আমার যেরূপ মন, তাহার তত্ত্ব বলি শ্রবণ কর। তোমাকে লাল্য অর্থাৎ স্নেহপাত্র করিয়া মানি এবং আপনাকে লালক অর্থাৎ স্নেহকারক করিয়া মানিয়া থাকি। লালকের প্রতি লাল্যের

লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥ মাতাকে যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায় । ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহাসুখ পায় ॥ লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায় । সনাতনের ক্লেদে মোর ঘৃণা না উপজায় ॥ ৫৯॥ হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময় । তোমার গম্ভীর-হৃদয় বুঝন না হয় ॥ বাসুদেব গলৎ-কুষ্ঠী অঙ্গ কীড়াময় । তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয় ॥ আলিঙ্গিয়া কৈলে তাঁর কন্দর্পসম অঙ্গ । কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥ ৬০ ॥ প্রভু কহে বৈষ্ণবের অঙ্গ প্রাকৃত কভু নয় । অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥ দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম ॥ সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময় । অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ সেবয় ॥ ৬১ ॥

দোষ জ্ঞান হয় না, বালকের অমেধ্য অর্থাৎ মলমূত্রাদি মাতার অঙ্গে লিপ্ত হইলে তাঁহার যেমন তাহাতে ঘৃণা জন্মে না, আরও অধিক সুখ প্রাপ্ত হয়েন, তদ্রূপ লাল্য ব্যক্তির অমেধ্য লালককে চন্দনতুল্য বোধ হইয়া থাকে, সনাতনের অঙ্গক্লেদে আমার ঘৃণা জন্মিতেছে না ॥ ৫৯ ॥

হরিদাস কহিলেন, আপনি দয়াময় ঈশ্বর, আপনার গম্ভীর হৃদয় বুঝিবার সাধ্য নাই । বাসুদেবের অঙ্গে গলৎকুষ্ঠ হয়, তাহাতে তাঁহার অঙ্গ কৃমিময় ছিল, আপনি সদয় হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এজন্য তাহার অঙ্গ কন্দর্পতুল্য হয়, কোন্ ব্যক্তি আপনার কৃপার তরঙ্গ বুঝিতে পারিবে ॥ ৬০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, বৈষ্ণবের অঙ্গ কখন প্রাকৃত হয় না, ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত এবং চিদানন্দময় । দীক্ষাগ্রহণকালে ভক্ত আত্মসমর্পণ করেন, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার তুল্য করিয়া তাঁহার দেহকে চিদানন্দময় করিয়া থাকেন এবং ভক্ত অপ্রাকৃতদেহে তাঁহার চরণসেবা করেন ॥ ৬১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

* মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ। ইতি ॥৬২

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা। আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইঞা ॥ ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাঙ যবে। কৃষ্ণঠাঞি অপরাধে দণ্ড পাইতাঙ তবে ॥ পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ। প্রথম দিনে পাইল অঙ্গে চতুঃসমের গন্ধ ॥ বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন। তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥৬৩॥ প্রভু কহে সনাতন না মানিহ দুঃখ। তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ এ বৎসর ইহাঁ তুমি রহ আমা

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে
৩২ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আত্মনিবেদন করত কৃতকার্য্য হয়েন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের দেহে কণ্ডু জন্মাইয়া, আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি যদি ঘৃণা করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন না করি, তাহা হইলে কৃষ্ণের নিকট দণ্ড প্রাপ্ত হইব। ইহা পারিসদদেহ, ইহাতে দুর্গন্ধ নাই। প্রথম দিনে চতুঃসমের (চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই চারি গন্ধ দ্রব্যের) গন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। বাস্তবিক প্রভু যখন আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহার স্পর্শে অঙ্গে চন্দনের তুল্য গন্ধ হয় ॥ ৬৩ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, সনাতন! দুঃখ মানিও না, তোমার আলিঙ্গনে আমি পরমসুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। এ বৎসর তুমি আমার সঙ্গে এই স্থানে

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২২ পরিচ্ছেদে ৮৬ অঙ্কে আছে ॥

সনে। বৎসর রহি তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে ॥ এত বলি কৈল তাঁরে পুনঃ আলিঙ্গন। ব্রণ গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ৬৪ ॥ দেখি হরিদাস-মনে হৈল চমৎকার। প্রভুকে কহে এই সব ভঙ্গী যে তোমার ॥ সেই ঝাড়িখণ্ড-পানী তুমি পিয়াইলা। সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥ কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে। এই লীলাভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥ ৬৫ ॥ দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়। প্রভুর গুণ কহে দুহেঁ হঞা প্রেমময় ॥ ৬৬ ॥ এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে। কৃষ্ণচৈতন্য-গুণকথা হরিদাস-সনে ॥ দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায়

বাস কর, বৎসরের পরে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব। এই বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, সনাতনের ব্রণ গেল, সুবর্ণতুল্য অঙ্গের কান্তি হইল ॥ ৬৪ ॥

তাহা দেখিয়া হরিদাস মনে চমৎকৃত হইয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, প্রভো! এ সমুদায় আপনার ভঙ্গী ভিন্ন আর কিছু নহে। সেই ঝাড়িখণ্ডের পথে আপনি জলপান করাইলেন, সেই জলকে লক্ষ্য করিয়া ইহাঁর দেহে কণ্ডু করিয়া সনাতনের পরীক্ষা লইলেন। আপনার এই লীলার ভঙ্গী কেহ জানিতে পারে না ॥ ৬৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু দুই জনকে আলিঙ্গন করিয়া নিজালয়ে গমন করিলে দুইজনে প্রেমময় হইয়া মহাপ্রভুর গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

সনাতন এইরূপে মহাপ্রভুর নিকট অবস্থিতি করেন এবং হরিদাসের সঙ্গে কৃষ্ণচৈতন্যদেবের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, দোলযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায় দিলেন, বৃন্দাবনে যাহা করিতে হইবে, তৎসমুদায় শিক্ষা করাইলেন ॥

দিলা। বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা॥ যে কালে বিদায় কৈলা প্রভু সনাতনে। দুই জনের বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে॥ যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন। সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন॥ যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা। বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া। সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া॥ যে যে লীলা পথে প্রভু কৈল যেই স্থানে। তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥ ৬৭॥ এইমত সনাতন বৃন্দাবন আইলা। পিছে রূপগোসাঞি আসি তাঁহারে মিলিলা॥ এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল। কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥ গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল। কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল॥

যে কালে মহাপ্রভু সনাতনকে বিদায় করিলেন, দুই জনের ঐ সময়ের বিচ্ছেদদশা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। মহাপ্রভু যে বনপথ দিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, সনাতন সেই পথে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। যে পথে যে গ্রাম, নদী, পর্ব্বত ও শিলা আছে এবং যে স্থানে যে লীলা করিয়াছিলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট তৎসমুদায় লিখিয়া লইলেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই পথ দিয়া লীলাস্থান সকল দেখিয়া চলিলেন। মহাপ্রভু পথে যে স্থানে যে লীলা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া সনাতন প্রেমে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন॥ ৬৭॥

সনাতন এইরূপে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন, রূপগোস্বামী পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গৌড়ে রূপগোস্বামির এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল, যে কিছু অর্থ সঞ্চয় ছিল, কুটুম্বদিগকে তাহা বিভাগ করিয়া দিলেন, গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনয়ন করিয়া কুটুম্বে, ব্রাহ্মণে ও দেবালয়ে বিভাগ করিয়া সমর্পণ

সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ। নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥ দুই ভাই মেলি বৃন্দাবনে বাস কৈল। প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল॥ নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকট করিল॥ ৬৮॥ সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে। ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥ সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশমটিপ্পনী। কৃষ্ণ-লীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব-আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার॥ আর যত গ্রন্থ কৈল কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিন্দের সেবার স্থাপন॥ ৬৯॥ রূপ-গোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধু সার। কৃষ্ণভক্তিরসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার॥ উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর। রাধাকৃষ্ণ-লীলারসের

করিলেন। গোসাঞি মনের কথা সকল নির্ব্বাহপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবনে আগমন করিলেন এবং দুই ভ্রাতায় মিলিত হইয়া বৃন্দা-বনে বাস করিতে লাগিলেন, তথা মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা ছিল, তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিলেন। বিবিধ শাস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক লুপ্ততীর্থের উদ্ধার এবং বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকট করিলেন॥ ৬৮॥

সনাতনগোস্বামী ভাগবতামৃত গ্রন্থ করেন, যাহা হইতে ভক্তি, ভক্ত ও কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। দশমটিপ্পনী (বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী) নামে সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ রচনা করেন, এই গ্রন্থ হইতে কৃষ্ণলীলা ও প্রেমরস অবগত হওয়া যায়। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, যাহাতে বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ের পার পাওয়া যায়। আর যত গ্রন্থ করি-লেন, তাহার গণনা করিতে কে সমর্থ হইবে। তথা মদনগোপাল ও গোবিন্দের সেবা স্থাপন করেন॥ ৬৯॥

রূপগোস্বামী হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু নামে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, যাহাতে ভক্তিরসের বিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর উজ্জ্বলনীলমণি নামে

তাঁহা পাইয়ে পার ॥ বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব নাটকযুগল। কৃষ্ণলীলারস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥ দানকেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল। এই সব গ্রন্থে ব্রজের রস প্রচারিল ॥ ৭০ ॥ তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম। তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীবগোসাঞি নাম ॥ সর্ব্বত্যাগি পাছে তিঁহ আইলা বৃন্দাবন। তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥ ৭১ ॥ ভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ কৈল সার। ভাগবতসিদ্ধান্তের যাতে পাইয়ে পার ॥ গোপালচম্পূ নাম আর সার গ্রন্থ কৈল। ব্রজপ্রেমরস লীলার সার দেখাইল ॥ ষট্‌সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব প্রকাশিলা। চারি লক্ষ গ্রন্থ তেঁহে বিস্তার করিলা ॥ ৭২ ॥ জীব যবে গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা। নিত্যা-

---

গ্রন্থ রচনা করেন, যাহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলারসের পার লাভ হইয়া থাকে, আর বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুইখানি নাটক রচনা করেন, এবং দুই গ্রন্থ হইতে কৃষ্ণলীলারস সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রূপ-গোস্বামী দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি লক্ষ গ্রন্থ (শ্লোক) রচনা করেন, এই সকল গ্রন্থে ব্রজলীলারস প্রচার করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

রূপগোস্বামির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ নামান্তর অনুপম, ইহার পুত্রের নাম শ্রীজীব, ইনি মহাপণ্ডিত। এই গোস্বামী সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শেষে বৃন্দাবনে আগমন করিয়া বহু বহু ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন ॥ ৭১ ॥

ইনি ভাগবতসন্দর্ভ নামে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে ভাগবত-সিদ্ধান্তের পার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর গোপালচম্পূ নামে প্রধান গ্রন্থের রচনা করেন, তাহাতে তিনি ব্রজের প্রেমরসলীলার সমুদায় সার দেখাইয়াছেন। তৎপরে (ভাগবতসন্দর্ভ ছয়ভাগে বিভক্ত, উহাই ষট্‌-সন্দর্ভ, সেই) ষট্‌সন্দর্ভ নামক গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশ করেন, দুই জনে চারি লক্ষ গ্রন্থ অর্থাৎ শ্লোক বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৭২

নন্দ প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥ প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ। রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥ আজ্ঞা দিল তুমি শীঘ্র যাহ বৃন্দা-বনে। তোমার বংশেরে প্রভু দিঞাছে সেই স্থানে॥ ৭৩॥ তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা আজ্ঞা-ফল পাইল। শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি প্রচারিল॥ ৭৪॥ এই তিন গুরু আর রঘুনাথদাস। ইহাঁ সবার চরণ বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥ এই ত কহিল পুনঃ সনাতনসঙ্গমে। প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে॥ চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ডসম। চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন॥ ৭৫॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৭৬॥

জীবগোস্বামী যখন গৌড় হইতে মথুরা গমন করেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহার মস্তকে চরণ অর্পণ করত রূপ ও সনাতনের সম্বন্ধে আলিঙ্গন করিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন তুমি শীঘ্র বৃন্দাবন গমন কর, মহাপ্রভু তোমার বংশকে সেই স্থান অর্পণ করিয়াছেন॥ ৭৩॥

জীবগোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ শাস্ত্র রচনা করিয়া বহুকাল ভক্তি প্রচার করিলেন॥ ৭৪॥

কবিরাজগোস্বামী কহিলেন, সনাতন, রূপ ও জীব এই তিন গুরু, আর রঘুনাথদাস, আমি যাঁহাদিগের দাস, তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করি। সনাতনগোস্বামির এই পুনর্ব্বার সঙ্গ বর্ণন করিলাম, ইহার শ্রবণে মহা-প্রভুর অভিপ্রায় জানিতে পারা যায়। এই চৈতন্যচরিতামৃত ইক্ষুদণ্ডের সমান, চর্ব্বণ করিতে করিতে রসের আস্বাদন হইয়া থাকে॥ ৭৫॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে॥ ৭৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতনসঙ্গমো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে পুনঃ সনাতনসঙ্গম নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৪ ॥ *

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

—:•:—

বৈগুণ্যকীটকলিলঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় ধন্য॥ জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ। জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন॥ ২ ॥ এক দিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে। দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে॥ শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম। কোন ভাগ্যে পাইঞাছোঁ তোমার দুর্লভ চরণ॥ কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণকথা কহ মোরে

বৈগুণ্যকীটেত্যাদি ॥ ১ ॥

আমি বৈগুণ্যরূপ কীটকর্ত্তৃক দংশিত, পৈশুন্যরূপ ব্রণদ্বারা পীড়িত এবং দৈন্যার্ণবে নিমগ্ন হইয়া শ্রীচৈতন্যস্বরূপ বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ১ ॥

শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন, কৃপাময় ধন্য নিত্যানন্দ জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন, কৃপাসমুদ্র অদ্বৈত জয়যুক্ত হউন, ভক্তগণ জয়যুক্ত হউন ও স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতনের জয় হউক ॥২॥

এক দিন প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কিছু নিবেদন করত কহিলেন, প্রভো! শ্রবণ করুন, আমি দীন, গৃহস্থ ও অধম কোন ভাগ্যে আপনার দুর্লভ চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনি সদয় হইয়া আমাকে কৃষ্ণ-

হইয়া সদয় ॥ ৩ ॥ প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি। সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥ ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন। রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥ কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্। যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে

শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যং ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১। ২। ৮। ব্যতিরেকে দোষমাহ ধর্ম্ম ইতি। যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ, স যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্নয়ং শ্রমো জ্ঞেয়ঃ। ননু, মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্তোব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ। ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হি শব্দেন সাধয়তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদিতর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ॥ ক্রমসন্দর্ভে। ব্যতিরেকেণাহ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিত ইতি। বাসুদেবতোষণাভাবেন যদি তৎকথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদ-

কথা বলুন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি কৃষ্ণকথা জানি না, কেবল রামানন্দ জানেন, আমি তাঁহার মুখে শুনিয়া থাকি। কৃষ্ণকথা শুনিতে মন হইয়াছে ইহা তোমার ভাগ্য বলিতে হইবে রামানন্দের নিকট গিয়া শ্রবণ কর। তোমার যখন কৃষ্ণকথায় রুচি হইয়াছে, তখন তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্। যে ব্যক্তির কৃষ্ণকথায় রুচি হয়, তাহাকে মহাভাগ্যবান্ বলিতে হয় ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে

শৌনকাদির প্রতি সূতবাক্য যথা ॥

হে ঋষিগণ! যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং। ইতি ॥ ৫ ॥

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দস্থানে। রামানন্দসেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল। রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥৬॥ দুই দেবকন্যা হয় পরমসুন্দরী। নৃত্য গানে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী ॥ তাহা সবা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে। নিজনাটকের গীত শিখায় নর্ত্তনে ॥ তুমি ইহাঁ বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।

য়েৎ তদা শ্রমঃ স্যাৎ ন তু ফলং কথারুচেঃ সর্ব্বত্রৈবাদাত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যুদ্দিষ্টা। এবশব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণকর্ম্মফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বং। হি শব্দেন তদ্বৈব, যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি সোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বং। নির্ণীতে কেবলমিতীত্যমরকোষাৎ কেবলমিত্যনেন নিবৃত্তিমানলক্ষণধর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বং সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বং তত্রাপি তেনৈব হিশব্দেন, যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যাদিশ্রুতিপ্রমাণত্বং। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিত্যাদি শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ইত্যাদি, আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইত্যাদিবচনপ্রমাণঞ্চ সূচিতং। শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিনিরপেক্ষা। জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে ॥ ৫ ॥

হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি উৎপন্ন না হয়, তবে তদ্বিষয়ক শ্রম শ্রমমাত্র ॥ ৫ ॥

তখন প্রদ্যুম্নমিশ্র রামানন্দের নিকট গমন করিলেন, রামানন্দের সেবক তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইল। মিশ্র রায়ের দর্শন না পাইয়া সেবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেবক রায়ের বৃত্তান্ত সমুদায় বলিতে লাগিলে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মন্! দুইটী দেবকন্যা আছে, তাহারা পরমসুন্দরী ও নৃত্য গানে সুনিপুণা এবং বয়সে কিশোরী অর্থাৎ তাহাদের বয়স পঞ্চদশ বৎসর। রায় তাহাদিগকে লইয়া নির্জন উদ্যানে (বাগিচায়) নিজ-রচিত নাটক

তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন ॥৭॥ তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিঞা। রামানন্দ নিভৃতে সেই দুই জন লঞা ॥ স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গমর্দ্দন। স্বহস্তে করান স্নান গাত্রসম্মার্জন ॥ স্বহস্তে পরায় বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডন। তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥ কাষ্ঠপাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব। তরুণীর স্পর্শে তৈছে রায়ের স্বভাব ॥ ৮ ॥ সেব্যবুদ্ধি আরোপিঞা করেন সেবন। স্বাভাবিক দাসীভাব নহে আরোপণ ॥ ৯ ॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা। তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম-সীমা ॥ তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিক্ষাইল। গীতের গূঢ়ার্থ অভিনয় করা

অর্থাৎ জগন্নাথবল্লভনাটকের গীত ও নৃত্য শিক্ষা করাইতেছেন। আপনি এই স্থানে বসিয়া থাকুন, তিনি ক্ষণকালমধ্যে এস্থানে আগমন করিবেন, তখন আপনি যাহা আজ্ঞা দিবেন, তাহাই করিবেন ॥ ৭ ॥

এই কথা শুনিয়া মিশ্র বসিয়া থাকিলেন। এ দিকে রামানন্দরায় নির্জনে ঐ দুই জনকে লইয়া নিজহস্তে তাহাদের অভ্যঙ্গমর্দ্দন (তৈল-মর্দ্দন), স্বহস্তে তাহাদিগকে স্নান, স্বহস্তে তাহাদিগের গাত্রসম্মার্জন এবং স্বহস্তে বস্ত্র ও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ সকল পরিধান করাইয়া দেন, তথাপি রামানন্দরায়ের মন নির্ব্বিকার। কাষ্ঠ বা পাষাণ স্পর্শে যেরূপ ভাব হয়, তরুণী (যুবতি) স্ত্রী স্পর্শেও রায়ের সেইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

রামানন্দরায় সেব্য অর্থাৎ সেবনযোগ্যবুদ্ধি আরোপণ করিয়া সেবা করেন, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার দাসীভাব আরোপিত হয় না ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণের মহিমা অতি দুর্গম, তাহাতে আবার রামা-

হৈল॥ সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়িভাবের লক্ষণ। মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥ ১০॥ ভাব প্রকটন লাস্য রায়ে যে শিখায়। জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥ তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল। নিভৃতে দোঁহাকে নিজঘরে পাঠাইল॥ প্রতি দিন রায় ঐছে করায় সাধন। কোন্ জানে ক্ষুদ্রজীব কাঁহা তার মন॥ ১১॥ মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা। শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥ মিশ্রে নমস্কার কৈল সম্মান করিয়া। নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥ ১২॥ বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল। তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥

নন্দের ভাব ভক্তি ও প্রেমের সীমা হইয়াছে। সে যাহা হউক, তখন রামানন্দরায় সেই দুই জনকে নৃত্য শিক্ষা করাইয়া গীতের গূঢ়ার্থ অভিনয় (হস্ত দি সঞ্চালনদ্বারা হৃদ্গত ভাবের প্রকাশ) করাইলেন তাহারা সঞ্চারী, সাত্ত্বিক ও স্থায়িভাবের যে সকল লক্ষণ আছে, মুখ এবং নেত্রের অভিনয়দ্বারা প্রকটন করিয়া থাকে॥ ১০॥

রামানন্দরায় তাহাদিগকে ভাবপ্রকটনসহকারে নৃত্যশিক্ষা করান, তাহারা দুই জন জগন্নাথের অগ্রে আসিয়া সেই ভাব প্রকটরূপে দেখাইয়া থাকে। অনন্তর সেই দুই জনকে প্রসাদ ভোজন করাইয়া নির্জনে তাহাদিগকে নিজগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। রায় এইরূপে প্রতিদিন তাহাদিগকে সাধন করান, কোন্ ক্ষুদ্রজীব রামানন্দরায়ের মন জানিতে পারিবে?॥ ১১॥

অনন্তর সেবক গিয়া মিশ্রের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল, তখন রামানন্দ শীঘ্র সভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশ্রকে সম্মানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে কিছু নিবেদন করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

আপনি অনেকক্ষণ আগমন করিয়াছেন, কেহ আমাকে এ সম্বাদ

তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর। আজ্ঞা কর কাহা করেঁ। তোমার কিঙ্কর ॥ ১৩ ॥ মিশ্র কহে তোমা দেখিতে কৈল আগমনে। আপনা পবিত্র কৈল তোমার দর্শনে ॥ অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা। বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর গেলা ॥ ১৪ ॥ আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে। কভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায় স্থানে ॥ তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা। শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১৫ ॥ আমি ত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানী। দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ তবহুঁ বিকার পায় আমা সবার মন। প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ॥ ১৬ ॥ রামানন্দরায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।

বলে নাই, আপনকার চরণে আমার অপরাধ জন্মিল। যাহা হউক, আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমি আপনকার কিঙ্কর, কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ১৩ ॥

প্রদ্যুম্নমিশ্র কহিলেন, আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার আসা হইল, আপনাকে দর্শন করিয়া আমি আপনার আত্মাকে পবিত্র করিলাম। কালাতীত দেখিয়া মিশ্র কিছু কহিলেন না, বিদায় হইয়া আপনার গৃহে আগমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

পর দিন মিশ্র প্রভুর নিকট আগমন করিলে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিলে ত ? তখন মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন, মহাপ্রভু শুনিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মিশ্র ! আমি ত সন্ন্যাসী, আপনাকে বিরক্ত বলিয়া মানিয়া থাকি। প্রকৃতির দর্শন দূরে থাকুক, তাহার নামও যদি শুনি, তথাপি আমাদিগের মনে বিকার উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি দর্শনে কোন্ ব্যক্তির মন স্থির হইতে পারে ? ॥ ১৬ ॥

কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন ॥ একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী। তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥ স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ। গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন ॥ তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন। নানাভাবোদ্গার তারে করায় শিক্ষণ ॥ নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম। আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ১৭ ॥ এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥ তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর নাহি দ্বিতীয় পাত্র ॥ ১৮ ॥ কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান। শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। সেই ইহা

তোমরা সকলে রামানন্দরায়ের কথা শুন, বলিবার কথা নহে, এ অতি আশ্চর্য্য কথা। একে ত দেবদাসী, তাহাতে আবার সুন্দরী যুবতী, রামানন্দ নিজে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গের সেবা করেন, তাহাদিগকে স্নানাদি ও বস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি পরিধান করান, তাহাতে তাঁহার গুহ্যাঙ্গের দর্শন এবং স্পর্শন হইয়া থাকে, তথাপি রামানন্দরায়ের মন নির্ব্বিকার, তাঁহাকে নানাভাবের উদ্গার শিক্ষা করায়, রামানন্দের দেহ ও মন কাষ্ঠ-পাষাণের তুল্য নির্ব্বিকার, কি আশ্চর্য্য। তরুণীস্পর্শে রামানন্দের মনে বিকারমাত্র হয় নাই ॥ ১৭ ॥

একমাত্র রামানন্দের এই অধিকার হয়, ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার দেহ প্রাকৃত নহে। তাঁহার মনের ভাব তিনিমাত্র জানেন, তাহা জানিবার জন্য দ্বিতীয় পাত্র নাই ॥ ১৮ ॥

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক অনুমান করিতেছি, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাতে প্রমাণ স্বরূপ। ব্রজবধূর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যে রাসাদি বিলাস হয়, সে

শুনে কহে করিয়া বিশ্বাস॥ হৃদ্রোগ কাম তার তৎকাল হয় ক্ষয়। তিন গুণক্ষোভ নহি মহাধীর হয়॥ উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়। সেই উপযুক্ত ভক্ত রামানন্দরায়॥ ১৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ইতি॥ ২০॥

যেই শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশ। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশ॥ তার ফল কি কহিব কহনে না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই

ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করিয়া শ্রবণ করে, হৃদ্রোগ কাম প্রভৃতি তৎকালে অর্থাৎ শ্রবণমাত্রে তাহার ক্ষয় হইয়া যায়। যাঁহার তিন গুণের ক্ষোভ হয় না, তিনি মহাধীর বলিয়া কথিত এবং উজ্জ্বল মধুর প্রেমরূপ হয়েন-এক রামানন্দমাত্র সেই বিষয়ের উপযুক্ত ভক্ত॥ ১৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণুর ব্রজবধূগণ সহ এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ অথবা বর্ণন করেন, তিনি ভগবানে পরমভক্তি লাভ করিয়া অচিরে সুধীর হওত হৃদয়ের রোগরূপ কাম আশু পরিত্যাগ করেন॥ ২০॥

যে ব্যক্তি শ্রবণ এবং পাঠ করে, তাহার যখন এইরূপ ফল হইল, তখন সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া যিনি দিবারাত্র সেবন করেন, তাঁহার যে কি ফল হয়, তাহা বলা যায় না। তিনি নিত্যসিদ্ধ, তাঁহার শরীর

প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥ ২১ ॥ রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন। সিদ্ধ-দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ আমিহ রায়ের ঠাঞি শুনি কৃষ্ণ-কথা। শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে পুনঃ যাহ তথা ॥ ২২ ॥ মোর নাম লইহ তিহঁ পাঠাইল মোরে। তোমার ঠাঞি কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ শীঘ্র যাহ যাবৎ তিহঁ আছেন সভাতে। এত শুনি প্রদ্যুম্নমিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ রায় পাশ গেলা রায় প্রণাম করিল। আজ্ঞা কর যে লাগিঞা আগমন হৈল ॥ ২৩ ॥ মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে। তোমার ঠাঞি কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ শুনি রামানন্দরায়ের হৈল প্রেমাবেশে। কহিতে লাগিলা কিছু মনের উল্লাসে ॥ ২৪ ॥ প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা

প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২১ ॥

রামানন্দরায় রাগানুগামার্গে ভজন করেন, তিনি সিদ্ধদেহ তুল্য, তাঁহার মন প্রাকৃত নহে। আমিও রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিয়া থাকি, তোমার যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে সেইস্থানে গমন কর ॥ ২২ ॥

আমার নাম লইয়া কহিবা, আপনার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি যে পর্য্যন্ত সভাতে থাকেন, তুমি শীঘ্র গমন কর। এই কথা শুনিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্র ত্বরান্বিত হইয়া চলিলেন, রায়ের নিকট গেলে, রায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, কি নিমিত্ত আপনার আগমন হইল আজ্ঞা করুন ॥ ২৩ ॥

মিশ্র কহিলেন, আপনার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রামানন্দরায় প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং মনে কিঞ্চিৎ উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

শুনিতে আইলা এথা। ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥ এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা। কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রের পুছিলা॥ ২৫॥ তিঁহ কহে যে কহিলে প্রভুকে বিদ্যানগরে। সেই কথা ক্রমে সব কহিবে আমারে॥ আনের কি কথা তুমি প্রভুর উপদেষ্টা। আমি ত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি আমার পোষ্টা॥ ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি। দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি॥ ২৬॥ তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা। কৃষ্ণকথামৃত-রসসিন্ধু উথলিলা॥ আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত। তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথার অন্ত॥ বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দোঁহে প্রেমাবেশে। আত্মস্মৃতি নাহি

মিশ্র! আপনি মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এস্থানে কৃষ্ণকথা শুনিতে আগমন করিয়াছেন, ইহা ব্যতিরেকে আমি আর মহাভাগ্য কোথায় প্রাপ্ত হইব, এই বলিয়া তাঁহাকে লইয়া নির্জনে বসিলেন ও কি কথা শুনিতে চাহেন, মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৫॥

মিশ্র কহিলেন, আপনি বিদ্যানগরে মহাপ্রভুক যে কথা বলিয়াছেন, ক্রমশঃ সেই সকল কথা আমাকে শ্রবণ করান। অন্যের কথা কি? আপনি মহাপ্রভুর উপদেশক। আমি ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, আপনি আমার প্রতিপালনকর্ত্তা, আমি ভাল মন্দ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে জানি না, আমাকে দীনব্যক্তি জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণকথা বলিতে আজ্ঞা হউক॥ ২৬॥

তখন রামানন্দ ক্রমে ক্রমে কহিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণকথারূপ অমৃতরস উচ্ছলিত হইতে লাগিল। রায় আপনি প্রশ্ন করিয়া আপনি সিদ্ধান্ত করেন, তৃতীয় প্রহর বেলা হইল, তথাপি কথার অন্ত হয় না। বক্তা ও শ্রোতা দুই জনে প্রেমাবেশে কৃষ্ণকথা বলেন এবং

কাঁহা জানিব দিন শেষে ॥ সেবকে কহিল দিন হৈল অবসান। তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম ॥ বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিলা। কৃতার্থ হৈনু বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥ ঘরে আসি মিশ্র কৈল স্নান ভোজন। সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ ॥ প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত মন। প্রভু কহে কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ ॥ ২৮॥ মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা। কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ রামানন্দরায় কথা কহিল না হয়। মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ ২৯ ॥ আর এক কথা রায় কহিল আমারে। কৃষ্ণকথার বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥ মোর মুখে কথা কহে প্রভু গৌরচন্দ্র। যৈছে

শ্রবণ করেন, আত্মস্মৃতি নাই, দিন যে অবসান হইল, তাহা জানিতে পারেন নাই, যখন সেবক আসিয়া কহিল, দিন অবসান হইয়াছে, তখন রায় কৃষ্ণকথার বিশ্রাম করিলেন। তৎপরে বহু সম্মান করিয়া মিশ্রকে বিদায় দিলে (আমি কৃতার্থ হইলাম বলিয়া) মিশ্র নাচিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মিশ্র গৃহে আগমনপূর্ব্বক স্নান ভোজন করিয়া সন্ধ্যাকালে মহাপ্রভুর চরণপদ্ম দর্শন করিতে আগমন করিলেন। আসিয়া উল্লসিতচিত্তে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইল? ॥ ২৮ ॥

মিশ্র কহিলেন, প্রভো! আপনি আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, আমাকে কৃষ্ণকথামৃতসমুদ্রে মগ্ন করাইলেন। রামানন্দরায়ের কথা বলিবার নহে, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি কৃষ্ণভক্তিরসের স্বরূপ হয়েন ॥ ২৯ ॥

রায় আমাকে একটী কথা কহিয়াছেন, আমাকে কৃষ্ণকথার বক্তা করিয়া জানিবেন না। আমার মুখে প্রভু গৌরচন্দ্র কথা বলিয়া থাকেন,

কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র ॥ মোর মুখে কহাই কথা করেন প্রচার। পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥ যে সব শুনিল কৃষ্ণ-রসের সাগর। ব্রহ্মাদি দেবের এ সব রস না হয় গোচর ॥ হেন রস মোরে পান করাইলে তুমি। জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইনু আমি ॥৩০॥ প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনী। আপনার কথা পর মুণ্ডে দেন আনি। মহানুভাবের এই সহজ স্বভাব হয়। আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥৩১॥ রামানন্দরায়ের এই কহিল গুণলেশ। প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ গৃহস্থ হঞা রায় নহে ষড়্‌বর্গের বশে। বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ এই সব গুণ তাঁহার প্রকাশ করিতে। মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥ ভক্তের গুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল

তিনি আমাকে যেমন কহান, তেমনি কহিয়া থাকি, আমি বীণাযন্ত্র স্বরূপ। আমার মুখে কথা কহিয়া প্রচার করেন, পৃথিবীতে তাঁহার এ লীলা কে জানিতে পারিবে। যে সমস্ত কৃষ্ণরসের সমুদ্র শ্রবণ করিলাম, এ সমুদায় রস ব্রহ্মাদিরও গোচর হয় না। আপনি আমাকে এ সমুদায় রস পান করাইলেন, আমি জন্মে জন্মে আপনার চরণে বিক্রীত হই-লাম ॥ ৩০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, মিশ্র! রামানন্দ বিনয়ের খনি হয়েন, আপনার কথা পরের মস্তকে আনিয়া দেন। মহানুভাবের এইরূপ স্বভাব হয় যে, তিনি আপনার গুণ কখন আপনি কহেন না ॥ ৩১ ॥

কবিরাজগোস্বামী কহিলেন, আমি রামানন্দরায়ের এই কিঞ্চিৎ গুণ-লেশ বর্ণন করিলাম এবং প্রদ্যুম্নমিশ্রকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও বলিলাম। রায় গৃহস্থ হইয়া ষড়্‌বর্গের অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বশীভূত নহেন। মহাপ্রভু ভক্তের গুণ প্রকাশ করিতে ভালরূপে জানেন, নানা ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশ করিয়া

জানে । নানাভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি নিজলাভ মানে ॥ ৩২ ॥ আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ । ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥ সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ । নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহায় রায় করি বক্তা । আপনে প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ হরিদাস দ্বারায় নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ । সনাতন দ্বারায় ভক্তি-সিদ্ধান্তবিলাস ॥ শ্রীরূপ দ্বারায় ব্রজের প্রেমরসলীলা । কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥ চৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু । জগৎ ভাসাইতে পারে যার একবিন্দু ॥ চৈতন্যচরিতামৃত কর নিত্য পান । যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান ॥ ৩৩ ॥ এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা । নীলাচলে বিলসয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ বঙ্গদেশের এক

নিজলাভ মানিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

ভক্তগণ ! গৌরাঙ্গদেবের আর এক স্বভাব শ্রবণ করুন, তিনি গূঢ়-রূপে ঐশ্বর্য্য স্বভাব প্রকটিত করেন, মহাপ্রভু সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের গর্ব্ব নাশ করিবার নিমিত্ত নীচ শূদ্রদ্বারা ধর্ম্মের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি রামানন্দরায়কে বক্তা করিয়া ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেম বর্ণন করাইয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রের সহিত শ্রোতা হয়েন। তথা হরিদাসদ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ, সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস এবং শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের প্রেমরসরূপ লীলা প্রকাশ করেন, চৈতন্যদেবের এই গম্ভীর খেলা কে বুঝিতে পারিবে ? চৈতন্যের এই লীলা অমৃতের সমুদ্রস্বরূপ, ইহার একমাত্র বিন্দু জগৎকে ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হয়। ভক্তগণ চৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য পান করুন, যাহা হইতে প্রেমানন্দ ও ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে ভক্তগণ লইয়া ভক্তি প্রচার করত নীলাচলে

বিপ্র প্রভুর চরিতে। নাটক করিঞা লঞা আইলা শুনাইতে॥ ভগবান্ আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়। তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়॥ ৩৪॥ প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল। তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥ সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম। মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন॥ ৩৫॥ গীত শ্লোক গ্রন্থ কিবা যেই করি আনে। প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥ স্বরূপ শুনিলে যদি লয় তাঁর মন। তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ॥ ৩৬॥ রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্তবিরোধ। সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥ অতএব আগে প্রভু কিছু নাহি শুনে। এই ত মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে॥ ৩৭॥ স্বরূ-

বিলাস করিতেছেন। বঙ্গদেশের একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরিত্রে নাটক করিয়া শুনাইবার জন্য আগমন করিলেন, ভগবান্ আচার্য্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার গৃহে বাসাস্থান করিলেন॥ ৩৪॥

ঐ ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ ভগবান্ আচার্য্যকে নাটক শ্রবণ করাইলেন, তাঁহার সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শ্রবণ করিলেন। যাঁহারা যাঁহারা নাটক শুনিলেন, উত্তম হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সকলেই প্রশংসা করিলেন এবং মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত সকলের ইচ্ছা হইল॥ ৩৫

যে কোন ব্যক্তি গীত বা শ্লোক কিম্বা কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আনিলে প্রথমে স্বরূপকে শুনাইতে হয়, স্বরূপ শুনিয়া যদি তাঁহার মনে ভাল বোধ হয়, তবে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া গিয়া শ্রবণ করান॥ ৩৬॥

তাহাতে যদি রসাভাস বা সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভু শুনিতে পারেন না, তাঁহার মনে ক্রোধোদয় হয়। এ নিমিত্ত মহাপ্রভু অগ্রে কিছু শ্রবণ করেন না, মহাপ্রভু এইরূপ নিয়ম স্থাপন

পের ঠাঁঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন। এক বিপ্র প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥ আগে যদি শুন তুমি তোমার লয় মন। পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাবে শ্রবণ॥ ৩৮॥ স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার। যে সে শাস্ত্রে শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥ যদ্বা তদ্বা কবির কাব্যে হয় রসাভাস। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥ রস রসাভাস এই বিচার নাহি যার। ভক্তিসিদ্ধান্ত সিন্ধুর নাহি দেখে পার॥ ৩৯॥ ব্যাকরণ না জানে না জানে অলঙ্কার। নাটকালঙ্কার শাস্ত্র জ্ঞান নাহি যার॥ কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার। বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥ কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন। কৃষ্ণগৌরপাদপদ্ম যার প্রাণধন॥

করিয়াছে॥ ৩৭॥

ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপের নিকট নিবেদন করিলেন, এক জন ব্রাহ্মণ উত্তম নাটক বর্ণন করিয়াছেন, অগ্রে যদি আপনি শ্রবণ করেন এবং তাহাতে যদি আপনার মন সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে পশ্চাৎ মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবেন॥ ৩৮॥

স্বরূপ কহিলেন, তুমি গোপ, পরম উদার স্বভাব, যে সে শাস্ত্র শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কবির কাব্যে যদি "যদ্বা তদ্বা" থাকে, তাহা হইলে তাহা রসাভাস হয়, বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত শুনিতে চিত্তের উল্লাস হয় না। রস ও রসাভাস যাহার বিচার নাই, সে কখন ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের পার দেখিতে পায় না॥ ৩৯॥

যে ব্যক্তি ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কার জানে না ও নাটক এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহার জ্ঞান নাই, সেই ছার ব্যক্তি কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে জানে না। বিশেষতঃ এই চৈতন্যবিহার অতি দুর্গম, যে ব্যক্তির কৃষ্ণপাদপদ্ম ও গৌরপাদপদ্ম প্রাণধনস্বরূপ, তিনি গৌরলীলা এবং কৃষ্ণ-

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ। বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য শুনিতেই সুখ॥ রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ। শুনিতেই আনন্দ বাঢ়ে যার মুখবন্ধ॥ ৪০॥ ভগবানাচার্য্য কহে শুন একবার। তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিব বিচার॥ দুই চারি দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল। তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে মন হৈল॥ সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা। তবে সেই কবি নান্দীশ্লোক পঢ়িলা॥ ৪১॥

তথাহি বঙ্গদেশীয় বিপ্রের নান্দী যথা॥

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥ ৪২॥

বিকচকমলেতি। ইহ জগন্নাথসংজ্ঞে আত্মনি দেহে য আত্মতাং প্রপন্নঃ দেহিত্বং প্রাপ্তঃ সঃ। প্রকৃতিজড়ং মায়য়াভিভূতং অশেষং বিশ্বং॥ ৪২॥

লীলা বর্ণন করুন, গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে মন দুঃখিত হয়, কিন্তু বিদগ্ধ অর্থাৎ রসিক আত্মীয়জনের কাব্য শুনিতেই সুখ জন্মিয়া থাকে। রূপ যেন দুই নাটক আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধ শুনিতেই আনন্দ বৃদ্ধি হয়॥ ৪০॥

ভগবান্ আচার্য্য কহিলেন, আপনি একবার শ্রবণ করুন, আপনি শুনিলে ভাল মন্দের বিচার জানিতে পারিব, এইরূপে দুই চারি দিবস আগ্রহ করিলেন, তাঁহার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হইল, সকলকে লইয়া শুনিতে বসিলেন, তখন সেই কবি (পণ্ডিত) নান্দী শ্লোক পাঠ করিলেন॥ ৪১॥

বঙ্গদেশীয় বিপ্রের নান্দী যথা॥

যিনি কনকরূপ গৌরবর্ণরূপ হইয়া জগন্নাথ নামক বিকসিত কমল-নেত্রে আত্মতা অর্থাৎ স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতি-জড়

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোক তাঁহাকে বাখানে। স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥ ৪৩ ॥ কবি কহে জগন্নাথ সুন্দরশরীর। চৈতন্য-গোসাঞি তাতে শরীরী মহাধীর ॥ সহজ জড় জগতের চেতন করা-ইতে। নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥ ৪৪ ॥ শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন। দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥ আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ। দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥ পূর্ণা-নন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথরায়। তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্। তাঁরে কৈলে ক্ষুদ্রজীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥ দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবে দুর্গতি। অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে তার

অর্থাৎ মায়াভিভূত অশেষ বিশ্বকে চেতন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৪২ ॥

শ্লোক শুনিয়া সকল লোক তাঁহাকে প্রসংশা করিতে লাগিলেন, স্বরূপ কহিলেন, আপনি এই শ্লোক ব্যাখ্যা করুন ॥ ৪৩ ॥

কবি কহিলেন, জগন্নাথ নামক সুন্দর শরীর, তাহাতে মহাধীর চৈতন্যগোসাঞি শরীরী হয়েন, স্বভাবসিদ্ধ জড়রূপ জগতে চেতন করাই-বার নিমিত্ত নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলের মন আনন্দিত হইল, কিন্তু স্বরূপ দুঃখ পাইয়া সক্রোধবাক্যে কহিলেন, অরে মূর্খ! আপনার সর্ব্বনাশ করিলি, দুই ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস নাই। জগন্নাথ পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে জড় নশ্বর প্রাকৃত শরীর করিলা, চৈতন্যদেব ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহাকে তুমি স্ফুলিঙ্গ সমান ক্ষুদ্রজীব বলিলা। দুই স্থানের অপরাধে তোমার দুর্গতি লাভ হইবে, অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া যে তত্ত্ব বর্ণন করে, তাহার এই রীতি হয়। তুমি আর এক পরম প্রমাদ করিয়াছ,

এই রীতি ॥ আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ। দেহদেহি ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ঈশ্বরে নাহিক কভু দেহদেহি ভেদ। স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ ৪৫ ॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষাবতারমধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠত্ব-কথনে ৫১ অঙ্কে কূর্ম্মপুরাণীয়বচনং ॥

দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ। ইতি ॥ ৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্যং ॥

* নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।

দেহদেহীত্যাদি ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরে দেহদেহি ভেদ করিলে অপরাধ ঘটে, ঈশ্বরে কখন দেহদেহি ভেদ নাই, স্বরূপ ও দেহ এই দুই চিদানন্দ, ইহাতে কখন বিভেদ নাই ॥ ৪৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পুরুষাবতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বকথনে ৫১ অঙ্কে কূর্ম্মপুরাণের বচন যথা ॥

ঈশ্বরে দেহদেহি ভেদ কোন মতে সম্ভব হয় না ॥ ৪৬ ॥

তথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরম! তোমার মূর্ত্তির প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদশূন্য, সুতরাং আনন্দস্বরূপ, তাহা এই প্রকটিত মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন দেখা যায় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেইরূপ, অতএব আমি

* এই দুইটী শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২৫ পরিচ্ছেদে ১৮। ২০ অঙ্কে আছে ॥

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি। ইতি ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৪৭ ॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর। কাঁহা ক্ষুদ্রজীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥ ৪৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা অস্য শ্লোক
ব্যাখ্যাধৃত-সর্ব্বজ্ঞসূক্তং ॥

* হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ। ইতি ॥ ৪৯ ॥

তোমার এই মূর্ত্তিরই আশ্রিত হইলাম, হে আত্মন্! তোমার এই মূর্ত্তিই উপাসনার যোগ্য, যেহেতু ইহাই উপাস্যমধ্যে মুখ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টি-কারী সুতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন, আর ইহা ভূত সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের কারণ অর্থাৎ এই মূর্ত্তি হইতেই ভূতেন্দ্রিয়াদির উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ৪৭

কোথায় পূর্ণানন্দ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ মায়ার ঈশ্বর, আর কোথায় দুঃখী ক্ষুদ্রজীব মায়ার কিঙ্কর ? ॥ ৪৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা এই
শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত যথা ॥

সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তিতে আলিঙ্গিত, আর জীব স্বীয় অবিদ্যায় আবৃত এবং সমস্ত ক্লেশের আকার স্বরূপ হয় ॥ ৪৯ ॥

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১৮ পরিচ্ছেদে ৩৯ অঙ্কে আছে ॥

শুনি সভাসদের তবে হৈল চমৎকার। সত্য কহে গোসাঞি দোঁহার করিয়াছে তিরস্কার ॥ ৫০ ॥ শুনি কবির হৈল ভয় লজ্জা বিস্ময়। হংস-মধ্যে বক যৈছে কিছু নাহি কয় ॥ ৫১ ॥ তাঁর দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়। উপদেশ কৈল যাতে তার হিত হয় ॥ যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ তবে ত তোমার পাণ্ডিত্য হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥ এই শ্লোক করিয়াছ পাইঞা সন্তোষ। তোমার হৃদয়ের অর্থে দোঁহারে লাগে দোষ ॥ তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিঞা রীতি। সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছেন স্তুতি ॥ যৈছে দৈত্যাদিক করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন। সেই শব্দে

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থ লোক সকলের চমৎকার বোধ হইল, স্বরূপগোস্বামী সত্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত দুই জনের অর্থাৎ জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গদেবের তিরস্কার করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা শুনিয়া পণ্ডিতের লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় জন্মিল, হংসমধ্যে যেমন বক থাকে, তদ্রূপ প্রায় হইলেন ॥ ৫১ ॥

তখন স্বরূপ তাঁহার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি সদয় হওত যাহাতে তাঁহার হিত হয়, এরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন। বৈষ্ণবের নিকটে যাইয়া ভাগবত অধ্যয়ন কর, এবং শ্রীচৈতন্যের চরণ একান্ত ভাবে আশ্রয় কর। তুমি যদি চৈতন্যের ভক্তগণের সহিত নিত্য সঙ্গ কর, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ জানিতে পারিবে, তখনই তোমার পাণ্ডিত্য সফল হইবে এবং কৃষ্ণের নির্ম্মল স্বরূপ ও লীলা বর্ণন করিতে পারিবে। তুমি সন্তোষ পাইয়া এই শ্লোক করিয়াছ, কিন্তু তোমার হৃদয়ের অর্থে উভয়কে দোষ লাগিয়াছে, তুমি রীতি না জানিয়া যেমন তেমন করিয়া বলিয়াছ, কিন্তু সরস্বতী সেই শব্দে স্তব করিয়াছেন।

সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ৫২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং ॥

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং। ইতি ॥ ৫৩ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২৫। ৫। বাচালং বহুভাষিণং। বালিশং শিশুং। পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যং। অতঃ স্তব্ধং অবিনীতমিতি নিন্দায়াং যোজিতাপীয়স্য ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি। তথাহি বাচালং শাস্ত্রযোনিং। বালিশং এবমপি শিশুবন্নিরভিমানং। স্তব্ধং অনন্যাবন্দ্যাস্যাভ্যাবাদনম্র্ং। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং ব্রহ্মবিদাং বহুমাননীয়ং। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং পরব্রহ্ম। মর্ত্তং তথাপি ভক্তবাৎসল্যেন মনুষ্যত্বয়া প্রতীয়মানমিতি ॥ তোষণ্যাং। বাচালমিত্যাদিকং সতর্ককর্কশকর্ম্মবাদাবতারণাদ্যভিপ্রায়েণ। গোপা ইতি নিকৃষ্টত্বং মে ত্রিলোকীশ্বরস্যেতি দুর্ম্মদভরেণ সূচিতং। অন্যৈস্তু। এতৎ স্তুতিপক্ষে। বাচালমিতি বাচা বেদরূপয়া অলং সমর্থ ইত্যেবার্থঃ। মত্বর্থীয়ালচ্ প্রত্যয়স্য নিন্দায়ামেবাভিধানাৎ শিশুবদিতি বালিশঃ শাবকে মূর্খ ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। ব্রহ্মবিদাং মাননীয়মিতি তৎকর্ত্তৃকো মানো বিদ্যতে যস্যেতি ॥ ৫৩ ॥

যেমন দৈত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা করে, সরস্বতী আবার সেই শব্দে স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া ইন্দ্রের বাক্য যথা ॥

ইন্দ্র কহিলেন, গোপসকল বাচাল, বালিশ (শিশু), স্তব্ধ (অবিনীত), অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য ও মানুষ যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় করিল ॥

স্তুতিপক্ষের অর্থ যথা—দেবরাজ নিন্দা করিবার নিমিত্ত যে সকল কটুশব্দ প্রয়োগ করিলেন, অর্থপর্য্যালোচনা করিলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের স্তবই বোধ হয়। তিনি ভগবান্‌কে বাচাল বলিলেন, বাচালশব্দের অর্থ শাস্ত্রযোনি, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ হইয়াও বালিশ অর্থাৎ শিশুবৎ নিরভি-

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল। বুদ্ধিনাশ হইল কেবল নাহিক সম্ভাল॥ ইন্দ্র কহে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছোঁ নিন্দন। তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥ ৫৪॥ বাচাল কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য। বালিশ তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য॥ বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধশব্দে কয়। যাহা হইতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সেই অজ্ঞ হয়॥ পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় পণ্ডিতমানী। তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী॥ ৫৫॥ জরাসন্ধ কহে কৃষ্ণ পুরুষ অধম। তোর্ সনে না যুঝিব যাহি বন্ধুহন্॥ যাহা হইতে

মান। অপর "স্তব্ধ" এই শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার অন্য বন্দনীয় নাই,এ কারণ অনম্র। আর অজ্ঞ এই শব্দের অর্থ তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানবান্ নাই। পণ্ডিতম্মন্যশব্দের অর্থ ব্রহ্মবেত্তাদিগেরও বহু মাননীয়। "কৃষ্ণ" অর্থাৎ সদানন্দরূপী পরব্রহ্ম, তথাপি মানুষ অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যপ্রযুক্ত মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান॥ ৫৩॥

যেমন মাতাল অর্থাৎ মদ্যপায়ী লোক হয়, তদ্রূপ ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হওয়ায় তাঁহার বুদ্ধিনাশ হইল, কোন জ্ঞান থাকিল না। ইন্দ্র বলেন, আমি কৃষ্ণের নিন্দা করিলাম, কিন্তু সরস্বতী তাঁহারই মুখে স্তব করিলেন॥ ৫৪॥

বাচালশব্দের অর্থ বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য পুরুষ। বালিশ-শব্দের অর্থ শিশু, তথাপি শিশুর মত গর্ব্বশূন্য। স্তব্ধশব্দের অর্থ অনম্র, শ্রীকৃষ্ণের কেহ বন্দনীয় নাই, সুতরাং তিনি অনম্র। অজ্ঞশব্দের অর্থ বিজ্ঞ অর্থাৎ যাহা হইতে অন্য কেহ বিজ্ঞ নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ), যিনি পণ্ডিতগণের মানপাত্র হয়েন, তাঁহার নাম পণ্ডিতমানী অর্থাৎ পণ্ডিতগণই শ্রীকৃষ্ণকে মানিয়া থাকেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যহেতু আপনাকে মনুষ্য অভিমান করেন॥ ৫৫॥

যেমন জরাসন্ধ কহিয়াছিল, কৃষ্ণ! তুই অধম পুরুষ, যখন বন্ধু নষ্ট করিয়া-

অন্য পুরুষ সকল অধম। সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন॥ বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা বন্ধু হয়। অবিদ্যানাশক এই বন্ধুহন্-শব্দে কয়॥ এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন। সেই বাক্যে সরস্বতী করিল স্তবন॥ ৫৬॥ তৈছে এই শ্লোকে তোর্ অর্থে নিন্দা আইসে। সরস্বতীর অর্থ শুন যৈছে স্তুতি ভাসে॥ জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ। কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ॥ তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ পাঞা। সেই কৃষ্ণ একতত্ত্ব দুই রূপ হঞা॥ সংসার তারণহেতু যেই ইচ্ছাশক্তি। তাহার মিলন কহি একতা যৈছে প্রাপ্তি॥ সকল সংসারী লোকে করিতে উদ্ধার। গৌর জঙ্গমরূপে কৈলা অবতার॥ ৫৭॥ জগন্নাথ দরশনে খণ্ডয়ে

ছিস্, তখন তোর্ সঙ্গে যুদ্ধ করিব না, ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে অপসারিত হ। এই নিন্দা-বাক্যের স্তুতি-অর্থ এই যে, যাহা হইতে অন্য পুরুষ সকল অধম, তিনিই পুরুষোত্তম হয়েন, সরস্বতীর এই অভিপ্রায়। সকলকে বন্ধন করে, এই অর্থে অবিদ্যাকে বন্ধু কহা যায় বন্ধুহন্-শব্দে যিনি অবিদ্যাকে বিনাশ করেন, এইরূপে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিল, সরস্বতী সেই নিন্দা-বাক্যেতেই স্তব করিয়াছিলেন॥ ৫৬॥

সেইরূপ তোমার এই শ্লোকে নিন্দা আসিতেছে, ইহাতে যেরূপ স্তুতি-অর্থ আইসে, সরস্বতীর সেই অর্থ বলি, শ্রবণ কর। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ হয়েন, কিন্তু ইনি দারুব্রহ্ম, এ জন্য ইহঁাকে স্থাবর বলা যায়। তাঁহার সহিত আত্মতা অর্থাৎ একরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই কৃষ্ণ একতত্ত্ব দুই রূপ ধারণপূর্ব্বক সংসার তারণ নিমিত্ত যেমন ইচ্ছাশক্তি এবং তাঁহার মিলনে একতা প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ সংসারী লোককে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গৌর জঙ্গম (মনুষ্য) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥ ৫৭॥

সংসার। সব দেশের সব লোক নারে আসিবার ॥ কৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি দেশে দেশে যাঞা। সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা ॥ সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ। এহ ভাগ্য তোমার ঐছে করিলে বর্ণন ॥ কৃষ্ণ গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ ।৫৮ তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িঞা। সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥ সর্ব্ব ভক্তগণ তাঁরে অঙ্গীকার কৈল। তাঁর গুণ কহি কৃষ্ণকে মিলাইল ॥ সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে। গৌরভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে ॥ ৫৯ ॥ এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্র বিবরণ। প্রভুর আজ্ঞায় কৈল

জগন্নাথের দর্শনে যে সংসার খণ্ডিত হয়, সকল দেশের সকল লোক আসিতে পারে না। কৃষ্ণচৈতন্যদেব দেশে দেশে গমন করিয়া জঙ্গমব্রহ্মরূপে সকল লোকের নিস্তার করিলেন, সরস্বতীর এই অর্থের বিবরণ করিলাম, তুমি যখন এইরূপ অর্থ করিয়াছ, তখন তোমার ইহাও ভাগ্য বলা যায়, অসুরগণ কৃষ্ণকে গালি দিবার নিমিত্ত নাম উচ্চারণ করে, সেই নাম তাহার মুক্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ সকলের চরণে পতিত হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলের শরণ গ্রহণ করিলে, সমস্ত ভক্তগণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার গুণ বর্ণনা করত মহাপ্রভুর সহিত মিলিত করাইলেন। তৎপর সেই ব্রাহ্মণ সকল পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন, গৌরভক্তগণের কৃপা কাহারও বর্ণন করিতে সাধ্য নাই ॥ ৫৯

সে যাহা হউক, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রদ্যুম্নমিশ্র যেরূপে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এই উপাখ্যানের

কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা। আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥ প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ। শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ৬০ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার। অজ্ঞ হঞা এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥ শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে। গৌরলীলা ভক্তি ভক্ত রসতত্ত্ব জানে ॥ ৬১ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

॥ ০ ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

মধ্যে রামানন্দের মহিমা কহিলাম, মহাপ্রভু আপনি নিজমুখে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রস্তাব পাইয়া বঙ্গদেশীয় বিপ্রের নাটকের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, ঐ ব্রাহ্মণ অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধাহেতু মহাপ্রভুর চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা অমৃতের সার স্বরূপ, এক লীলার প্রবাহে শত শত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা করিয়া এই লীলা শ্রবণ করেন, তিনি গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত ও রসতত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৬২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥ ২॥ এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে নানা লোক করে নানা রঙ্গে॥ যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়। বাহ্যে নাহি প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখভয়॥ ৩॥ উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।

কৃপাগুণৈরিত্যাদি॥ ১॥

যিনি ভক্তিসহকারে কৃপাগুণসমূহদ্বারা কুৎসিত গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপগোস্বামির নিকট সমর্পণ করত অন্তরঙ্গবিধান করিয়াছেন, সেই এই কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি॥১

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

গৌরচন্দ্র এইরূপে ভক্তগণ সঙ্গে পরম কৌতুকে নীলাচলে নানা প্রকার লীলা করিয়া থাকেন। যদিচ তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণবিচ্ছেদ বাধা দিতে ছিল, তথাপি ভক্তের দুঃখ হইবে, এই ভয়ে তিনি তাহা বাহ্যে প্রকাশ করেন না॥ ৩॥

মহাপ্রভুর উৎকট বিরহদুঃখ যখন বাহ্যে প্রকাশ পায়, তখন যে

তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥ রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান। বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥ ৪॥ দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্যমনা। রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা॥ তার সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা। কৃষ্ণরস শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা॥ ৫॥ সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখ দানহেতু তৈছে রামরায়॥ পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান। তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ॥ দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়। প্রভুর অন্তরঙ্গ করি যারে লোকে গায়॥ এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ। ইবে শুন ভক্তগণ রঘুনাথের মিলন॥ ৬॥ পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে

তাঁহার বিকলতা ঘটে, তাহা বর্ণন করা যায় না। তৎকালে রামানন্দের কৃষ্ণকথা আর স্বরূপের গান, বিরহবেদনায় মহাপ্রভুর প্রাণ রক্ষা করে॥ ৪॥

মহাপ্রভু দিনে নানা সঙ্গে অনামনস্ক থাকেন, রাত্রিকালে তাঁহার বিরহবেদনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মহাপ্রভুর সুখ নিমিত্ত দুই জন সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণরসশ্লোক ও গীত দ্বারা সান্ত্বনা করেন॥ ৫॥

পূর্ব্বে সুবল যেমন কৃষ্ণসুখের সহায় ছিলেন, গৌরাঙ্গদেবকে সুখ দিবার নিমিত্ত সেইরূপ রামরায়কে জানিতে হইবে। পূর্ব্বে যেমন শ্রীরাধার ললিতা প্রধান সহায় ছিলেন, সেইরূপ স্বরূপগোস্বামী গৌরাঙ্গ দেবের প্রাণরক্ষা করেন। রামানন্দ ও স্বরূপ এই দুই জনের সৌভাগ্য বাক্যাতীত, প্রভুর অন্তরঙ্গ করিয়া যাঁহাকে লোকে গান করিয়া থাকে, গৌরাঙ্গদেব এইরূপে ভক্তগণ লইয়া বিহার করেন, ভক্তগণ! এখন রঘুনাথের মিলন বলি শ্রবণ করুন॥ ৬॥

পূর্ব্বে শান্তিপুরে যখন রঘুনাথ আগমন করিয়াছিলেন, তখন মহা-

আইলা। মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা॥ প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজঘর গেলা। মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি বিষয়ি প্রায় হৈলা॥ ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সব কর্ম্ম। দেখি তার পিতা মাতা আনন্দিত মন॥৭॥ মথুরা হৈতে আইলা প্রভু যবে বার্ত্তা পাইলা। প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্যোগ করিলা॥ হেনকালে রাজ্যের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী। সপ্তগ্রাম মুলুকের হয় সে চৌধুরী॥ হিরণ্যদাস মুলুক নৈল মোকৃতা করিঞা। তার অধিকার গেল মরে সে দেখিঞা॥ বারলক্ষ দেন রাজায় সাধি বিশলক্ষ। সে তুড়ুক না পায় কিছু হইল বিপক্ষ॥৮॥ রাজঘরে কৈফিয়ৎ দিঞা উজীর আনিল। হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥

প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন, রঘুনাথ প্রভুর শিক্ষাতে নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক মর্কটবৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া বিষয়ি প্রায় হইলেন। রঘুনাথের অন্তরে বৈরাগ্য ছিল, কিন্তু তিনি বাহিরে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা অতিশয় আনন্দিত হইতেন॥৭

মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে আগমন করিয়াছেন, রঘুনাথ যখন এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন প্রভুর নিকট যাইব বলিয়া উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। এমন সময়ে এক অধিকারী অর্থাৎ অধিকারপ্রাপ্ত এক ম্লেচ্ছ আসিয়া উপস্থিত হইল, সে সপ্তগ্রাম মুলুকের চৌধুরী বলিয়া বিখ্যাত। হিরণ্যদাস মোক্তা (ঠিকা) করিয়া যখন মুলুক গ্রহণ করিলেন, ম্লেচ্ছের অধিকার যাওয়াতে সে দেখিয়া মরিতে লাগিল। হিরণ্যদাস কুড়িলক্ষ রাজস্ব সাধন করিয়া রাজাকে বারলক্ষ প্রদান করেন, কিন্তু সে তুড়ুক কিছুই পায় না দেখিয়া বিপক্ষ হইয়া উঠিল॥৮॥

পরে রাজগৃহে কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্তযুক্ত দরখাস্ত দিয়া তথা হইতে এক জন উজীর লইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া হিরণ্যদাস পলায়ন করায়,

প্রতি দিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা। বাপ জেঠা আন নহে পাইবে যাতনা ॥ ৯ ॥ মারিতে আনায় যদি দেখে রঘুনাথে। মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ॥ বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর। মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥ ১০ ॥ তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়। বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥ আমার পিতা জেঠা তোমার হয় দুই ভাই। ভাই ভাই কলহ তোমরা কর সর্ব্বথাই ॥ কভু কলহ কভু প্রীতি নিশ্চয় কিছু নাঞি। কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি ॥ আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক। আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক ॥ পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায়। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায় ॥ ১১ ॥ এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের

গিয়া রঘুনাথকে বন্ধন করিল এবং প্রতিদিন রঘুনাথকে এরূপে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল যে, তুমি আপনার বাপ জেঠাকে অর্থাৎ পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে আনয়ন কর, নতুবা যাতনা প্রাপ্ত হইবা ॥ ৯ ॥

রঘুনাথকে মারিবার জন্য যখন আনয়ন করাইল, তখন তাঁহাকে দেখিয়া ম্লেচ্ছের মন ফিরিয়া যাওয়াতে আর মারিতে পারিল না। বিশেষতঃ কায়স্থজাতি-বুদ্ধিতে অন্তরে ভয় হয়, কিন্তু তর্জ্জন গর্জ্জন করে, মনে ভয় হওয়ায় আর মারিতে পারে না ॥ ১০ ॥

তখন রঘুনাথ কিছু উপায় চিন্তা করিয়া সেই ম্লেচ্ছের পদে বিনতি করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত তোমার দুই ভ্রাতা হয়েন, তোমরা ভ্রাতায় ভ্রাতায় সর্ব্বদা কলহ করিয়া থাক, তোমাদের কলহ এবং কখন প্রীতি হয়, কিছুই নিশ্চয় নাই, কল্য পুনর্ব্বার তিন ভ্রাতায় একত্র মিলিত হইবা। আমি যেমন পিতার, তেমনি তোমারও বালক হই, আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক। পালক হইয়া পাল্যকে তাড়না করা উপযুক্ত হয় না, তুমি সকল শাস্ত্র

মন আর্দ্র হৈল। দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র। আজি ছোড়াইব তোমা করি এক সূত্র ॥ উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল। প্রীত করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ তোমার জেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়। আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়॥ যাহ তুমি তোমার জেঠা মিলাহ আমারে। যাহে ভাল হয় করুন ভার দিল তারে ॥ ১৪ ॥ রঘুনাথ আসি তবে জেঠারে মিলাইল। ম্লেচ্ছ সহ প্রীতি কৈল সব শান্ত হৈল ॥১৫॥ এই মত

জান এবং তুমি জিন্দাপীরের তুল্য॥ ১১ ॥

এই কথা শুনিয়া সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হইল, তাহার দাড়ী অর্থাৎ শ্মশ্রু দিয়া অশ্রুধারা পাত হইতে থাকিল এবং সে রোদন করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

ম্লেচ্ছ কহিল, আজ্ হইতে তুমি আমার পুত্র হইলে, কোন এক উপলক্ষ করিয়া আজ্ তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিয়া দিল এবং প্রীত করিয়া রঘুনাথকে কহিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

হে রঘুনাথ! তোমার জ্যেষ্ঠতাত আটলক্ষ টাকা খাইতেছে, আমি এক জন ভাগী (অংশী), আমাকে কিছু দেওয়া উপযুক্ত হয়। তুমি যাও, তোমার জেঠাকে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করাও, আমি তাঁহাকে ভার দিলাম, যাহা ভাল হয়, তিনিই তাহার বিধান করুন ॥১৪॥

তখন রঘুনাথ আসিয়া জ্যেষ্ঠতাতকে লইয়া গিয়া মিলিত করাইলেন ম্লেচ্ছ তাঁহাকে প্রীত করায় সমস্ত শান্ত হইয়া গেল ॥ ১৫ ॥

রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন হৈল॥ রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইঞা। দূর হৈতে পিতা তাঁর আনিল ধরিঞা॥ এই মত বারবার পলায় ধরি আনে। তবে তাঁরে মাতা কহে তাঁর পিতা স্থানে॥ পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া। তাঁর পিতা কহে তাঁর নির্ব্বিন্ন হইয়া॥ ১৬॥ ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্যভোগ স্ত্রী অপ্সরা সম। ইহাতে বান্ধিতে যাঁর নারিলেক মন॥ দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে। জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাঁরে। চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥ তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে। নিত্যানন্দগোসাঞি-পাশ চলিলা আর দিনে॥ পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন। কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহু জন॥ গঙ্গাতীরে

এই মত রঘুনাথের এক বৎসর-কাল গত হইল, দ্বিতীয় বৎসরে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন, এক দিন রাত্রিতে উঠিয়া একাকী পলায়ন করিতেছিলেন, দূর হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন। এইরূপ তিনি বারম্বার পলায়ন করেন, আর তাঁহার পিতা ধরিয়া ধরিয়া লইয়া আইসেন, তখন রঘুনাথের মাতা তাঁহার পিতাকে কহিলেন, পুত্র পাগল হইয়াছে, ইহাকে বান্ধিয়া রাখুন, তখন তাঁহার পিতা নির্ব্বিন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য এবং স্ত্রী (ভার্য্যা) অপ্সরার সমান, ইহাতে যাঁহার মন বান্ধিতে পারিল না, তাঁহাকে দড়ির বন্ধনে কিরূপে রাখিতে পারিবে, জন্মদাতা পিতা প্রারব্ধ খণ্ডাইতে পারে না, ইহাঁর প্রতি চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে, চৈতন্যপ্রভুর বাতুলকে কে রাখিতে পারিবে? ॥ ১৭॥

তখন রঘুনাথ মনোমধ্যে কিছু বিচার করিয়া পর দিন নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট গমন করিলেন, পানিহাটী গ্রামে গিয়া প্রভুর দর্শন প্রাপ্ত

বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে। বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥ তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥ দণ্ডবৎ হইঞা পড়িলা কথ দূরে। সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ড-বৎ করে॥ ১৮॥ শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন। আয়্ আয়্ আজি তোর্ করিব দণ্ডন॥ প্রভু বোলায় তিঁহ নিকট না করে গমন। আকর্ষিঞা তাঁর শিরে ধরিলা চরণ॥১৯॥ কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়। রঘুনাথে কহে কিছু হইঞা সদয়॥ নিকট না আইস মোর ভাগে দূরে দূরে। আজি লাগ পাইয়াছুঁ দণ্ডিমু তোমারে॥ দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে। শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে॥ ২০॥

হইলেন, তৎকালে নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তনীয়া ও সেবক প্রভৃতি অনেক লোক ছিল, কতক লোক গঙ্গাতীরে, কতক লোক বৃক্ষমূলে এবং কতক লোক বা পিণ্ডার উপর দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছিল, যেমন সূর্য্যোদয় হয়, সেইরূপ নিত্যানন্দপ্রভু উপবেশন করিয়া আছেন। তলে ও উপরে বহু লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, প্রভুর প্রভাব-দর্শনে রঘুনাথ বিস্মিত হইয়া কিছু দূরে থাকিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, সেবকগণ প্রভুকে নিবেদন করিল, রঘুনাথ দণ্ডবৎ করিতেছে॥ ১৮॥

শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু কহিলেন, চোর আসিয়া দেখা দিলি, আয়্ আয়্ আজি তোর দণ্ডবিধান করিব। প্রভু ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ নিকটে যাইতেছেন না, তখন প্রভু তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিলেন॥ ১৯॥

কৌতুকী নিত্যানন্দ স্বভাবতঃ দয়াশীল, সদয় হইয়া রঘুনাথের প্রতি কিছু কহিতে লাগিলেন। তুমি আমার নিকটে আইস না, দূরে দূরে পলায়ন কর, আজ্ তোমার লাগ পাইয়াছি অর্থাৎ ধরিয়াছি, তোমাকে দণ্ড প্রদান করিব, আমার গণকে উত্তমরূপে চিড়া ও দধি, ভক্ষণ

সেই ক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইল গ্রামে। ভক্ষ্যদ্রব্য সব লোক গ্রাম হৈতে আনে॥ চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা। সব আনি প্রভু আগে চৌদিকে ধরিলা॥ মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন। আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্য গণন॥২১॥ আর গ্রাম হৈতে বহু সামগ্রী মাগাইল। শত দুই চারি আর হোলনা আইল॥ বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে। এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে॥ এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইঞা। অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিঞা॥ আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে সানিল। চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল॥২২॥ ধূতি পরি প্রভু যদি পিড়িতে বসিলা। সাতকুণ্ডী বিপ্র

করাও, এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের মন আনন্দিত হইল॥২০॥

অনন্তর তিনি তৎক্ষণাৎ নিজগ্রামে লোক পাঠাইলেন, সকল লোক গ্রাম হইতে ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল। চিড়া, দধি ও দুগ্ধ, সন্দেশ এবং চিনি ও কলা এই সমুদায় আনয়ন করিয়া প্রভুর চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিল। মহোৎসবের নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ সজ্জন এবং অসঙ্খ্য লোক সকল আসিতে লাগিল॥২১॥

রঘুনাথ অন্য গ্রাম হইতে বহুতর সামগ্রী এবং দুই চারি শত হোলনা অর্থাৎ মালসা আনয়ন করিলেন। পাঁচ সাত বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা (পাতনা বা নাদ) আনাইলেন। এক ব্রাহ্মণ তাহাতে প্রভুর নিমিত্ত চিড়া ভিজাইলেন। এক পাত্রে তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে অর্দ্ধেক দধি, চিনি ও রম্ভা প্রভৃতি দিয়া আর অর্দ্ধেক চিড়া সানিলেন, ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধে সানিলেন এবং তাহাতে চিনি, ঘৃত ও কর্পূর অর্পণ করিলেন॥২২॥

নিত্যানন্দপ্রভু যখন ধূতি অর্থাৎ বস্ত্র পরিধান করিয়া পিড়িতে

তার আগে ত ধরিলা॥ ২৩॥ চৌতারা উপরে প্রভুর যত নিজগণ। বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন॥ ২৪॥ রামদাস সুন্দরানন্দ দাস-গদাধর। মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥ ধনঞ্জয় জগদীশ পরমে-মেশ্বরদাস। মহেশ গৌরীদাস আর হোড়-কৃষ্ণদাস॥ উদ্ধারণ আদি আর যত নিজগণ। উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥ ২৫॥ শুনি ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিপ্র যত আইলা। মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥ দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল। একে দুগ্ধ-চিড়া আরে দধি-চিড়া কৈল॥ আর যত লোক সব চৌতারা তলানে। মণ্ডলী-

(কাষ্ঠাসনে) উপবেশন করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ সাতকুণ্ডী (বৃহৎ মৃৎ-পাত্র) তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিলেন॥ ২৩॥

চৌতারার (চতুষ্কোণ বেদীর) উপরে প্রভুর যত নিজগণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান মনুষ্য মণ্ডলীবন্ধন করিয়া উপবেশন করি-লেন॥ ২৪॥

তাঁহাদিগের নাম যথা—রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বরদাস, মহেশ, গৌরীদাস আর হোড়-কৃষ্ণদাস তথা উদ্ধারণদত্ত প্রভৃতি প্রভুর যত নিজগণ, তাঁহারা সকলেই উপরে বসিলেন, তাঁহাদের গণনা হয় না॥ ২৫

মহোৎসব শুনিয়া যত ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত, ও ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন নিত্যানন্দপ্রভু মান্য করিয়া সকলকে উপরে উপবেশন করাইলেন এবং দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সকলের অগ্রে অর্পণ করিলেন, তন্মধ্যে এক পাত্রে দুগ্ধ চিড়া অন্য পাত্রে দধি-চিড়া করিয়াছিলেন। আর অন্যান্য যত লোক ছিল, তাহারা সকল চৌতারার নিম্নে মণ্ডলীবন্ধে উপবেশন

বন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে ॥ ২৬ ॥ এক এক জনে দুই দুই হোলনা দেয়াইল। দুগ্ধ-চিড়া দধি-চিড়া দুই ভিজাইল ॥ কোন কোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইঞা। দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা॥ তীরে স্থান না পাইঞা আর কথ জন। জলে নামি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ ॥ কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে। বিশ জনা তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ২৭ ॥ হেনকালে আইলা তথা রাঘবপণ্ডিত। হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥ নিশখড়ি নানা মত প্রসাদ আনিল। প্রভুরে আগে দিঞা ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥ প্রভুকে কহে তোমা লাগি বহু ভোগ লাগাইল। তুমি ইহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল ॥ প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভক্ষণ। রাত্রে তোমার ঘরে

করিল, তাহাদিগের গণনা হয় না ॥ ২৬ ॥

এক এক জনকে দুই দুই হোলনা অর্থাৎ মালসা দেওয়াইলেন, তাঁহারা সকল দুগ্ধ চিড়া ও দধি-চিড়া দুই ভিজাইলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ উপরে স্থান না পাইয়া গঙ্গাতীরে গমন করত দুই হোলনায় চিড়া ভিজাইতে লাগিলেন। আর কতক জন তীরেও স্থান না পাইয়া জলে নামিয়া দধি-চিপিটক (দধি-চিড়া) ভক্ষণ করিতে লাগিল। কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে কুড়ি জন লোক পরিবেশন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

ইতিমধ্যে তথায় রাঘবপণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি ঐ ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হওত হাসিতে লাগিলেন। পরে নিশখড়ি অর্থাৎ অন্নাদি ভিন্ন ফল, মূল ও সন্দেশাদি নানা প্রকার প্রসাদ আনিয়া প্রভুর অগ্রে দিয়া ভক্তগণকে বণ্টন করিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন প্রভু কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত বহু ভোগ দিয়াছি, তুমি উৎসব কর, গৃহ মধ্যে প্রসাদ থাকিল। আরও কহিলেন, দিনে এই

প্রসাদ করিব ভোজন ॥ গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে। বড় সুখ পাই পুলিন-ভোজন রঙ্গে ॥ রাঘবের স্থানে দুই কুণ্ডী দেওয়াইল। রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল ॥ ২৯ ॥ সকল লোকের চিড়া সম্পন্ন যবে হৈল। ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুকে আনিল ॥ মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা। তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥ হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা। তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিঞা হাসিঞা ॥ ৩০ ॥ এইমত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে। দাণ্ডাইঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥ কি করি বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে। মহা-

---

এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করি, রাত্রে তোমার গৃহে গিয়া ভোজন করিব। আমি গোপজাতি, বহু গোপ সঙ্গে পুলিনভোজন কৌতুকে বহু সুখ পাইয়া থাকি। এই বলিয়া রাঘবের নিকট দুইটী কুণ্ডী দেওয়াইলেন, রাঘবও ঐ দুই কুণ্ডীতে দুই প্রকার চিড়া ভিজাইলেন ॥ ২৯ ॥

এইরূপে সকলের চিড়া যখন সম্পন্ন হইল, তখন নিত্যানন্দপ্রভু ধ্যানযোগে তথায় মহাপ্রভুকে আনয়ন করিলেন। মহাপ্রভু আগমন করিলেন দেখিয়া নিত্যানন্দপ্রভু গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলের চিড়া দেখিতে লাগিলেন। সমুদায় কুণ্ডী ও হোলনার চিড়া সকল এক এক গ্রাস করিয়া পরিহাস করতঃ মহাপ্রভুর বদনে অর্পণ করেন এবং মহাপ্রভুও হাস্য করিয়া আর এক গ্রাস লইয়া হাসিতে হাসিতে নিত্যানন্দপ্রভুকে খাওয়াইয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥

এইরূপে নিত্যানন্দ সকল মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন, বৈষ্ণব সকল দণ্ডায়মান হইয়া এই রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, ইনি কি করিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ তাহা জানিতে পারিতেছে না, তন্মধ্যে কোন

প্রভুর দর্শন পায় কোন্ ভাগ্যবানে ॥ ৩১॥ তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা। চারি কুণ্ডী আলো-চিড়া ডাহিনে রাখিলা ॥ আসন দিঞা মহাপ্রভুকে তাঁহা বসাইলা। দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা। দেখি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা। কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৩২ ॥ আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন। হরিধ্বনি উঠিয়া ভরিল ত্রিভুবন ॥ হরি হরি বোলে বৈষ্ণব করয়ে ভোজন। পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ ৩৩ ॥ নিত্যানন্দপ্রভু মহাকৃপালু উদার। রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥ নিত্যানন্দের প্রভাব কৃপা জানে কোন্ জন। মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন ॥ ৩৪ ॥ শ্রীরামদাসাদি গোপ

মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিও মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দ আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন এবং দক্ষিণ দিকে চারিকুণ্ডী আতপের চিড়া রাখিলেন। আসন দিয়া সেই স্থানে মহাপ্রভুকে বসাইয়া তখন দুই জনে চিড়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ আনন্দিত হইয়া কত কত প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর আজ্ঞা দিলেন, তোমরা সকলে হরি বলিয়া ভোজন কর, তখন হরিধ্বনি উঠিয়া ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইল। বৈষ্ণবগণ হরি হরি বলিয়া ভোজন করিতেছেন, তৎকালে সকলের পুলিনভোজন স্মরণ হইল ॥ ৩৩ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু মহাকৃপালু এবং উদারস্বভাব, রঘুনাথের ভাগ্যে এই সমুদায় অঙ্গীকার করিলেন। নিত্যানন্দের প্রভাব ও কৃপা কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারিবে? তিনি মহাপ্রভুকে আনয়ন করিয়া পুলিন-ভোজন করাইলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরামদাস প্রভৃতি গোপগণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরকে যমুনা-

প্রেমাবিষ্ট হৈলা। গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞান কৈলা॥ মহোৎসব শুনি পসারী গ্রামে গ্রামে হৈতে। চিড়া দধি কলা সন্দেশ আনিল বেচিতে॥ যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়। তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥ ৩৬॥ কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। সেহ দধি চিড়া কলা করিল ভক্ষণ॥ ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল। চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল॥ আর তিন কুণ্ডি-কায় যেবা অবশেষ ছিল। গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥ ৩৭॥ পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-গলে দিল। চন্দন আনিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লেপিল॥ সেবকে তাম্বূল লঞা করিল অর্পণ। হাসিঞা হাসিঞা প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥ মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল। শ্রীহস্তে

পুলিন বলিয়া জ্ঞান করিলেন॥ ৩৫॥

মহোৎসব শুনিয়া পসারী (বণিক্) সকল প্রত্যেক গ্রাম হইতে চিড়া, দধি ও কলা এবং সন্দেশ বিক্রয় করিতে আনয়ন করিল। যত দ্রব্য লইয়া আসিল, সমুদায় মূল্য দিয়া তাহারই দ্রব্য তাহাকে খাওয়া-ইতে লাগিলেন॥ ৩৬॥

অপর যত যত লোক কৌতুক দেখিতে আসিয়াছিল, সে সকল ব্যক্তিও চিড়া, দধি ও কলা ভোজন করিল। এইরূপে নিত্যানন্দ ভোজন করিয়া আচমন করত চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন। অপর যে তিন কুণ্ডী অবশেষ ছিল, পরিবেষ্টা ব্রাহ্মণ এক এক গ্রাস করিয়া সমস্ত ভক্তগণকে অর্পণ করিলেন॥ ৩৭॥

অনন্তর ব্রাহ্মণ পুষ্পমালা আনিয়া প্রভুর গলদেশে দিলেন এবং চন্দন আনিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লেপন করিলেন। সেবকে তাম্বূল আনিয়া অর্পণ করিলে নিত্যানন্দপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। পরে মালা, চন্দন ও তাম্বূল যাহা অবশিষ্ট ছিল, নিত্যানন্দপ্রভু তাহা

প্রভু তাহা সবারে বাঁটি দিল ॥ ৩৮॥ আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা। আপনার গণ সহ খাইল বাঁটিয়া॥ এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার। চিড়া-দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার॥ ৩৯॥ প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হইল। রাঘবমন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ ভক্ত সব নাচাইঞা নিত্যানন্দরায়। শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায়॥ মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন। সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্য জন॥ নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন। উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥ নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে। মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥ ৪০॥ নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল। ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥ ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা। মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিঞা॥ মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা। দেখি রাঘবের

স্বহস্তে বণ্টন করিয়া দিলেন॥ ৩৮॥

প্রভু যখন দিবাশেষে বিশ্রাম করিলেন, তখন রাঘবপণ্ডিতের গৃহে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিত্যানন্দরায় ভক্তগণকে নৃত্য করাইয়া শেষে নৃত্য করত প্রেমে জগৎকে ভাসাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, কেবল নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইল না, নিত্যানন্দের নৃত্য যেন মহাপ্রভুরই নৃত্য হইল, ত্রিভুবনে তাহার উপমা দিবার স্থান নাই, মহাপ্রভু যে নৃত্য দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাকেন, তাহার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ৩৯॥

নৃত্য করিয়া নিত্যানন্দপ্রভু যখন বিশ্রাম করেন, তখন রাঘবপণ্ডিত তাঁহাকে ভোজনের নিমিত্ত নিবেদন করিলেম। নিত্যানন্দপ্রভু দক্ষিণ দিকে মহাপ্রভুর আসন স্থাপন করিয়া নিজগণ লইয়া ভোজনে উপবেশন করিলেন। মহাপ্রভু আসিয়া সেই আসনে বসিলেন, তাহা দেখিয়া রাঘবের মনে আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ৪০॥

মনে আনন্দ বাঢ়িলা ॥ ৪১ ॥ দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিঞা ধরিলা। সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ নানা প্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্য অন্ন। অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার। মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ ৪১ ॥ পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়। মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাঢ়ায় ॥ প্রতি দিন মহাপ্রভু করেন ভোজন। মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥ দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে। যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥ ৪২ ॥ কত উপহার আনে হেন নাহি জানি। রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী ॥ দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহ পাইয়াছেন বরে। অমৃত হৈতে পাক তাঁর অধিক মধুরে ॥

রাঘব দুই ভ্রাতার অগ্রে প্রসাদ আনিয়া রাখিলেন, তৎপরে বৈষ্ণবগণকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার পিঠা, পায়স, উৎকৃষ্ট শাল্যন্ন তথা অমৃত-নিন্দাকারী বিবিধ ব্যঞ্জন। রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সারভাগ স্বরূপ, যাহা ভোজন করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু বারম্বার আসিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

যখন পাক করিয়া রাঘব ভোগ নিবেদন করেন, তখন মহাপ্রভুর নিমিত্ত পৃথক্ পরিবেশন করিয়া দেন। মহাপ্রভু প্রতি দিন ভোজন করেন, মধ্যে মধ্যে কখন তাঁহাকে দর্শনও দিয়া থাকেন। রাঘব আনিয়া দুই ভাইকে পরিবেশন করেন এবং যত্ন করিয়া এরূপ খাওয়ান যে, তাহাতে অবশেষমাত্র থাকে না ॥ ৪২ ॥

রাঘব কত উপহার যে আনয়ন করেন, তাহা জানা যায় না, রাঘবের গৃহে রাধাঠাকুরাণী পাক করিয়া থাকেন, তিনি দুর্ব্বাসার নিকট বর পাইয়াছেন, অমৃত অপেক্ষা তাঁহার পাক অতিশয় মধুর হয়। সুগন্ধি

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার। দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার ॥ ৪৩ ॥ ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন। পণ্ডিত কহে পাছে ইহ করিবে ভোজন॥ ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিলা ভোজন। হরিধ্বনি করি উঠি কৈলা আচমন॥ ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন। রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন॥ বিড়া খাওয়াইঞা কৈল চরণ বন্দন। ভক্তগণে বিড়া দিল মাল্য চন্দন ॥৪৪॥ রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথ উপরে। দুই ভাইর অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে॥ কহিল চৈতন্যগোসাঞি করিল ভোজন। তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিল বন্ধন ॥ ৪৫ ॥ ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান। কভু গুপ্ত কভু প্রকট স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥

সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার স্বরূপ, দুই ভ্রাতায় ভোজন করিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ৪৩ ॥

সকল লোক রঘুনাথকে ভোজন করিতে বসিতে কহিলেন, পণ্ডিত কহিলেন, ইনি পশ্চাৎ ভোজন করিতে বসিবেন। ভক্তগণ আকণ্ঠপর্য্যন্ত ভোজনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করত উঠিয়া আচমন এবং মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু দুই ভ্রাতাতেও আচমন করিলেন, তৎপরে রাঘব মাল্য ও চন্দন আনাইয়া দুই ভ্রাতাকে পরিধান করাইলেন। তদনন্তর তাম্বূল ভক্ষণ করাইয়া চরণ বন্দনা করিলেন এবং ভক্তগণকে তাম্বূল, মাল্য ও চন্দন দিলেন ॥ ৪৪ ॥

রঘুনাথের উপরে রাঘবের অতিশয় কৃপা ছিল, দুই ভ্রাতার পাত্রাবশিষ্ট তাঁহাকে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, চৈতন্যগোসাঞি ভোজন করিয়াছেন, তাঁহার অবশেষ পাইলা, তোমার বন্ধন খণ্ডিয়া গেল ॥ ৪৫ ॥

ভক্তচিত্তে এবং ভক্তগৃহে সর্ব্বদা প্রভুর অবস্থান হয়। ভগবান্ স্বতন্ত্র

সর্ব্বব্যাপক প্রভু সর্ব্বত্র সদা বাস। ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ ॥ ৪৬ ॥ প্রভাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিঞা। সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন। রাঘবপণ্ডিত দ্বারায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৭ ॥ অত্যন্ত পামর মুঞি হীন জীবাধম। মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥ বামন হঞা যৈছে চান্দ ধরিবারে চায়। অনেক যত্ন কৈল তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ যতবার পলাঙ মুঞি গৃহাদি ছাড়িয়া। পিতা মাতা দুই জন রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ৪৮ ॥ তোমার কৃপা বিনে কেহ চৈতন্য না পায়। তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥ অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়। মোরে চৈতন্য দেন গোসাঞি হইয়া

পুরুষ, তিনি কখন গুপ্ত ও কখন প্রকট হয়েন। প্রভু সর্ব্বব্যাপক, সকল কালে ও সকল স্থানে বাস করিতেছেন, ইহাতে যে ব্যক্তি সংশয় করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয় ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর নিত্যানন্দপ্রভু প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া সেই বৃক্ষমূলে নিজগণ লইয়া উপবেশন করিলেন, তখন রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাঘবপণ্ডিত দ্বারা নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ৪৭ ॥

প্রভো! আমি অত্যন্ত পামর, হীন এবং জীবের মধ্যে অধম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি চৈতন্য-চরণ প্রাপ্ত হই। বামন হইয়া যেমন চান্দ ধরিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় অনেক যত্ন করিলাম, তথাপি সিদ্ধ হইল না, আমি যত বার গৃহাদি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম, আমার পিতা মাতা আমাকে ততবার বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥৪৮॥

প্রভো! আপনার কৃপাব্যতিরেকে কেহ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় না, আপনি কৃপা করিলে অধম ব্যক্তিও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে আমি

সদয়॥ মোর মাথে পাদ ধরি করেন আশীর্ব্বাদ। নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ করেন প্রসাদ॥ ৪৯॥ শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে। ইহার বিষয়-সুখ ইন্দ্রসুখ সমে॥ চৈতন্য-কৃপাতে সেহ নাহি ভায় মনে। সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্যচরণে॥ কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়। ব্রহ্মলোক আদিসুখ তারে নাহি ভায়॥ ৫০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং॥

* যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ। ইতি॥ ৫১॥

অযোগ্য ব্যক্তি নিবেদন করিতে ভয় পাই। গোসাঞি! সদয় হইয়া আমাকে চৈতন্য দান করুন, আমার মস্তকে চরণার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন চৈতন্য-চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হই, এমত অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক॥ ৪৯॥

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভু হাস্যবদনে সমুদায় ভক্তগণকে কহিলেন, এই রঘুনাথের বিষয়সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখ উভয়ই সমান, চৈতন্যকৃপায় ঐ সুখ ইঁহার মনে ভাল বোধ হয় না। তোমরা সকল আশীর্ব্বাদ কর, এ যেন চৈতন্যের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মলোক আদিসুখ তাহাকে ভাল বলিয়া বোধ হয় না॥ ৫০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪২শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য যথা॥

সেই মহানুভাব ভরত উত্তমঃশ্লোক ভগবানের প্রতি আত্যন্তিকী

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২৩ পরিচ্ছেদের ১৯ অঙ্কে আছে॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা। তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥ ৫২ ॥ তুমি যে করাইলে এই পুলিনভোজন। তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥ কৃপা করি কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন। নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে। ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে। অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবে চরণে ॥ নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন। অচিরে নির্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥ সর্বভক্তগণে তারে আশীর্বাদ করাইলা। তা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ৫৩ ॥ প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল। রাঘবের সহিতে নিভৃতে যুক্তি

ভক্তিহেতু যৌবনকালেই পুত্র, কলত্র ও রাজ্য ইত্যাদি বিষয় সকল মনোজ্ঞপ্রযুক্ত দুস্ত্যজ হইলেও মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

তখন নিত্যানন্দপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহার মস্তকে চরণধারণপূর্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

প্রভু কহিলেন, রঘুনাথ! তোমার প্রতি কৃপা করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন, কৃপা করিয়া চিড়া-দুগ্ধ ভোজন ও নৃত্য দেখিয়া রাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। তোমাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেব স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন, তোমার বিঘ্নাদি বন্ধন মুক্ত হইল। স্বরূপের নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিবেন এবং অন্তরঙ্গ ভৃত্য করিয়া নিজ চরণে স্থান দিবেন, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার গৃহে গমন কর, অচিরকাল মধ্যে নির্বিঘ্নে চৈতন্য-চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে সমস্ত ভক্তগণ দ্বারা তাঁহাকে আশীর্বাদ করাইলেন, রঘুনাথ তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর রঘুনাথ প্রভুর আজ্ঞা ও বৈষ্ণবের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া

কৈল ॥ যুক্তি করি শত মুদ্রা সোনা তোলা সাত। নিভৃতে দিলেন প্রভুর ভাণ্ডারির হাত ॥ তারে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবে। নিজঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবে ॥ ৫৪ ॥ তবে রাঘবপণ্ডিত তারে ঘরে লঞা গেলা। ঠাকুর দর্শন করাইঞা মালা চন্দন দিলা ॥ অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে। তবে রঘুনাথদাস কহে পণ্ডিতেরে ॥ প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাশ্রিত জন। পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ দ্বয়। মুদ্রা দেহ বিচারিঞা যথাযোগ্য হয় ॥ সব লেখা করিঞা রাঘব-পাশ দিলা। যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ একশত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়। পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ তার পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা। নিত্যানন্দকৃপায়

রাঘবের সঙ্গে যুক্তি করিলেন, যুক্তি করিয়া একশত মুদ্রা (টাকা) ও সাত তোলা স্বর্ণ নির্জনে প্রভুর ভাণ্ডারির হস্তে দিয়া নিষেধ করিলেন, তুমি এক্ষণে প্রভুকে কহিবা না, নিজগৃহে যখন গমন করিবেন, তখন জানাইবা ॥ ৫৪ ॥

তৎপরে রাঘবপণ্ডিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া মালা, চন্দন এবং পথে খাইবার নিমিত্ত অনেক প্রসাদ দিলেন, তখন রঘুনাথদাস পণ্ডিতকে কহিলেন, প্রভুর সঙ্গে প্রভুর যত মহান্ত ও ভৃত্যাশ্রিত জন আছেন আমি তাঁহাদিগের চরণ পূজা করিতে ইচ্ছা করি। কুড়ি, পনের ও বার দশ এবং পাঁচ ও দুই মুদ্রা যাঁহা যোগ্য হয়, বিচার করিয়া অর্পণ করুন। সমুদায় লেখাইয়া রাঘবের নিকট অর্পণ করিলেন, যাঁহার নামে যত দিবেন, তাহার চিঠি লেখাইলেন। তৎপরে আর একশত মুদ্রা ও দুই তোলা স্বর্ণ পণ্ডিতের অগ্রে বিনয় করিয়া অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া নিজগৃহে আগমন করতঃ নিত্যানন্দের কৃপায় আপনাকে

আপনা কৃতার্থ মানিলা ॥ ৫৫ ॥ সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন। বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥ তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকের গণ। পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ হেনকালে গৌড়ের যত গৌর-ভক্তগণ। প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ তা সবার সঙ্গে রঘু-নাথ যাইতে না পারে। প্রসিদ্ধ প্রকট-সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥ ৫৬ ॥ এই মত চিন্তিতে চিন্তিতে দৈবে এক দিনে। বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥ দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ। যদুনন্দনাচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ৫৭ ॥ বাসুদেবদত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত। রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয়েন পুরোহিত ॥ অদ্বৈত-আচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ। আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥ ৫৮ ॥ অঙ্গনে আসিঞা তিঁহ

কৃতার্থ করিয়া মানিলেন ॥ ৫৫ ॥

রঘুনাথ সেই হইতে অন্তঃপুরে গমন করেন না, বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিয়া থাকেন। সেই স্থানে তাঁহার সেবক ও রক্ষকগণ জাগিয়া থাকে। রঘুনাথ পলায়ন করিবার নিমিত্ত নানা উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে গৌড়দেশের যত গৌরাঙ্গের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে পারিতেছেন না, প্রসিদ্ধ প্রকাশ্য-সঙ্গে গেলে তখনি ধরা পড়িবেন ॥৫৬॥

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে দৈবাৎ এক দিন বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে শয়ন করিয়াছিলেন, চারি দণ্ড রাত্রি যখন অবশেষ আছে, এমন সময়ে যদুনন্দন-আচার্য্য আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

তিনি বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত, তথা রঘুনাথের গুরু ও পুরোহিত হয়েন এবং তিনি অদ্বৈত-আচার্য্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, আচার্য্যের আজ্ঞায় চৈতন্যকে প্রাণধন করিয়া মানিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

যবে দাণ্ডাইলা। রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥ তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরসেবা করে। সেবা ছাড়িঞাছে তারে সাধিবার তরে॥ রঘুনাথে কহে তারে করহ সাধন। সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥ ৫৯॥ এত কহি রঘুনাথে লইঞা চলিলা। রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥ আচার্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে। কহিতে শুনিতে দোঁহে চলে সেই পথে॥ ৬০॥ অর্দ্ধপথে কহে রঘুনাথে গুরুর চরণে॥ আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমা স্থানে॥ তুমি ঘর যাহ সুখে মোরে আজ্ঞা হয়। এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥ সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে। পলাইতে ভাল মোর এই ত প্রসঙ্গে॥ এত চিন্তি

তিনি যখন অঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রঘুনাথদাস আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার ঠাকুর-সেবা করিত, সে সেবা ছাড়িয়াছে, তাহাকে সাধিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে কহিলেন, তুমি তাহার সাধন কর, সে যেন সেবা ত্যাগ না করে, আর অন্য ব্রাহ্মণ নাই॥ ৫৯॥

এই বলিয়া যদুনন্দন- আচার্য্য তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন রঘুনাথের রক্ষক ও সেবক রাত্রে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, রঘুনাথের গৃহের পূর্ব্বদিকে আচার্য্যের গৃহ হয়, কথা কহিতে শুনিতে দুই জনে সেই পথে চলিলেন॥ ৬০॥

রঘুনাথ অর্দ্ধপথে থাকিয়া গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন, আমি সেই ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিব, আপনি সুখে গৃহে গমন করুন, আমার প্রতি এই আজ্ঞা হয়, এই ছলে আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে, এখন সেবক বা রক্ষক কেহ সঙ্গে নাই, এই প্রসঙ্গে আমার পলায়ন করা ভাল হয়। এই চিন্তা

পূর্ব্বমুখে করিলা গমন। উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের চরণ চিন্তিয়া। পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইঞা॥ গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যান বনে বনে। কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে॥ পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে। সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥ ৬১॥ উপবাসি দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা। সেই দুগ্ধপান করি তাঁহাই রহিলা॥ ৬২॥ এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিঞা। তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিঞা॥ তিঁহ কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর। পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল॥ তার পিতা কহে যত গৌড়ের ভক্তগণ। প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥ সেই

করিয়া রঘুনাথ পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন, উলটিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎদিকে কেহ নাই, তখন চৈতন্য ও নিত্যানন্দের চরণপদ্ম চিন্তা করিয়া পথ ছাড়িয়া উপপথে ধাবমান হইয়া চলিলেন, গ্রামে গ্রামে পথত্যাগ করিয়া বনে বনে করত কায়মনোবাক্যে চৈতন্যের চরণারবিন্দ চিন্তা করিতে করিতে এক দিনে পঞ্চদশ ক্রোশ চলিয়া গিয়া সন্ধ্যাকালে এক গোপের বাথানে গিয়া অবস্থিতি করিলেন॥ ৬১॥

গোপ রঘুনাথকে উপবাসি দেখিয়া দুগ্ধ আনিয়া দিল, তিনি সেই দুগ্ধপান করিয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন॥ ৬২॥

এখানে তাঁহার সেবক ও রক্ষক তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার গুরুর নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে গমন করিল। গুরু কহিলেন, সে আমার আজ্ঞা লইয়া নিজগৃহে গমন করিয়াছে। রঘুনাথ পলায়ন করিয়াছে, এই কোলাহল উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার পিতা কহিলেন, গৌড়দেশের যত যত ভক্তগণ প্রভুর নিকট নীলাচলে গমন করি-

সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইঞা। দশ জন যাহ তাকে আনহ ধরিঞা ॥৬৩ শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিঞা। মোর পুত্রে তুমি পাঠাইবে বাহুড়িঞা ॥ ঝাকরা পর্য্যন্ত গেলা সেই দশ জন। ঝাকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥ পত্রী দিঞা শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা। শিবানন্দ কহে তিঁহ ইহা না আইলা ॥ বাহুড়িঞা সেই দশ জন আইল ঘর। তার পিতা মাতা হইলা চিন্তিত অন্তর ॥ ৬৪ ॥ এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিঞা। পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা ॥ ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িলা সরাণ। কুগ্রাম কুগ্রাম দিঞা করিলা প্রয়াণ ॥ ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন। ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্যচরণপ্রাপ্ত্যে মন ॥ কভু

যাছে, রঘুনাথ সেই সঙ্গে পলাইয়া থাকিবে, তোমরা দশ জন লোক গিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া আইস ॥ ৬৩ ॥

আর শিবানন্দসেনকে বিনয়পূর্ব্বক এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, আমার পুত্র গিয়াছে, আপনি তাহাকে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিবেন। দশ জন লোক ঝাকরা পর্য্যন্ত গমন করিল, তথায় গিয়া বৈষ্ণবগণকে প্রাপ্ত হইল। তাহারা শিবানন্দকে পত্র দিয়া রঘুনাথের সংবাদ জিজ্ঞাসা করায়, শিবানন্দসেন কহিলেন, তিনি এ স্থানে আগমন করেন নাই, তখন সেই দশ জন লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে, রঘুনাথের পিতা মাতা অতিশয় চিন্তিত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

এ দিকে রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বমুখ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ছত্রভোগ পার হইয়া সরাণ অর্থাৎ রাজপথ ত্যাগ করতঃ কুৎসিত কুৎসিত গ্রাম দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। আহার নাই, সমস্ত দিবস চলিয়া যান, চৈতন্যচরণারবিন্দে মন নিবিষ্ট থাকায় ক্ষুধা তাঁহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না। কখন ভৃষ্টদ্রব্য চর্ব্বণ

চর্ব্বণ কভু রন্ধন কভু দুগ্ধপান। যবে যেই মিলে তাহে রাখয়ে পরাণ॥ ৬৫॥ বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম। পথে তিন দিনমাত্র করিলা ভোজন॥ স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিঞা। হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিঞা॥ অঙ্গণে রহি দূরে করে দণ্ড প্রণিপাত। মুকুন্দদত্ত কহে এই আইলা রঘুনাথ॥ ৬৬॥ প্রভু কহে আইস তিঁহ ধরিলা চরণ। উঠি প্রভু-কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন॥ স্বরূপাদি ভক্ত-সবার চরণ বন্দিল। প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥ ৬৭॥ প্রভু কহে কৃষ্ণ-কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমাকে কাঢ়িল বিষয় বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥৬৮ রঘুনাথ কহে মনে কৃষ্ণ নাহি জানি। তোমার কৃপায় কাঢ়িলে আমা এই

কখন রন্ধন ও কখন দুগ্ধপান, যখন যাহা প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাহাই খাইয়া প্রাণধারণ করেন॥ ৬৫॥

রঘুনাথ বার দিনে শ্রীপুরুষোত্তম-ধাম চলিয়া গেলেন, পথে কেবল তিন দিনমাত্র ভোজন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বরূপাদি সঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অঙ্গণে থাকিয়া দূরে হইতে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। মুকুন্দ কহিলেন, এই রঘুনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৬৬॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আইস, রঘুনাথ গিয়া মহাপ্রভুর চরণধারণ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে রঘুনাথ স্বরূপা-দির চরণে প্রণত হইলে প্রভুর কৃপা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন॥ ৬৭॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, সকল অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা বলবতী, তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠা-গর্ত্ত হইতে নিষ্কাসিত করিলেন॥ ৬৮॥

রঘুনাথ মনে করিলেন, কৃষ্ণকে জানি না, আপনার কৃপায় আমাকে

আমি মানি ॥৬৯॥ প্রভু কহে তোমার পিতা জেঠা দুই জনে। চক্রবর্ত্তি সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে ॥ চক্রবর্ত্তির হয় দোঁহে ভ্রাতৃরূপ দাস। অতএব আমি তারে করি পরিহাস ॥৭০॥ ইহার বাপ জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয় বিষয়ের মহাপীড়া ॥ যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। শুদ্ধবৈষ্ণব নহে হয় বৈষ্ণবের প্রায় ॥ তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহা-অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ ॥ হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা। কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা ॥ ৭১ ॥ রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিঞা। স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্রচিত্ত হঞা ॥ এই রঘুনাথ আমি সোঁপিলু তোমারে। পুত্র

নিষ্কাসিত করিলেন, আমি এই মানিয়া থাকি ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমার পিতা ও জেঠা (জ্যেষ্ঠতাত) এই দুই জনকে চক্রবর্ত্তির সম্বন্ধে আজা (মাতামহ) করিয়া মানিয়া থাকি। ঐ দুই জন চক্রবর্ত্তির ভ্রাতৃরূপ দাস, এজন্য আমি তাহাদিগকে পরিহাস করিয়া থাকি ॥ ৭০ ॥

ইহার বাপ জেঠা বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্তের কৃমি, বিষয়কে সুখ করিয়া মানে, কিন্তু বিষয়ের পীড়া অতিশয়। যদিচ ব্রহ্মণ্য (ব্রাহ্মণধর্ম্ম) ব্রাহ্মণের সহায়তা করেন, তাহা হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণব হয় না, বৈষ্ণবের প্রায় হইয়া থাকে। তথাপি বিষয়ের স্বভাব এই যে, সে মহা-অন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য করে এবং সে সেই কর্ম্ম করায় যে যাহাতে সংসারবন্ধ ঘটিয়া থাকে। এমন বিষয় হইতে কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করিলেন, কৃষ্ণের কৃপার মহিমা বলিবার সাধ্য নাই ॥ ৭১ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু রঘুনাথের ক্ষীণতা (কৃশতা) ও মালিন্য দেখিয়া কৃপায় আর্দ্র চিত্ত হওত স্বরূপকে কহিলেন, আমি এই রঘুনাকে আপ-

ভৃত্যরূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে॥ তিন রঘুনাথ নামে হয় আমা স্থানে। স্বরূপের রঘুনাথ আজি হইল ইহার নামে॥ এত কহি রঘুনাথের হস্তে ত ধরিঞা। স্বরূপের হস্তে তারে দিলা সমর্পিঞা॥ ৭২॥ স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল। এত বলি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥ ৭৩॥ চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি। গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥ পথে ইহঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন। কথ দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ॥ রঘুনাথে কহে যাই কর সিন্ধুস্নান। জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন॥ এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা। রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥ ৭৪॥ রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।

নার নিকট সমর্পণ করিলাম, পুত্র ও ভৃত্যরূপে ইহাকে অঙ্গীকার করুন, আমার নিকট তিন জন রঘুনাথ আছে, আজি হইতে ইহার নাম স্বরূপের রঘুনাথ বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই বলিয়া রঘুনাথের হস্তধারণপূর্ব্বক স্বরূপের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন॥ ৭২॥

অনন্তর স্বরূপ মহাপ্রভুকে কহিলেন, প্রভো! যে আজ্ঞা হইল, তাহাই করিতেছি। এই বলিয়া রঘুনাথকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলেন॥ ৭৩॥

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে পারা যায় না, রঘুনাথের প্রতি দয়া করিয়া গোবিন্দকে কহিলেন, রঘুনাথ পথে অনেক লঙ্ঘন (উপবাস) করিয়াছে, কতিপয় দিবস ইহার উত্তমরূপে সন্তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিসাধন কর। অনন্তর রঘুনাথকে কহিলেন, তুমি গিয়া সমুদ্রস্নান কর, তৎপরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভোজন করিও। এই বলিয়া মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে গাত্রোত্থান করিলেন, রঘুনাথদাস গিয়া সমুদায় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন॥ ৭৪॥

ভক্তগণ রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দর্শন করতঃ বিস্মিত হইয়া

বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন ॥ ৭৫ ॥ তবে রঘুনাথ যাঁই সমুদ্রস্নান কৈল। জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দ-পাশ আইল ॥ প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা। আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ ৭৬ ॥ এই মত রহে তিঁহ স্বরূপচরণে। গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চ দিনে ॥ আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিঞা। সিংহদ্বারে ঠাড়া রহে ভিক্ষার লাগিঞা ॥ জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ির গণ। সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেরে গমন ॥ সিংহদ্বারে অন্নার্থি বৈষ্ণব দেখিঞা। পসারি ঠাঞি অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিঞা ॥ ৭৭ ॥ এই মত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত ঠাড়া রহে সিংহদ্বারে ॥ সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নামসঙ্কীর্ত্তন। স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥

তাঁহার ভাগ্যের প্রসংশা করিতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর রঘুনাথ গিয়া সমুদ্রে স্নান করিলেন, তৎপরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গোবিন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশিষ্ট পাত্র তাঁহাকে আনিয়া দিলে, তিনি আনন্দিত হইয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

রঘুনাথ এইরূপে স্বরূপের নিকট অবস্থিতি করেন, গোবিন্দ তাঁহাকে পাঁচ দিন প্রসাদ দিলেন। তাহার পর দিন হইতে জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন। জগন্নাথের সেবক যত বিষয়িগণ, (বিভিন্ন বিষয়ের ভার প্রাপ্ত সেবাইৎ) সেবা সমাধা করিয়া যখন রাত্রে গৃহে গমন করেন, তখন সিংহদ্বারে অন্নার্থি বৈষ্ণব দেখিয়া পসারী অর্থাৎ প্রসাদ বিক্রেতার নিকট প্রসাদ দেওয়াইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

চিরকাল হইতে এইরূপ ব্যবহার আছে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন, বৈষ্ণব সকল সমস্ত দিন দ্বারে নামসঙ্কীর্ত্তন এবং স্বচ্ছন্দে জগন্নাথে দর্শন করেন, কোন কোন বৈষ্ণব ছত্রে গিয়া

কেহ ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়। কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহ-দ্বারে যায়॥ মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্॥ ৭৮॥ গোবিন্দ প্রভুকে কহে রঘু প্রসাদ না লয়। রাত্রে সিংহদ্বারে ঠাড়া হঞা মাগি খায়॥ ৭৯॥ শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু কহিতে লাগিলা। ভাল কৈলা বৈরাগির ধর্ম্ম আচরিলা॥ বৈরাগী করিবে সদা নামসঙ্কীর্ত্তন। মাগিঞা খাইঞা করে জীবনরক্ষণ॥ বৈরাগী হইয়া যেই করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায় তার রসে হয় বশ॥ বৈরাগির কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্ত্তন। শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ॥ জিহ্বার

যাহা কিছু পান, তাহাই ভক্ষণ করেন, কেহ বা ভিক্ষা নিমিত্ত সিংহদ্বারে গিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যই প্রধান, যাহা দেখিয়া ভগবান্ গৌরচন্দ্রের প্রীতি লাভ হয়॥ ৭৮॥

গোবিন্দ মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, রঘু প্রসাদ গ্রহণ করে না, রাত্রে সিংহদ্বারে গিয়া প্রসাদ মাগিয়া খায়॥ ৭৯॥

গোবিন্দের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু তুষ্ট হওত কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ ভাল করিয়াছে, বৈরাগির ধর্ম্ম আচরণ করিল। বৈরাগির ধর্ম্ম এই যে, বৈরাগী সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। বৈরাগী হইয়া যিনি পরাপেক্ষা অর্থাৎ পরের মুখ তাকাইয়া থাকেন, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয় না, কৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন। বৈরাগী হইয়া যদি জিহ্বার লালসা করে, তাঁহার পরমার্থ যায় এবং সে রসের অর্থাৎ কটু, তিক্ত ও মধুরাদির বশীভূত হইয়া পড়ে। বৈরাগির কর্ম্ম সর্ব্বদা নাম সঙ্কীর্ত্তন এবং শাক পত্র ফল মূলদ্বারা উদর পূর্ণ করিবে জিহ্বার লালসায় যে ব্যক্তি ইতি উতি অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া ভ্রমণ করে, তাঁহাকে শিশ্নোদরপরায়ণ অর্থাৎ লিঙ্গ ও উদর ভরণে তৎ-

লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ ৮০॥ আর দিনে রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে। আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥ কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ। কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু করেন উপদেশ॥ প্রভু আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ। স্বরূপ গোবিন্দদ্বারা কহায় নিজবাত॥ ৮১॥ প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে। রঘু-নাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥ কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জান উদ্দেশ। আপনে শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ॥ ৮২॥ হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল। তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥ সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে। আমি তত নাহি জানি ইহঁ যত জানে॥ তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়। আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়॥ ৮৩॥

পর বলে, সে কখন কৃষ্ণ-প্রাপ্ত হয় না॥ ৮০॥

অপর এক দিন রঘুনাথ আপনার কৃত্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য নিমিত্ত স্বরূ-পের চরণে এই বলিয়া নিবেদন করিলেন, আমাকে কি নিমিত্ত গৃহত্যাগ করান হইল, ইহার কারণ জানি না, মহাপ্রভু আমার কি কর্ত্তব্য উপদেশ করিতেছেন, রঘুনাথ মহাপ্রভুর অগ্রে কোন কথা কহেন না, স্বরূপ ও গোবিন্দদ্বারা নিজের কথা কহাইয়া থাকেন॥ ৮১॥

পর দিন স্বরূপ মহাপ্রভুর অগ্রে নিবেদন করিলেন, প্রভো! রঘু-নাথ আপনার চরণে নিবেদন করিতেছে যে, আমার কর্ত্তব্য কি? আমি তাহার উপদেশ জানি না, আপনি শ্রীমুখে আমাকে উপদেশ দিউন॥৮২

তখন মহাপ্রভু হাস্য করিয়া কহিলেন, স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করিয়া দিয়াছি, তুমি ইহাঁর নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা কর। ইনি যত জানেন, আমি তত জানি না, তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি তোমার

গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥ "অমানী মানদ" কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধা-রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥ এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ। স্বরূপের স্থানে পাবে ইহার বিশেষ॥ ৮৪॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ৩২ অঙ্কধৃত নামসঙ্কীর্ত্তনে ১ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুবাক্যং॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৮৫॥

যস্মৈ নাম্নৈতাদৃশমহিমবদতঃ সদা কীর্ত্তনীয়মিতি প্রাপ্তে স শ্রীভগবান্ তস্য মুখ্যাধিকারি নির্দ্ধারণপূর্ব্বকসদাকীর্ত্তনে বিধিং বিদধীতেতি তৎকৃতপদ্যেন লিখতি তৃণাদপীতি। তৃণজাতিঃ খলু নম্রতা স্বভাবেন সদা ভূমিলগ্নাঽস্তি অন্যকর্ত্তৃকপীড়নেনাপি ন কদাচিদাত্মশির উন্নময়েৎ তস্মাৎ সকাশাৎ সুনীচেনেত্যর্থঃ। তরোরপীতি তরুজাতিরপি ফলপুষ্পপত্রত্বগ্‌বল্কলাদিভিঃ সর্ব্বেষাং হিতং করোতি তৈশ্ছেদনাদিভিরপি যথাপরাধং সহতে তস্মাদপি সহনশীলেনেত্যর্থঃ। অমানিনেতি যত্র কুত্রাপি গতোঽপ্যন্যৈরনাদৃতোঽপি তেষামাদরং কুর্ব্বতেত্যর্থঃ। এবম্ভূতেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ ন তু সাহঙ্কারিনেতি তবাঙ্ প্রত্যয়ার্থঃ॥ ৮৫॥

শ্রদ্ধা হয়, তবে তুমি আমার এই বাক্য নিশ্চয়ই করিও॥ ৮৩॥

গ্রাম্যবার্ত্তা কহিবা না, গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিবা না, ভাল খাইবা না, ভাল পরিবা না, নিজে অমানী হইয়া পরকে মান দিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবা এবং বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মানসসেবা করিবা। আমি এই সংক্ষেপে উপদেশ করিলাম, স্বরূপের নিকট ইহার বিশেষ প্রাপ্ত হইবা॥ ৮৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ৩২ অঙ্কধৃত নামসঙ্কীর্ত্তনের ১ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর বাক্য যথা॥

যিনি তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ বলিয়া অভিমান করেন, যিনি

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ। মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা আলিঙ্গন॥ পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে। অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥ ৮৬॥ হেনকালে আইল সব গৌড়ের ভক্তগণ। পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন॥ সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন। সবা লঞা কৈল প্রভু বন্যভোজন॥ রথযাত্রায় সবা লৈয়া করিল নর্ত্তন। দেখি রঘুনাথের হইল চমৎকার মন॥ ৮৭॥ রঘুনাথদাস যবে সবারে মিলিলা। অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥ শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ। তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন॥ তোমারে

তরু হইতেও সহিষ্ণুতা-গুণসম্পন্ন এবং স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, এতাদৃশ মহাত্মাকর্ত্তৃকই সর্ব্বদা ভগবান্ হরি কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন॥ ৮৫॥

এই শুনিয়া রঘুনাথ মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কৃপা করতঃ আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বরূপের নিকট সমর্পণ করিলেন, রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন॥ ৮৬॥

এমন সময়ে গৌড়দেশীয় ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তৎপরে সকলকে লইয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন ও সকলকে লইয়া বন্যভোজন এবং রথযাত্রায় সকলকে লইয়া নৃত্য করিলেন, তদ্দর্শনে রঘুনাথের মন চমৎকৃত হইল॥৮৭॥

রঘুনাথদাস যখন সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তখন অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহাকে বহুতর কৃপা করিলেন। তৎকালে শিবানন্দসেন রঘুনাথকে বৃত্তান্ত জানাইয়া কহিলেন, তোমাকে লইতে তোমার পিতা দশ জন পাইক পাঠাইয়াছিলেন এবং তোমাকে পাঠাইতে আমাকে

পাঠাইতে পত্রী লিখিল আমারে। ঝাক্মরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥৮৮॥ চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা। শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ সেই মনুষ্য আসি শিবানন্দেরে পুছিলা। মহাপ্রভু স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ॥ গোবর্দ্ধনের পুত্র তাঁর নাম রঘুনাথ। তাঁর পরিচয় তাঁহা আছে তোমার সাঁত ॥৮৯॥ শিবানন্দ কহে তিঁহ হয় প্রভু-স্থানে। পরম বিখ্যাত তাঁরে কেবা নাহি জানে ॥ স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছে সমর্পণ। প্রভু ভক্তগণের তিঁহ হয় প্রাণ-সম ॥ রাত্রি দিন করেন তিঁহ নামসঙ্কীর্ত্তন। ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ পরম বৈরাগ্য নাহি ভক্ষ্য পরিধান। যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥

পত্র লিখিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া তাহারা ঝাকরা গ্রাম হইতে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে ॥ ৮৮ ॥

অনন্তর ভক্তগণ চারিমাস মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়া গৌড়দেশে গমন করিলেন, তাহা শুনিয়া রঘুনাথের পিতা তাঁহাদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন, সেই মনুষ্য আসিয়া শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মহাপ্রভুর নিকট কি এক জন বৈষ্ণব দেখিয়াছেন? তিনি গোবর্দ্ধনের পুত্র, তাঁহার নাম রঘুনাথ, তাঁহার সঙ্গে কি আনার পরিচয় হইয়াছিল? ॥ ৮৯ ॥

শিবানন্দ কহিলেন, তিনি মহাপ্রভুর নিকটে আছেন, তিনি অতিশয় বিখ্যাত ব্যক্তি, তাঁহাকে কে না জানে? মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের নিকট সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি মহাপ্রভুর ভক্তগণের প্রাণতুল্য হইয়াছেন। রঘুনাথ দিবা রাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন করেন, ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রভুর পাদপদ্ম পরিত্যাগ করেন না। তিনি পরম বৈরাগ্যবান্, তাঁহার ভক্ষণ বা পরিধান নাই, যথা-কথঞ্চিৎ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে-

দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিঞা। সিংহদ্বারে ঠাড়া হয় আহার লাগিঞা॥ কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ। কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ॥ ৯০॥ এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে। কহিল গিঞা সব রঘুনাথ-বিবরণে॥ শুনি তাঁর পিতা মাতা দুঃখী বড় হৈলা। পুত্র স্থানে দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥ চারিশত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ। শিবানন্দ স্থানে পাঠাইলা ততক্ষণ॥ ৯১॥ শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা। আমি যবে যাই তবে আমা সঙ্গে যাইবা॥ এবে সবে ঘরে যাহ আমি যবে যাব। তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে ত লইব॥ এই মত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর। রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥ ৯২॥

ছেন। রাত্রি দশ দণ্ড অতীত হইলে জগন্নাথদেবের পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করিয়া আহার নিমিত্ত সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন। কেহ যদি তাঁহাকে প্রসাদ দেয়, তবেই ভক্ষণ করেন; কোন দিন উপবাস এবং কোন দিন বা ভৃষ্টদ্রব্য (ভাজাদ্রব্য) চর্ব্বণ করিয়া থাকেন॥ ৯০॥

মনুষ্য এই সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া গোবর্দ্ধনের নিকট গিয়া রঘুনাথের বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল, তচ্ছ্রবণে তাঁহার পিতা অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পুত্রের নিকট দ্রব্য (ধন) ও মনুষ্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া তৎক্ষণাৎ চারিশত মুদ্রা, দুই জন ভৃত্য ও এক জন ব্রাহ্মণ শিবানন্দ-সেনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন॥ ৯১॥

শিবানন্দসেন কহিলেন, তোমরা সকল যাইতে পারিবা না, আমি যখন যাইব, তখন আমার সঙ্গে যাইবা। এক্ষণে তোমরা গৃহে যাও, যাইবার সময় তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইব। এই প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর নিজগ্রন্থে শ্রীরঘুনাথের প্রচুর মহিমা লিখিয়াছেন॥ ৯২॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ১০ অঙ্কে ১০ শ্লোকে
রঘুনাথদাসান্বেষণে শিবানন্দবাক্যং ॥

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততং স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥

তত্রৈব ॥

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যং। ইতি ॥৯৩॥

আচার্য্যো যদুনন্দন ইত্যাদি ॥

যঃ ইতি। যঃ রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বলোকানাং কাচিৎ অনির্ব্বচনীয়া আকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেন শস্যফলপক্কজনিকা ভূর্ভবতি যত্র ভুবি আরোপণতুল্যকালং তৎক্ষণং তত্তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্যায়ং প্রেমশাখী তরুঃ অতুল্যং যথা ভবতি তথা ফলবান্ স্যাৎ ॥ ৯৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ১০ অঙ্কে ১০ শ্লোকে
রঘুনাথদাসের অন্বেষণে শিবানন্দের বাক্য যথা—

শিবানন্দ কহিলেন, শ্রবণ কর। বাসুদেবের প্রিয়, মধুরমূর্ত্তি যদুনন্দন আচার্য্যের যিনি শিষ্য এবং নিরুপম বৈরাগ্যভাবে যিনি চৈতন্যচন্দ্রের নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র ও স্বরূপগোস্বামির একান্ত প্রীতিভাজন হইয়াছেন এবং আমাদিগেরও প্রাণ অপেক্ষা অতীব প্রিয়তম, সেই রঘুনাথকে নীলাচলবাসির মধ্যে কে না জানে? এবং সকলেরই প্রীতিপাত্র ছিলেন বলিয়া যাঁহাকে অকৃষ্টপচ্য (কর্ষণব্যতিরেকে যে শস্য পক্ক হয়) কোন অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য ভূমিরূপে নির্দ্দেশ করামাত্রেই অতুল্য ফল ধারণ করিয়াছে ॥ ৯৩ ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল। কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥ বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে। রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে॥ সেই বিপ্র ভৃত্যে চারিশত মুদ্রা লঞা। নীলাচলে রঘুনাথে মিলিল আসিঞা॥ রঘুনাথদাস তাহা অঙ্গীকার না কৈল। দ্রব্য লঞা দুই জন তাঁহাঞি রহিল॥ ৯৪॥ তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন। মাসে দুই দিন করে প্রভুর নিমন্ত্রণ॥ দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ। বিপ্র ভৃত্য স্থানে করে এতেক গ্রহণ॥ এই মত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল। পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল॥ ৯৫॥ মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ। স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর-নন্দন॥ রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল। স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥ বিষয়ির দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ। প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি

শিবানন্দসেন মনুষ্যকে যেরূপ কহিলেন, কর্ণপূর নিজগ্রন্থে সেইরূপ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। বৎসরান্তে শিবানন্দসেন নীলাচলে যাত্রা করিলেন, রঘুনাথের সেবক ব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে চলিল। সেই ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লইয়া নীলাচলে রঘুনাথের নিকট আসিয়া মিলিত হইল। রঘুনাথদাস তাহা অঙ্গীকার না করায়, দ্রব্য লইয়া সেই দুই জন তথায় বাস করিতে লাগিল॥ ৯৪॥

তখন রঘুনাথ অনেক যত্ন করিয়া মাসে দুই দিন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, দুই নিমন্ত্রণে অ টপণ কৌড়ি মূল্য লাগে, তিনি বিপ্র ও ভৃত্যের নিকট এই পর্য্যন্ত অর্থ গ্রহণ করেন। এই মত দুই বৎসর নিমন্ত্রণ করিলেন, পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিলেন॥ ৯৫॥

রঘুনাথ দুই মাস নিমন্ত্রণ করিলেন না, তখন শচীনন্দন গৌরহরি স্বরূপগোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘু আমাকে নিমন্ত্রণ করা ত্যাগ করিল কেন? স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, রঘুনাথ বুঝি মনে এইরূপ

প্রভুর মন ॥ মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল। এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥ উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ। না মানিলে দুঃখী হবে এই মূর্খজন ॥ এত বিচারিঞা নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা। শুনি মহাপ্রভু হাসি কহিতে লাগিলা ॥ ৯৬ ॥ বিষয়ির অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ বিষয়ির অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন ॥ ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন লৈল। ভাল হৈল জানিঞা আপনে ছাড়ি দিল ॥ ৯৭ ॥ কথ দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা। ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিলা ॥ গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে। রঘুভিক্ষা লাগি ঠাড়া না রহে সিংহদ্বারে ॥ স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিঞা। ছত্রে

বিচার করিয়া থাকিবে, আমি বিষয়ির অন্ন লইয়া নিমন্ত্রণ করি, বোধ হয় ইহাতে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না। দ্রব্য লইতে আমার চিত্ত নির্ম্মল হইতেছে না, এই নিমন্ত্রণে কেবল প্রতিষ্ঠামাত্র ফল দেখিতেছি। মহাপ্রভু আমার উপরোধে নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন, নিমন্ত্রণ না মানিলে এই মূর্খজন দুঃখিত হইবে। এই বিচার করিয়া রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা পরিত্যাগ করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাস্য-বদনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥

বিষয়ির অন্ন খাইলে মন মলিন হয়, মন মলিন হইলে কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। বিষয়ির অন্নে রাজস নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে, তাহাতে দাতা ও ভোক্তা উভয়েরই মন মলিন হয়। রঘুনাথের সঙ্কোচে অর্থাৎ রঘুনাথ দুঃখিত হইবে বিবেচনায় আমি এত দিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, ভাল হইল, আপনি জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর রঘুনাথ কতক দিন সিংহদ্বারে ছিলেন, তৎপরে ছত্রে গিয়া মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘু কি এখন ভিক্ষার

যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা॥ প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাব্যবহার॥ ৯৮॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেববাক্যং॥

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তং, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি। অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি। ইতি॥ ১৯॥

ছত্রে যাই যথা লাভ উদর ভরণ। মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥ এত বলি পুনঃ তাঁরে প্রসাদ করিল। গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা-

---

অয়মাগচ্ছতীত্যাদি॥ ৯৯॥

নিমিত্ত সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে না? স্বরূপ কহিলেন, সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভব করিয়া মধ্যাহ্নকালে ছত্রে গিয়া মাগিয়া ভক্ষণ করে। মহাপ্রভু কহিলেন, সিংহদ্বার যে ত্যাগ করিল, ইহা ভাল করিয়াছে, সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাব্যবহার হয়॥ ৯৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাক্য যথা—

এই জন আসিতেছে, এই জন ভিক্ষা দিবে, ইনি অন্ন দিয়াছেন, এই অপর ব্যক্তি আসিতেছে, এই দিবে, এই ব্যক্তিও দিল না, অন্য ব্যক্তি আগমন করিবে, সেই দিবে, অযাচক ব্যক্তি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকে॥ ৯৯॥

ছত্রে গিয়া যথালাভে উদর ভরণপোষণ করা তাহাতে মনের অন্য কথা নাই, সুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয়, এই বলিয়া মহাপ্রভু পুনর্ব্বার অনুগ্রহ করিয়া গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন॥ ১০০॥

মালা তাঁরে দিল ॥ ১০০ ॥ শঙ্করানন্দসরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা। তাঁহা হৈতে শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥ পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনশিলা। দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥১০১॥ দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা। স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ গোবর্দ্ধনশিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে। কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু করে শিরে ॥ নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর। শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণকলেবর ॥ এই মত শিলা মালা তিন বৎসর ধরিলা। তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিলা ॥ ১০২ ॥ প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন। অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ১০৩ ॥ এক কুজা জল

শঙ্করানন্দসরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আগমন করিলেন, তিনি তথা হইতে গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা লইয়া গেলেন। পার্শ্বে গাঁথা (পাশা-পাশি ফুটা করা) গুঞ্জামালা এবং গোবর্দ্ধনশিলা এই দুই বস্তু মহাপ্রভুর অগ্রে আনয়ন করিয়া অর্পণ করিলেন ॥ ১০১ ॥

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, স্মরণের কালে গুঞ্জামালা গলদেশে পরিধান করেন, কখন গোবর্দ্ধনশিলা হৃদয়ে ও নেত্রে ধরেন, কখন নাসায় ঘ্রাণ এবং কখন শিরে ধারণ করেন। নেত্রজলে সেই শিলা নিরন্তর আর্দ্র হয়, মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনশিলাকে কৃষ্ণকলেবর বলিয়া বর্ণন করেন, এইরূপে শিলা ও মালা তিন বৎসর ধারণ করিয়া সন্তোষচিত্তে ঐ শিলা ও মালা রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন ॥ ১০২ ॥

এবং মহাপ্রভু কহিলেন, এই শিলা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হয়, তুমি আগ্রহ করিয়া ইহার সেবা কর, এই শিলার সাত্ত্বিকপূজা কর, অচির-কাল মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইবে ॥ ১০৩ ॥

আর তুলসীমঞ্জরী। সাত্ত্বিকসেবা এই শুদ্ধভাবে করি॥ দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমলমঞ্জরী। এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥ শ্রী-হস্তে শিলা দিঞা প্রভু এই আজ্ঞা কৈলা। আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥ ১০৪॥ এক এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিড়ি এক খানি। স্বরূপ দিলেন কুজা আনিবারে পানী॥ ১০৫॥ এইমত রঘুনাথ করেন পূজন। পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ প্রভুর হস্তদত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা। এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥ জল তুলসীসেবায় তাঁর যত সুখোদয়। ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥ ১০৬॥ এইমত দিন কথ করেন পূজন। তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন॥ অট-কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ। শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের

এক কুজা (মৃত্তিকার জলপাত্র করোয়া) জল আর একটী তুলসী-মঞ্জরী শুদ্ধভাবে অর্পণ করার নাম সাত্ত্বিকসেবা। দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে একটী কোমলমঞ্জরী, এইমত অষ্ট মঞ্জরী শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করিবে। মহাপ্রভু শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা করিলেন, রঘুনাথ আনন্দে শিলার সেবা করিতে লাগিলেন॥ ১০৪॥

স্বরূপগোস্বামী এক এক বিতস্তি (অর্দ্ধহস্ত) দুই খানি বস্ত্র, এক খানি পিড়ি ও জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত একটী কুজা (জলভাণ্ড বা করোয়া) অর্পণ করিলেন॥ ১০৫॥

রঘুনাথ এইরূপে পূজা করেন, পূজকালে শিলাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন-রূপে দেখিতে পান। প্রভুর হস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা, এই চিন্তা করিয়া-রঘুনাথ প্রেমে ভাসিতে লাগিলেন। জল ও তুলসীসেবায় তাঁহার যত সুখোদয় হয়, ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ হয় না॥ ১০৬॥

রঘুনাথ এইমতে কতক দিন পূজা করিতে থাকিলে স্বরূপগোস্বামী তাঁহাকে কহিলেন। আটকৌড়ির খাজা সন্দেশ সমর্পণ কর, শ্রদ্ধা করিয়া

সম॥ তবে আটকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ। স্বরূপাজ্ঞায় গোবিন্দ তার তার করে সমাধান॥ ১০৭॥ রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইলা। গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা কহিলা॥ শিলা দিঞা গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে। গুঞ্জামালা দিঞা স্থান দিল রাধিকা-চরণে॥ আনন্দে রঘুনাথ বাহ্য হৈল বিস্মরণ। কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ॥ ১০৮॥ অনন্ত রঘুনাথের গুণ কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা॥ সাড়েসাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে। আহার নিদ্রা চারি দণ্ড সে নহে কোন দিনে॥ ১০৯॥ বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত

দিলে তাহা অমৃতের তুল্য হইবে। তখন আটকৌড়ির খাজা সমর্পণ করিতে লাগিলেন, স্বরূপের আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা সমাধান করিয়া দেন॥ ১০৭॥

রঘুনাথ যখন শিলা মালা প্রাপ্ত হইলেন, তখন মহাপ্রভুর এই অভিপ্রায় চিন্তা করিলেন যে, গোসাঞি শিলা দিয়া আমাকে গোবর্দ্ধনসমর্পণ করিলেন এবং গুঞ্জামালা দিয়া শ্রীরাধিকার চরণে স্থান দিলেন অর্থাৎ রাধাকুণ্ড বাসের অনুমতি করিলেন, আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মৃতি হইল এবং তিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণসেবায় তৎপর হইলেন॥ ১০৮॥

আহা! রঘুনাথের কি অনন্ত গুণ, কে তাঁর গণনা করিতে সমর্থ হইবে? রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা স্বরূপ অর্থাৎ তিনি যে নিয়ম করেন, পাথরের রেখার মত, তাহা বিলুপ্ত হয় না। সাড়েসাত প্রহরকাল তাঁহার স্মরণে গত হয়, চারি দণ্ডকাল আহার নিদ্রায় যায়, তাহাও আবার কোন দিন ঘটে না॥ ১০৯॥

রঘুনাথের বৈরাগ্যের কথা অতি অদ্ভুত, আজন্মকাল তাঁহার জিহ্বা

কথন। আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ছিঁড়া কানি কান্থা বিনা না পরে বসন। সাবধানে কৈল প্রভুর আজ্ঞার পালন ॥ প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ। তাহা খাঞা আপনা করে নির্ব্বেদবচন ॥ ১১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীনারদবাক্যং ॥

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ। ইতি ॥ ১১১ ॥

প্রসাদ ভাত পসারির যত না বিকায়। দুই তিন দিন হৈলে ভাত

ভাবার্থদীপিকায়াং। নম্ন আত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লোলো কো দোষস্তত্রাহ। আত্মানং পরংব্রহ্ম চেৎ বিজানীয়াৎ জ্ঞানে ধৃতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য তস্য জ্ঞানিনো লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ *। আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি। ক্রমসন্দর্ভো নাস্তি ॥ ১১১ ॥

কোন রসমাত্র স্পর্শ করে নাই। তিনি ছিঁড়া কানি (পুরাতন খণ্ডবস্ত্র) ও কান্থা ভিন্ন অন্য বসন পরিধান করেন নাই, সাবধানে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যাহা ভক্ষণ করেন, তাহা খাইয়া আপনাকে নির্ব্বেদবাক্য প্রয়োগ করেন ॥ ১১০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য যথা—

নারদ কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রিয়চাপল্যদোষে আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐরূপ অবজ্ঞা করা উচিত নহে, এমত মনে করিও না, যে ব্যক্তি পর-ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, জ্ঞানদ্বারা তাঁহার সমস্ত বাসনা নিরস্ত হইয়া যায়, তবে তিনি কি অভিলাষে এবং কিসেরই বা কারণে লোলুপ হইয়া দেহপোষণ করেন? অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়চাপল্য কোনরূপে সম্ভাব্যই নহে ॥ ১১১ ॥

পসারির প্রসাদ ভাত (অন্ন) যত বিক্রয় না হয়, দুই তিন দিন

* ইয়ং শ্রুতিঃ পঞ্চদশ্যাং তৃপ্তিদীপে প্রথমশ্লোকতয়া ধৃতা ॥

পড়ি যায়॥ সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভী আগে ডারে। পড়াগন্ধে তেলেঙ্গা-গাভী খাইতে না পারে॥ সেই অন্ন রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি। ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিঞা বহু পানী॥ ভিতরের দঢ় মাজি যেই ভাত পায়। লোণ দিঞা রঘুনাথ সেই ভাত খায়॥ ১১২॥ এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল। হাসিঞা তাহার কিছু মাগিঞা খাইল॥ স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি। আমা সবায় না দেহ কেনে কি তোমার প্রকৃতি॥১১৩॥ গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা। আর দিন তাহা আসি কহিতে লাগিলা॥ খাসা বস্তু খাও সবে আমার না দেও কেনে। এত বলি এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে॥ আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতে ত ধরিলা। তোমার যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি লৈলা॥ ১১৪॥

হইলে ভাত পচিয়া যায়, সিংহদ্বারে সেই ভাত গাভীর অগ্রে নিক্ষেপ করে। তৈলঙ্গদেশীয় গাভী পচা-গন্ধে ভাত খাইতে পারে না। রঘুনাথ রাত্রে সেই অন্ন গৃহে আনয়ন করিয়া বহুজল দিয়া তাহা প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভিতরের দৃঢ়মাজি (সারভাগ বা ভাতের মাইজ্) যে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, লবণ দিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করেন॥ ১১২॥

এক দিবস স্বরূপগোস্বামী রঘুনাথকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া হাস্য পূর্ব্বক তাঁহার নিকট কিছু চাহিয়া ভক্ষণ করিলেন, তখন স্বরূপ কহিলেন, তুমি এইরূপ অমৃত প্রত্যহ ভোজন কর, তোমার এ কি স্বভাব, আমাদিগকে কিছু অর্পণ কর না ?॥ ১১৩॥

মহাপ্রভু গোবিন্দের মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়া পর দিন তথায় আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন। তোমরা সকলে উত্তম বস্তু ভক্ষণ কর আমাকে কিছু দাও না, এই বলিয়া মহাপ্রভু এক গ্রাস ভোজন করিলেন, আর এক গ্রাস লইতেই অমনি স্বরূপ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন, এ আপনার যোগ্য নহে, এই বলিয়া কাড়িয়া লইলেন॥ ১১৪॥

প্রভু কহে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই। ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদ না পাই ॥১১৫॥ এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি আনন্দ অন্তরে॥ আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস। গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৬ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যকল্পবৃক্ষস্য ১১ শ্লোকঃ ॥

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।

মহেতি। যঃ কৃপয়া কুজনং কুৎসিতজনমপি মাং মহাসম্পদ্দারাদুদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যাস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হৃষ্টোঽভূৎ। কিম্ভূতং মাং। পতিতং সম্পদ্দারে সাগরে নিমগ্নং শ্লেষণ পাতকিনং পতিতপদস্য শ্লেষত্বেন সম্পদ্দারাদিত্যত্র সাগরত্বারোপঃ। পরম্পরিতরূপকেণ মহাসম্পদশ্চ তেষাং সমাহারঃ। যদ্বা। মহাসম্পদ্ভিঃ সহিতো দার ইতি তৃতীয়া-সমাসঃ। গুরুদারে চ পুত্রেষু গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেকবচনান্তোঽপি দারশব্দঃ। কুজনমিতি স্বদৈন্যোক্তিরপি সরস্বত্যার্থান্তরং কময়তি। তদ্যথা। কৌ পৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্দারাৎ এতং পরিত্যজ্য পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং। অন্যৎ

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, আমি প্রত্যহ নানা প্রসাদ ভোজন করি, কিন্তু ইহার তুল্য স্বাদু আর কোন প্রসাদ প্রাপ্ত হই না ॥ ১১৫ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই মত নানা লীলা করেন, রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দ উৎপন্ন হইল। রঘুনাথদাস আপনার এই উদ্ধার গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১১৬ ॥

স্তবাবলীধৃত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষের ১১ শ্লোকে যথা—

পতিত এবং কুৎসিতজন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপাদ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করতঃ স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন, যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া নিজের বক্ষঃস্থলের গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধনশিলা আমাকে দান করিয়া

উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ইতি ॥ ১১৭ ॥

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন। যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ১১৮ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাসমিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

সমানং। স গৌরাঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ। অথচ উরোগুঞ্জাহারং বক্ষসো গুঞ্জামালাং এবং গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সম্বন্ধঃ। মহাসম্পদ্দাবাদিতি বকারযুক্তপাঠে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিস্তস্মাৎ কৃপয়া উদ্ধৃত্য ইতি পরম্পরিতেন রূপযেত্যত্র বৃষ্টিত্বারোপঃ হেতৌ তৃতীয়া। অন্যৎ সমানং ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

ছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

হে ভক্তগণ! রঘুনাথের এই মিলন বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, তাহার চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয় ॥ ১১৮ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারাণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে রঘুনাথদাসের মিলন নামকষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

——•:•:•——

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাং।

নৌমি যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ বর্ষান্তরে গৌড়ের ভক্তগণ আইল। পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥ ৩॥ এই মত বিলাস প্রভুর সর্ব্বভক্ত লঞা। হেন কালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিঞা॥ আসিঞা বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ। প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গন। মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা। বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥ ৪॥ বহুদিন মনোরথ তোমা

চৈতন্যচরণাম্ভোজেত্যাদি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপদ্মের মকরন্দ আস্বাদনকারী ভক্তগণকে নমস্কার করি, যাঁহাদিগের প্রসাদে পামর ব্যক্তিও অমর হইয়া থাকে॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

অন্য বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিলে মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় সকলের সহিত মিলিত হইলেন॥ ৩॥

মহাপ্রভু এইরূপে সকল ভক্ত লইয়া বিলাস করিতেছেন, এমন সময়ে বল্লভভট্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্ট আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলে মহাপ্রভু ভাগবত-বুদ্ধিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে মান্য করিয়া নিকটে বসাইলেন, তখন ভট্ট বিনয়সহকারে মহাপ্রভুকে কহিতে লাগিলেন॥ ৪॥

দেখিবারে। জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥ তোমার দর্শন পায় সেই ভাগ্যবান্। তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥ তোমার যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র। দর্শনে কৃতার্থ হবে ইথে কি বিচিত্র ॥ ৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদ্বাক্যং ॥

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ। ইতি ॥ ৬ ॥

ভক্তিরত্নাবল্যাং। ১। ১৯। ৩০। যেষামিতি কর্ত্তৃত্বেন বিষয়ত্বেন স্মরণসম্বন্ধঃ যং সাধবঃ স্মরন্তি সাধূন্ বা যে স্মরন্তি তেষাং পুংসাং গৃহাঃ শুধ্যন্তি কিং পুনঃ সন্নিহিতং দেহেন্দ্রিয়াদি। পাদশৌচং চরণপ্রক্ষালনং ॥ ৬ ॥

বল্লভভট্ট কহিলেন, প্রভো! বহু দিন হইতে আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ ছিল, জগন্নাথ আমার সেই আশা পূর্ণ করিলেন, আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। আপনার যে দর্শন পায়, সেই ভাগ্যবান্, আপনাকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় দেখিতেছি। আপনাকে যে স্মরণ করে, সেও পবিত্র হয়, তাহাতে দর্শনে যে পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? ॥ ৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
শুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য যথা—

পরীক্ষিত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা ক্ষত্রিয়াধম, কিন্তু অদ্য মহৎদিগের পাদসেবায় অধিকারী হইলাম, আপনি কৃপাপুরঃসর অতিথি-রূপে আগমন করতঃ আমাদিগকে তীর্থযোগ্য করিলেন। হে প্রভো! আপনাদিগের স্মরণমাত্রে লোকসকলের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়। দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে না, তাহার কথা কি? ॥ ৬ ॥

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তাঁর প্রবর্ত্তন॥ তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ। কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥ জগতে করিলে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশে। যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥ প্রেম প্রকাশিত নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রপরমাণে॥ ৭॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পরাবস্থাপ্রকরণে ৯৪ অঙ্কধৃতং
কৃষ্ণবিষয়ে শ্রীবিল্বমঙ্গলবাক্যং॥

সন্তুবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি। ইতি॥ ৮॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি। মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি নাহি জানি বিষ্ণুভক্তি॥ অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাঁর

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন, কিন্তু কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। আপনি তাহা প্রবর্ত্তন করাইলেন, ইহাই প্রমাণ। আপনি কৃষ্ণের সামর্থ্য ধারণ করেন, ইহাতে অন্যথা নাই, জগতে কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ করিলেন, আপনাকে যে দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিয়া থাকে, কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিতে পারে না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রেমদাতা, শাস্ত্রে এই প্রমাণ আছে॥৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ লঘুভাগবতামৃতের পরাবস্থাপ্রকরণে
৯৪ অঙ্কধৃত কৃষ্ণবিষয়ে শ্রীবিল্বমঙ্গলের বাক্য যথা—

যদিচ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ বহু বহু অবতার আছে, তথাপি কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য এমন কে আছে যে, লতা প্রভৃতিকেও প্রেমদান করিয়া থাকে?॥ ৮॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হে মহামতে ভট্ট! শ্রবণ করুন, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী বিষ্ণুভক্তি জানি না। অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ

সঙ্গে নির্ম্মল মন হইল মোর ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম। অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম ॥ যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় বিষ্ণু-ভক্তি। কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতাশক্তি ॥ ৯ ॥ নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥ ষড়্দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম ॥ তিঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগের পার। তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি-মাত্র সার ॥ ১০ ॥ রামানন্দরায় কৃষ্ণরসের নিধান। তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি। রাগমার্গে প্রেম-ভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥ দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস আর। সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠকান্তা আশ্রয় যাহার ॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত কেবল ভাবভার। ঐশ্বর্য্য-

ঈশ্বর স্বরূপ, তাঁহার সঙ্গে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে, সকল শাস্ত্রে এবং কৃষ্ণভক্তিতে যাঁহার সমান নাই। একারণ তাঁহার নাম অদ্বৈত-আচার্য্য, যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের বিষ্ণুভক্তি হয়, তাঁহার বৈষ্ণবতা বলিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥ ৯ ॥

অবধূত নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি ভাবোন্মাদে মত্ত এবং কৃষ্ণ-প্রেমের সমুদ্রস্বরূপ, ষড়্দর্শনবেত্তা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ষড়্দর্শনে জগদ্গুরু এবং ভাগবতোত্তম, তিনি আমাকে ভক্তিযোগের পার দর্শন করাইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই সার, ইহা অবগত হইয়াছি ॥ ১০ ॥

রামানন্দরায় কৃষ্ণরসের আধারস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ইহা তিনিই আমাকে জ্ঞাত করাইয়াছেন। তাঁহাতে যে প্রেমভক্তি তাহা পুরুষার্থের শিরোমণিস্বরূপ, ঐ প্রেমভক্তি যদি রাগমার্গে হয়, তাহা হইতে তাহাকে সর্ব্বাধিক করিয়া বোধ করি। আর দাস্য, সখ্য, বাৎ-সল্য ও মধুর রস এই সকল ভাব মধ্যে যাহার কান্তা আশ্রয়, সেই ভাবই শ্রেষ্ঠ। আর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তকে কেবল ভাব বলে, ঐশ্বর্য্য

জ্ঞানে নাহি পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

* নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথাভক্তিমতামিহ। ইতি ॥ ২২ ॥

আত্মভূত-শব্দে কহে পারিষদ্গণ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
শ্রীউদ্ধববাক্যং ॥

‡ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

জ্ঞানে ব্রজেন্দ্রকুমারকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ১১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্ জন সকলের যদ্রূপ সুখ লভ্য, দেহাভিমানি তাপসদিগের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন ॥ ১২ ॥

আত্মভূত-শব্দে পারিষদ্গণকে বুঝায়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী ব্রজেন্দ্রনন্দনকে প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ১৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
শ্রীউদ্ধবের বাক্য যথা—

উদ্ধব কহিলেন, আহা! গোপী সকলের প্রতি ভগবৎপ্রসাদ অত্যন্ত

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৮ পরিচ্ছেদে ১৫৪ অঙ্কে আছে ॥

‡ এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৮ পরিচ্ছেদে ১৫৭ অঙ্কে আছে ॥

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ১৪ ॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ। শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন। মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন। অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংশন ॥ ১৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

* ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

আশ্চর্য্য, কেন না রাসোৎসবে ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে যাঁহারা আপনাদিগের মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছি, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় নাই, যে সকল স্বর্গাঙ্গনার পদ্মবৎ সৌরভ এবং মনোহর কান্তি, তাহাদিগের প্রতিও হয় নাই, ইহাতে অন্য স্ত্রীদিগের কথা কি? তাহারা ত দূরে নিরস্ত আছে ॥ ১৪॥

শুদ্ধভাবে সখা স্কন্ধে আরোহণ করে, শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ মনে আমার সখা ও আমার পুত্র এইরূপ জ্ঞান হয়, অতএব শুক ও ব্যাস ইহার প্রশংশা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে

পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকবাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ যে ভগবান্ হরি বিরজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিতজনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহিত গোপবালকগণে যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন অবশ্যই বোধ হইবে, ঐ সকল বালকের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য ছিল, তাহা-

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৮ পরিচ্ছেদে ৪৮ অঙ্কে আছে ॥

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ। ইতি॥১৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং॥

+ নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃ এবং মহোদয়ং।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ। ইতি॥ ১৭॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধের নহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান। ঐশ্বর্য্য হইতে কেবল ভাব প্রধান॥ ১৮॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে

পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং॥

তেই তাঁহারা ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিল। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা যাঁহার অনুভবমাত্র করেন, ভক্তজন অতি গৌরবে যাঁহার অনুভব করিয়া থাকেন, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবে যে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য-ব্যতীত আর কি বলা যাইবে?॥ ১৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের বাক্য যথা—

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময় হওয়াতে রাজা পরীক্ষিত পুনর্ব্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! নন্দ এমন কি মহোদয় শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন? আর ভগবান্ হরি যাঁহার স্তনপান করিলেন, সেই মহাভাগা যশোদারই বা এমন কি সুকৃতি ছিল?॥ ১৭॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হয় না, ঐশ্বর্য্য হইতে যে কেবল ভাব, তাহাই প্রধান হয়॥ ১৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

+ এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৮ পরিচ্ছেদের ৫০ অঙ্কে আছে।

* ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজং ॥ ১৯ ॥

যে সব শিখাইল মোরে রায়-রামানন্দ। সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ কহিল না যায় রামানন্দের প্রভাব। যাঁর প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধভাব ॥ দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান্। যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররস-জ্ঞান ॥ শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন। কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥ ২০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! বেদ সকল ইন্দ্রাদি বলিয়া, উপনিষৎ সকল ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্য সকল পুরুষ বলিয়া, যোগ সকল পরমাত্মা বলিয়া তথা সাত্বতগণ ভগবান্ বলিয়া যাঁহার গান করিতেছেন, যশোদা সেই হরিকে আপনার আত্মজ জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

রামানন্দরায় আমাকে যে সমুদায় শিক্ষা করাইয়াছেন, সে সকল শুনিতে পরম আনন্দ উৎপন্ন হয়। রামানন্দের প্রভাব কহিবায় শক্তি নাই, যাঁহার প্রসাদে ব্রজের শুদ্ধভাব জানিতে পারিলাম। দামোদর ও স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ প্রেমরসের সদৃশ, যাঁহার সঙ্গে মধুর প্রেমরসের জ্ঞান হইয়াছে। ব্রজদেবীর শুদ্ধপ্রেম, তাহাতে কামের গন্ধমাত্র নাই, সেই শুদ্ধপ্রেমের কৃষ্ণেতেই তাৎপর্য্য অর্থাৎ কৃষ্ণসুখেই পর্য্যবসান, ইহাই তাহার চিহ্ন (লক্ষণ) ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপীর বাক্য যথা—

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১৯ পরিচ্ছেদের ৮৯ অঙ্কে আছে।

† যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ২১॥

গোপীগণের শুদ্ধভাব ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন। প্রেমে ত ভৎর্সনা করে এই তার চিহ্ন॥ ২২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং॥

* পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

ব্রজসুন্দরী অবশেষে প্রেমধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমরা স্তনের উপরে সম্মর্দ্দন-শঙ্কায় আস্তে আস্তে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা এখন অটবী ভ্রমণ করিতেছ, তোমার সেই চরণকমল কি সূক্ষ্ম পাষাণদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া আমাদের মতি অতিশয় বিমোহিত হইতেছে, কারণ তুমিই আমাদের পরমায়ুঃ॥ ২১॥

গোপীগনের শুদ্ধভাব, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-গন্ধ নাই। প্রেমেতে ভৎর্সনা করে, ইহাই তাহার লক্ষণ॥ ২২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপীর বাক্য যথা—

গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার অদর্শনে অতুল দুঃখ ও

---

† এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদের ১৪৮ অঙ্কে আছে।

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১৯ পরিচ্ছেদের ৯৩ অঙ্কে আছে।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ

কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি। ইতি ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ। ইতি ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্তি জিনি। অতএব কৃষ্ণ কহে আমি

ততো গত্বেতি। ভাবার্থদীপিকা নাস্তি। তোষণ্যাং। ১০। ৩০। ৩১। বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা কেশবং। কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি তং। অতএবাব্রবীৎ। কিং তত্রাহ। ন পারয়ে ইতি। বহুপরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা ॥ ২৪ ॥

দর্শনে পরম সুখ এবং প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া পতি, পুত্র, ভ্রাতৃ, ও বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ আমরা তোমার সমীপে আসিয়াছি। হে অচ্যুত! তুমি আমাদিগের আগমনের কারণ জান, তোমারই উচ্চ গীতে আমরা মোহিত হইয়াছি। হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ং আগতা এবম্বিধ স্ত্রীদিগকে তোমাব্যতিরেকে কোন্ পুরুষ পরিত্যাগ করে? কেহই করে না ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীর বাক্য যথা—

অনন্তর সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্ব্বে এই প্রকার কহিয়াছিলেন, হে প্রিয়তম! আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে লইয়া চল ॥ ২৪ ॥

এই গোপীর সর্ব্বোত্তম ভজন, ইহা সকল ভক্তিকে জয় করিয়াছে,

তাঁর ঋণী ॥ ২৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে
গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

* ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা। ইতি॥২৬

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবল ভাব প্রধান। পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥ তিঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন। স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥ হরিদাসঠাকুর মহাভাগবত প্রধান। প্রতি দিন করেন তিঁহ তিন

অতএব কৃষ্ণ কহেন, আমি তাঁর ঋণী হইয়া থাকি ॥ ২৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে
গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীবৃন্দ! তোমাদের সংযোগ নিরবদ্য (অনিন্দনীয়), তোমাদের প্রতি আমি চিরকালেও স্বীয় সাধুকৃত্য করিতে সমর্থ হইব না। তোমরা দুর্জর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ, কিন্তু আমার মন অনেকের প্রতি একনিষ্ঠ হয় নাই, অতএব তোমাদেরই সাধুকৃত্যদ্বারা তোমাদের কৃত সাধুকৃত্যের বিনিময় হইল অর্থাৎ তোমাদের শীলতা দ্বারাই আমি অঋণী হইলাম, প্রত্যুপকার দ্বারা হইতে পারিলাম না ॥ ২৬ ॥

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হইতে কেবল ভাব প্রধান হয়। পৃথিবীতে উদ্ধবের তুল্য ভক্ত নাই, তিনি যাঁহার পদধূলি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, স্বরূপের সঙ্গে এ সমুদায় শিক্ষা হইল। হরিদাসঠাকুর ভাগবতের মধ্যে প্রধান,

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদের ১৫৬ অঙ্কে আছে ॥

লক্ষ নাম ॥ নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল। তাঁহার প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥ ২৭ ॥ আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিতগদাধর। জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি। আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥ কৃষ্ণনাম প্রেম কৈল জগতে প্রচার। ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার ॥ ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি। ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এক বাণী ॥২৮॥ আমি সে বৈষ্ণবভক্তি-সিদ্ধান্ত সব জানি। আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥ ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব। প্রভুর বচন শুনি হৈল সেই খর্ব্ব ॥ প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিঞা সবার। ভট্টের ইচ্ছা হৈল তা সবারে দেখিবার ॥২৯॥ ভট্ট

তিনি প্রতি দিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার নিকট নাম মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছি এবং তাঁহার প্রসাদে নামমাহাত্ম্য অবগত হইয়াছি ॥ ২৭ ॥

অপর আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, গদাধর-পণ্ডিত, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব ও মুরারি, ইহা ভিন্ন আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কৃষ্ণনাম এবং প্রেম জগতে প্রচার করিলেন। এই সকলের সঙ্গহেতু শ্রীকৃষ্ণে আমার ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানিয়া মহাপ্রভু ভঙ্গীসহকারে এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥ ২৮ ॥

আমি সমস্ত বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত জানি এবং আমি ভাগবতের অর্থ উত্তম ব্যাখ্যা করি ভট্টের মনে এই যে গর্ব্ব ছিল, মহাপ্রভুর বাক্য শুনিয়া তৎসমুদায় খর্ব্ব হইয়া গেল। মহাপ্রভুর মুখে সকলের বৈষ্ণবতা শুনিয়া সেই সকলকে দেখিবার নিমিত্ত ভট্টের ইচ্ছা হইল ॥ ২৯ ॥

কহে এ সব বৈষ্ণব রহেন কোন্ স্থানে। কোন্ প্রকারে ইহাঁ সবার পাইয়ে দর্শনে॥ ৩০॥ প্রভু কহে কেহ ইহাঁ কেহ রহে গঙ্গাতীরে। সে সব বৈষ্ণব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে॥ ইহাঞি রহেন সবে বাসা নানা স্থানে। ইহাঞি সবার তুমি পাইবে দর্শনে॥ ৩১॥ তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়বচন। বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥ আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা। সবা সহ মহাপ্রভু ভট্টে মিলা-ইলা॥ ৩২॥ বৈষ্ণবের তেজঃ দেখি ভট্টের চমৎকার। তা সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার॥ তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল। গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইল॥ ৩৩॥ পরমানন্দপুরী সঙ্গে সন্ন্যাসির

ভট্ট কহিলেন, এই সকল বৈষ্ণব কোন্ স্থানে বাস করেন, কি প্রকারে এই সকলের দর্শন প্রাপ্ত হইব ?॥ ৩০॥

মহাপ্রভু কহিলেন, কেহ এস্থানে এবং কেহ গঙ্গাতীরে বাস করেন, সে সকল বৈষ্ণব রথযাত্রা দর্শন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা এই স্থানেই থাকেন, কিন্তু বাসা সকলের এক স্থানে নহে, তুমি এই স্থানেই সকলের দর্শন প্রাপ্ত হইবে॥ ৩১॥

তখন ভট্ট বহু বিনয়বাক্য প্রয়োগ করতঃ অনেক দৈন্য করিয়া মহা-প্রভুকে নিবেদন করিলে পর দিন বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু ভট্টকে লইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত করা-ইলেন॥ ৩২॥

বৈষ্ণবের তেজ দেখিয়া ভট্টের চমৎকার বোধ হইল, তাঁহাদিগের অগ্রে ভট্ট খদ্যোত (জ্যোৎস্না-পোকা) প্রায় হইলেন, তখন ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনয়ন করাইয়া গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন॥৩৩

পরমানন্দপুরীর সঙ্গে সন্ন্যাসিগণ এক দিকে সকলে ভোজন করিতে

গণ। এক দিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ অদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই পার্শ্বে দুই জন। মধ্যে প্রভু বসিলা আগে পিছে ভক্তগণ ॥ গৌড়ের ভক্তগণ যত গণিতে না পারি। অঙ্গণে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥৩৪ প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্ট চমৎকার। প্রত্যেক সবার পাদে কৈল নমস্কার ॥ স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর। পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥ মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল। প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণে আপনে পারশিল ॥ প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি। হরিধ্বনি উঠে তবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি। মালা চন্দন সুপারি পান অনেক আনাইল। সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৩৫ ॥ রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল। পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদা পৃথক্ করিল ॥ অদ্বৈত নিত্যা-

---

বসিলেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ দুই জন দুই পার্শ্বে, মধ্যে মহাপ্রভু এবং অগ্র পশ্চাৎ ভক্তগণ উপবেশন করিলেন। গৌড়ের যত ভক্তগণ, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না, তাঁহারা সকল সারি সারি হইয়া অঙ্গণে বসিলেন ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভুর গণ দেখিয়া ভট্ট চমৎকৃত হইয়া প্রত্যেকে সকলের পদে নমস্কার করিলেন। তখন স্বরূপ, জগদানন্দ ও কাশীশ্বর, শঙ্কর এবং রাঘব ও দামোদর ইহাঁরা সকল পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বল্লভ-ভট্ট বহু বহু প্রসাদ আনয়ন করাইয়া প্রভুর সন্ন্যাসিগণে নিজে পরিবেশন করিলেন। বৈষ্ণবগণ প্রসাদ ভোজন করেন এবং হরি হরি বলিতে থাকেন। তৎকালে হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইল। তখন ভট্ট মালা, চন্দন ও সুপারি এবং পান অনেক আনয়ন করিয়া সকলের পূজা করতঃ আনন্দিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু রথযাত্রার দিবস কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় সাত সম্প্রদায় পৃথক্ পৃথক্ করিতে লাগিল। অদ্বৈত, নিত্যা-

নন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর। শ্রীনিবাস রাঘব পণ্ডিত-গদাধর॥ সাত জন সাত ঠাঞি করেন নর্ত্তন। হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ॥ চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥ দেখি বল্লভভট্ট মনে হৈল চমৎকার। আনন্দে বিহ্বল নাহি আপনা সম্ভাল॥ ৩৬॥ তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা। পূর্ব্ববৎ আপনে নৃত্য করিতে লাগিলা॥ প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয়। এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভট্টের হৈল নিশ্চয়॥ এই মত রথযাত্রা সকল দেখিল। প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হইল॥ ৩৭॥ যাত্রা অনন্তরে ভট্ট যাই প্রভুর স্থানে। প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥ ভাগবতের টীকা কিছু করিঞাছি লিখন। আপনে মহাপ্রভু তাহা করেন শ্রবণ॥ ৩৮॥

নন্দ, হরিদাস বক্রেশ্বর, শ্রীনিবাস, রাঘব ও গদাধরপণ্ডিত এই সাত জন সাত স্থানে কীর্ত্তন করেন, মহাপ্রভু হরিবোল বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চৌদ্দটী মাদলের বাদ্যসহকারে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভুবন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বল্লভভট্ট দেখিয়া মনে চমৎকার হইলেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না॥ ৩৬॥

তখন মহাপ্রভু সকলের নৃত্য স্থগিত রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর সৌন্দর্য্য ও প্রেমোদয় দেখিয়া ভট্টের মনে এই নিশ্চয় হইল, ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এইরূপ সকলে রথযাত্রা দর্শন করিলেন, মহাপ্রভুর চরিত্রে ভট্ট চমৎকৃত হইলেন॥ ৩৭॥

ভট্ট যাত্রার অবসানে মহাপ্রভুর নিকট গমন করিয়া তদীয় চরণে কিঞ্চিৎ নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন। প্রভো! ভাগবতের কিছু টীকা লিখিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন॥ ৩৮॥

প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি। ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী॥ কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে। সংখ্যা নাম পূর্ণ আমার নহে রাত্রি দিনে॥ ৩৯॥ ভট্ট কহে কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে। বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥ প্রভু কহে কৃষ্ণনামের বহু অর্থ নাহি মানি। শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥ ৪০॥

তথাহি কৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশমব্যাখ্যায়ধৃতং
নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ। যথা—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ। ইতি॥ ৪১॥

এই অর্থমাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার। আর সব অর্থে আমার নাহি অধিকার॥ ফল্গুবল্গনপ্রায় ভট্টের যত ব্যাখ্যা। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি তাহা

তমাল শ্যামলত্বিষীতি। ত্বিষকান্তৌ। স্তনন্ধয়ে। ধেটপানে॥ ৪১॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি ভাগবতের অর্থ কিছু বুঝিতে পারি না, আমি ভাগবতার্থ শুনিতে অধিকারী নহি। কেবলমাত্র বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করি, আমার দিবা রাত্রিতে অসংখ্য নাম পূর্ণ হয় না॥ ৩৯॥

ভট্ট কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণনামের যে বিস্তার ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। মহাপ্রভু কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না, কেবলমাত্র শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই অর্থ জ্ঞাত আছি॥ ৪০॥

এই বিষয়ের প্রমাণ কৃষ্ণসন্দর্ভে "অনর্থোপশম" ইহার
ব্যাখ্যায়ধৃত নামকৌমুদীর শ্লোক। যথা—

তমাল শ্যামলকান্তি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়িবৃত্তি ইহাই সকল শাস্ত্রে নিশ্চিত হইয়াছে॥ ৪১॥

করিলা উপেক্ষা॥ ৪২ ॥ বিমনা হইঞা ভট্ট গেলা নিজঘর। প্রভু বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥ তবে ভট্ট যাই পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঞি। নানা মত প্রীতি করে করি আসি যাই॥ প্রভুর উপেক্ষায় যত নীলাচলের জন। ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥ ৪৩ ॥ লজ্জিত হইলা ভট্ট হৈল অপমান। দুঃখিত হইঞা গেলা পণ্ডিতের স্থান॥ দৈন্য করি কৈল্যু তোমার শরণ। তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥ কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ। তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥ ৪৪ ॥ সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত করয়ে সংশয়। কি করিব এক করিতে না পারি নিশ্চয়। যদ্যপি পণ্ডিত না করিলা অঙ্গীকার। ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎ-

---

আমি এই অর্থমাত্র নিশ্চয় জানি, অন্য যে সকল অর্থ আছে, সে সকল অর্থে আমার অধিকার নাই। ভট্টের যে সকল ব্যাখ্যা, সে সকল ফল্গুবল্গনপ্রায়, মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাহা জানিয়া উপেক্ষা করিলেন॥ ৪২॥

তখন ভট্ট বিমনস্ক হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন, মহাপ্রভুর বিষয়ে তাঁহার ভক্তির কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। তখন ভট্ট পণ্ডিতগোস্বামির নিকট গমন করিলেন, তথায় যাওয়া আসা করিয়া নানা মত প্রীতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর উপেক্ষায় যত নীলাচলবাসী মনুষ্য ভট্টের ব্যাখ্যা কিছুমাত্র শ্রবণ করেন না॥ ৪৩॥

ভট্ট এইরূপে অপমান হওয়াতে লজ্জিত হইলেন ও দুঃখিত হইয়া পণ্ডিতের নিকট গমন করিলেন। তৎপরে ভট্ট দৈন্য করিয়া কহিলেন, আমি আপনার শরণ লইলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন। আমার কৃত কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা যদি শ্রবণ করেন, তবে আমার লজ্জাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইবে॥ ৪৪॥

তখন পণ্ডিত সঙ্কটে পড়িয়া সংশয় করিলেন, কি করিব, একও নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। যদিচ পণ্ডিত অঙ্গীকার করিলেন না

য়॥ ৪৫ ॥ আভিজাত্যে পণ্ডিত না করে নিষেধন। এ সঙ্কটে রাখ লইনু শরণ॥ অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানিব মোর মন। তারে ভয় নাহি কিছু বিষম তার গণ॥ যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি কিছু দোষ। তথাপি প্রভুর গণে করায় প্রণয়রোষ॥ ৪৬॥ প্রত্যহ বল্লভভট্ট আইসে প্রভু স্থানে। উদ্গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥ যেই কিছু কহে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন। শুনিতেই আচার্য্য তার করেন খণ্ডন॥ আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়। রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক-প্রায়॥ ৪৭॥ এক দিন ভট্ট তবে পুছিলা আচার্য্যেরে। জীব প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ পতিব্রতা নারী পতির নাম নাহি লয়।

তথাপি ভট্ট বলপূর্ব্বক গিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥

আভিজাত্যে অর্থাৎ কৌলিন্যহেতু পণ্ডিত নিষেধ করিতে পারেন না, মনে মনে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এ সঙ্কটে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণ লইলাম। মহাপ্রভু অন্তর্যামী, আমার মন জানিতে পারিতেছেন, তাঁহাকে কিছু ভয় নাই, কিন্তু তাঁহার গণ অতি বিষম। যদিচ পণ্ডিতের বিচারে কোন দোষ নাই, তথাপি প্রভুর গণে প্রণয়রোষ উৎপাদন করে॥৪৬॥

বল্লভভট্ট প্রত্যহ প্রভুর স্থানে আগমন করিয়া আচার্য্যাদির সঙ্গে উদ্গ্রাহাদি (বিচারাদি) প্রায় করিতে লাগিলেন। ভট্ট যে কিছু সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া কহেন, আচার্য্য শুনিবামাত্র তাহা খণ্ডন করেন। ভট্ট আচার্য্যাদির অগ্রে যখন যখন গমন করেন, তখন রাজহংস মধ্যে যেন বকপ্রায় হইয়া থাকেন॥ ৪৭॥

তৎপরে ভট্ট এক দিন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জীব প্রকৃতি স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণকে পতি করিয়া মানিয়া থাকে। পতিব্রতা নারী পতির

তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয় ॥ ৪৮ ॥ আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্। ইহাঁরে পূছ ইহঁ করিবেন ইহার প্রমাণ ॥ ৪৯ ॥ শুনি প্রভু কহে তুমি না জান ধর্ম্ম মর্ম্ম। স্বামির আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥ পতির আজ্ঞা নিরন্তর নাম তাঁর লইতে। পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে খণ্ডিতে ॥ অতএব নাম লয় নামের ফল পায়। নামের ফল কৃষ্ণপাদে প্রেম উপজায় ॥ ৫০ ॥ শুনিঞা বল্লভভট্ট হৈলা নির্ব্বচন। ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন ॥ নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত। এক দিন যদি উপরি পড়ে মোর বাত ॥ তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়। স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ॥ আর দিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি। সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব

নাম গ্রহণ করে না, তোমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ কর, এ তোমাদের কোন্ ধর্ম্ম হয়? ॥ ৪৮ ॥

আচার্য্য কহিলেন, তোমার অগ্রে এই মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম রহিয়াছেন, ইহাঁকে জিজ্ঞাসা কর, ইনি ইহার প্রমাণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

মহাপ্রভু শুনিয়া কহিলেন, তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম জান না, স্বামির আজ্ঞা প্রতিপালন করে, ইহাই পতিব্রতার ধর্ম্ম। নিরন্তর তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে পতির আজ্ঞা আছে, পতিব্রতা পতির আজ্ঞা খণ্ডন করিতে পারে না। অতএব নাম গ্রহণ করে, নামের ফল প্রাপ্ত হয়, নামের ফল এই যে, নাম হইতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম উৎপন্ন হয় ॥ ৫০ ॥

তখন বল্লভ শুনিয়া নির্ব্বচন হইলেন অর্থাৎ তাঁহার আর বাক্য নির্গত হয় না, তিনি গৃহে গমন করিয়া দুঃখিতচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিন্তা এই যে, প্রত্যহ এই সভাতে আমার কক্ষাপাত হয়, যদি আমার কথা এক দিন উপরে উঠে, তাহা হইলে আমার সুখ হয় এবং সকল লজ্জা নিবৃত্তি পায়, আমি নিজবাক্য স্থাপন জন্য কি

নি ॥৫১॥ ভাগবতে স্বামির ব্যাখ্যা করিঞাছি খণ্ডন। লইতে না পারি তার ব্যাখ্যার বচন ॥ সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে আনি। এক বাক্য নাঞি তাতে স্বামি নাঞি মানি ॥ ৫২ ॥ প্রভু হাসি কহে স্বামি না মানে যেই জন। বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ এত বলি মহাপ্রভু মৌন করিলা। শুনিঞা সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ৫৩ ॥ জগতের হিত লাগি গৌর অবতার। অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ নানা অবজ্ঞানে ভট্ট শোধে ভগবান্। কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে। গর্ব্বচূর্ণ হইলে পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা। পূর্ব্বে প্রয়াগে

উপায় করিব। পর দিবস প্রভুর নিকট আগমন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলেন ও মনোমধ্যে গর্ব্বধারণ করিয়া সভাতে কিছু কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

আমি ভাগবতে স্বামির ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছি, স্বামির ব্যাখ্যাবাক্য গ্রহণ করিতে পারি না। সেস্থানে যাহা আবশ্যক স্বামী আনিয়া সেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহাতে এক বাক্য নাই, সুতরাং স্বামিকে মানিতে পারি না ॥ ৫২ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বামিকে মানে না, তাহাকে বেশ্যার মধ্যে গণনা করি। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু মৌনাবলম্বন করিলেন, শুনিয়া সকলের মনে সন্তোষ হইল ॥৫৩॥

গৌরাঙ্গদেবের অবতার জগতের হিত নিমিত্ত, তাঁহার অন্তরের অভিমান অবগত আছেন। নানা অবমাননা দ্বারা ভট্টের অন্তঃকরণ শোধন করিলেন, যেমন ইন্দ্রের অভিমান শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডন করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

অজ্ঞ জীব আপনার হিতকে অহিত করিয়া মানে, গর্ব্বচূর্ণ হইলে পশ্চাৎ নয়ন উন্মীলন করে। ভট্ট রাত্রে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিতে

মোরে মহাকৃপা কৈলা॥ স্বগণ সহিত মোর মানিল নিমন্ত্রণ। ইবে কেন প্রভুর মোতে ফিরি গেল মন॥ আমি জিত এই গর্ব্বশূন্য হউ ইহার চিত্ত। ঈশ্বরস্বভাব এই করেন সবার হিত॥ আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান। সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোরে করে অপমান॥ আমার হিত করেন ইহঁ আমি মানি দুঃখ। কৃষ্ণের উপর কৈল যৈছে ইন্দ্র মূর্খ॥৫৫॥ এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে। দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে॥ ৫৬॥ আমি অজ্ঞ অজ্ঞোচিত যে কর্ম্ম করিল। তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকটিল॥ তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা। অপমান করি গর্ব্ব সব খণ্ডাইলা॥ আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান। ইন্দ্র যেন কৃষ্ণ নিন্দা করিল অজ্ঞান॥ তোমার কৃপাঞ্জনে এবে গর্ব্ব অন্ধ

লাগিলেন, পূর্ব্বে মহাপ্রভু প্রয়াগে আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন। স্বগণ সহিত আমার নিমন্ত্রণ করিতেন, এখন মহাপ্রভুর মন কেন ফিরিয়া গেল? “উহার এই চিত্ত গর্ব্বশূন্য হউক, আমি জয় করি, ঈশ্বরস্বভাব এইরূপ সকলের হিত করেন।” আমি আপনা জানাইতে যে অভিমান করি, আমার অপমান করিয়া সে গর্ব্ব খণ্ডন করেন। ইনি আমার হিত করিতেছেন, আমি দুঃখ বোধ করিতেছি, মূর্খ ইন্দ্র যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপর গর্ব্ব করিয়াছিল॥ ৫৫॥

ভট্ট রাত্রে এইরূপ চিন্তা করত প্রাতে মহাপ্রভুর চরণসমীপে আগমন করিয়া দৈন্য ও স্তব করত শরণ লইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৫৬॥

প্রভো! আমি অজ্ঞ, অজ্ঞের উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছি, মূর্খ হইয়া আপনার অগ্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলাম। আপনি ঈশ্বর, নিজের উচিত কৃপা করিলেন, অপমান করিয়া আমার সমুদায় গর্ব্ব খণ্ডাইয়া দিলেন। আমি অজ্ঞ, হিতের স্থানে অপমান বোধ করি, অজ্ঞান ইন্দ্র যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়াছিল। আপনার কৃপারূপ অঞ্জন দ্বারা

গেল। তুমি এত কৃপা কৈল এবে জ্ঞান হৈল॥ অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ। কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥ ৫৭॥ প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত। দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্বপর্ব্বত॥ শ্রীধরস্বামি নিন্দি তুমি নিজ টীকা কর। শ্রীধরস্বামি নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥ শ্রীধরস্বামির প্রসাদে ভাগবত জানি। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামি গুরু করি মানি॥ শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে। অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে। শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥ শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥ অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥৫৮

এক্ষণে গর্ব্বরূপ অন্ধত্ব নিবৃত্তি পাইল, আপনি এত কৃপা করিয়াছেন, এক্ষণে আমার জ্ঞান হইল। প্রভো! অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন, শরণ লইলাম, কৃপা করিয়া আমার মস্তকে চরণার্পণ করুন॥ ৫৭॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি পণ্ডিত ও মহাভাগবত, দুই গুণ যে স্থানে বিদ্যমান, সে স্থানে গর্ব্বপর্ব্বত থাকিতে পারে না। তুমি শ্রীধরস্বামিকে নিন্দা করিয়া নিজে টীকা করিয়াছ? শ্রীধরস্বামিকে মান না, এত গর্ব্ব ধারণ কর? শ্রীধরস্বামির অনুগ্রহে আমি ভাগবত জানিয়াছি, জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিকে গুরুরূপে মান্য করিয়া থাকি। শ্রীধরের উপরে গর্ব্ব করিয়া যাহা কিছু লিখিবা, তোমার সেই অস্তব্যস্তের লিখা লোকে মানিবে না। যে ব্যক্তি শ্রীধরের অনুগত হইয়া লিখিবে, লোকসকল মান্য করিয়া তাহাই গ্রহণ করিবে। তুমি শ্রীধরের অনুগত হইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা কর ও অভিমান ত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কর। তুমি যদি অপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতে পার, তাহা হইলে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইবে॥ ৫৮॥

ভট্ট কহে মোরে যদি হইলে প্রসন্ন। একদিন পুনমোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ প্রভু অবতীর্ণ হয় জগত তারিতে। মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে ॥ জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন। দণ্ড করি করে তার হৃদয় শোধন ॥ ৬১ ॥ স্বগণ সহ মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা। মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ জগদানন্দপণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। সত্যভামার প্রায় প্রেমে বাম্যস্বভাব ॥ বার বার প্রণয়কলহ করে প্রভু সনে। অন্যোহন্যে খটপটি চলে দুই জনে ॥ ৬২ ॥ গদাধরপণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। রুক্মিণী-দেবীর যৈছে দক্ষিণাস্বভাব ॥ তার প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তার রোষ নাহি উপজায় ॥ এই লক্ষ পাঞা প্রভু কৈলা

তখন ভট্ট কহিলেন, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, তবে পুনর্ব্বার এক দিন আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন ॥ ৬০ ॥

মহাপ্রভু জগৎ নিস্তার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণকে সুখ দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। মহাপ্রভুর অভি-প্রায় এই যে, জগতের হিত হউক, প্রভু দণ্ড করিয়া বল্লভভট্টের হৃদয় শোধন করিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর ভট্ট স্বগণ সহ যখন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। জগদানন্দপণ্ডিতের যে শুদ্ধসত্ত্ব গাঢ়ভাব, তাহা সত্যভামার বাম্যস্বভাব প্রেমের ন্যায় হয়। জগদানন্দ বারম্বার মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রেমকলহ করেন, দুই জনে পরস্পর খটপটি অর্থাৎ বাদানুবাদ চলিতে থাকে ॥ ৬২ ॥

গদাধরপণ্ডিতের বিশুদ্ধ গাঢ়ভাব, যেরূপ রুক্মিণীদেবীর দক্ষিণাস্বভাব সেইরূপ। গদাধরপণ্ডিতের প্রণয়রোষ দেখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয়, কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহার রোষ উৎপন্ন হইল না। মহাপ্রভু

রোষাভাস। শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস॥ পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণ যদি পরিহাস কৈল। শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপ উপজিল॥ ৬৩॥ বল্লভভট্টের হয় বাল্য উপাসন। বালগোপাল মন্ত্রে করে তাহার সেবন॥ পণ্ডিতের সঙ্গে তার মন ফিরি গেল। কিশোরগোপাল উপাসনায় মন হৈল॥ পণ্ডিতের স্থানে চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে। পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম না হয় আমা হৈতে॥ আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র। তার আজ্ঞা বিনু আমি না হই স্বতন্ত্র॥ তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন। তাহাতেই মহাপ্রভু দেন ওলাহন॥ ৬৪॥ এই মত ভট্টের কথক দিন গেল। শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল॥ নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতেরে বোলাইলা। স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা॥ পথে পণ্ডি-

---

এই লক্ষণ দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিন্মাত্র রোষাভাস প্রকাশ করিলেন, শুনিয়া পণ্ডিতের চিত্তে ত্রাস উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রুক্মিণীর মনে ত্রাস জন্মিয়াছিল॥ ৬৩

বল্লভভট্টের বাল্যভাবে উপাসনা হয়, এ জন্য তিনি বাল-গোপাল মন্ত্রে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। গদাধরপণ্ডিতের সঙ্গে ভট্টের মন ফিরিয়া যাওয়াতে, কিশোর-গোপাল উপাসনায় অভিলাষ জন্মিল। ভট্ট তখন পণ্ডিতের নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিতে চাহিলে পণ্ডিত কহিলেন আমা হইতে এ কর্ম্ম হইবে না। আমি পরাধীন, আমার প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি স্বতন্ত্র হইতে পারি না। তুমি যে আমার নিকট আসিয়া থাক, তাহাতে মহাপ্রভু আমাকে ওলাহন অর্থাৎ তর্জ্জা করেন॥ ৬৪॥

এইরূপে ভট্টের কিছু দিন গত হইল, মহাপ্রভু শেষে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মহাপ্রভু নিমন্ত্রণের দিবস পণ্ডিতকে ডাকাইলেন, ডাকাইবার নিমিত্ত স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিলেন।

তেঁরে স্বরূপ কহিতে লাগিলা। পরীক্ষিতে মহাপ্রভু তোমা উপেক্ষিলা॥ তুমি কেনে তারে আসি না দিলে ওলাহন। ভীতপ্রায় হঞা কাহে করিলে সহন॥ ৬৫॥ পণ্ডিত কহে প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি। তাঁর সহ হঠ করি ভাল নাহি মানি॥ যেই কহে সেই সহি নিজশিরে ধরি। আপনে করিবে কৃপা দোষাদি বিচারি॥ এত বলি পণ্ডিত মহাপ্রভু স্থানে আইলা রোদন করিঞা প্রভুর চরণে পড়িলা॥ ৬৬॥ ঈষৎ হাসিঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন। সবা শুনাইঞা কহেন মধুর বচন॥ আমি চালাইব তোমা তুমি না চলিলা। ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥ আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা। সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥

স্বরূপ পথের মধ্যে পণ্ডিতকে কহিলেন, মহাপ্রভু পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তুমি আসিয়া তাঁহাকে কেন ওলাহন দিলা না? ভীতপ্রায় হইয়া কেন সহ্য করিলা? ॥ ৬৫॥

গদাধরপণ্ডিত কহিলেন, মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি, তাঁহার সহিত হঠ অর্থাৎ কলহ করি, ইহা আমার ভাল বোধ হয় না। মহাপ্রভু যাহা বলেন, তাহা আমি নিজমস্তকে ধারণ করিয়া সহ্য করি, তিনি দোষাদি বিচার করিয়া আপনিই কৃপা করিবেন। পণ্ডিত এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট আগমন করত রোদন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন॥ ৬৬॥

তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া গদাধরপণ্ডিতকে আলিঙ্গন করত সকলকে শুনাইয়া কিছু মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া কহিলেন। গদাধর! আমি তোমাকে বিচলিত করিলাম, কিন্তু তুমি তাহাতে বিচলিত হইলা না ক্রোধে কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া সমুদায় সহ্য করিয়াছ। আমার ভঙ্গীতে যখন তোমার মন বিচলিত হইল না, তখন স্বীয় সুদৃঢ় ও

পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়। গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥ পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়। গদাইর গৌরাঙ্গ করি যারে লোকে গায়॥ ৬৭॥ চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে। একলীলা গঙ্গা বহে শত শত ধারে॥ পণ্ডিতের সৌজন্যতা ব্রহ্মণ্যতা গুণ। দৃঢ়-প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥ ৬৮॥ অভিমানপঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল। সেই দ্বারায় আর সব লোক শিক্ষাইল॥ অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়। বাহ্য অর্থ যেই লয় সেই নাশ যায়॥ নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি। সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ়ভক্তি॥৬৯ দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ। প্রভু তার ভিক্ষা কৈল লঞা

সরলভাবে আমাকে ক্রয় করিয়াছ। পণ্ডিতের ভাবনমুদ্রবাক্যে বলিতে পারা যায় না, যাহাতে মহাপ্রভুর গদাধরপ্রাণনাথ বলিয়া নাম হইয়াছিল। পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর যে অনুগ্রহ, তাহা বলিতে পারা যায় না, যাঁহাকে গদাইর গৌরাঙ্গ বলিয়া লোকসকল গান করেন॥ ৬৭॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর লীলা বুঝিতে কে সমর্থ হইবে? এক লীলায় শত শত গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়। পণ্ডিতের সুজনতা ব্রহ্মণ্যতা গুণ ও দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোক মধ্যে বিস্তারিত করিলাম॥ ৬৮॥

এইরূপে মহাপ্রভু অভিমানপঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া ভট্টকে শোধন করিলেন, তদ্দ্বারা অন্য সমুদায় লোককে শিক্ষা প্রদান করা হইল। মহাপ্রভু অন্তরে অনুগ্রহ ও বাহ্যে প্রায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি বাহ্যার্থ গ্রহণ করে সে বিনিষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় লীলা কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই, শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রতি যাহার দৃঢ়ভক্তি আছে, সেইমাত্র বুঝিতে পারে॥ ৬৯॥

গদাধরপণ্ডিত কিছু দিন পরে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে, প্রভু

নিজগণ ॥ তাহাঞি বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা। পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি কৈলা ॥৭০॥ এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন। যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন ॥ ৭১ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিল নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

॥ • ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

নিজগণ লইয়া তাঁহার ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। বল্লভভট্ট সেই স্থানে মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া পণ্ডিতের নিকট পূর্ব্বপ্রার্থিব সমুদায় সিদ্ধ করিলেন ॥ ৭০ ॥

ভক্তগণ! বল্লভভট্টের এই মিলন বর্ণন করিলাম, যাহা শ্রবণ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধন লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৭২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে বল্লভভট্টের মিলন নাম সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

——০ঃ*ঃ০——

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার। ব্রহ্মা শিব আদি ভজে চরণ যাহার॥ ২॥ জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বান্ধিল যেহ দিঞা প্রেমফান্দ॥ জয় জয় ঈশ্বর অদ্বৈত অবতার। কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার॥ জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু যার প্রাণধন॥ ৩॥ এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে। নীলাচলে ক্রীড়া

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমিত্যাদি॥ ১॥

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে লৌকিক ব্যবহারবশতঃ নিজের যে ভিক্ষান্ন সঙ্কোচ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥ ১॥

ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি যাঁহার চরণারবিন্দ ভজনা করেন, যিনি করুণাসিন্ধু অবতার, সেই শ্রীচৈতন্য জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

অবধূত ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, যিনি প্রেমফাঁদ্ দিয়া জগৎ বন্ধন করিয়াছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইয়া জগৎ নিস্তার করিলেন, সেই ঈশ্বরাবতার অর্থাৎ শিব, স্বরূপ ও অদ্বৈত জয়যুক্ত হউন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু যাঁহাদিগের প্রাণধন, সেই শ্রীবাসাদি ভক্তগণ জয়যুক্ত হউন জয়যুক্ত হউন॥ ৩॥

শ্রীগৌরচন্দ্র এইরূপে নিজভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া যখন কৃষ্ণপ্রেম-

করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ হেনকালে রামচন্দ্রপুরীগোসাঞি আইলা। পরমানন্দপুরী আর প্রভুরে মিলিলা ॥ পরমানন্দপুরী কৈল চরণ বন্দন। পুরী গোসাঞিকে কৈলা তিঁহ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৪॥ মহাপ্রভু কৈল তারে দণ্ডবৎ নতি। আলিঙ্গন করি তিঁহ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥ তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কথক্ষণ। জগদানন্দপণ্ডিত তারে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিঞা। যথেষ্ট ভিক্ষা কৈল তিঁহ নিন্দার লাগিঞা ॥ ভিক্ষা করি কহে পুরী জগদানন্দ শুন। অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভোজন ॥ ৫ ॥ আগ্রহ করিঞা খাওয়াইতে বসাইল। আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল ॥ আগ্রহ করিঞা পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল। আচমন করিলে নিন্দা করিতে লাগিল ॥৬॥ শুনি চৈতন্যের গণ করে বহুতভক্ষণ।

রঙ্গে নীলাচলে ক্রীড়া করিতেছেন। এমন সময়ে রামচন্দ্রপুরীগোস্বামী আগমন করিলেন ও পরমানন্দপুরী আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। পরমানন্দপুরী রামচন্দ্রপুরীর চরণ বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু তাঁহাকে দণ্ডবৎ ও প্রণতি করিলে, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনজনে কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন, এমন সময়ে জগদানন্দপণ্ডিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত জগন্নাথের প্রসাদ আনয়ন করিলেন, রামচন্দ্রপুরী নিন্দার নিমিত্ত যথেষ্ট ভিক্ষা করিলেন এবং ভিক্ষা করিয়া কহিলেন, জগদানন্দ! শ্রবণ কর, তুমি অবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন কর ॥ ৫ ॥

তাঁহাকে আগ্রহ করিয়া ভোজন করিতে বসাইয়া আপনি আগ্রহসহকারে তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন, তিনি আচমন করিলে নিন্দা করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ সন্ন্যাসিরে এত খাওয়াই ধর্ম্ম কর নাশ। বৈরাগী হঞা এত খাও বৈরাগ্যে নাহি ভাস ॥ ৭ ॥ এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিঞা। পাছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইঞা ॥ পূর্ব্বে যবে মাধবপুরী করে অন্তর্দ্ধান। রামচন্দ্রপুরী তবে আইল তার স্থান ॥ পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন। মথুরা না পাইনু বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তারে। শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে ॥ ৮ ॥ তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ। চিদ্ব্রহ্ম হৈয়া কেনে করহ ক্রন্দন ॥৯॥ শুনি মাধবেন্দ্র মনে দুঃখ উপজিল। দূর দূর পাপিষ্ঠ বলি ভর্ৎসন করিল ॥ কৃষ্ণকৃপা না পাইনু না পাইনু

আমি শুনিয়াছি চৈতন্যের গণ অনেক ভক্ষণ করে, এখন সাক্ষাৎ দেখিলাম, সে বাক্য সত্য। সন্ন্যাসিকে এত খাওয়াইয়া ধর্ম্মনাশ করিতেছ, বৈরাগী হইয়া এত খাও, ইহাতে বৈরাগ্যের আভাস নাই ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব এই যে, অগ্রে আগ্রহ করিয়া অনেক খাওয়াইয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করেন। পূর্ব্বে যখন মাধবপুরী অন্তর্দ্ধান করেন, রামচন্দ্রপুরী তখন তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন ও মথুরা পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন। তখন রামচন্দ্রপুরী তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য, শিষ্য হইয়া গুরুকে উপদেশ করিতে কিছুমাত্র ভয় করিলেন না ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্রপুরীর উপদেশ, যথা—রামচন্দ্রপুরী কহিলেন, আপনি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, আপনাকে স্মরণ করুন, নিজে চিদ্ব্রহ্ম হইয়া কেন রোদন করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥

এই কথা শুনিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মনে দুঃখ উৎপন্ন হইল, তিনি ভর্ৎসনা করিয়া রামচন্দ্রপুরীকে কহিলেন, পাপিষ্ঠ ! দূর হও দূর হও।

মথুরা। আপনার দুঃখে মরোঁ দিতে আইলা জ্বালা ॥ মোরে মুখ না দেখাবি তো, যাও যথি তথি। তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ কৃষ্ণ না পাইনু মুঞি মরোঁ আপন দুঃখে। মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥ ১০ ॥ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীপাদ উপেক্ষা করিল। সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী নাহি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ। সর্ব্ব লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ১১ ॥ ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদসেবন। স্বহস্তে করেন মল মূত্রাদি মার্জ্জন ॥ নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ১২ ॥ তুষ্ট হঞা পুরী তার কৈলা আলিঙ্গন। বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥ সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর। রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ১৩ ॥ মহ-

---

আমি কৃষ্ণ পাইলাম না ও মথুরাও পাইলাম না, নিজের দুঃখে মরিতেছি, তুই আমাকে জ্বালা দিতে আসিয়াছিস। আমাকে মুখ দেখাইস না, যে স্থানে সে স্থানে চলিয়া যা। তোকে দেখিয়া মরিলে আমার অসদ্গতি হইবে। আমি কৃষ্ণ পাইলাম না, নিজেই দুঃখেই মরিতেছি, এই ছার মূর্খ আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছে? ॥ ১০ ॥

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ইহাঁকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সেই অপরাধে ইহাঁর বাসনা উৎপন্ন হইল। ইনি শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী, ইহাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই, ইনি লোকসকলের নিন্দা করেন, নিন্দাতেই ইহাঁর আগ্রহ ॥ ১১ ॥

ঈশ্বরপুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সেবা করিতেন, স্বহস্তে তাঁহার মল ও মূত্রাদি মার্জ্জন করিয়া দিতেন। ঈশ্বরপুরী নিরন্তর কৃষ্ণনাম স্মরণ করাইয়া কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা সর্ব্বদা শ্রবণ করাইতেন ॥ ১২ ॥

তখন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে আলিঙ্গন করত এই বলিয়া বর দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হউক। ঈশ্বরপুরী

অনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন। এই দুই দ্বারায় শিক্ষাইল জগজন॥ জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেম দান। এই শ্লোক পড়ি তিঁহ কৈল অন্তর্ধান॥ ১৪॥

তথাহি পদ্যাবলীধৃত ৩৩৪ শ্লোকে
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীবাক্যং। যথা—

* অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং। ইতি॥১৫

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ। কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ॥ পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর। সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥ প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যাণ। যেই

সেই হইতে প্রেমসমুদ্র ও রামচন্দ্রপুরী সকলের নিন্দাকর হইলেন॥১৩॥

এই দুই জন মদনুগ্রহ ও নিগ্রহের সাক্ষী, জগতের লোকসকলকে এই দুই জনদ্বারা শিক্ষাপ্রদান করিলেন। জগদ্গুরু মাধবেন্দ্রপুরী প্রেম দান করিয়া এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অন্তর্দ্ধান হইলেন॥ ১৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীধৃত ৩৩৪ শ্লোকে
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর বাক্য। যথা—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে তোমাকে অবলোকন করিব। হে দয়িত! তোমার অদর্শনে আমার এই কাতর হৃদয় অস্থির হইয়াছে, আমি কি করিব॥ ১৫॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উপদেশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ভক্তের বিশেষ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী পৃথিবীতে প্রেমের অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যঠাকুর সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ স্বরূপ। প্রস্তাবাধীন পুরীগোস্বামির নির্ব্বাণ অর্থাৎ

*এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৪ পরিচ্ছেদে ১১৮ অঙ্কে আছে॥

ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ১৬ ॥ রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহে নীলাচলে। বিরক্তস্বভাব কভু রহে কোন্ স্থলে ॥ অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়। অন্যের ভিক্ষার স্থিতি লয়েন নিশ্চয় ॥ প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ। প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন ॥ প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়। কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয় ॥ প্রভু স্থিত রীতি শিক্ষা শয়ন প্রয়াণ। রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ১৭ ॥ প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল। ছিদ্র চাহি বলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥ সন্ন্যাসী হঞা করে নানা মিষ্টান্ন ভক্ষণ। এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়বারণ ॥ এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক স্থানে।

অন্তর্দ্ধান বর্ণন করিলাম, যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনি অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়েন ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্রপুরী ঐরূপে নীলাচলে বাস করিয়া রহিলেন, তিনি বিরক্তস্বভাব, কখন কোন্ স্থানে অবস্থিতি করেন, বলা যায় না। রামচন্দ্রপুরী অনিমন্ত্রণেও ভিক্ষা করিতে যান, তাহারও নিশ্চয় নাই, অন্যের কোথায় ভিক্ষা হইতেছে, তাহার স্থান নিশ্চয় করেন। মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণে চারিপণ কোড়ি লাগে, তাহাতে মহাপ্রভু, কাশীশ্বর ও গোবিন্দ এই তিন জন ভোজন করেন। মহাপ্রভু ভিক্ষা প্রতি দিন নানা স্থানে হয়, যদি কেহ চারিপণ কোড়ি ভিক্ষার মূল্য নির্ণয় করিয়া আনয়ন করে। এই নিমিত্ত মহাপ্রভুর স্থিতি রীতি, ভিক্ষা শয়ন ও গমন, এই সকলের অনুসন্ধান রামচন্দ্রপুরী করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

মহাপ্রভু যত গুণ, তাহা রামচন্দ্রপুরী স্পর্শ করিতে পারেন না, ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন স্থানে [illegible] [illegible] হইলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়া নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, এই সকল ভোগে তাঁহার কিরূপে ইন্দ্রিয়দমন হইবে। রামচন্দ্রপুরী

প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতি দিনে ॥ ১৮ ॥ প্রভু গুরু বুদ্ধে করে সংভ্রম সম্মান। তিঁহ ছিদ্র চাহি বুলে এই তার কাম ॥ ১৯ ॥ যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে। তথাপি আদর করে বড়ই সংভ্রমে ॥ ২০ ॥ এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর। পিপীলিকা দেখি ছদ্মে কহেন উত্তর ॥

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীত্তেন
পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ। ইতি ॥ ২১ ॥

রাত্রাবিতি। ইক্ষুবিকারঃ ঐক্ষবং গুড়াদি রাত্রৌ অত্র আসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি ভ্রমন্তীতি ॥ ২১ ॥

সকল লোকের নিকট এই নিন্দা করেন, কিন্তু তিনি মহাপ্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ আগমন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

মহাপ্রভু গুরুবুদ্ধিতে সম্ভ্রম পূর্ব্বক রামচন্দ্রপুরীকে সম্মান করেন কিন্তু তিনি মহাপ্রভুর ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহার এই মাত্র কর্ম্ম ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্রপুরী যত নিন্দা করেন, মহাপ্রভু তৎসমুদায় অবগত আছেন, তথাপি তিনি সম্ভ্রমসহকারে তাঁহার অতিশয় আদর করিয়া থাকেন ॥ ২০

রামচন্দ্রপুরী এক দিবস মহাপ্রভুর গৃহে আগমন করিয়া তথায় পিপীলিকা দেখিয়া ছল করত কহিলেন। "রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীত্তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ। ইতি" অর্থাৎ রাত্রে এই স্থানে গুড় ছিল, এই নিমিত্ত পিপীলিকা সকল সঞ্চরণ করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা, এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন ॥ ২১ ॥

প্রভু পূর্ব্বাপরেতে নিন্দাকথা করিতা শ্রবণ। এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়। তাহে তর্ক উঠাইঞা দোষ লাগায় ॥ ২১ ॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর সঙ্কোচিত মন। গোবিন্দ বোলাইয়া কিছু কহেন বচন ॥ আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত নিয়ম। পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ইহা বহি অধিক আরকিছু না লইবা। অধিক আনিলে এথা আমা না দেখিবা॥২৩ সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত। শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রপাত ॥ রামচন্দ্রপুরীকে সবাই দেয় তিরস্কার। এ পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লৈল সবাকার ॥ ২৪ ॥ সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ। এক চৌঠি ভাত পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥ একামাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার। মাথায়

মহাপ্রভু পূর্ব্বে ও পরে অসাক্ষাতে নিন্দাকথা শ্রবণ করিতেন, এক্ষণে তিনি কল্পিত নিন্দা সাক্ষাৎ শ্রবণ করিলেন। পিপীলিকা স্বভাবতই সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে, রামচন্দ্রপুরী তাহাতে তর্ক লাগাইয়া দোষলিপ্ত করিলেন ॥ ২২ ॥

এই কথা শুনিতে শুনিতে প্রভুর মন সঙ্কুচিত হইল, গোবিন্দকে ডাকাইয়া কিছু বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন। আমার আজ্ হইতে ভিক্ষার এই নিয়ম হইল, পিণ্ডাভোগের এক চতুর্থাংশ অন্ন ও পাঁচগণ্ডা কৌড়ির ব্যঞ্জন লইবা। ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই লইবা না, যদি অধিক আনয়ন কর, তবে এস্থানে আমাকে আর দেখিতে পাইবা না ॥ ২৩ ॥

গোবিন্দ এই কথা বৈষ্ণবগণের অগ্রে প্রকাশ করিলেন, ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। রামচন্দ্রপুরীকে সকলে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, এই পাপিষ্ঠ আসিয়া সকলের প্রাণ লইল ॥ ২৪॥

সেই দিবস এক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে, গোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট এক চতুর্থাংশ অন্ন ও পাঁচগণ্ডা কৌড়ির ব্যঞ্জন

ঘা মারে শিরে করে হাহাকার ॥ ২৫ ॥ সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল। যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দাদি পাইল ॥ অর্দ্ধাশন কৈল প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন। সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ গোবিন্দে কাশী-শ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন। দোঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥ ২৬॥ এইমত মহাদুঃখে দিন কথ গেল। শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল॥ প্রণাম করি পুরীর কৈল চরণ বন্দন ॥ ২৭॥ প্রভুকে কহেন কিছু হাসিয়া বচন ॥ সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়তর্পণ। যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন। এত শুষ্ক বৈরাগ্য নহে

এই মাত্র অঙ্গীকার করিলেন। তখন সেই বিপ্র মস্তকে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু সেই অন্ন ও ব্যঞ্জনের অর্দ্ধেক ভোজন করিলেন, অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিল, তাহাই গোবিন্দাদি ভক্তগণ প্রাপ্ত হইলেন। মহা-প্রভু অর্দ্ধাশন করিলেন ও গোবিন্দের অর্দ্ধাশন হইল, তাহা দেখিয়া সকল ভক্তগণ ভোজন পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু গোবি-ন্দকে ও কাশীশ্বরকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা দুই জনে অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া উদর ভরণ কর ॥ ২৬ ॥

এইরূপে কতিপয় দিবস মহাদুঃখে অতিবাহিত হইল, রামচন্দ্রপুরী এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহাপ্রভু তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন রামচন্দ্রপুরী হাস্য করিয়া মহাপ্রভুকে কিছু বাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা সন্ন্যাসির ধর্ম্ম নহে, যে কোন প্রকারে উদর মাত্র ভরণ করিবে। তোমাকে ক্ষীণ দেখিলাম, শুনিতেছি, তুমি অর্দ্ধাশন করিয়া থাক, বৈরাগ্য সৈন্যাসির এত শুষ্ক ধর্ম্ম নহে। যথাযোগ্য

সন্ন্যাসির ধর্ম্ম ॥ যথাযোগ্য উদরভরে না করে বিষয়ভোগ। সন্ন্যাসির তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ২৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ১৬। ১৭ শ্লোকে

অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। যথা—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ২৯ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা। ইতি ॥ ৩০ ॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার। মোরে শিক্ষা দেহ

সুবোধন্যাং। ৬। ১৬। যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য আহারাদিনিয়মমাহ, নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাং। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি। তথাতিনিদ্রাশীলস্য জাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ২৯ ॥

সুবোধন্যাং। ৬। ১৭। তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যাহ যুক্তাহারেতি যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তৈব চেষ্টা যস্য যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ৩০ ॥

উদর ভরণ করিবে, কিন্তু বিষয়ভোগ করিবে না, তাহা হইলে সন্ন্যাসির জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয় ॥ ২৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীভগবদ্গীতার ৬ অধ্যায়ে ১৬। ১৭ শ্লোকে

অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। যথা—

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অতি ভোজনকারী, একান্ত অনাহারি ব্যক্তির, অতিনিদ্রালু ও জাগরূক লোকের যোগসাধন হয় না ॥ ২৯ ॥

যাহার আহার, বিহার, কর্ম্মসম্বন্ধীয় চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণযুক্ত অর্থাৎ নিয়মিত ব্যবহারী, তাহাদের যোগ দুঃখনিবারক হয় ॥ ৩০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি অজ্ঞ বালক, আপনার শিষ্য, আপনি

এই ভাগ্য সে আমার ॥ এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা। ভক্ত অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা ॥ ৩১ ॥ আর দিন ভক্তগণ পরমানন্দপুরী। প্রভু পাশ নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি ॥ রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুকস্বভাব। তার বোলে অন্ন ছাড় কিবা ইহার লাভ ॥ পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিঞা। যেই খায় তারে খাওয়ায় যতন করিঞা ॥ খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন। এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন ॥ সন্ন্যাসিরে এত খাওয়াই কর ধর্ম্মনাশ। অতএ জানিল তোমার নাহি কিছু ভাস ॥ কে কৈছে ব্যবহার করে কেবা কিবা খায়। এই অনুসন্ধানে তেঁহ করেন সদায় ॥ শাস্ত্রে সেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ ॥ ৩২ ॥

আমাকে যে শিক্ষা দিতেছেন, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। রামচন্দ্রপুরী এই কথা শুনিয়া উঠিয়া গেলেন, ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করিতেছে, মহাপ্রভুর কর্ণগোচর হইল ॥ ৩১ ॥

পর দিবস ভক্তগণ ও পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া দৈন্য এবং বিনয়সহকারে কহিলেন। প্রভো! রামচন্দ্রপুরী নিন্দুকস্বভাব হয়েন, তাঁহার কথায় অন্ন ত্যাগ করিয়া কি লাভ হইবে? পুরার স্বভাব এই যে, তিনি যথেষ্ট অন্ন আহার করিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি খাইতে চাহে, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক যথেষ্ট অন্ন ভোজন করান। রামচন্দ্রপুরী খাওয়াইয়া পুনর্ব্বার তাহাকে এই কথা বলিয়া নিন্দা করেন, তুমি এত অন্ন খাও, তোমার কত ধন আছে। সন্ন্যাসিকে এত খাওয়াইয়া তাহার ধর্ম্মনাশ কর, অতএব জানিলাম, তোমার কিছু ভাস (সার) নাই। কে কি ব্যবহার করে ও কে কি খায়, রামচন্দ্রপুরী সর্ব্বদাই এই অনুসন্ধান করেন। শাস্ত্রে যে দুইটী কর্ম্মকে অর্থাৎ প্রশংসা ও নিন্দাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, রামচন্দ্রপুরী নিরন্তর সেই দুইটী কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥৩২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে
উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং। যথা—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ৩৩॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িঞা। পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিঞা॥ ৩৪॥

তথাহি পাণিনিসূত্রং। যথা—

পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবানিতি॥

ভাবার্থদীপিকায়াঃ। ১১। ২৮। ১। ইদানীমতিবিস্তরেণোক্তং জ্ঞানযোগং সংক্ষেপেণ বক্তুমাহ। পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণি চ তত্র হেতুঃ বিশ্বমিতি। ক্রমসন্দর্ভে, অথ তাদৃশে ভক্তিযোগে বাহ্যদৃষ্টিং পরিত্যাজয়িতুমথবা ভক্তিযোগস্য সুগমতাং সুলভতাঞ্চ দর্শয়িষ্যন্ দুর্গমাদিরূপং স সাধনং জ্ঞানমাহ। পরস্বেতি, প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ বিশ্বমেকাত্মকমিতি আদাবন্তে জনানাং সদ্বহিরন্তঃপরাবরমিত্যাদি সপ্তমস্কন্ধান্তর্ব্যাখ্যা রীত্যা বস্তুতস্তুং সর্ব্বাবয়বীয়ঃ পরমাত্মা স এবৈক আত্মা যস্য তথাভূতং পশ্যন্। জ্ঞানবিবেক ইত্যাদিভ্যাং॥ ৩৩॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। যথা—

ভগবান্ কহিলেন, অন্য লোকের শান্তঘোরাদি স্বভাবকে বা সদসৎ কর্ম্মকে প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না। যে হেতু এই বিশ্বকে প্রকৃতি ও পুরুষের একাত্মকত্ব দর্শন করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য॥ ৩৩॥

ইহার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ত্যাগ করিয়া পরবিধিকে বলবান্ জ্ঞান করত নিন্দা করিয়া থাকেন॥ ৩৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পাণিনিসূত্রে। যথা—

পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এই দুয়ের মধ্যে পরবিধিই বলবান্ হয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে
১৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে। যথা—

যদধর্ম্মকৃতস্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

যাঁহা গুণ শত আছে না করে গ্রহণ। গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥ ইহার স্বভাব ইহা করিতে না জুয়ায়। তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥ ইহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর। পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর ॥ ৩৬ ॥ প্রভু কহে সবে কেন পুরীকে কর রোষ। সহজ ধর্ম্ম কহে তিঁহ তাঁর কিবা দোষ ॥ যতি হৈঞা জিহ্বা লম্পট অত্যন্ত অন্যায়। যতি ধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায় ॥ ৩৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
১৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে। যথা—

যে ব্যক্তি অধর্ম্মকৃত স্থানকে সূচনা করিয়া দেয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ভক্তগণ কহিলেন, প্রভো! যে স্থানে শত গুণ আছে, তাহা রামচন্দ্রপুরী গ্রহণ করেন না, ছল করত গুণের মধ্যে দোষারোপ করিয়া থাকেন। পুরীর যেরূপ স্বভাব, তাহা বলিবার উপযুক্ত নহে, তথাপি মর্ম্মে (অন্তঃকরণে) দুঃখ পাইয়া বলিতেছি। অপনি পুরীর বাক্যে কেন অন্ন ত্যাগ করিয়েছেন? আমাদের বাক্য শুনিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সকলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমরা পুরীর প্রতি কেন ক্রোধ করিতেছ? তিনি স্বাভাবিক ধর্ম্ম কহিতেছেন, তাঁহার দোষ কি? যতি হইয়া জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি হওয়া অতি অন্যায়, যতির ধর্ম্ম এই যে, কেবল প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অল্পমাত্র ভোজন করিবে ॥ ৩৭ ॥

তবে সবে মিলি প্রভুকে বহু যত্ন কৈল। সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥ দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে। কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে॥ ৩৮॥ অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ। প্রসাদ মূল্য লৈতে কৌড়ি লাগে দুই পণ॥ ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ যদি নিমন্ত্রণ করে। কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে॥ ৩৯॥ পণ্ডিত-গোসাঞি ভগবান্-আচার্য্য সার্ব্বভৌম। নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥ তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন। তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নহি যৈছে তাঁর মন॥ ৪০॥ ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার। যাহা যৈছে যোগ্য তৈছে করে ব্যবহার॥ কভু ত লৌকিক রীতি যৈছে

তখন মহাপ্রভুকে সকলে মিলিয়া ভোজন নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন, প্রভু সকলের আগ্রহে অর্দ্ধেক ভোজন রাখিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর ভোজন নিমিত্ত দুইপণ কৌড়ি দিতে হয়, কখন দুই জন ও কখন বা তিন জন ভোক্তা হইতেন॥ ৩৮॥

ব্রাহ্মণ যদি অভোজ্যান্ন নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর প্রসাদ ক্রয় করিয়া আনিতে দুই পণ কৌড়ি মূল্য লাগিত এবং ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ যদি নিমন্ত্রণ করিতেন, তখন তিনি কিছু প্রসাদ আনিতেন ও গৃহে কিছু পাক করিতেন॥ ৩৯॥

পণ্ডিতগোস্বামী, ভগবান্-আচার্য্য ও সার্ব্বভৌম, ইহাঁরা যদি নিমন্ত্রণের দিবস নিমন্ত্রণ করিতেন। মহাপ্রভুকে তখন তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে ভোজন করিতে হইত, সে স্থানে মহাপ্রভুর স্বাধীনতা ছিল না, ভক্তগণের সেরূপ মন, তাহাই তিনি করিতেন॥ ৪০॥

মহাপ্রভুর অবতার ভক্তগণকে সুখ দিবার নিমিত্ত হইয়াছে, যে স্থানে যাহা যোগ্য হয়, সেই স্থানে তাহাই ব্যবহার করিতেন। ইতর লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, মহাপ্রভু কখন সেইরূপ ব্যবহার ও

ইতর জন। কভু ত স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন॥ কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়। কভু তাঁকে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥ ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর। যবে যেই করেন তবে সেই মনোহর॥ ৪১॥ এই মত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে। দিন কথ রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥ তিঁহ গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত। শিরের পাথর যেন নাম্বিল ভূমিত॥ স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন। স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন॥ ৪২॥ গুরুর উপেক্ষা হৈলে ঐছে ফল হয়। ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥ যদ্যপি গুরুবুদ্ধে প্রভু তাঁর দোষ না লইল॥ তার ফল দ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল॥ ৪৩॥ চৈতন্যচরিতে যৈছে অমৃতের পূর। শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥ চৈতন্য-

কখন বা স্বতন্ত্ররূপে ঐশ্বর্য্য প্রকটন করিতেন। অপর কখন রামচন্দ্র-পুরীর নিকট ভৃত্যপ্রায় ব্যবহার করিতেন, কখন বা মান্য না করিয়া তাঁহাকে তৃণপ্রায় দেখিতেন। মহাপ্রভুর ঈশ্বরচরিত্র কখন বুদ্ধির গম্য হয় না যখন যাহা করেন, তখন তাহাই মনোহর হয়॥ ৪১॥

রামচন্দ্রপুরী এইরূপে নীলাচলে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া তীর্থ-যাত্রায় গমন করিলেন। রামচন্দ্রপুরী গমন করিলে মহাপ্রভুর গণ আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহাদের মস্তকের প্রস্তর যেন ভূমিতে পতিত হইল। তখন ভক্তগণ স্বচ্ছন্দে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ, কীর্ত্তন, নৃত্য ও স্বচ্ছন্দে সকলে প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥

গুরুদেব যদি উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে এইরূপ ফল হইয়া থাকে, ক্রমে ঈশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত অপরাধে পতিত হয়। যদিচ মহা-প্রভু গুরুবুদ্ধিতে রামচন্দ্রপুরীর দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাচ তাহার ফলদ্বারা লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন॥ ৪৩॥

শ্রীচৈতন্যচরিত্র এরূপ অমৃতপূর্ণ, শ্রবণ করিলে কর্ণে ও মনে মধুর

চরিত্র লিখি শুন এক মনে। অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ৪৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥৪৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচনং নামা ষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

বলিয়া বোধ হয়। ভক্তগণ! শ্রীচৈতন্যচরিত্র লিখিতেছি, এক মনে শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাসকবিরাজ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে ভিক্ষাসঙ্কোচন নাম অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

——০:॥:০——

অগণ্য-ধন্য-চৈতন্য-গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যে ধন্য-জনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাং॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয়॥ জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়। জয় গৌরভক্তগণ সর্ব্বরসোদয়॥ ২॥ এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে॥ অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণবিরহতরঙ্গ। নানা ভাবে ব্যাকুল হয় মন আর অঙ্গ॥ দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন। রাত্রে রায় স্বরূপ

অগণ্য-ধন্য চৈতন্যেত্যাদি॥ ১॥

অগণ্য-ভাগ্যবান্ শ্রীচৈতন্যের গণদিগের প্রেমবন্যা কর্ত্তৃক ধন্য-জন-সমূহের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমি নিরন্তর অনূপতা অর্থাৎ জলপ্রায় হইয়াছিল॥ ১॥

দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর জয় হউক জয় হউক, করুণহৃদয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জয় হউক জয় হউক। দয়াময় অদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, সর্ব্বরসের উদয় স্বরূপ গৌরভক্তগণ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

মহাপ্রভু এইরূপে ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। মহাপ্রভুর অন্তরে ও বাহ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহতরঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মন এবং অঙ্গ নানাপ্রকার ভাবে ব্যাকুল হইতে লাগিল। মহাপ্রভু দিনে নৃত্য, কীর্ত্তন ও জগন্নাথ দর্শন করেন, রাত্রিতে

সনে রস আস্বাদন ॥ ৩ ॥ ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন। যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ মনুষ্যের বেশে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর। সপ্ত পাতালের যত দৈত্য ফণাধর ॥ সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে বৈসে যত জন। নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ প্রহ্লাদ বলি ব্যাস শুক আদি মুনি-গণ। আসি প্রভু দেখি প্রেমে হয় অচেতন ॥৪॥ বাহিরে ফুকারে লোক লোক দর্শন না পাঞা। কৃষ্ণ কহ বোলে প্রভু বাহির হইঞা ॥ প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে। এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥ ৫ ॥ এক দিন লোক আসি প্রভুকে নিবেদিল। গোপীনাথে বড়জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥ তলে খড়্গ পাতি তাঁর উপর ডারিবে। প্রভু রক্ষা করেন যবে

রামানন্দরায় ও স্বরূপের সঙ্গে রস আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে ত্রিজগতের লোক আসিল, তাঁহাকে যে দর্শন করে, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যবেশে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও সপ্তপাতালের যত দৈত্য, ফণাধর (নাগ) এবং সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ডে যত লোক বাস করে, তাহারা নানা প্রকার বেশে আসিয়া মহা প্রভুকে দর্শন করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস ও শুক প্রভৃতি যত মুনিগণ আছেন, তাঁহারা আগমন করত মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে অচেতন হইলেন ॥ ৪ ॥

লোক সকল দর্শন না পাইয়া বাহিরে ফুৎকার অর্থাৎ চিৎকার করিলে মহাপ্রভু বাহির হইয়া "তোমরা কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ বল" এই কথা বলিয়া উপদেশ করেন। লোকসকল মহাপ্রভুর দর্শনে প্রেমে ভাসিতে থাকে, মহাপ্রভুর এইরূপে দিবা রাত্রি গত হয় ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভুকে এক দিবস লোক আসিয়া নিবেদন করিল, প্রভো! বড়জানা (রাজপুত্র) গোপীনাথকে চাঙ্গে (মঞ্চে) চড়াইয়াছেন। মঞ্চের তলে খড়্গ পাতিয়া গোপীনাথের উপরে নিক্ষেপ করিবেন, প্রভো!

তবে নিস্তারিবে ॥ সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দরায়। তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায় ॥ ৬ ॥ প্রভু কহে রাজা কেন করয়ে তাড়ন। তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ ৭ ॥ গোপীনাথপট্টনায়ক রামানন্দের ভাই। সর্ব্বকাল হয় তিঁহ রাজ বিষয়ী ॥ মালজাঠ্যা দণ্ড-পাঠে তাঁর অধিকার। সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দেন রাজদ্বার ॥ দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঞি বাকী হৈল। দুই লক্ষ কাহন তাঁরে রাজা ত মাগিল ॥ তিঁহ কহে স্থূলদ্রব্য নাহি যেই দিব। ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব ॥ ঘোড়া দশ বার হয় লহ মূল্য করি। এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ ৮ ॥ এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে। তাঁরে

আপনি যদি রক্ষা করেন, তবে তাঁহার নিস্তার হইবে। ভবানন্দরায় সবংশে আপনার সেবক হয়েন, তাঁহার পুত্র আপনার সেবক, তাঁহাকে রক্ষা করিতে উপযুক্ত হয় ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা কেন তাহাকে তাড়না করিতে-ছেন? তখন সেই লোক তাহার সমুদায় বিবরণ বলিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

প্রেরিত লোক কহিল, প্রভো! গোপীনাথপট্টনায়ক রামানন্দের ভ্রাতা হয়েন, তিনি সর্ব্বকাল হইতে রাজার বিষয়কর্ম্ম করিয়া থাকেন। মালজাঠ্যা দণ্ডপাঠ স্থানে তাঁহার অধিকার আছে, গোপীনাথ সাধিয়া পাড়িয়া অর্থাৎ আদায় করিয়া রাজদ্বারে দ্রব্য সকল অর্পণ করেন। গোপীনাথের নিকট দুই লক্ষ কাহন কোড়ি বাকী হইয়াছে, রাজা সেই দুই লক্ষ কাহন কোড়ি চাহিলেন। গোপীনাথ কহিলেন, মহারাজ! আমার নিকট স্থূলদ্রব্য নাই যে, তাহা আপনাকে দিতে পারি, ক্রমে ক্রমে ক্রয় বিক্রয় করিয়া দ্রব্য দিব। আমার দশ বারটী অশ্ব আছে, তাহা আপনি মূল্য করিয়া গ্রহণ করুন, এই কথা বলিয়া অশ্ব আনয়ন করত রাজদ্বারে স্থাপন করিলেন ॥

পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে॥ সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইঞা। গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিঞা॥ সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়। উচ্চমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥ তারে নিন্দা করি বলে সগর্ববচনে। রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে॥ আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠাই ঊর্দ্ধ নাহি চায়। তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায়॥ ৯॥ শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল। রাজা স্থানে গিঞা বহু লাগানি করিল॥ কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি। আজ্ঞা দেহ চাঙ্গে চড়াইঞা লই কৌড়ি॥ ১০॥ রাজা কহে যেই ভাল সেই কর যাই। যে উপায়ে কৌড় পাই কর সে উপায়॥ রাজপুত্র আসি

অশ্বের মূল্য করিতে এক জন রাজপুত্র ভাল জানেন, রাজা পাত্র মিত্র সঙ্গে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই রাজপুত্র অল্প করিয়া ঐ অশ্বের মূল্য করিতে লাগিলেন, মূল্য শুনিয়া গোপীনাথের ক্রোধ উপস্থিত হইল। সেই রাজপুত্রের স্বভাব এই যে, তিনি গ্রীবা বক্র করত ঊর্দ্ধমুখে বারম্বার ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। রাজা গোপীনাথকে কৃপা করেন বলিয়া তাঁহার মনে ভয়মাত্র নাই, সুতরাং তিনি রাজপুত্রকে নিন্দা করিয়া সগর্ববাক্যে কহিলেন, আমার অশ্ব গ্রীবা উত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করে না, অতএব অশ্বের মূল্য ন্যূন করিতে উপযুক্ত হয় না॥ ৯॥

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্রের মনে ক্রোধ উপস্থিত হইল, তিনি রাজার নিকট গিয়া গোপীনাথের দোষ উল্লেখ করিয়া কহিলেন। গোপীনাথ কৌড়ি দিবে না, এ ছল করিয়া বেড়াইতেছে, আজ্ঞা দিউন, চাঙ্গে উঠাইয়া কৌড়ি গ্রহণ করি॥ ১০॥

এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন, যাহা ভাল হয়, তাহাই কর গা, যে উপায়ে কৌড়ি পাই, সেই উপায় কর। তখন রাজপুত্র আসিয়া

তারে চাঙ্গে চড়াইল। খড়্গে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥ ১১ ॥ শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ। রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ ॥ বিলাত সাধিয়া খায় নাহি রাজভয়। দারী নাটুয়াকে দিঞা করে নানা ব্যয় ॥ যেই চতুর সেই করুক রাজ-বিষয়। রাজ-দ্রব্য শোধি যে পায় করে তাহা ব্যয় ॥ ১২ ॥ হেন কালে আর লোক আইল ধাইঞা। বাণীনাথাদিকে সবংশে লৈ গেল বান্ধিঞা ॥ প্রভু কহে রাজা আপন লেখার দ্রব্য লৈব। বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি তাহে কি করিব ॥ ১৩ তবে স্বরূপাদি যত গোসাঞির ভক্তগণ। প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন ॥ রামানন্দরায়ের গোষ্ঠী তোমার সব দাস। তোমাকে উচিত নহে

তাঁহাকে চাঙ্গে উঠাইলেন, খড়্গে ফেলাইবার নিমিত্ত চাঙ্গের তলে খড়্গ পাতিয়া দিলেন ॥ ১১ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া কিছু প্রণয়ক্রোধ করত কহিলেন, রাজার কৌড়ি দিতে চাহে না, তাহাতে রাজার দোষ কি ? বিষয় সাধন করিয়া খায়, রাজাকে ভয় করে না, দারী (নটী) ও নাটুয়া অর্থাৎ নটকে দিয়া নানা প্রকারে ব্যয় করে। যে ব্যক্তি চতুর, সে রাজার বিষয়কর্ম্ম করুক, রাজার দ্রব্য পরিশোধ করিয়া যাহা পায়, সে তাহাই ব্যয় করে ॥ ১২

এমন সময়ে এক জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া মহাপ্রভুকে কহিল, বাণীনাথ প্রভৃতিকে সবংশে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। মহাপ্রভু কহিলেন, রাজা আপনার লিখিত দ্রব্য গ্রহণ করিবেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহাতে আমি কি করিব ? ॥ ১৩ ॥

তখন স্বরূপাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ, তাঁহারা মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া কহিলেন। প্রভো ! রামানন্দরায়ের যে সকল গোষ্ঠী আছে, তাহারা আপনার দাস, তাহাদিগের প্রতি

করিতে উদাস ॥ ১৪ ॥ শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধবচনে। মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাও রাজ স্থানে ॥ তোমা সবার এই মত রাজার ঠাঞি যাঞা। কৌড়ি মাগি লও যাই আঁচল পাতিঞা ॥ পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। মাগিলে বা কেন দিবে দুই লক্ষ কাহন ॥ ১৫ ॥ হেন কালে আরলোক আইল ধাইঞা। খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিঞা ॥ শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়। প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয় ॥ তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে। সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ঈশ্বর জগন্নাথ যার হাতে সর্ব্ব অর্থ। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥ ১৬ ॥ ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।

আপনার ঔদাসিন্যভাব অবলম্বন করা উচিত হয় না ॥ ১৪ ॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া সক্রোধবচনে কহিলেন, আমাকে সকলে আজ্ঞা দাও, আমি রাজার নিকট গমন করি। আমি তোমাদের মত এইরূপে রাজার নিকট গিয়া অঞ্চল পাতিয়া কোড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করি গা? সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ পাঁচগণ্ডা কোড়ির পাত্র হয়, চাহিলেই বা দুই লক্ষ কাহন কোড়ি কেন দিবে? ॥ ১৫ ॥

এমন সময়ে আর এক জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, গোপীনাথকে খড়্গের উপরে ফেলিয়া দিতেছে। মহাপ্রভুর গণ শুনিয়া মহাপ্রভুকে অনুনয় করিলে মহাপ্রভু কহিলেন, আমি ভিক্ষুক, আমা হইতে কিছু হইবার নহে। তোমাদের যদি রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে সকলে মিলিত হইয়া জগন্নাথের চরণ সমীপে গমন কর। জগন্নাথ ঈশ্বর, যাঁহার হস্তে সমস্ত অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, করা বা না করা ও অন্যথা করা, এ সকল বিষয়ে তিনিই সমর্থ ॥ ১৬ ॥

হরিচন্দনপাত্র যাই রাজারে কহিল ॥ গোপীনাথপট্টনায়ক সেবক তোমার। সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥ বিশেষে তাহার স্থানে কৌড়ি বাকী হয়। প্রাণ লৈলে কিবা লাভ নিজধন ক্ষয় ॥ যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকী হয়। ক্রমে ক্রমে দিবে ব্যর্থ প্রাণ কেন লয় ॥১৭ রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি। প্রাণ কেন লব তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ তুমি যাই কর তাহা সর্ব্ব সমাধান। দ্রব্য যৈছে পাই আর রাখ তার প্রাণ ॥ ১৮ ॥ তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল। চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল। যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ তিঁহ ত কহিল ॥ ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।

মহাপ্রভু যখন এই পর্য্যন্ত কহিলেন, তখন হরিচন্দনপাত্র গিয়া রাজার নিকট বলিলেন। মহারাজ! গোপীনাথপট্টনায়ক আপনার সেবক সেবকের প্রাণদণ্ড করা উচিত নহে। বিশেষতঃ তাহার নিকট কৌড়ি বাকী আছে বটে, কিন্তু প্রাণ লইলে কোন লাভ নাই, তাহাতে নিজধন ক্ষয় হয়। যথার্থ মূল্যে অশ্ব ক্রয় করুন, তাহাতে যাহা বাকী থাকিবে, ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবে, বৃথা কেন প্রাণনষ্ট করেন? ॥ ১৭ ॥

রাজা কহিলেন, আমি এ কথার কিছু জানি না, তাহার প্রাণ কেন লইব? আমি দ্রব্য চাহি। যেরূপে পাই ও তাহার প্রাণও রক্ষা হয়, তুমি গিয়া তাহার সমাধান কর ॥ ১৮ ॥

তখন হরিচন্দনপাত্র আসিয়া জানাকে (রাজপুত্রকে) কহিলে, রাজপুত্র চাঙ্গা হইতে শীঘ্র গোপীনাথকে নামাইয়া কহিলেন, রাজা দ্রব্য চাহিতেছেন, তাহার উপায় বল? গোপীনাথ কহিলেন, যথার্থ মূল্যে অশ্ব গ্রহণ করুন। আর যাহা কিছু পারি, তাহা ক্রমে ক্রমে দিব, আপনি অবিচারে প্রাণ লইতেছেন, আমি ইহাতে কি বলিতে পারি?

চারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥ যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্য সব লইল। আর দ্রব্যের মোক্তা করি ঘরে পাঠাইল॥১৯॥ এথা প্রভু সেই মনুষ্যের প্রশ্ন কৈল। বাণীনাথ কিরে সবে বান্ধিয়া আনিল॥ লোক কহে নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥ সংখ্যা লাগি দুই হাতের অঙ্গুলিতে লেখা। সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে লেখা॥ ২০॥ শুনি মহাপ্রভু হৈলা পরম আনন্দ। কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা ছন্দবন্ধ॥ হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে। প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগবচনে॥ রহিতে নারিয়ে ইহাঁ যাই আলালনাথ। নানা উপদ্রবে ইহা না পাই সোয়াথ॥ ২১॥ ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠী করে

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র যথার্থ মূল্য করিয়া অশ্বসকলের মূল্য লইলেন, অবশিষ্ট দ্রব্যের মোক্তা অর্থাৎ মেয়াদি বন্দবস্ত করিয়া গোপীনাথকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন॥ ১৯॥

এস্থানে মহাপ্রভু সেই মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণীনাথকে যখন বন্ধন করিয়া আনিয়াছিল, তখন সে কি করিতেছিল? সেই লোক কহিল, তিনি নির্ভয়ে কৃষ্ণনাম লইতেছেন ও নিরন্তর হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহিতেছেন। সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত দুইহস্তের অঙ্গুলিতে লিখা আছে, সহস্রাদি নাম পূর্ণ হইলে অঙ্গে রেখাপাত করিতেছেন॥ ২০॥

মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, গৌরাঙ্গদেবের কৃপার ছন্দবন্ধ কে বুঝিতে পারিবে? এমন সময়ে কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাপ্রভু উদ্বেগবচনে তাঁহাকে কিছু কহিলেন। আমি এস্থানে থাকিতে পারিতেছি না, আলালনাথ গমন করিতেছি, এস্থানে নানাপ্রকার উপদ্রব হইতেছে, আমি সুস্থ হইতে পারিতেছি না॥ ২১॥

রাজবিষয়। নানাপ্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়॥ রাজার কি দোষ রাজা নিজদ্রব্য চায়। দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায়॥২২॥ রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল। চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জন নিবাসী। আমায় দুঃখ দিতে নিজদুঃখ কহে আসি॥ আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ। কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥ বিষয়ির বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন। তাতে ইহাঁ রহি কিছু নাহি প্রয়োজন॥২৩॥ কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিঞা চরণে। তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥ সন্ন্যাসী বিরক্ত তুমি কার সনে সম্বন্ধ। ব্যবহার লাগি যে তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ॥ তোমার ভজন ফল

ভবানন্দের গোষ্ঠী সকল রাজার বিষয়কার্য্য করে, তাহারা নানাপ্রকারে রাজদ্রব্য ব্যয় করিয়া থাকে। রাজার দোষ কি, তিনি ত নিজদ্রব্য চাহিতেছেন? দত্তদ্রব্য দিতে না পারিয়া আমাকে দণ্ড জানাইতেছে॥ ২২॥

রাজা যখন গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইয়াছিলেন, তখন চারি বার লোক আসিয়া আমাকে জানাইয়াছিল। আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, নির্জনে বাস করি, আমাকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত আসিয়া নিজদুঃখ কহিয়া থাকে, অদ্য তাহাকে জগন্নাথ রক্ষা করিলেন, রাজধন যদি না দেয়, তবে কল্য তাহাকে কে রক্ষা করিবে? বিষয়ির বাক্য শুনিয়া মন ক্ষুব্ধ হইতেছে, অতএব আমার এস্থানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই॥ ২৩॥

তখন কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি এই বাক্যে কেন মনে ক্ষোভ করিতেছেন? আপনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, কাহারও সহিত আপনার সম্বন্ধ নাই, যে ব্যক্তি আপনাকে ব্যবহার নিমিত্ত ভজনা করে, সে জ্ঞানান্ধ। আপনার ভজনের ফলে

তোমাতে প্রেমধন। বিষয় লাগি তোমা ভজে সেই মূঢ়জন॥ তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল। তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥ তোমা লাগি রঘুনাথ বিষয় ছাড়ি আইল। এথাহ তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥ তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে। ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥ ২৪॥ রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়। তোমা হৈতে বিষয়বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়॥ তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ। তোমাকে জানাইল যাতে অনন্য শরণ॥ সেই শুদ্ধভক্ত যোগা ভজে তোমা লাগি। আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভাগী॥ তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ। অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥ ২৫॥

আপনাতে প্রেমধন লাভ হয়, যে ব্যক্তি বিষয় নিমিত্ত আপনার ভজে, সে অতিমূঢ়। আপনার নিমিত্ত রামানন্দ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার নিমিত্ত সনাতন বিষয় ত্যাগ করিলেন। আপনার নিমিত্ত রঘুনাথ বিষয় ছাড়িয়া আসিলেন, এ স্থানেও তাহার পিতা বিষয় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি আপনার চরণের কৃপা হইয়াছে, তিনি ছত্রে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করেন, বিষয় স্পর্শ করেন না॥ ২৪॥

গোপীনাথ মহাশয় ব্যক্তি, তিনি রামানন্দের ভ্রাতা হয়েন, আপনার নিকট তিনি যে বিষয় বাঞ্ছা করেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে, গোপীনাথের সেবক সকল তাঁহার দুঃখ দেখিয়া আপনাকে জানাইতেছে, যে হেতু অনন্য শরণ অর্থাৎ আপনা ভিন্ন তাঁহার অন্য আশ্রয় নাই। যে ব্যক্তি শুদ্ধভক্ত, তিনি আপনার নিমিত্ত আপনাকে ভজনা করেন, নিজের সুখ ও দুঃখে নিজেই তাহার ভোগের ভাগী হয়েন। যে ব্যক্তি আপনার অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া নিরন্তর ভজনা করেন, তিনি অল্পকালের মধ্যেই আপনার চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং। যথা—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।ইতি ॥২৬॥*

তাতে বসি রহ কেন যাবে আলালনাথ। কেহ তোমাকে না শুনাবে বিষয়ের বাত ॥ যদি বা তোমার তাকে রাখিতে হয় মন। আজি যে রাখিল সেই করিব রক্ষণ ॥ ২৭ ॥ এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে। মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তার ঘরে ॥ প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্য। যথা—

হে ভগবন্! আপনার অনুকম্পা নিরীক্ষণ করিয়া অর্থাৎ কবে আপনার দয়া হইবে, এই প্রতীক্ষায় অর্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ ও কায়মনো বাক্যে আপনার প্রতি নমস্ক্রিয়া রচনা করত যে ব্যক্তি জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তিবিষয়ে দায়ভাগী হয়েন। ফলতঃ ভক্তব্যক্তির জীবন ব্যতি-রেকে অন্য কিছুই দায়প্রাপ্তিবৎ মুক্তিবিষয়ে উপযোগী নহে ॥ ২৬ ॥

প্রভো! আপনি বসিয়া থাকুন, আলালনাথে কি জন্য গমন করি-বেন? আপনাকে বিষয়ের কথা কেহ শুনাইবে না। যদি বা গোপী-নাথকে রাখিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আজ্ যিনি রক্ষা করিলেন, তিনিই রক্ষা করিবেন ॥ ২৭ ॥

এই কথা বলিয়া কাশীমিশ্র নিজগৃহে গমন করিলেন, মধ্যাহ্নকালে প্রতাপরুদ্র তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপরুদ্রের এক

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ৬ পরিচ্ছেদে ১২৮ অঙ্কে আছে ॥

নিয়মে। যত দিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসম্বাহন। জগন্নাথের সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥ মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা। তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ২৮ ॥ শুন রাজা এক আর অপরূপ বাত। মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলাল-নাথ ॥ শুনি রাজা দুঃখী হঞা পুছিল কারণ। তবে মিশ্র তারে কহে সব বিবরণ ॥ ২৯ ॥ গোপীনাথপট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা। তার সেবক আসি তবে প্রভুকে কহিলা ॥ শুনিঞা ক্ষুভিত হৈল মহাপ্রভুর মন। ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভৎর্সন ॥ অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়। নানা অসৎপাত্রে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন। তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ রাজার বর্ত্তন

নিয়ম আছে যে, মিশ্র যত দিন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে ছিলেন। রাজা নিত্য আসিয়া মিশ্রের পাদসম্বাহন করিতেন ও জগন্নাথের সেবার ভিয়ান (পারিপাট্য) শ্রবণ করিতেন। রাজা যখন মিশ্রের চরণসেবা করিতে লাগিলেন, তখন মিশ্র তাঁহাকে কিছু ভঙ্গীসহকারে কহিলেন ॥ ২৮ ॥

রাজা! এক অপরূপ বাক্য বলি শ্রবণ কর, মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়িয়া আলালনাথ যাইতেছেন। রাজা শুনিয়া দুঃখিত হওত গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন মিশ্র তাঁহাকে সবিশেষ বিবরণ নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন ॥ ২৯ ॥

গোপীনাথপট্টনায়ককে যখন চাঙ্গে চড়াইয়াছিল, তখন তাঁহার সেবক আসিয়া মহাপ্রভুকে কহিল। তৎশ্রবণে মহাপ্রভুর মন ক্ষুভিত হওয়ায় ক্রোধভরে গোপীনাথকে বহুতর ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন। গোপীনাথ অজিতেন্দ্রিয় হইয়া রাজার বিষয়কার্য্য করে ও নানা প্রকার অসৎপাত্রে রাজদ্রব্য ব্যয় করিয়া থাকে। এই রাজধন ব্রহ্মস্ব অপেক্ষাও অধিক হয়,

খায় আর চুরি করে। রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ নিজকৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড। রাজা মহাধার্ম্মিক হয় এই পাপী ভণ্ড॥ রাজার কৌড়ি না দেয় আমাকে ফুকারে। এত মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে॥ আলালনাথ যাই তাঁহা নিশ্চিন্ত্য রহিব। বিষয়ির ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥ ৩০॥ এত শুনি কহে রাজা মনে পাঞা ব্যথা। সব দ্রব্য ছাড়োঁ যদি প্রভু রহে এথা॥ এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন। কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥ কোন্ ছারপদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন। প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুর পদে নির্ম্মঞ্ছন॥ ৩১॥ মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন তারা দুঃখ পায় ইহা না যায় সহন॥৩২॥

তাহা হরণ করিয়া যে ব্যক্তি ভোগ করে, সে মহাপাপী। যে ব্যক্তি রাজার বেতন খায় ও চুরি করে, শাস্ত্রবিচারে সে রাজার দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। রাজা আপনার কোড়ি চাহিতেছেন, কিন্তু দণ্ড করিতেছেন না, রাজা মহাধার্ম্মিক হয়েন, এই পাপাই ভণ্ড। রাজার কোড়ি দেয় না, আমার নিকট আসিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, এত মহাদুঃখের বিষয় ইহা কে সহ্য করিতে পারে? আমি আলালনাথে গিয়া নিশ্চিন্ত্য হইয়া বাস করিব, বিষয়িলোকের ভাল মন্দ কথা শুনিতে পাইব না॥৩০

রাজা এই কথা শুনিয়া মনোমধ্যে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, মহাপ্রভু যদি এ স্থানে বাস করেন, তাহা হইলে আমি সমুদায় দ্রব্য ছাড়িয়া দিব। আমি যদি মহাপ্রভুর এক ক্ষণকালমাত্র দর্শন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে কোটি চিন্তামণির লাভ, তাহার সমান হয় না। দুই লক্ষ কাহন কোড়ি কোন্ ছারপদার্থ, আমি প্রাণ ও রাজ্য প্রভুর চরণে নির্ম্মঞ্ছন করিব॥ ৩১॥

মিশ্র কহিলেন, আপনি কোড়ি ছাড়িবেন, প্রভুর অভিপ্রায় নহে,

রাজা কহে আমি তারে দুঃখ নাহি দিয়ে। চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে॥ পুরুষোত্তমজানারে তিঁহ কৈল পরিহাস। সেই জানা তারে মিথ্যা দেখাইল ত্রাস॥ তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি। এই যুক্তি তাহারে ছাড়িল সব কৌড়ি॥ ৩৩॥ মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে। কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানে॥ ৩৪॥ রাজা কহে তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা। সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥ ভবানন্দরায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত। তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥ এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘর গেলা। গোপীনাথেরে তবে ডাকিয়া আনিলা॥ রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল। সেই মালজাঠ্যাপাটে তোমারে বিষয় দিল॥ আর বার ঐছে

তাহারা দুঃখ পায় ইহা সহ্য হয় না॥ ৩২॥

রাজা কহিলেন, আমি তাহাকে দুঃখ প্রদান করি না, চাঙ্গে তোলা ও খড়্গনিক্ষেপ করা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। পুরুষোত্তমজানাকে সে পরিহাস করিয়াছিল, সেই জানা তাহাকে মিথ্যা ত্রাস দেখাইয়াছে। আপনি গিয়া যত্ন করিয়া প্রভুকে রাখুন, আমি এই তাহার সব কৌড়ি ছাড়িয়া দিলাম॥ ৩৩॥

মিশ্র কহিলেন, আপনি কৌড়ি ছাড়িবেন, মহাপ্রভুর এরূপ মন নহে, কি জানি, কৌড়ি ছাড়িলে মহাপ্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানিতে পারেন॥৩৪

রাজা কহিলেন, তাঁহার নিমিত্ত যে কৌড়ি ছাড়িতেছি, ইহা কহিবেন না, সহজেই তাহারা আমার প্রিয়, ইহাই জানাইবেন। ভবানন্দরায় আমার পূজ্য ও সম্মানে গর্ব্বিত, তাঁহার পুত্রগণের প্রতি আমার স্বাভাবিক প্রীতি আছে। রাজা এই কথা বলিয়া মিশ্রকে প্রণাম করত গৃহে গমন করিয়া গোপীনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন। গোপীনাথ!

না খাইহ রাজধন। আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥ এত বলি নেতধটি তারে পরাইল। প্রভু আজ্ঞা লৈঞা যাহ তারে বিদায় দিল॥৩৫ পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে। অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে॥ বাহ্যবিষয় ফল এই কৃপার আভাসে। তাহার গণনা কার মনে না আইসে॥ কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ। কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্যাদিক দান॥ কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয়া না যায় কৌড়ি। কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পরায় নেতধটি॥ ৩৬॥ প্রভু ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইব। দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥ তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন। তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥

তোমার সমুদায় কৌড়ি ছাড়িলাম ও সেই মালজাঠ্যাপাটে তোমাকে বিষয় দিলাম। পুনর্ব্বার রাজধন যেন ঐরূপে খাইও না, অদ্য হইতে তোমার দ্বিগুণ জীবিকা বিধান করিলাম। এই বলিয়া তাহাকে নেতধটি (পট্টবস্ত্র) পরিধান করাইয়া কহিলেন, তোমাকে বিদায় দিলাম, তুমি মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া গমন কর॥ ৩৫॥

পরমার্থে প্রভুর যে কৃপা, তাহা দূরে থাকুক তাঁহার অনন্ত ফল, কে বলিতে সমর্থ হইবে? কৃপার আভাসে বাহ্যবিষয়ে যখন ফল হইল তখন তাঁহার কৃপার ফল গণনা করিতে কাহার মনে আসিতে পারে? কোথায় চাঙ্গে চড়াইয়া ধন ও প্রাণ লইতেছিল, আর কোথায় সমুদায় ছাড়িয়া দিয়া রাজ্যাদিক দান করিল? কোথায় কৌড়ি দিতে না পারায় সর্ব্বস্ব বেচিয়া লইতেছিল, কোথায় দ্বিগুণ বেতন করিয়া নেতধটি পরিধান করাইল? ॥ ৩৬॥

গোপীনাথের কৌড়ি ছাড়াইব বা দ্বিগুণ বেতন করাইয়া পুনর্ব্বার বিষয় দেওয়াইব, মহাপ্রভুর এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তথাপি তাঁহার সেবক আসিয়া নিবেদন করিল, তাহাতে মহাপ্রভুর মন-যদিচ ক্ষুব্ধ

বিষয়সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনো বল। নিবেদনপ্রভাবে তবু ফলে এত ফল ॥ কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব। ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব ॥ ৩৭॥ এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে। রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে ॥ প্রভু কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিলে। রাজপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে ॥ ৩৮ ॥ মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচনে। অকপটে রাজা এই করিয়াছে নিবেদনে ॥ প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিঞা। দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥ ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম। ইহা সবাকারে মুঞি দেখোঁ আত্মসম ॥ অত-এত যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার। খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করো বিচার ॥ ৩৯ ॥ রাজমহেন্দ্রীর রাজা কৈলু রামানন্দরায়। যে খাইলে যে বা

হইল। তথন বিষয়সুখ দিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, তথাপি প্রভুর নিবেদন প্রভাবে এত ফল ফলিল? গৌরাঙ্গদেবের স্বভাব অতি আশ্চর্য্য! কে বলিতে সমর্থ হইবে? ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতি কেহই ইহাঁর অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৩৭ ॥

এ স্থানে কাশীমিশ্র আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে রাজার সমুদায় চরিত্র নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু কহিলেন, কাশীমিশ্র! তুমি এ কি করিলে তুমি যে আমাকে রাজপ্রতিগ্রহ করাইলা? ॥ ৩৮ ॥

মিশ্র কহিলেন, প্রভো! রাজার বাক্য শ্রবণ করুন, রাজা অকপটে এই নিবেদন করিয়াছেন। আমি যে প্রভুর নিমিত্ত দুই লক্ষ কাহন কোড়ি ছাড়িয়া দিয়াছি, ইহা যেন প্রভু জানিতে না পারেন। ভবানন্দ-রায়ের পুত্র সকল আমার প্রিয়তম, আমি উহাদিগকে আত্মতুল্য দেখিয়া থাকি। অতএব যে যে স্থানে অধিকার দিই, তাহারা ভক্ষণ, পান, লুণ্ঠন ও বিতরণ করিলে বিচার করিব না ॥ ৩৯ ॥

দিলে নাহি তার দায়॥ গোপীনাথ এইমত বিষয় করিঞা। দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইঞা॥ কিছু দেয় কিছু না দেয় না করি বিচার। জানা সহ অপ্রীত দুঃখ পাইল এবার॥ জানা এত কৈল ইহা মুঞি নাঞি জানো। ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানো॥ তার লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে। সহজেই মোর প্রীত হয় তার সনে॥৪০॥ শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ। হেনকালে আইল তথা রায়-ভবানন্দ॥ পঞ্চ পুত্র সঙ্গে আসি পড়িলা চরণে। উঠাইঞা প্রভু তারে কৈলা আলিঙ্গনে॥ রামানন্দরায় আদি সবেই মিলিলা। ভবানন্দরায় তবে বলিতে লাগিলা॥ ৪১॥ তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল। এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ

রামানন্দরায়কে রাজমহেন্দ্রায় রাজা করিয়াছিলাম, সে যাহা দিল বা খাইল, তাহার কোন দায় নাই। গোপীনাথ এইরূপ বিষয়কার্য্য করিয়া দুই চারি লক্ষ কাহন খাইয়া ফেলিল। সে কিছু দেয়, কিছু দেয় না, ইহার বিচারও করে না, জানার সহিত তাহার অপ্রীত থাকাতে এবার দুঃখ পাইল। এই সমুদায় জানা করিয়াছে, আমি ইহার কিছুমাত্র জানি না, ভবানন্দের পুত্রদিগকে আমি আত্মীয় তুল্য মানিয়া থাকি। আমি মহাপ্রভুর নিমিত্ত দ্রব্য ত্যাগ করিতেছি, তিনি ইহা যেন মনে না করেন, সহজেই তাঁহার সহিত আমার প্রীতি আছে॥ ৪০॥

রাজার এই বিনয় শুনিয়া মহাপ্রভুর মনে আনন্দ জন্মিল, এমন সময়ে ভবানন্দরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাঁচ পুত্র সঙ্গে আনিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রামানন্দরায় প্রভৃতি সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন ভবানন্দরায় কহিতে লাগিলেন॥ ৪১॥

প্রভো! আমার এই সমুদায় কুল আপনার কিঙ্কর, আপনি এ

নিলে মূল ॥ ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে । পূর্ব্বে যৈছে পঞ্চপাণ্ডব বিপদে রাখিলে ॥ ৪২॥ নেতধটি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা । রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকল কহিলা ॥ বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল । পুনঃ বিষয় দিঞা নেতধটি পরাইল ॥ কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণপ্রমাদ । কাঁহা নেতধটি এইত সব প্রসাদ ॥ চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈল । চরণ স্মরণপ্রভাবে এই ফল পাইল ॥ লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিঞা । প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইঞা ॥ কিন্তু তোমার স্মরণের এই নহে মুখ্যফল । ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল ॥ রামরায় বাণীনাথে কৈল নির্ব্বিষয় । সেই কৃপা মোরে নহে যাতে ঐছে হয় ॥ শুদ্ধকৃপা

বিপদে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার মূল লইলেন । এক্ষণে ভক্তবাৎসল্য প্রকট করিলেন, পূর্ব্বে যেরূপ পঞ্চপাণ্ডবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ রক্ষা করিলেন ॥ ৪২ ॥

তখন গোপীনাথ নেতধটি মস্তকে দিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হওত রাজার কৃপা ও বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিয়া কহিলেন । প্রভো ! রাজা বাকী কৌড়ি ছাড়িয়া দিয়া আমার দ্বিগুণ বেতন করিয়া দিয়াছেন, পুনর্ব্বার বিষয় দিয়া আমাকে নেতধটি পরিধান করাইলেন । কোথায় চাঙ্গের উপর সেই মরণপ্রমাদ, আর কোথায় নেতধটি এই সমুদায় প্রসাদ অর্থাৎ পুরস্কার ? চাঙ্গের উপরে আপনার চরণ ধ্যান করিয়াছিলাম, চরণের স্মরণপ্রভাবে এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আমার এই সমুদায় দেখিয়া লোকসকল চমৎকৃত হওত আপনার কৃপার মহিমা গান করিয়া প্রশংসা করিতেছে । কিন্তু আপনার স্মরণের ইহা মুখ্য ফল নহে, কেবল ফলাভাস, যেহেতু বিষয় চঞ্চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে । প্রভো ! রামরায় ও বাণীনাথকে বিষয়ত্যাগী করিয়াছেন, আমার প্রতি-

সবার হৈল চমৎকার। তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥ তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল। আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু ত বলিল॥ ৪৬॥ গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ। এইমাত্র কৈল ইহার কে বুঝিবে ভেদ॥ কাশীমিশ্রে না সাধিল রাজারে না সাধিল। উদ্যোগ বিনা এত দূর ফল তারে দিল॥ চৈতন্যচরিত এই পরম গম্ভীর। সেই বুঝে তার পদে যার মন ধীর॥ যেই ইহা শুনে ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ। প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ॥ ৪৭॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৪৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

মহাপ্রভুর কৃপা দেখিয়া সকল লোকের চমৎকার হইল, তাহারা প্রভুর ব্যবহার বুঝিতে পারিল না। তাহারা সকল যখন মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন মহাপ্রভু কহিলেন, আমা হইতে কিছু হইবে না॥ ৪৬॥

গোপীনাথের নিন্দা আর প্রভুর নির্ব্বেদ, এইমাত্র কহিলাম, ইহার ভেদ কে বুঝিতে পারিবে? কাশীমিশ্রকে সাধন করা হয় নাই, রাজাকে সাধন করা হয় নাই, বিনা উদ্যোগে তাহাকে এত দূর ফল প্রদান করিল এই চৈতন্যচরিত্র পরমগম্ভীর, যে ব্যক্তির চৈতন্যচরণারবিন্দে মন স্থির হইয়াছে, সেই ইহা বুঝিতে পারিবে। চৈতন্যদেবের এই ভক্তবাৎসল্য-প্রকাশ যিনি শ্রবণ করিবেন, তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ ও বিপদ বিনাশ হইবে॥ ৪৭॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন॥ ৪৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার নাম নবম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

———০:#:০———

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥ ২॥ বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে। পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে॥ অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সব অগ্রগণ্য। আচার্য্য-রত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য॥ যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড় রহিতে। তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥ ৩॥ অনুরাগের লক্ষণ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমিত্যাদি॥ ১॥

যিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগ্রহশীল ও যিনি শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন প্রকারে ভক্তদত্ত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

বৎসরান্তরে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমস্ত ভক্তগণ ও সকল ভক্তের অগ্রগণ্য অদ্বৈত-আচার্য্য-গোস্বামী এবং আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি ও মহাভাগ্যবান্ শ্রীবাসাদি, পরম আনন্দসহকারে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। যদিচ গৌড়দেশে থাকিতে মহাপ্রভুর আজ্ঞা ছিল, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রেমবশতঃ মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন॥ ৩॥

এই বিধি নাহি মানে। তার আজ্ঞা ভাঙ্গে তার সঙ্গের কারণে॥ রাসে যৈছে গোপীরে ঘর যাইতে আজ্ঞা দিলা। তার আজ্ঞা ভাঙ্গি তার সঙ্গে সে রহিলা॥ আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ। প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে কোটিগুণ সুখপোষ॥ ৪॥ বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস। শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥ মুরারিপণ্ডিত গরুড়-পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তখান। সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত-ভগবান্॥ শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন। সবেই চলিলা নাম না যায় গণন॥৫॥ কুলিন-গ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিঞা। শিবানন্দসেন চলিলা সবারে লইঞা॥ রাঘবপণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইঞা॥ দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিঞা॥ নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্যভোগ। বৎসরেক প্রভু

অনুরাগের লক্ষণ এই যে, সে বিধিমানেনা, তাঁহার সঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় যেমন গোপী-গণকে গৃহে যাইতে আজ্ঞা দিলে তাঁহারা আজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সঙ্গেই অবস্থিত ছিলেন। আজ্ঞাপালনে শ্রীকৃষ্ণের যত পরিতোষ হয়, প্রেমে তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ সুখের পুষ্টি হয়॥ ৪॥

বাসুদেবদত্ত, মুরারিগুপ্ত, গঙ্গাদাস, শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্ পণ্ডিত, অকিঞ্চন, কৃষ্ণদাস, মুরারিপণ্ডিত, গরুড়পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্তখান, সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, ভগবান্-পণ্ডিত, শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ এবং আর যত জন সকলেই চলিলেন, তাঁহাদিগের নাম গণনা করা যায় না॥ ৫॥

কুলিনগ্রামী ও খণ্ডবাসী আসিয়া মিলিত হইলেন, শিবানন্দসেন সকলকে সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন। রাঘবপণ্ডিত ঝালি সাজাইয়া লইয়া চলিলেন, দময়ন্তী সেই ঝালিতে যত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিয়া-ছেন। সেই সকল নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য, তাহা মহাপ্রভুর ভোগ-

যাহা করে উপযোগ ॥ আমকাসুন্দি আদাকাসুন্দি ঝালকাসুন্দি আর। নেম্বু-আদা আম্রকলি বিবিধ প্রকার ॥ আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র অমতা। যত্ন করি দিল গুণ্ডি পুরাণ সুকতা ॥ সুক্তা বলিঞা অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে। সুক্তার যে প্রীত প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে ॥ ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়। সুক্তাপাতা কাসুন্দিতে মহাসুখ হয় ॥ মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়। গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ সুকতা খাইলে আম হইবেক নাশ। এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥ ৬ ॥

তথাহি ভারবিকাব্যে অষ্টম সর্গে ২০ শ্লোকঃ। যথা—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।

প্রিয়েণেতি সংগ্রথ্য সম্যক্ গ্রথনং কৃত্বা প্রিয়েণ উপাহিতাং দত্তাং স্রজং মালাং জলাবিলাং

যোগ্য, যাহা তিনি এক বৎসর পর্য্যন্ত খাইতে পারেন। সেই সকল দ্রব্যের নাম এই যে, আমকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি, নেম্বু-আদা, বিবিধ প্রকারে আম্রকলি, আমসী, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমতা আর যত্ন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া পুরাতন সুকুতা প্রদান করিলেন। সুকুতা বলিয়া মনোমধ্যে অবজ্ঞা করিবেন না, সুকুতাতে মহাপ্রভুর যেরূপ প্রীতি হয়, পঞ্চামৃতে সেরূপ হয় না। মহাপ্রভু ভাবগ্রাহী, তিনি কেবল স্নেহমাত্র গ্রহণ করেন, সুকুতাপাতা ও কাসুন্দিতে তাঁহার মহাসুখের উদয় হয়। দময়ন্তী মহাপ্রভুর প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি করেন, গুরুভোজনে কখন উদরে আম জন্মাইলে সুকুতা খাইলে আমের বিনাশ হয়, এই স্নেহ মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া প্রভুর উল্লাস হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভারবিকাব্যের ৮ সর্গের ২০ শ্লোকে। যথা—

প্রিয়তম মালা গ্রন্থন করিয়া বিপক্ষ সন্নিধানে বক্ষস্থলে অর্পণ করিলে

স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তী হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুষু। ইতি ॥

ধনিয়া মুহুরির তণ্ডুল চূর্ণ করিঞা। লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনির পাক করিঞা ॥ শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত হর। পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্র কুথলি ভিতর ॥ কোলিশুণ্ঠি কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ডসার। কত নাম লৈব শত প্রকার আচার ॥ ৭ ॥ নারিকেলখণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার। অমৃতি কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥ শালি কাঁচুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি। নতুন বস্ত্রের বড় বড় কুথলি ভরি ॥ কথক চিড়াহুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিঞা। চিনিপাকে লাড়ু করে কর্পূরাদি দিঞা ॥ শালিতণ্ডুলভাজা

কর্দ্দমাদিযুক্তামপি ন বিজহৌ ন ত্যক্তবতী ॥

পীবরস্তনী কোন স্ত্রী, তাহা পঙ্কিলা দেখিয়াও ত্যাগ করেন নাই। যে হেতু গুণসকল প্রণয়েই বাস করে, বস্তুতে নহে ॥

তৎপরে ধনিয়া ও মহুরীর তণ্ডুলচূর্ণ করিয়া চিনির পাকদ্বারা লড্ডুক বন্ধন করিয়াছেন। আর শুণ্ঠিখণ্ড লড্ডুক যাহা দ্বারা আমপিত্তের হরণ হয়, পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রের থলিয়ার মধ্যে বন্ধন করিয়াছেন। তদনন্তর কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ ও কোলিখণ্ডসার, আর কত নাম লইব, আচার শত প্রকার ছিল ॥ ৭ ॥

এবং নারিকেলখণ্ড, গঙ্গাজল লাড়ু, আর চিরস্থায়ী খণ্ড সকলের বিকার করিলেন। অপর চিরস্থায়ী খণ্ডসার, মণ্ডা প্রভৃতি বিকার ও অমৃত কর্পূরাদি অনেক প্রকার এবং শালিকাঁচুটি (অপরিপক্ব অর্থাৎ কাঁচা) ধান্যের আতপচিড়া করিয়া নূতন বস্ত্রের বড় বড় থলিয়া পূর্ণ করিলেন। আর কতক চিড়াহুড়ুম (ভর্জ্জিত) করিয়া ঘৃতেতে ভাজিয়া চিনিপাকে কর্পূর দিয়া লাড়ু বান্ধিয়া দিলেন। ভাজাশালিতণ্ডুল চূর্ণ

চূর্ণ করিঞা। ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিঞা॥ কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস। চূর্ণ দিঞা লাড়ু কৈল পরম সুবাস॥ ৮॥ শালিধান্যের খৈ পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিঞা। চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিঞা॥ ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃত ভাজাইল। চিনিপাকে কর্পূরাদি দিঞা লাড়ু কৈল॥ কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার। ঐ নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥৯॥ রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥ গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিঞা। পাপড়ি করিঞা নিল গন্ধদ্রব্য দিঞা॥ পাতলমৃতপাত্রে সোন্ধাইঞা নিল ভরি। আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলি॥ সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। পরিপাটি করি সব ঝালি সাজাইল॥ ঝালিবান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিঞা। তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিঞা॥ সংক্ষেপে

করিয়া ঘৃতসিক্ত করত চিনিপাক দ্বারা কর্পূর, মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ ও দারুচিনির চূর্ণ দিয়া পরম সুবাস লড্ডুক প্রস্তুত করিলেন॥ ৮॥

শালিধান্যের খৈ পুনর্ব্বার ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া চিনির পাকে কর্পূর দিয়া উখড়া প্রস্তুত করিলেন। ফুটকলাই চূর্ণ করিয়া ঘৃতে ভাজাইয়া চিনির পাকে কর্পূর দিয়া লড্ডুক করিলেন। এ জন্মে যাহার নাম বলিতে পারি না, তাদৃশ নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার প্রস্তুত করিলেন॥ ৯॥

রাঘবের আজ্ঞায় দময়ন্তী পাক করিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রতি দুই জনের স্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। গঙ্গামৃত্তিকা আনয়নপূর্ব্বক বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাপড়ি করত গন্ধদ্রব্য দিয়া সঙ্গে লইলেন। পাতলা মৃৎপাত্রে সোন্ধাইয়া ভরিয়া লইলেন, অন্য সকল দ্রব্য বস্ত্রের থলিয়ায় পূর্ণ করিলেন সামান্য ঝালি হইতে দ্বিগুণ ঝালি করাইলেন, পরিপাটি করিয়া সমুদায় ঝালি সাজান হইল। ঝালি বান্ধিয়া আগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপর

কহিল এই ঝালির প্রকার। রাঘবের ঝালি বলি বিখ্যাত যাহার॥ ঝালি উপর মুনশিব মকরধ্বজকর। প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইঞা তৎপর॥ ১০॥ এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা। দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জললীলা॥ নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িঞা। জলক্রীড়া করে সব ভক্ত ভৃত্য লঞা॥ ১১॥ সেই কালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে॥ সেইকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ। নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন॥ ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে। উঠাঞা সবারে প্রভু করে আলিঙ্গনে॥ গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন। প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥ জলক্রীড়া বাদ্য

মোহর দিলেন, তিন জন ভারবাহক ক্রমে ক্রমে ঝালি বহিতে লাগিল। সংক্ষেপে এই ঝালির প্রকার বর্ণন করিলাম, রাঘবের ঝালি বলিয়া উহার নাম বিখ্যাত আছে। মকরধ্বজকর ঝালির উপর মুনসিব (তত্ত্বাবধারক) ছিলেন, তিনি তৎপর হইয়া প্রাণতুল্য ঝালির রক্ষা করিতেন॥ ১০॥

বৈষ্ণবসকল এইরূপে নীলাচলে আগমন করিলেন, দৈবাৎ সেই দিবস জগন্নাথের জললীলা ছিল। নরেন্দ্রসরোবরের জলে গোবিন্দ নৌকায় চড়িয়া ভক্ত ও ভৃত্য লইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন॥ ১১॥

সেই সময় মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জলকেলিরঙ্গ দেখিবার নিমিত্ত নরেন্দ্রসরোবরে আগমন করিলেন। ঐ কালে গৌড়ের ভক্তগণ আগমন করিলেন, নরেন্দ্রেতে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁহাদিগের মিলন হইল। ভক্তগণ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে, মহাপ্রভু সকলকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। গৌড়িয়া সম্প্রদায় সকল কীর্ত্তন করিতে-

গীত কীর্ত্তন নর্ত্তন। মহাকোলাহল তীরে সলিলে খেলন॥ গৌড়িয়া সঙ্কীর্ত্তন আর রোদন মিলিঞা। মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিঞা॥ সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলা সেই জলে। সবা লঞা জলক্রীড়া করে কুতূহলে॥ প্রভুর এই জলকেলি দাস বৃন্দাবন। চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন॥ পুনঃ ইহা বর্ণিলে ত পুনরুক্তি হয়। ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাঢ়য়॥ ১২॥ জললীলা করি গোবিন্দ গেলা নিজালয়। নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়॥ জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজঘর আইলা। প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা॥ ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কথক্ষণ কৈল। নিজ নিজ পূর্ব্বাসায় সবা পাঠাইল॥ ১৩॥ গোবিন্দস্থানে রাঘব ঝালি সমর্পিল। ভোজনগৃহ কোণে গোবিন্দ ঝালি রাখিল॥ পূর্ব্ব বৎ-

---

ছিলেন, মহাপ্রভুর মিলনে তাঁহাদিগের ক্রন্দন উপস্থিত হইল। জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন ও নর্ত্তনে ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। মহাপ্রভু সকল ভক্ত লইয়া সেই জলে নামিয়া সকলের সঙ্গে কুতূহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর এই জলক্রীড়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থে বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। পুনর্ব্বার এস্থানে বর্ণন করিলে পুনরুক্তি হয়, লিখন ব্যর্থ হয়, আর গ্রন্থ বাড়িয়া যায়॥ ১২॥

জললীলা করিয়া গোবিন্দ নিজালয়ে যাত্রা করিলে মহাপ্রভু নিজগণ সমভিব্যাহারে দেবালয়ে গমন করিলেন। জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণকে খাওয়াইলেন। তৎপরে সকলের সঙ্গে কতিপয় ক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করত নিজ নিজ পূর্ব্ববাসায় সকলকে প্রেরণ করিলেন॥ ১৩॥

অনন্তর রাঘব গোবিন্দের নিকট ঝালি সমর্পণ করিলেন, গোবিন্দ

সরের ঝালি আঝাড়ি করিঞা। দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য ঘরে লৈঞা ॥ ১৪ ॥ আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা। জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে গিঞা ॥ বেড়াকীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল। সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল। সাত সম্প্রদায় নৃত্য করে সাত জন। অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত-শ্রীবাস। সত্যরাজখান আর নরহরিদাস ॥ ১৫ ॥ সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ। মোর সম্প্রদায়ে প্রভু ঐছে সবার মন ॥ সঙ্কীর্ত্তনকোলাহলে আকাশ ভেদিল। সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লৈঞা। রাজপত্নীগণ দেখে অট্টালি চড়িঞা ॥ কীর্ত্তন আবেশে পৃথ্বী

ভোজনগৃহের কোণে ঝালি রাখিয়া দিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সকলের ঝালি আঝাড়ি (অবকাশ) করিয়া দ্রব্য ভরিবার নিমিত্ত অন্য গৃহে লইয়া রাখিলেন ॥ ১৪ ॥

অন্য দিবস মহাপ্রভু নিজগণ লইয়া গমন করত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিলেন। তথায় বেড়াকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া সাত সম্প্রদায়ে গাইতে লাগিলেন। সাত সম্প্রদায়ে সাত জন নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের নাম, যথা—অদ্বৈতআচার্য্য, নিত্যানন্দপ্রভু, বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাসপণ্ডিত, সত্যরাজখান ও নরহরিদাস, এই সাত জন ॥ ১৫ ॥

মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করেন, আমারই সম্প্রদায়ে মহাপ্রভু আছেন, সকলের এইরূপ মনে হয়। সঙ্কীর্ত্তনকোলাহলে আকাশ ভেদ করিল, জগন্নাথবাসী সমস্ত লোক দেখিতে আসিল। রাজা আসিয়া দূর হইতে নিজগণ সঙ্গে করিয়া দর্শন করিতেছেন, রাজপত্নীগণ অট্টালিকায় চড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনের আবেশে পৃথিবী টলমল

করে টলমল। হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল ॥ ১৬ ॥ এই মত কথক্ষণ করাইল কীর্ত্তন। আপনে নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন ॥ সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়। মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর-রায় ॥ উড়িয়া পদ প্রভুর মনে স্মৃতি হৈল। স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ১৭ ॥

তথাহি পদং। যথা—

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ ॥ ধ্রু ॥ ১৮ ॥ এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে। সব লোক চৌদিকের প্রেমজলে ভাসে ॥ বোল বোল বলে প্রভু বাহু তুলিঞা। হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিঞা ॥ কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর। আচম্বিতে উঠে প্রভু করিঞা হুঙ্কার ॥

করিতে লাগিল, লোক সকল হরিধ্বনি করিতেছে, তাহাতে কোলাহল উপস্থিত হইল ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে কতক্ষণ কীর্ত্তন করাইয়া স্বয়ং নৃত্য করিতে তাঁহার মন হইল। সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গান ও বাদ্য করিতেছে, মধ্যভাগে মহাপ্রেমাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর মনে উড়িয়া পদ স্মরণ হইল, স্বরূপকে সেই পদ গান করিতে আজ্ঞা দিলেন ॥ ১৭ ॥

পদ। যথা—

জগমোহনের অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথদেবের "পরিমুণ্ডা যাঙ" অর্থাৎ বলিহারি যাই ॥ ১৮ ॥

মহাপ্রভু পরম আবেশে নৃত্য করিতেছেন, চতুর্দ্দিকের লোক সকল প্রেমে ভাসিতে লাগিল। মহাপ্রভু বাহু উত্তোলন করিয়া বোল বোল বলিতেছেন, লোক সকল আনন্দে ভাসিয়া হরিধ্বনি করিতেছে। মহাপ্রভু কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হয়েন, তৎকালে তাঁহার শ্বাস

সঘন পুলক যেন সিমুলির তরু। কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥ ১৯॥ প্রতি রোমে রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম। জ জ গ গ পরি পরি গদ্গদবচন॥ এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে। ঐছে নড়ে দন্ত যেন ভূমি খসি পড়ে॥ ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ। তৃতীয় প্রহরে নহে নৃত্য অবশেষ॥ সব লোকের উথলিল আনন্দসাগর। সব লোক পাসরিল দেহ আত্ম-ঘর॥ ২০॥ তবে নিত্যানন্দপ্রভু সৃজিল উপায়। ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনিঞা রাখিল সবায়॥ প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়। স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বরে গায়॥ কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল। তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥ ২১॥ ভক্তশ্রম

থাকে না, ক্ষণকাল পরে আচম্বিতে উঠিয়া হুঙ্কার করিতে থাকেন। সিমুলবৃক্ষের ন্যায় মহাপ্রভুর অঙ্গে নিবিড় পুলকপ্রকাশ পাইতে লাগিল তাহাতে তিনি কখন প্রফুল্লিতাঙ্গ ও কখন বা সূক্ষ্মাঙ্গ হইতে লাগিলেন॥ ১৯॥

মহাপ্রভুর প্রতি রোমে রোমে ঘর্ম্ম ও রক্তোদ্গম হইল, তৎকালে "জজ, গগ, পরি পরি," এই গদ্গদবচন বলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর এক একটী করিয়া পৃথক পৃথক্ দন্ত সকল নড়িতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, সমুদায় দন্ত যেন ভূমিতে খসিয়া পড়িবে। মহাপ্রভুর আনন্দ-আবেশ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধিশীল হইল, তৃতীয় প্রহর বেলায় নৃত্যের শেষ হইল না। সকল লোকের আনন্দসাগর উচ্ছলিত হইল, সকল লোকেই আপনার দেহ ও গৃহ বিস্মৃত হইল॥ ২০॥

তখন নিত্যানন্দপ্রভু উপায় উদ্ভাবন করিলেন, ক্রমে ক্রমে সকল কীর্ত্তনীয়া রাখিয়া যিনি যিনি প্রধান সম্প্রদায় হয়েন, স্বরূপের সঙ্গে তাঁহারা মন্দস্বরে গাইতে লাগিলেন। সে সময়ে কোলাহল ছিল না, যখন মহাপ্রভুর বাহ্য হইল, তখন নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে সকলের

জানি কৈল কীর্ত্তন সমাধান। সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নান॥ সবা লঞা আসি কৈল প্রসাদ ভোজন। সবাকে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥ গম্ভীরার দ্বারে কৈলা আপনে শয়ন। গোবিন্দ আইলা পাদ করিতে সম্বাহন॥ ২২॥ সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম। প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥ গোবিন্দ আসিঞা করে পাদসম্বাহন। তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥২৩॥ সব দ্বার যু'ড় প্রভু করিয়াছেন শয়ন। ভিতর যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥ এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতর যাইতে। প্রভু কহে শক্তি নাহি দেহ চালাইতে॥ বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে। প্রভু কহে আমি অঙ্গ নারি চালাইতে॥ গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদসম্বাহন। প্রভু

নিবেদন করিলেন॥ ২১॥

মহাপ্রভু ভক্তশ্রম জানিতে পারিয়া কীর্ত্তন সমাধান পূর্ব্বক সকলকে লইয়া সমুদ্রেতে স্নান করিলেন এবং সকলকে লইয়া আসিয়া প্রসাদ ভোজন করত সকলকে শয়ন করিতে বিদায় দিলেন। তৎপরে গম্ভীরার দ্বারে গিয়া আপনি শয়ন করিলেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন॥ ২২॥

সর্ব্বকালে এই সুদৃঢ় নিয়ম আছে যে, মহাপ্রভু যখন প্রসাদ ভোজন করিয়া শয়ন করেন, তখন গোবিন্দ আসিয়া পাদসম্বাহন করিয়া থাকেন, তৎপরে যাইয়া প্রসাদ ভোজন করেন॥ ২৩॥

মহাপ্রভু সকল দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ভিতরে যাইতে না পারিয়া গোবিন্দ নিবেদন করিলেন। প্রভো! আপনি এক পার্শ্ব হউন, আমাকে ভিতরে যাইতে দেন, মহাপ্রভু কহিলেন, আমার দেহ চালনা করিতে শক্তি নাই। গোবিন্দ বারম্বার কহেন, আপনি এক দিক্ হউন, প্রভু কহিলেন, আমি অঙ্গ চালাইতে পারিতেছি না।

কহে কর না কর যে লয় তোমার মন ॥ ২৪ ॥ তবে গোবিন্দ তাঁর উপর বহির্ব্বাস দিঞা। ভিতর ঘরেতে গেলা প্রভুকে লঙ্ঘিঞা ॥ পাদসম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল। মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ। দণ্ড দুই বহি প্রভুর হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥ গোবিন্দ দেখিঞা প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা। আদিবশ্যা এত ক্ষণ আছিস্ বসিঞা ॥ নিদ্রা হৈলে কেন নাহি গেলা প্রসাদ পাইতে। গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলে যাইতে নাহি পথে ॥ প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে। তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে ॥ ২৫ ॥ গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউ কিবা নরকে গমন ॥

গোবিন্দ কহিলেন, আমি পাদসম্বাহন করিতে ইচ্ছা করি, মহাপ্রভু কহিলেন, কর বা না কর, তোমার মনে যাহা হয়, তাহাই কর ॥ ২৪ ॥

তখন গোবিন্দ তাঁহার উপর বহির্ব্বাস দিয়া, প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়া গৃহের মধ্যে গমন করিলেন। তৎপরে প্রভুর পাদসম্বাহন, কটি ও পৃষ্ঠ চাপিতে লাগিলেন, মধুর মর্দ্দনে মহাপ্রভুর পরিশ্রম দূরীভূত হইল। গোবিন্দ অঙ্গ চাপিতেছিলেন, মহাপ্রভুর সুখে নিদ্রা হইল, দুই দণ্ড পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় গোবিন্দকে দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন। রে আদিবশ্যা! (শূদ্রজাতিবিশেষ!) অদ্য এতক্ষণ কেন বসিয়া আছিস্? আমার নিদ্রা হইলে তুই প্রসাদ ভোজন করিতে কেন যাইস্ নাই? গোবিন্দ কহিলেন, আপনি দ্বারে শয়ন করিয়াছিলেন, যাইতে পথ ছিল না। মহাপ্রভু কহিলেন, তবে তুই ভিতরে কিরূপে আসিলি? সেইরূপে প্রসাদ লইতে কেন গেলি না? ॥ ২৫ ॥

গোবিন্দ মনে মনে কহিলেন, আমার সেবামাত্র নিয়ম ইহাতে অপরাধ হউক বা নরকে গমন করি, তাহাতে কোন হানি নাই। সেবা

সেবা কোটি অপরাধ নাহি গণি। স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ ২৬ ॥ এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা। প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা ॥ প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা হৈলে যান প্রসাদ লৈতে। সে দিবসে শ্রম জানি রহিলা চাপিতে ॥ যাইতেহ পথ নাহি যাবেন কেমনে। মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ২৭ ॥ এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মধর্ম্ম। চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম ॥ ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী। এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥ সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা নৃত্য। অদ্যাপিহ যাহা গায় চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ২৮ ॥ এই মত মহাপ্রভু লৈঞা নিজগণ। গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন ॥ পূর্ব্ববৎ

নিমিত্ত কোটি অপরাধ হইলেও গণনা করি না, নিজ নিমিত্ত অপরাধের আভাসমাত্রে ভয় মানিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

গোবিন্দ মনোমধ্যে এই সকল বিবেচনা করিয়া রহিলেন, মহাপ্রভু যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহার কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না। গোবিন্দ প্রতি দিবস মহাপ্রভুর নিদ্রা হইলে প্রসাদ লইতে গমন করেন, সে দিবস শ্রম জানিয়া পাদসম্বাহন করিতে রহিলেন। যাইতে পথ ছিল না, কিরূপে গমন করিবেন, প্রভুর লঙ্ঘনে মহা অপরাধ হইবে, এই বিবেচনায় যাইতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥

এই সকল যুক্তি ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মধর্ম্ম হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা হইলে ঐ সকল ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারিবে। ভক্তগুণ প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু অতিশয় কৌতুকী হয়েন, এই সমুদায় ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে এত ভঙ্গী করিলেন। সংক্ষেপে এই পরিমুণ্ডা নৃত্য বর্ণন করিলাম, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ অদ্যাপিও ইহা গান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে নিজগণ সঙ্গে লইয়া গুণ্ডিচাগৃহের প্রক্ষালন ও

কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন। পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্যভোজন॥ পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন। হোরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন॥ ২৯॥ চারিমাস বর্ষা রহি সব ভক্তগণ। জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥ পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা। প্রভুকে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥ কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি। ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥ কেহ পৈড় কেহ লাড়ু কেহ পিঠা পানা। বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ যার নানা॥ অমুক এই দিয়াছে গোবিন্দ করে নিবেদন। ধরি রাখ বলে প্রভু না করেন ভক্ষণ॥ ৩০॥ ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ। শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন॥ গোবিন্দেরে সবে পুছে করিঞা যতন। আমার দত্ত প্রসাদ

মার্জ্জন এবং পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তন ও পূর্ব্ববৎ টোটাতে (উদ্যানে) বন্যভোজন এবং পূর্ব্বমত রথাগ্রে নর্ত্তন ও হোরাপঞ্চমী যাত্রা দর্শন করিলেন॥ ২৯॥

ভক্তগণ বর্ষা চারিমাস অবস্থিতি করিয়া জন্মাষ্টমী প্রভৃতি যাত্রা সকল দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে যখন ভক্তগণ গৌড় হইতে আগমন করেন তখন মহাপ্রভুকে খাওয়াইতে সকলের ইচ্ছা হইয়াছিল। কোন ভক্ত কোন প্রসাদ আনিয়া গোবিন্দের নিকট অর্পণ করিয়া বলেন, প্রভু যেন ইহা অবশ্য ভোজন করেন। কোন ভক্ত পৈড় (ডাব), কেহ লড্ডুক, কেহ পিঠা, কেহ পানা ও কেহ বা বহুমূল্য নানা প্রকার প্রসাদ আনিয়া দেন এবং অমুক এই দিয়াছে, এই কথা বলিয়া গোবিন্দ নিবেদন করেন মহাপ্রভু বলেন, রাখিয়া দাও, কিন্তু ভক্ষণ করেন না॥ ৩০॥

প্রসাদ রাখিতে রাখিতে গৃহের এক কোণ পরিপূর্ণ হইল, এত ভক্ষ্যদ্রব্য সঞ্চয় হইল যে, তাহাতে একশত জনের ভোজন সম্পন্ন হয় সকলে যত্ন করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার দত্ত প্রসাদ

প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ ॥ কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করয়ে বঞ্চন। আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদবচন ॥ ৩১ ॥ আচার্য্যাদি মহাশয় করিঞা যতনে। তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ তুমি সে না খাও তারা পুছে বার বার। বঞ্চনা করিব কত কেমতে আমার নিস্তার ॥ ॥ ৩২ ॥ প্রভু কহে আদিবশ্য দুঃখ কাহে মানে। কে বা কি দিয়াছে সব আনহ এখানে ॥ এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে। নাম ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥ ৩৩॥ আচার্য্যের এই পৈড় পানা সরপুপী। এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরপুপী ॥ শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেক প্রকার। পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর ॥ আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।

প্রভুকে ভোজন করাইয়াছ? গোবিন্দ কাহাকে কিছু কহিয়া বঞ্চনা করেন, অন্য দিন প্রভুকে নির্ব্বেদবাক্যে কহিলেন ॥ ৩১ ॥

আচার্য্যাদি মহাশয়গণ যত্ন করিয়া আপনাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আমার নিকট বস্তু সকল অর্পণ করিয়াছেন। আপনি ভোজন করেন কি না, তাঁহারা আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কত বঞ্চনা করিব, কিরূপে আমার নিস্তার হইবে? ॥ ৩২ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হে আদিবশ্য! (শূদ্রজাতিবিশেষ গোবিন্দ!) তুমি কেন দুঃখ মানিতেছ? কে কি দিয়াছে, আমার নিকট লইয়া আইস! এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু ভোজন করিতে বসিলেন, যে ব্যক্তি যাহা দিয়াছিল, গোবিন্দ নাম ধরিয়া তাহা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দ কহিলেন, প্রভো। আচার্য্যের এই পৈড় (ডাব), পানা ও সরপুপী এবং শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেক প্রকার অমৃতগোটিকা, মণ্ডা, কর্পূরপুপী ও পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা এবং পদ্মনিচি প্রভৃতি। আচার্য্য

ভোজন কৈল। রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥ এক এক দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল। স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংশিল ॥ বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিঞা। ভোজন সময়ে স্বরূপ পরিবেশে খসাইঞা ॥ কভু রাত্রিকালে কিছু করে উপযোগ। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ ॥ ৩৭ ॥ এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। চাতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে ॥ মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ। ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল। নিম্ববার্ত্তাকী আর ভৃষ্ট পটোল ॥ ভৃষ্ট ফুলবড়ী আর মুদ্গাদালি সুপ। জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি অনুরূপ ॥ ৩৮ ॥ মরিচের ঝাল অম্ল মধু-

রাঘবের ঝালিমাত্র আছে, মহাপ্রভু কহিলেন, তাহা আজ্ থাকুক, পশ্চাৎ দেখিব ॥ ৩৬ ॥

অন্য দিবস মহাপ্রভু যখন নির্জ্জনে ভোজন করেন, তখন রাঘবের ঝালি সকল খুলিয়া দেখিলেন। তন্মধ্যে এক এক দ্রব্যের কিছু কিছু ভোজন করিলেন, স্বাদু ও সুগন্ধি দেখিয়া সেই সকল দ্রব্যের বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বৎসরের জন্য অন্যান্য দ্রব্য সকল রাখিয়া দিলেন, ভোজন সময়ে স্বরূপগোস্বামী খসাইয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য ভোগ করা কর্ত্তব্য, এই বিবেচনায় মহাপ্রভু রাত্রিকালে কিছু ভোজন করেন ॥ ৩৭ ॥

মহাপ্রভু এই প্রকারে ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে চাতুর্মাস্য যাপন করিলেন। মধ্যে মধ্যে আচার্য্য প্রভৃতি নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহারা গৃহে অন্ন ও নানা প্রকার ব্যঞ্জন পাক করিয়া থাকেন এবং দুই চারি প্রকার শাক আর সুক্তার ঝোল, নিম্ববার্ত্তাকী ও পটোলভাজা, ফুলবড়ীভাজা এবং মুদ্গের দাইল, মহাপ্রভুর রুচি জানিয়া তদনুরূপ ব্যঞ্জনপাক করেন ॥ ৩৮ ॥

রায় আর। আদা লবণ নেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার॥ জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত। কাঁহা একা যায় কাঁহা গণের সহিত॥ ৩৯॥ আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্রভক্ত সব॥ এই মতে নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি। বাসুদেব গদাধরদাস গুপ্ত-মুরারী॥ কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন। জগন্নাথের প্রসাদ আনি নিমন্ত্রণ॥ ৪০॥ শিবানন্দের শুন নিমন্ত্রণের আখ্যান। শিবানন্দের বড়-পুত্র চৈতন্যদাস নাম॥ প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল। মিলা-ইতে প্রভু তার নাম পুছিল॥ চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়। কিবা নাম ধরিঞাছ বুঝনে না যায়॥ সেন কহে যে জানিল সেই সে ধরিল। এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল॥ জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ

তৎপরে মরিচের ঝাল, মধুর অম্ল ও আদা, লবণ এবং নেম্বু, দুগ্ধ, দধি ও খণ্ডসার। এই সকল দ্রব্যে মিশ্রিত করিতে জগন্নাথের প্রসাদ আনয়ন করেন। মহাপ্রভু কোন স্থানে একাকী ও কোন স্থানে নিজ-গণের সহিত ভোজন করিতে গমন করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি যে সকল ব্রাহ্মণভক্ত যত্ন করিয়া এইরূপে সকলকে নিমন্ত্রণ করেন এবং বসুদেব, গদাধরদাস, মুরারিগুপ্ত, কুলীনগ্রামবাসী, খণ্ডবাসী, আর অন্য যে সকল জন, তাঁহারা জগন্নাথের প্রসাদ আনিয়া নিমন্ত্রণ করেন॥ ৪০॥

ভক্তগণ! শিবানন্দসেনের নিমন্ত্রণের আখ্যান শ্রবণ করুন, শিবা-নন্দের বড়পুত্র, তাহার নাম চৈতন্যদাস। প্রভুর সঙ্গে মিলিত করাইবার নিমিত্ত চৈতন্যদাসকে আনিয়াছিলেন, প্রভুর সঙ্গে মিলন করাইলে প্রভু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চৈতন্যদাস নাম শুনিয়া গৌরাঙ্গদেব শিবানন্দসেনকে কহিলেন, তুমি কি নাম রাখিয়াছ? বুঝিতে পারি-লাম না। শিবানন্দসেন কহিলেন, আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাই

আনাইলা। স্বগণ সহিত প্রভুকে ভোজন করাইলা॥ শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন। অতিগুরুভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন॥ ৪১॥ আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ। প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥ দধি নেম্বু আদা আর ফুলবড়ী লবণ। সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর সুপ্রসন্ন মন॥ ৪২॥ প্রভু কহে এই বালক মোর মত জানে। সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥ এত বলি দধিভাত করিল ভোজন। চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন॥ ৪৩॥ চারিমাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়। কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়॥ গদাধরপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম। ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম॥ গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর। ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর॥ মধ্যে মধ্যে

রাখিয়াছি, এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। জগন্নাথের বহুমূল্যের প্রসাদ আনাইয়া স্বগণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। শিবানন্দের গৌরবে মহাপ্রভু ভোজন করিলেন, কিন্তু অতিগুরুভোজনে তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না॥ ৪১॥

চৈতন্যদাস আর এক দিবস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট জানিয়া ব্যঞ্জন এবং দধি, নেম্বু, আদা, ফুলবড়া ও লবণ আনয়ন করিলেন, সামগ্রী দেখিয়া মহাপ্রভুর মন সুপ্রসন্ন হইল॥ ৪২॥

মহাপ্রভু কহিলেন,—এই বালক আমার অভিপ্রায় জানে, ইহার নিমন্ত্রণে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। এই কথা বলিয়া দধিভাত ভোজন করিয়া চৈতন্যদাসকে উচ্ছিষ্টমাত্র অর্পণ করিলেন॥ ৪৩॥

এইরূপ নিমন্ত্রণে চারিমাস গত হইল, কোন কোন বৈষ্ণব মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে দিবস প্রাপ্ত হইলেন না। গদাধরপণ্ডিত ও সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য, ইহাঁদিগের ভিক্ষার দিবসের নিয়ম আছে। গোপী-

ঘর তাতে করে নিমন্ত্রণ। অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদ লাগে কৌড়ি পণ॥ ৪৪॥ প্রথম নিমন্ত্রণে ছিল কৌড়ি চারি পণ। রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল দুই পণ॥ চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা। নীলাচলের সঙ্গিভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥ ৪৫॥ এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ। ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন॥ তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ। তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যকথন॥ ৪৬॥ শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্যের কথা। চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা॥ শুনিতে অমৃতসম জুড়ায় কর্ণ মন। সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন॥ ৪৭॥

নাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর ও বক্রেশ্বর, ইহাঁরা সকলে মধ্যে মধ্যে গৃহে অন্নপাক করিয়া নিমন্ত্রণ করেন, অন্য লোক নিমন্ত্রণ করিতে হইলে প্রসাদ ক্রয় করিতে দুই পণ কৌড়ি লাগিয়া থাকে॥ ৪৪॥

মহাপ্রভুর প্রথম নিমন্ত্রণে চারি পণ কৌড়ি দিতে হইত, রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে দুই পণ কমাইয়াছিলেন। চারিমাস পরে গৌড়ের ভক্তগণকে বিদায় দিলেন, নীলাচলের সঙ্গিভক্ত সঙ্গেই থাকিলেন॥ ৪৫॥

মহাপ্রভুর এই ভিক্ষা নিমন্ত্রণ বর্ণন করিলাম, যেরূপে তিনি ভক্তদত্ত বস্তু আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাঘবের ঝালির বিবরণ ও তাহার মধ্যেই পরিমুণ্ডা নৃত্যকথন॥ ৪৬॥

যিনি শ্রদ্ধা করিয়া শ্রীচৈতন্যের এই সকল কথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীচৈতন্যের লীলা শুনিতে অমৃততুল্য, ইহাতে কর্ণ ও মন পরিতৃপ্ত হয়, যিনি ভাগ্যবান, তিনি ইহা আস্বাদন করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৪৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদো নাম দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১০ ॥ * ॥

॥ • ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন॥ ৪৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে ভক্তদত্তাস্বাদ নাম দশম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়। জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয়॥ জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ। জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথ॥ কাশীশ্বরপ্রিয় জগদানন্দপ্রাণেশ্বর। জয় রূপ সনাতন রঘুনাথেশ্বর॥ জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। কৃপা করি দেহ প্রভু নিজপদ দান॥ ২॥ জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রাণ। তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ

নমামি হরিদাসমিত্যাদি॥ ১॥

সেই হরিদাস ও তদীয় প্রভু সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি। যে শ্রীচৈতন্যদেব হরিদাসের মৃতমূর্ত্তিকে ক্রোড়ে লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ১॥

দয়াময় শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, অদ্বৈতপ্রিয়ের জয় হউক শ্রীনিত্যানন্দপ্রিয়ের জয় হউক। শ্রীনিবাসেশ্বর ও হরিদাসনাথ জয়যুক্ত হউন, গদাধরপ্রিয় স্বরূপপ্রাণনাথের জয় হউক। কাশীশ্বরপ্রিয়, জগদানন্দপ্রাণেশ্বর, রূপ, সনাতন ও রঘুনাথেশ্বর জয়যুক্ত হউন। গৌরদেহধারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে নিজপদ দান করুন॥ ২॥

শ্রীচৈতন্যের প্রাণ শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, জয় হউক, প্রভো!

দান ॥ জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য। স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৩ ॥ জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার প্রাণ। সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥ জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ। রঘুনাথ গোপাল জয় ছয় মোর নাথ ॥ এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা গুণ। যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন ॥ ৪ ॥ এই মতে মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস। সঙ্গে সব ভক্ত লঞা কীর্ত্তন উল্লাস ॥ দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন। রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥ ৫ ॥ এই মত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়। কৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে না আমায় ॥ দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার রাত্রে অতিশয়। চিন্তা উদ্বেগ চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি শাস্ত্রে যত

আপনার চরণারবিন্দে আমাকে ভক্তিদান করুন। শ্রীচৈতন্যের মান্যনীয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক, হে অদ্বৈতাচার্য্য! আমাকে নিজচরণে ভক্তি দান করুন ॥ ৩ ॥

হে গৌরগতপ্রাণ গৌরভক্তগণ! আপনাদের জয় হউক, সকল ভক্ত মিলিয়া আমাকে ভক্তি দান করুন। রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথদাস, রঘুনাথভট্ট ও গোপালভট্ট! আপনাদের জয় হউক, আপনারা ছয় জন আমার নাথ। আপনাদিগের অনুগ্রহে শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ লিখিতেছি, যেমন তেমন করিয়া লিখিতেছি, ইহাতে আপনাকে পবিত্র করা হইতেছে ॥ ৪ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তনের উল্লাস করেন। দিবসে নৃত্য, কীর্ত্তন, ঈশ্বর দর্শন ও রাত্রে স্বরূপের সঙ্গে রস আস্বাদন করেন ॥ ৫ ॥

এই মত মহাপ্রভুর সুখে কালক্ষেপণ হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিকার অঙ্গে সম্বরণ হয় না। দিনে দিনে বিকার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রাত্রে চিন্তা, উদ্বেগ ও প্রলাপাদি শাস্ত্রে যত বর্ণিত আছে, তৎসমুদায়

কয় ॥ ৬ ॥ স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দরায়। রাত্রি দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইঞা। হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ দেখে হরিদাসঠাকুর শয়ন। মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৭ ॥ গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন। হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥ সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন নাঞি পূরে কেমনে খাইব। মহাপ্রসাদ আনিঞাছ কেমতে উপেক্ষিব ॥ এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন। এক রঞ্চ লৈয়া তার করিল ভক্ষণ ॥ ৮॥ আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা। সুস্থ হও হরিদাস তাঁহারে পুছিলা ॥ নমস্করি প্রভুকে তিঁহ কৈল নিবেদন। শরীর অসুস্থ নহে মোর অসুস্থ বুদ্ধি

শয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

স্বরূপগোস্বামী ও রামানন্দরায় এই দুই জন রাত্রে মহাপ্রভুর সাহার্য্য করিতেন। এক দিবস গোবিন্দ আনন্দসহকারে মহাপ্রসাদ লইয়া হরিদাসকে দিতে গিয়া দেখিলেন, হরিদাসঠাকুর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ও মন্দ মন্দ স্বরে সংখ্যা পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

গোবিন্দ কহিলেন, আপনি উঠুন, আসিয়া ভোজন করুন, হরিদাস কহিলেন, আজ্ আমি লঙ্ঘন করিব। নামের সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, কিরূপে খাইতে পারি? মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমন করিয়া উপেক্ষা করিব? এই কথা বলিয়া মহাপ্রসাদ বন্দনা করিয়া এক কণ গ্রহণ করত ভক্ষণ করিলেন ॥ ৮ ॥

পর দিবস মহাপ্রভু তাঁহার নিকট আসিয়া "হরিদাস! সুস্থ আছ?" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হরিদাস প্রভুকে নমস্কার করিয়া নিবেদন করিলেন, প্রভো! শরীর অসুস্থ নহে, আমার বুদ্ধি ও মন অসুস্থ আছে ॥ ৯ ॥

মন ॥ ৯ ॥ প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহ ত নিশ্চয়। তিঁহ কহে সংখ্যা সঙ্কীর্ত্তন না পূরয় ॥ ১০ ॥ প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর। সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর ॥ লোকনিস্তারিতে তোমার এই অবতার। নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ এবে অল্প সংখ্যা করি করহ কীর্ত্তন। হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন ॥ ১১ ॥ হীন-জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর। হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ অস্পৃশ্য অদৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে। রৌরব হইতে কাঢ়ি বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলে ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও স্বেচ্ছাময়। জগত নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিঞা। বিপ্রের শ্রাদ্ধ-পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইঞা ॥ ১২ ॥ এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।

মহাপ্রভু কহিলেন, কোন ব্যাধি হইয়াছে, নিশ্চয় করিয়া বল? হরিদাস কহিলেন, আমার সঙ্কীর্ত্তনের সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই ॥ ১০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হরিদাস! বৃদ্ধ হইয়াছ, সংখ্যা অল্প কর, তুমি সিদ্ধদেহ হইয়াছ, সাধনে আগ্রহ করিতেছ কেন? লোকনিস্তার করিতে তোমার এই অবতার হইয়াছে, লোক মধ্যে নামের মহিমা প্রচার করিয়াছ। এক্ষণে অল্প সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন কর, হরিদাস কহিলেন, প্রভো! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

আমি হীনজাতিতে জন্মিয়াছি, আমার এই কলেবর অতিনিন্দনীয়, আমি হীনকর্ম্মে রত ও অধম, পামর এবং অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য, আপনি আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, রৌরব (নরক) হইতে নিষ্কাসিত করিয়া বৈকুণ্ঠে আরোহণ করাইলেন। আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও স্বেচ্ছাময় আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয়, জগৎকে সেইরূপে নাচাইয়া থাকেন। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনেক প্রকার নৃত্য করাইলেন, আমি ম্লেচ্ছ হইয়া ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করিলাম ॥ ১২ ॥

প্রভো! বহুদিবস হইতে আমার একটী বাঞ্ছা আছে, মনে হই-

লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে॥ সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা। আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥ হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ। নয়নে দেখিব তোমার চান্দবদন॥ জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম। এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥ মোর ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয়। এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥ এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে। এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥ ১৩॥ প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে। কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥ কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা। তোমার যোগ্য নহে যাহ আমারে ছাড়িঞা॥ ১৪॥ চরণে ধরি হরিদাস কহে না করিহ মায়া। অবশ্য অধমে প্রভু করিবে

তেছে, আপনি লীলা সম্বরণ করিবেন। হে প্রভো! সেই লীলা যেন আমাকে কখন দেখাইবেন না, আপনার অগ্রে আমার এই শরীর পাত করাইবেন। আপনার চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিব, নয়নে আপনার চন্দ্রবদন দর্শন করিব এবং আপনার-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম জিহ্বায় উচ্চারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। আমার এই মত ইচ্ছা, আপনার যদি অনুগ্রহ হয়, হে দয়াময়! তবে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমার এই নীচদেহ আপনার অগ্রে পতিত হউক, আমার এই বাঞ্ছাসিদ্ধি আপনাতেই লাগিয়াছে॥ ১৩॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা অবশ্য করিবেন, কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সে সকল তোমাকে লইয়া জানিবে, আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার যোগ্য নহে॥ ১৪॥

তখন হরিদাস মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া কহিলেন, আপনি মায়া করিবেন না, প্রভো! অধমের প্রতি অবশ্য এই দয়া করিবেন। কত

এই দয়া ॥ মোর শিরোমণি হয় কত মহাশয়। তোমার লীলার সহায় ঐছে কোটি ভক্ত হয় ॥ আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল। এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥ ভক্তবৎসল তুমি মুঞি ভক্তাভাস। অবশ্য পুরাবে প্রভু মোর এই আশ ॥ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলেন আপনে। ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবেন দর্শনে ॥ ১৫ ॥ তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন। মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা। হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিঞা ॥ হরিদাস আগে আসি দিল দরশন। হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ ॥ ১৬ ॥ প্রভু কহে হরিদাস কহ সমা-চার। হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার ॥ অঙ্গনে আরম্ভাইলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন। বক্রেশ্বরপণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ স্বরূপ

কত মহাশয় আমার মস্তকের মণি হয়েন, ঐ মত কোটি ভক্ত আপনার লীলার সহায় আছেন। আমার মত যদি এক কীট মরিয়া যায়, তাহাতে আপনার হানি কি ? যেমন এক পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কোন হানি হয় না। আপনি ভক্তবৎসল, আমি ভক্তাভাস, প্রভো! আমার এই আশা অবশ্য পূর্ণ করিবেন। প্রভো! আপনি মধ্যাহ্ন করিতে যাইতেছেন, কল্য জগন্নাথ দেখিয়া আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন ॥১৫॥

তখন মহাপ্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে ঈশ্বর দর্শন পূর্ব্বক ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র করিয়া হরিদাসকে দেখিতে আইলেন। হরিদাসের অগ্রে আসিয়া দর্শন দিলেন, হরিদাস মহাপ্রভুর ও বৈষ্ণবগণের চরণ বন্দনা করি-লেন ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হরিদাস! সমাচার বল? হরিদাস কহিলেন, প্রভো! আপনার যেরূপ কৃপা? তখন মহাপ্রভু অঙ্গনে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন, তথায় বক্রেশ্বরপণ্ডিত নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

গোসাঞি আদি প্রভুর যত গণ। হরিদাস বেড়ি করে নামসঙ্কীর্ত্তন ॥১৭॥ রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে। হরিদাসের গুণ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ। কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন। সব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ১৮ ॥ হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভু বসাইল। নিজ-নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল ॥ স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ। সব ভক্ত পদরেণু মস্তকে ভূষণ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বলে বার বার। প্রভু মুখমধু পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ। নামের সহিতে প্রাণ কৈল উৎক্রামণ ॥ ১৯ ॥ মহাযোগীশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দ মরণ।

স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি মহাপ্রভুর যত গণ ছিলেন, সকলে হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৭ ॥

রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির অগ্রে মহাপ্রভু হরিদাসের গুণ কহিতে লাগিলেন। হরিদাসের গুণ বর্ণন করিতে মহাপ্রভু পঞ্চবদন হইলেন, বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর সুখবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হরিদাসের গুণে সকলের মন বিস্মিত হইল, ভক্তসকল হরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন ॥ ১৮ ॥

অনন্তর হরিদাস আপনার অগ্রে প্রভুকে বসাইয়া নিজের দুইটী নেত্র-ভ্রমর প্রভুর বদনপদ্মে দিলেন। নিজহৃদয়ে আনিয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিলেন, তৎপরে সকল ভক্তের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রভুর মুখমধু পান করাতে তদীয় নেত্রে জলধারা প্রবাহিত হইল। শ্রী-কৃষ্ণচৈতন্য এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন, নামের সহিত তাঁহার প্রাণ নির্গত হইল ॥ ১৯ ॥

ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥ হরেকৃষ্ণ শব্দ সবে করে কোলাহল। প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ হরিদাস তনু কোলে লৈলা উঠাইঞা। অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ প্রভুর আবেশ দেখি সব ভক্তগণে। প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তনে ॥ ২০ ॥ এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কথক্ষণ। স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে কৈল সাবধান ॥ হরিদাসঠাকুরে তবে বিমানে উঠাইঞা। সমুদ্রতীরে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিঞা। ॥ ২১ ॥ আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে। পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাতে ॥ হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল। প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল ॥ হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ। হরি-

মহাযোগীশ্বর যেমন স্বচ্ছন্দে প্রাণ ত্যাগ করেন, তদ্রূপ হরিদাসঠাকুরের মৃত্যু দেখিয়া সকলের ভীষ্মনির্য্যাণ স্মরণ হইল। সকলে হরেকৃষ্ণ শব্দ কোলাহল করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের শরীর ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন ও প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অঙ্গনে নাচিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আবেশ দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমাবেশে নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে কতক্ষণ নৃত্য করিলে স্বরূপগোস্বামী তাঁহাকে সাবধান করিলেন। তৎপরে হরিদাসঠাকুরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন ॥ ২১ ॥

মহাপ্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিলেন, বক্রেশ্বর ভক্তগণ সঙ্গে পশ্চাৎ নৃত্য করিতেছিলেন। এইরূপে হরিদাসকে লইয়া গিয়া সমুদ্রজলে স্নান করাইলেন, মহাপ্রভু কহিলেন, এই সমুদ্র মহাতীর্থ হইল। ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন ও হরিদাসের অঙ্গে

দাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥ ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল। বালুকার গর্ত্ত করি তাঁহা শোয়াইল ॥ ২২ ॥ চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। বক্রেশ্বরপণ্ডিত করে আনন্দে নর্ত্তন ॥ হরিবোল হরিবোল বলি গৌররায়। আপনে স্বহস্তে বালু দিল তাঁর গায় ॥ বালু দিঞা তার উপরে পিণ্ডি বান্ধাইল। চৌদিগে পিণ্ডির মহা আবরণ কৈল ॥ ২৩ ॥ তবে মহাপ্রভু করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন। হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে। সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলিরঙ্গে ॥ হরিদাস প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে। হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে ॥ ২৪ ॥ সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি। আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥ হরিদাসঠাকুরের মহোৎসবের তরে। প্রসাদ

প্রসাদ চন্দন এবং ডোর, কড়ার, প্রসাদ ও বস্ত্র দিলেন, তাহার পর বালুকার গর্ত্ত করিয়া তাহাতে শয়ন করাইলেন ॥ ২২ ॥

ভক্তগণ চারিদিকে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে বক্রেশ্বরপণ্ডিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র হরিবোল হরিবোল বলিয়া নিজহস্তে তদীয় অঙ্গে বালুকা প্রদান করিলেন। বালুকা দিয়া তাহার উপর পিণ্ডা-বান্ধাইলেন, পিণ্ডির চারিদিকে বৃহৎ আবরণ করিয়া দিলেন ॥ ২৩ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হরিধ্বনির কোলাহলে ভুবন পূর্ণ হইল। তখন মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া জলকেলিরঙ্গে সমুদ্রে স্নান করিলেন এবং হরিদাসকে প্রদক্ষিণ করিয়া সিংহদ্বারে আসিলেন, নগর মধ্যে হরিসঙ্কীর্ত্তনের কোলাহল উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু সিংহদ্বারে আসিয়া তথায় পসারির নিকট অঞ্চল পাতিয়া প্রসাদ চাহিয়া কহিলেন। আমি হরিদাসঠাকুরের মহোৎসব

পাতে পঞ্চ জনের ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ২৮ ॥ স্বরূপ কহে প্রভু বসি কর দরশন। আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন ॥ স্বরূপ জগদানন্দ কাশী-শ্বর শঙ্কর। চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন। প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইঞা। প্রভুকে ভিক্ষা করাইল আগ্রহ করিঞা ॥ পুরী ভারতী সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা। সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥ আকণ্ঠ পূরিঞা সবায় করাইল ভোজন। দেহ দেহ করি প্রভু বলেন বচন ॥ ২৯ ॥ ভোজন করিঞা সবে কৈল আচমন। সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য চন্দন ॥ প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বরদান। শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ ॥ ৩০ ॥ হরিদাসের বিজয়োৎসব যে

জনের ভক্ষ্য পরিবেশন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

অনন্তর স্বরূপ কহিলেন, আপনি বসিয়া দেখুন, আমি এই সকলকে লইয়া পরিবেশন করি। স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর এই চারি জন নিরন্তর পরিবেশন করিতেছেন। মহাপ্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করিতেছেন না। কাশীমিশ্র সেই দিবস মহাপ্রভুকে নিম-ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কাশীমিশ্র প্রসাদ লইয়া আপনি আগমন করিয়া আগ্রহসহকারে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। পুরী ভারতী প্রভৃতি মহাপ্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করিলেন। তৎপরে বৈষ্ণব সকল ভোজন করিতে লাগিলেন। আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া সকলকে ভোজন করাইলেন, মহাপ্রভু "দেহ দেহ" এই শব্দ বারম্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

তৎপরে সকলে ভোজন করিয়া আচমন্ করিলে, মহাপ্রভু সকলকে মাল্য ও চন্দন পরাইয়া দিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইয়া সকলকে বরদান করিলেন, বর শুনিয়া ভক্তগণের মন ও কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৩০ ॥

কৈল দর্শন। যেই তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥ যেই তাঁরে বালু দিতে করিল গমন। তাঁর মহোৎসবে যেবা করিলা ভোজন॥ অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি। হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥ ৩১॥ কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥ হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥ ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ। পূর্ব্বে যেন শুনিঞাছি ভীষ্মের মরণ॥ ৩২॥ হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইলা মেদিনী॥ জয় হরিদাস বলি করজয়ধ্বনি। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥ তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।

মহাপ্রভুর বর, যথা—

যাঁহারা হরিদাসের বিজয়োৎসব দর্শন করিলেন, যাঁহারা হরিদাসকে বালুকা দিতে গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার মহোৎসবে যাঁহারা ভোজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শীঘ্র কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি হইবে, হরিদাস দর্শনে ঐরূপ শক্তি হইয়া থাকে॥ ৩১॥

মহাপ্রভু আরও কহিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেই সঙ্গ ভঙ্গ হইল। চলিবার নিমিত্ত যখন হরিদাসের ইচ্ছা হইল, আমার শক্তিতে তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না, তিনি ইচ্ছামাত্র নিজপ্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, পূর্ব্বে যেমন ভীষ্মের মৃত্যু শুনিয়াছি তদ্রূপ॥ ৩২॥

হরিদাস পৃথিবীর শিরোমণি ছিলেন, তাঁহা ব্যতিরেকে পৃথিবী রত্নশূন্য হইল। তোমরা সকল হরিদাস বলিয়া জয়ধ্বনি কর, এই বলিয়া মহাপ্রভু আপনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। যিনি নামের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই হরিদাসের জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, বলিয়া

হরিষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ৩৩ ॥ এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়। যাঁহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয় ॥ চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি ॥ শেষকালে দিল তাঁরে দর্শন স্পর্শন। তাঁরে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন ॥ আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল। আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল ॥ মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্। এই সৌভাগ্য লাগি আগে করিলা প্রয়াণ ॥ ৩৪ ॥ চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু। কর্ণ মন তৃপ্ত যার করে এক বিন্দু ॥ ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত। শ্রদ্ধা করি শুন তবে চৈতন্যচরিত্র ॥ ৩৫ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬ ॥

সকলে গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সকল ভক্তকে বিদায় দিয়া হর্ষ ও বিষাদান্বিত হইয়া বিশ্রাম করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অহে ভক্তগণ! হরিদাসের এই বিজয় বর্ণন করিলাম, ইহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এই উপাখ্যানে শ্রীচৈত্যদেবের ভক্তবাৎসল্য জানা যায়, সন্ন্যাসীর শিরোমণি গৌরহরি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শেষ কালে মহাপ্রভু হরিদাসকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ ও ক্রোড়ে লইয়া নর্ত্তন করিলেন এবং আপনি কৃপা করিয়া শ্রীহস্তে তাঁহাকে বালুকা দিলেন এবং আপনি ভিক্ষা করিয়া তাঁহার মহোৎসব করিলেন। মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্ ছিলেন, এই সৌভাগ্য নিমিত্ত তিনি অগ্রে লোকান্তর গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

এই চৈতন্যচরিত্র অমৃতের সমুদ্র, যাহার এক বিন্দুতে কর্ণ ও মনের তৃপ্তি করিয়া থাকে। ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে যাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনি শ্রদ্ধা করিয়া এই চৈতন্যচরিত্র শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ এই চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসঠাকুরনির্য্যাণ বর্ণনং নামৈকাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১১ ॥ * ॥

॥ • ॥ ইতি একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে শ্রীহরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণবর্ণন নাম একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

———০:#:০———

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় কৃপাময়। জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর। জয় গৌরভক্তগণ কৃপাপূর্ণান্তর॥ ২॥ অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর। কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুরে নিরন্তর॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥ রাত্রিদিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে। কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামা-

---

শ্রূয়তামিত্যাদি॥ ১॥

হে ভক্তগণ! আনন্দসহকারে নিত্য চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ করুন শ্রবণ করুন, গান করুন গান করুন এবং চিন্তা করুন চিন্তা করুন॥১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, আপনি কৃপাময়, আপনার জয় হউক, নিত্যানন্দের জয় হউক জয় হউক, আপনি কৃপাসিন্ধু আপনার জয় হউক। হে করুণাসমুদ্র অদ্বৈতচন্দ্র! আপনার জয় হউক, হে কৃপাপূর্ণহৃদয় গৌরভক্তগণ! আপনাদিগের জয় হউক॥ ২॥

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ হৃদয় হইলেন, তাঁহাতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফুর্ত্তি পাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগদশায় মহাপ্রভু কহিতে থাকেন, হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন! আমি কোথায় যাইব, মুরলীবদনকে কোথায় প্রাপ্ত হইব। মহাপ্রভুর রাত্রি দিবা এই দশা উপস্থিত, মনে স্বাস্থ্যলাভ হয় না, স্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে

নন্দ সনে ॥ ৩ ॥ এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ। প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ শিবানন্দসেন আর আচার্য্যগোসাঞি। নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঞি ॥ কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী। একত্রে মিলিলা সবে নবদ্বীপে আসি ॥ ৪ ॥ নিত্যানন্দপ্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাঞি। তথাপি চলিলা দেখিতে চৈতন্যগোসাঞি ॥ শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গে ত মালিনী। আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাহার গৃহিণী ॥ শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা। রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইঞা ॥ দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন। দুই তিন শত ভক্ত কে করে গণন ॥ ৫॥ শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা। আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিঞা ॥ শিবানন্দসেন করে ঘাটি সমাধান। সবাকে পালন করি সুখে

কষ্টে রাত্রি যাপন করেন ॥ ৩ ॥

এই গৌড়দেশে মহাপ্রভুর যত ভক্তগণ, তাঁহারা মহাপ্রভুকে দেখি-বার নিমিত্ত আগমন করিলেন। শিবানন্দসেন, আচার্য্যগোসাঞি এবং নবদ্বীপের সমস্ত ভক্তগণ একত্র হইলেন। তৎপরে কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ছিলেন, তাঁহারা নবদ্বীপে আসিয়া একত্র মিলিত হই-লেন ॥ ৪ ॥

যদিচ নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি আজ্ঞা ছিল না, তথাপি চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। শ্রীনিবাসের সঙ্গে চারি ভ্রাতা ও মালিনী, আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাহার গৃহিণী এবং শিবানন্দের পত্নী তিন পুত্র লইয়া ও রাঘবপণ্ডিত ঝালি সাজাইয়া চলিলেন। দত্ত গুপ্ত প্রভৃতি আর যত ভক্তগণ ছিলেন, দুই তিন শত ভক্ত গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

সকলে শচীমাতাকে দেখিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দে যাইতে লাগিলেন। শিবানন্দসেন সকলের

লঞা যান ॥ সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসাস্থান। শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ৬ ॥ এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা। সবা ছোড়াই শিবানন্দ আপনে রহিলা ॥ সবে গিয়া রহিলা গ্রাম ভিতর বৃক্ষতলে। শিবানন্দ বিনা বাসাস্থান নাহি মিলে ॥ নিত্যানন্দপ্রভু ভোখে ব্যাকুল হইঞা। শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইঞা ॥ তিন পুত্র মরুক শিবার এভো না আইল। ভোখে মরিগেলু মোরে বাসা না দেয়াইল ॥ ৭ ॥ শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা। হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা ॥ শিবানন্দ পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিঞা। পুত্রে শাপ দিছে গোসাঞি বাসা না পাইঞা ॥ তেঁহ কহে বাউলি কেন মরিস্

ঘাটি সমাধান করেন, সকলে পালন করিয়া সুখে লইয়া যান। সকলের সকল কার্য্য করেন এবং বাসাস্থান দেন, শিবানন্দ উড়িয়া-পথের সন্ধান জানিতেন ॥ ৬ ॥

এক দিবস ঘাটিতে সকল লোককে রাখিয়াছিলেন, শিবানন্দ সকলকে ছাড়াইয়া আপনি ঘাটিতে ছিলেন। সকল লোক গিয়া গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে রহিলেন, শিবানন্দ ব্যতিরেকে বাসাস্থান প্রাপ্ত হইলেন না। নিত্যানন্দপ্রভু ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বাসাস্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে শিবানন্দকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। শিবানন্দ এখনও আসিল না, তাহার তিন পুত্র মরিয়া যাউক, আমি ক্ষুধায় মরিলাম, আমাকে বাসা দেওয়াইল না ॥ ৭ ॥

এই কথা শুনিয়া শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলেন, এমন সময়ে শিবানন্দ ঘাটি হইতে আগমন করিলে শিবানন্দের পত্নী রোদন করিয়া কহিলেন, গোসাঞি বাসা না পাইয়া পুত্রকে শাপ দিয়াছেন ॥ ৮ ॥

তিনি কহিলেন, বাউলিনি! (পাগলিনি!) কেন কান্দিয়া মরিতে-

কান্দিঞা। মরুক তিন পুত্র মোর তাঁর বালাই লঞা॥ এত বলি প্রভু পাশ গেলা শিবানন্দ। উঠি তাঁরে লাথী মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥ ৯॥ আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা। শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়-ঘর যাঞা॥ চরণে ধরি প্রভুকে সেই বাসা লঞা গেলা। বাসা দিঞা হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা॥ ১০॥ আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা। যৈছে অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥ শাস্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা। ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥ ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু। হেন চরণ স্পর্শ পাইলা মোর অধম তনু॥ আজি সফল হৈল মোর জন্ম কুলধর্ম্ম। আজি পাইলু কৃষ্ণ-ভক্তি অর্থ কামধর্ম্ম॥ ১১॥ শুনি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত মন। উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥ আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।

ছিস্, তাঁহার বালাই লইয়া তিন পুত্র মরুক। এই বলিয়া শিবানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলে নিত্যানন্দপ্রভু উঠিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন॥ ৯॥

তখন শিবানন্দ পাদপ্রহার পাইয়া আনন্দিত হইলেন এবং শীঘ্র গৌড়-ঘরে গিয়া বাসাঘর করত প্রভুর চরণে ধরিয়া সেই বাসাগৃহে লইয়া গেলেন, বাসা দিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন॥ ১০॥

প্রভো! আজ্ আমাকে ভৃত্য করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, ভৃত্যের যেরূপ অপরাধ, তাহার যোগ্য ফল দিলেন। শাস্তির ছলে যে কৃপা করেন, ইহা আপনার করুণা, ত্রিজগন্মধ্যে আপনার করুণা বুঝিতে কে সমর্থ হইবে? আপনার শ্রীচরণের রেণু ব্রহ্মার দুর্ল্লভ, আমার এই অধম তনু এরূপ চরণের স্পর্শ প্রাপ্ত হইল। আজ্ আমার জন্ম ও কুল-ধর্ম্ম সফল হইল, আজ্ কৃষ্ণভক্তির অর্থ কামধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলাম॥ ১১॥

এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর মন আনন্দিত হইল, তিনি উঠিয়া

আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসা স্থান ॥ ১২ ॥ নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সব বিপরীত । ক্রুদ্ধ হঞা লাথী মারি করে তার হিত ॥ শিবানন্দ ভাগিনা শ্রীকান্তসেন নাম । মামা অগোচর কহে করি অভিমান ॥ ১৩ ॥ চৈতন্যপারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি । ঠাকুরালী করে গোসাঞি তাঁরে মারে লাথী ॥ এত বলি শ্রীকান্ত বালক অজ্ঞান । সঙ্গ ছাড়ি আগে গেল মহাপ্রভু স্থান ॥ পেটাঙ্গী গায়ে করে দণ্ডবন্নমস্কার । গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গী উতার ॥ ১৪ ॥ প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা দুঃখ । কিছু না বলিহ করুক যাতে উহার সুখ ॥ তবে সবার সমাচার গোসাঞি পুছিল । একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥

শিবানন্দকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, তৎপরে শিবানন্দ আনন্দিত হইয়া সমাধান করত আচার্য্যাদি বৈষ্ণবগণকে বাসা স্থান দিলেন ॥ ১২ ॥

আহা ! নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সকলই বিপরীত, ক্রুদ্ধ হইয়া লাথী মারিয়া তাহার হিত করেন । শিবানন্দের ভাগিনার নাম শ্রীকান্তসেন, তিনি মাতুলের অগোচরে অভিমান করিয়া কহিলেন ॥ ১৩ ॥

চৈতন্যের পারিষদ বলিয়া মাতুলের খ্যাতি আছে, গোসাঞি ঠাকুরালী করিয়া তাঁহাকে লাথী মারিলেন । এই বলিয়া শ্রীকান্ত বালক অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অগ্রে মহাপ্রভুর নিকট গমন করিলেন । শ্রীকান্ত পেটাঙ্গী অর্থাৎ জামা গায়ে দিয়া যখন দণ্ডবন্নমস্কার করেন, তখন গোবিন্দ কহিলেন, শ্রীকান্ত ! আগে পেটাঙ্গী খুলিয়া রাখ ॥ ১৪ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, হে গোবিন্দ ! শ্রীকান্ত দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, তুমি ইহাকে কিছু বলিও না, ইহার যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করুক । তৎপরে মহাপ্রভু সকলের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকান্ত একে

দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভু বাক্য শুনি। জানিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানী॥ শিবানন্দকে লাথী মাইলা ইহা না কহিলা। এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিঞা মিলিলা॥ ১৫॥ পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন। স্ত্রী সব দূরে রহি কৈল প্রভুর দর্শন॥ বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেখাইলা। মহাপ্রসাদ ভোজনে প্রভু সবা বোলাইলা॥ ১৬॥ শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল। শিবানন্দসম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল॥ ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল। পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইল॥ ১৭॥ পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা। তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥ এবার তোমার সেই হইবে কুমার। পুরী-

---

একে সকলের নাম জানাইলেন। দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে, প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ, আমার বৃত্তান্ত জানিয়াছেন, এরূপ অনুমান করি। শিবানন্দকে কেন লাথী মারিলেন, ইহা কহিলেন না, এ স্থানে সকল বৈষ্ণবগণ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন॥ ১৫॥

মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগের সহিত মিলন করিলেন, স্ত্রীলোক সকল দূর হইতে প্রভুর দর্শন করিল। মহাপ্রভু পূর্ব্বের ন্যায় সকলকে বাসা দেওয়াইলেন এবং মহাপ্রসাদ ভোজন নিমিত্ত সকলকে আহ্বান করিলেন॥ ১৬॥

অনন্তর শিবানন্দ আসিয়া আপনার তিন পুত্রকে গোসাঞির সহিত মিলিত করাইলেন, শিবানন্দসম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই বহু কৃপা করিলেন। শিবানন্দের ছোট পুত্রকে দেখিয়া মহাপ্রভু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় শিবানন্দসেন "পরমানন্দদাস" এই নাম নিবেদন করিলেন॥ ১৭॥

পূর্ব্বে যখন শিবানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে কহিয়াছিলেন। এবার তোমার যে পুত্র হইবে,

দাস বলি নাম ধরিবে তাহার ॥ তবে মায়ের গর্ব্ভে হয় সেই ত কুমার। শিবানন্দ ঘর গেলে জন্ম হৈল তার ॥ প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দদাস। পুরীদাস বলি প্রভু করে পরিহাস ॥ ১৮ ॥ শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল। মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥ শিবানন্দ ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার। যার সব গোত্রকে প্রভু কহে আপনার ॥ ১৯ ॥ তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন। গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন ॥ শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবত এথায়। আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥ ২০ ॥ নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর। মোদক বেচে প্রভুর ঘর নিকটে তার ঘর ॥

"পুরীদাস" বলিয়া তাহার নাম রাখিও, তৎপরে মাতার গর্ব্ভে সেই কুমারের স্থিতি হয়, শিবানন্দ গৃহে আসিলে তাহার জন্ম হইল। প্রভুর আজ্ঞায় ইহার পরমানন্দদাস নাম রাখিলেন, মহাপ্রভু তাহাকে পুরীদাস বলিয়া পরিহাস করিতেন ॥ ১৮ ॥

শিবানন্দসেন যে সময় সেই বালককে মহাপ্রভুর নিকট মিলিত করান, মহাপ্রভু তাহার মুখে পদাঙ্গুষ্ঠ দিয়াছিলেন। আহা! শিবানন্দের ভাগ্যসমুদ্রের পার কে পাইতে পারিবে? মহাপ্রভু যাহার গোষ্ঠীকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণ লইয়া ভোজন করিলেন এবং আচমন করিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন। শিবানন্দের প্রকৃতি (পত্নী) ও পুত্র যে পর্য্যন্ত এ স্থানে থাকিবে, তাহারা যেন আমার অবশেষ পত্র প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

নদীয়াবাসী এক জন মোদক ছিল, তাহার নাম পরমেশ্বর, সে মোদক অর্থাৎ লড্ডুক বিক্রয় করিত, মহাপ্রভুর গৃহের নিকট তাহার

বালককালে প্রভু তার ঘর বার বার যায়। দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খায়॥ প্রভুবিষয়-স্নেন তার বালককাল হৈতে। সে বৎসর সেই আইল প্রভুকে দেখিতে॥ ২১॥ পরমেশ্বরা মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল। তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহাকে পুছিল॥ পরমেশ্বর কুশল হয় ভাল হৈল আইলা। মুকুন্দার মাতা আছে প্রভুরে কহিলা॥ মুকুন্দার মাতার নাম শুনি সঙ্কোচ হইল। তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না কহিল॥ প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে। অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥ ২২॥ পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচামার্জ্জন। রথ আগে পূর্ব্ববৎ কহিল নর্ত্তন॥ চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন। মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥ প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে

গৃহ ছিল। মহাপ্রভু বাল্যকালে বারম্বার তাহার গৃহে গমন করিতেন, মোদক দুগ্ধখণ্ড-মোদক দিত, তিনি তাহা খাইতেন। বালককাল হইতে মহাপ্রভুর বিষয়ে তাহার স্নেহছিল, সে বৎসর সেই মোদক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আগমন করিল॥ ২১॥

আমি পরমেশ্বরা এই বলিয়া মোদক মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, মহাপ্রভু তাহাকে দেখিয়া প্রীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমেশ্বর! তোমার কুশল ত? আসিলা ভাল হইল, মোদক মুকুন্দার মাতা আছে, এই কথা মহাপ্রভুকে কহিল। মুকুন্দার মাতার নাম শুনিয়া মহাপ্রভুর যদিচ সঙ্কোচ হইলেন, তথাপি তাহার প্রীতে কিছু কহিলেন না। সে শুদ্ধ প্রশ্রয় পাগল বৈদগ্ধী অর্থাৎ রসিকতা জানিত না, মহাপ্রভু তাহার সেই গুণে অন্তরে সুখী হইলেন॥ ২২॥

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় সকলকে লইয়া গুণ্ডিচামার্জ্জন, রথাগ্রে পূর্ব্বের ন্যায় নৃত্য এবং চাতুর্মাস্যায় যাত্রা সকল দর্শন করিলেন, তৎপরে মালিনী প্রভৃতি স্ত্রীগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য দেশ হইতে আনিয়াছিলেন এবং গৃহে সেই সকল ব্যঞ্জন ও

দেশ হৈতে। সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘরভাতে॥ ২৩॥ দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ। রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু করেন ক্রন্দন॥ এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেলা। গৌড়দেশে যাইতে প্রভু ভক্তে আজ্ঞা দিলা॥ সব ভক্তগণ করে প্রভুর নিমন্ত্রণ। সব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥২৪॥ প্রতি বৎসরে সবে আইস আমারে দেখিতে। আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে॥ তোমা সবার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে। তোমা সবার সঙ্গসুখে লোভ বাঢ়ে চিত্তে॥ ২৫॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলেন গৌড়ে রহিতে। আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন তাঁরে কি পারি বলিতে॥ আচার্য্যগোসাঞি আইসেন মোরে কৃপা করি। প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥ মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িঞা। নানা

ভাত করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিলেন॥ ২৩॥

মহাপ্রভু দিনে ভক্তগণ লইয়া নানা ক্রীড়া করেন এবং রাত্রে কৃষ্ণবিচ্ছেদে রোদন করিতে থাকেন। এইরূপ নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য যাপিত হইল, তৎপরে মহাপ্রভু ভক্তগণকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সকল ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে, তিনি মধুর বচনে তাহাদিগকে কহিলেন॥ ২৪॥

তোমরা সকল প্রতি বৎসর আমাকে দেখিতে আইস, যাইতে আসিতে অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হও। তোমাদিগের দুঃখ জানিয়াও নিষেধ করিতে পারি না, কিন্তু তোমাদিগের সঙ্গে আমার চিত্তে সুখ বৃদ্ধি হয়॥ ২৫॥

অনন্তর নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে থাকিতে অনুমতি করিয়াছিলাম, তিনি আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আইসেন, তাহাকে কিছু বলিতে পারি না। আচার্য্যগোসাঞি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আসিয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমঋণে আমি বদ্ধ আছি, শোধন করিতে পারিতেছি না। উনি

দুর্গপথ লঙ্ঘি আইসে ধাইঞা॥ আমি নীলাচলে মাত্র রহি যে বসিঞা। পরিশ্রম নাহি তোমা সবার লাগিঞা॥ সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন। কি দিয়া তোমা সবার ঋণ করিব শোধন॥ দেহমাত্র ধন মোর কৈনু সমর্পণ। তাহাই বিকাও যাহা বেচিতে তোমার মন॥ ২৬॥ প্রভুর বচনে সবার আর্দ্র হৈল মন। অঝরনয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥ প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন। কান্দিতে কান্দিতে কৈল সবারে আলিঙ্গন॥ সবেই রহিলা কেহ যাইতে নারিল। আর দিন পাঁচ সাত এইমত গেল॥ ২৭॥ অদ্বৈত অবধূত কিছু বলে প্রভু পায়। সহজে তোমার গুণে জগত বিকায়॥ আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য ডোরে। তোমা

আমার নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদি পরিত্যাগ করত নানা দুর্গমপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধাবমান হইয়া আগমন করেন। আমি নীলাচলে মাত্র বসিয়া থাকি, তোমাদিগের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। আমি সন্ন্যাসী মনুষ্য, আমার কোন ধন নাই, রোদন করিয়া তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিব। আমার দেহমাত্র ধন, তোমাদিগকে সমর্পণ করিলাম, যে স্থানে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তথায় বিক্রয় কর॥ ২৬॥

মহাপ্রভুর বাক্যে সকলের মন আর্দ্রীভূত হইল এবং সজলনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু সকলের গলা ধরিয়া রোদন এবং কান্দিতে কান্দিতে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। সকলেই থাকিলেন, কেহ যাইতে পরিলেন না, তৎপরে আর পাঁচ সাত দিন গত হইল॥২৭

অনন্তর অদ্বৈত, অবধূত ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পাদপদ্মে কিছু নিবেদন করিয়া কহিলেন। প্রভো! আপনার গুণে জগত বিক্রয় হয়, তাহাতে আবার ঐরূপ কৃপাবাক্য ডোরে বন্ধন করিয়াছেন। আপনাকে

ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে॥২৮॥ তবে মহাপ্রভু সবাকারে প্রবোধিঞা। সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইঞা॥ নিত্যানন্দে কহে তুমি না আসিহ বার বার। তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥২৯॥ চলিলা সবভক্তগণ রোদন করিঞা। মহাপ্রভু রহিলা তবে বিষণ্ণ হইঞা॥ নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে। মহাপ্রভুর কৃপাঋণ কে শোধিতে পারে॥ যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তবু তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়। ঈশ্বরচরিত্র কিছু বুঝনে না যায়॥৩০॥ পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে। প্রভুর আজ্ঞা লঞা গেলা নদীয়ানগরে॥ আইর চরণ যাই করিল বন্দন। জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র

ত্যাগ করিয়া কে কোথায় যাইতে পারে?॥ ২৮॥

তৎপরে মহাপ্রভু সকলকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির চিত্তে বিদায় দিলেন, আর নিত্যানন্দকে কহিলেন, আপনি বারম্বার আগমন করিবেন না, সেই স্থানে আপনার সঙ্গে আমার মিলন হইবে॥ ২৯॥

ভক্তগণ রোদন করিতে করিতে গমন করিলেন, তৎপরে মহাপ্রভু বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন। প্রভু নিজগুণে সকলকে বান্ধিয়াছেন, মহাপ্রভুর কৃপাঋণ কে শোধ করিতে পারিবে? মহাপ্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, যাহাকে যেরূপ নৃত্য করান, সে সেইরূপ নৃত্য করিয়া থাকে, তথাপি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া লোকে দেশান্তর গমন করে। কাষ্ঠের পুত্তলিকে যেমন কুহকে নৃত্য করায়, তদ্রূপ ঈশ্বরচরিত্র, কিছু বুঝা যায় না॥ ৩০॥

পূর্ব্ব বর্ষে যখন জগদানন্দ আই অর্থাৎ শচীমাতাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি প্রভুর আজ্ঞা লইয়া নদীয়ানগরে গমন করেন। আইয়ের চরণে গিয়া বন্দনা করত জগন্নাথের প্রসাদ ও বস্ত্র নিবেদন

কৈল নিবেদন ॥ প্রভুর নাম ধরি মাতারে দণ্ডবৎ হৈলা। প্রভুর বিনয় স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৩১ ॥ জগদানন্দ পাঞা মাতা আনন্দিত মনে। তিঁহ প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি দিনে ॥ জগদানন্দ কহে মাতা কোন্ কোন্ দিনে। তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ভোজন করিঞা কহে আনন্দিত হঞা। মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ ভরিঞা ॥ আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে। সাক্ষাৎ আমি খাই তিঁহ স্বপ্ন করি মানে ॥ ৩২ ॥ মাতা কহে ভোগ রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন। নিমাই খাইছে হেন লয় মোর মন ॥ নিমাই খাইছে ঐছে যদি হয় মন। পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ॥ এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে। চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রি দিনে ॥ ৩৩ ॥ নদীয়ার ভক্তগণ সবারে

করিলেন। মহাপ্রভুর নাম ধরিয়া মাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মহাপ্রভুর বিনয় স্তুতি তাঁহাকে কহিলেন ॥ ৩১ ॥

শচীমাতা জগদানন্দকে পাইয়া মনে আনন্দিত হইলেন এবং তিনিও প্রভুর কথা রাত্রি দিবা শ্রবণ করেন। জগদানন্দ কহিলেন, মাতা! কোন্ কোন্ দিবস আপনার নিকট মহাপ্রভু আসিয়া ভোজন করেন? এবং ভোজন করিয়া কহিলেন, মাতা আজ্ আমাকে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া ভোজন করাইয়াছেন। আমি গিয়া ভোজন করি, মাতা জানিতে পারিতেন না, আমি সাক্ষাৎ ভোজন করি, তিনি স্বপ্ন করিয়া মানেন ॥ ৩২ ॥

মাতা কহিলেন, উত্তম ব্যঞ্জন ও ভোগ রন্ধন করি, নিমাই খাইতেছে, এইরূপে মনে হয়। নিমাই খাইতেছে, এইরূপ যদি মনে হয়, পশ্চাৎ জ্ঞান হয়, আমি যেন স্বপ্ন দেখিলাম। এইরূপ জগদানন্দ শচীমাতার সঙ্গে রাত্রি দিবা সুখে চৈতন্যের কথা কহেন ॥ ৩৩ ॥

মিলিলা। জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা॥ আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ। জগদানন্দ পাঞা আচার্য্যের হইল আনন্দ॥ বাসুদেব মুরারিগুপ্ত জগদানন্দ পাঞা। আনন্দে রাখিল ঘরে না দেন ছাড়িঞা॥ চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে। আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা সুখে॥ ৩৪॥ জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে। সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে॥ চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য। যারে মিলি সেই মানে পাইলুঁ চৈতন্য॥ ৩৫॥ শিবানন্দসেন গৃহে যাইঞা রহিলা। চন্দনাদি তৈল একমাত্রা তাঁহা কৈলা॥ সুগন্ধি করিঞা তৈল গাগরী ভরিঞা। নীলাচল লঞা আইল যতন করিঞা॥ গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিঞা রাখিল। প্রভু অঙ্গে দিহ তৈল গোবিন্দে

তৎপরে জগদানন্দ নবদ্বীপের ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাঁহারা জগদানন্দকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর জগদানন্দ আচার্য্যের সহিত মিলিত হইতে গমন করিলেন, জগদানন্দকে পাইয়া আচার্য্যের আনন্দ হইল। বাসুদেব ও মুরারিগুপ্ত জগদানন্দকে প্রাপ্ত হওত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে গৃহে রাখিলেন, ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহার মুখে চৈতন্যের আন্তরিক কথা শুনিতে লাগিলেন, সকলে চৈতন্যকথায় সুখে আত্মবিস্মৃত হইলেন॥ ৩৪॥

জগদানন্দ মিলিত হইতে যে যে ভক্তের গৃহে গমন করেন, সেই সেই ভক্ত সুখে আত্মবিস্মৃত হয়েন। চৈতন্যের প্রেমপাত্র হওয়াতে জগদানন্দ ধন্য হইয়াছেন, তিনি যে ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়েন, সেই ভক্তই মনে করেন, আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম॥ ৩৫॥

অনন্তর জগদানন্দ শিবানন্দসেনের গৃহে যাইয়া রহিলেন, তথায় চন্দনাদি তৈল একমাত্রা প্রস্তুত করেন। সেই তৈল সুগন্ধি করত গাগরিতে (কলসে) ভরিয়া যত্নসহকারে নীলাচলে লইয়া আসিলেন।

কহিল ॥ ৩৬ ॥ প্রভু ঠাঞি গোবিন্দ তবে নিবেদন কৈল। জগদানন্দ আনিঞাছেন চন্দনাদি তৈল ॥ তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়। পিত্ত বায়ুব্যাধি প্রকোপ শান্তি হৈয়া যায় ॥ এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিঞা। ইহাঁ আনিঞাছে বহু যতন করিঞা ॥ ৩৭ ॥ প্রভু কহে সন্ন্যাসির তৈলে নাহি অধিকার। তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে। তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে ॥ ৩৮ ॥ এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল। মৌন করি রহিলা পণ্ডিত কিছু না বলিল ॥ দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আর বার। পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রভু তৈল করে অঙ্গীকার ॥ ৩৯ ॥ শুনি

গোবিন্দের নিকট সেই তৈল রাখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এই তৈল মহাপ্রভু অঙ্গে অর্পণ করিও ॥ ৩৬ ॥

তৎপরে গোবিন্দ মহাপ্রভুকে কহিলেন, জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, আপনি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মস্তকে লাগাইবেন, ইহাতে পিত্ত ও বায়ুব্যাধির প্রকোপ শান্তি হইবে। গৌড়দেশে এক কলস সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া বহু যত্নসহকারে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু কহিলেন, সন্ন্যাসির তৈলে অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল, ইহা ত পরম ধিক্কার স্বরূপ। এই তৈল লইয়া গিয়া জগন্নাথকে অর্পণ কর, তাহা দ্বারা যেন দীপ প্রজ্বলিত হয়, ইহাতেই তাহার পরিশ্রমের পরম সফল হইবে ॥ ৩৮ ॥

গোবিন্দ এই কথা জগদানন্দকে কহিলে, পণ্ডিত মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিছুই কহিলেন না। দশ দিন পরে গোবিন্দ পুনর্ব্বার মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, প্রভো! পণ্ডিতের ইচ্ছা এই যে, আপনি তৈল অঙ্গীকার করেন ॥ ৩৯ ॥

প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে। মর্দ্দনিঞা এক রাখ করিতে মর্দ্দনে॥ এই সুখ লাগি আমি করিঞাছি সন্ন্যাস। আমার সর্ব্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥ পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে। দারীসন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥ ৪০॥ শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা। প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু ঠাঞি আইলা॥ প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিল গৌড় হৈতে। আমি ত সন্ন্যাসী তৈল নারিব লইতে॥ জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে। তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥ ৪১॥ পণ্ডিত কহে কে তোমারে কহে মিথ্যা বাণী। আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥ এত বলি ঘরে হৈতে তৈলকলস লঞা। প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিঞা॥ তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘর গিঞা।

মহাপ্রভু শুনিয়া সক্রোধবচনে কহিলেন, তবে মর্দ্দন করিবার নিমিত্ত এক জন মর্দ্দনিয়া-লোক নিযুক্ত কর। আমি এই সুখের নিমিত্ত সন্ন্যাস করিয়াছি? ইহাকে আমার সর্ব্বনাশ এবং তোমাদিগের পরিহাস হইবে। পথে যাইতে আমার অঙ্গে তৈলগন্ধ পাইয়া লোকসকল আমাকে দারী অর্থাৎ লম্পট সন্ন্যাসী করিয়া কহিতে থাকিবে॥ ৪০॥

তখন গোবিন্দ প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং প্রাতঃকালে জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট আসিয়া রহিলেন। প্রভু বলিয়াছেন, পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে তৈল আনয়ন করিয়াছেন, আমি ত সন্ন্যাসী তৈল লইতে পারিব না। তৈল লইয়া গিয়া জগন্নাথকে অর্পণ কর, ইহা দ্বারা যেন দীপ প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে তোমার সকল পরিশ্রমের সফল হইবে॥ ৪১॥

এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত কহিলেন, কে তোমাকে মিথ্যা কথা কহিল, আমি গৌড় হইতে কখন তৈল আনয়ন করি নাই। এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে তৈলকলস আনয়ন করত প্রভুর সম্মুখে আঙ্গিনাতে

শুতিয়া রহিলা দ্বারে কবাট মারিঞা॥ ৪২॥ তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা। উঠহ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিঞা॥ আজি ভিক্ষা দিবে মোরে করিঞা রন্ধনে। মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাইয়ে দর্শনে॥ ৪৩॥ এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা। স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥ মধ্যাহ্ন করিঞা প্রভু আইলা ভোজনে। পাদপ্রক্ষালন করাই দিলেন আসনে॥ সঘৃত শাল্যন্ন কলা-পাতে স্তূপ কৈল। কলা-দ্রোণি ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥ অন্ন ব্যঞ্জন উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী। জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা আগে ধরি॥ ৪৫॥ প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন। তোমায় আমায় একত্র আজি করিমু ভোজন॥

ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তৈল ভাঙ্গিয়া সেই পথে নিজগৃহে গিয়া দ্বারে কবাট রুদ্ধ করত শয়ন করিয়া রহিলেন॥ ৪২॥

অনন্তর মহাপ্রভু তৃতীয় দিবসে তাঁহার গৃহদ্বারে যাইয়া পণ্ডিত! উঠ, এই বলিয়া ডাকিয়া কহিলেন। তুমি আজ্ রন্ধন করিয়া আমাকে ভিক্ষা দিবা, আমি মধ্যাহ্নে আসিব, এখন দর্শন করিতে যাইতেছি॥৪৩

মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া গমন করিলে, পণ্ডিত উঠিলেন এবং স্নান করিয়া নানা প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। ইতি মধ্যে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া আগমন করিলে, পণ্ডিত পাদপ্রক্ষালন করাইয়া আসন দিলেন। তৎপরে কলার পাতে সঘৃত শাল্যন্ন স্তূপাকার করত কলার ডোঙ্গীতে করিয়া চারিদিকে ব্যঞ্জন রাখিলেন। অনন্তর ঐ অন্ন ব্যঞ্জনের উপর তুলসীমঞ্জরী দিয়া জগন্নাথের প্রসাদ পিঠাপানা অগ্রে অর্পণ করিলেন॥৪৪

প্রভু কহিলেন, দ্বিতীয় এক পাত্রে অন্ন ও ব্যঞ্জন পরিবেশন কর, আজ্ তোমায় আমায় একত্র ভোজন করিব। এই বলিয়া হস্ত তুলিয়া

হস্ত তুলি রহিলা প্রভু না করে ভোজন। তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন॥ আপনে প্রসাদ লও পাছে আমি লইমু। তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু॥ ৪৫॥ তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিলা। ব্যঞ্জনের স্বাদু পাই কহিতে লাগিলা॥ ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ। এইত জানিয়ে তোমারে কৃষ্ণের প্রসাদ॥ আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিঞা। তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিঞা॥ ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণের কর সমর্পণ। তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন॥ ৪৬॥ পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা। আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা॥ পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে। ভয়ে কিছু না বলেন খায়েন হরিষে॥ আগ্রহ করি পণ্ডিত করাইল ভোজন। আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশ গুণ॥ বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন। পুনঃ সেই

রহিলেন, ভোজন করিলেন না, তৎপরে পণ্ডিত কিছু সপ্রেম বচনে কহিলেন। প্রভো! আপনি প্রসাদ গ্রহণ করুন, আমি পশ্চাৎ লইব, আপনার আগ্রহ আমি কিরূপে খণ্ডন করিব॥ ৪৫॥

তখন মহাপ্রভু সুখে ভোজন করত ব্যঞ্জনের স্বাদ পাইয়া কহিতে লাগিলেন। ক্রোধাবেশে যখন তোমার পাকের এইরূপ স্বাদ হইল, তখন জানিলাম, ইহাতে তোমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে। স্বাদের নিমিত্ত কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন, তিনিই তোমার হস্তে উত্তম করিয়া পাক করাইয়াছেন। তুমি এইরূপ অন্ন কৃষ্ণে সমর্পণ কর, তোমার ভাগ্যের সীমা কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে?॥ ৪৬॥

জগদানন্দপণ্ডিত কহিলেন, যিনি খাইবেন, তিনিই পাককর্ত্তা, আমি কেবলমাত্র সামগ্রীর আহরণ করিয়া থাকি। এই কথা বলিয়া পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ নানা ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু ভয়ে কিছু বলেন না, আনন্দে খাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত আগ্রহ করিয়া ভোজন

কালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ কিছু বলিতে নারে প্রভু খায় সব ত্রাসে। না খাইলে জগদানন্দ করিব উপবাসে ॥ ৪৭ ॥ তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান। দশ গুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান ॥ তবে মহাপ্রভু উঠি কৈলা আচমন। পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন ॥ চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেইস্থানে। আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥ ৪৮ ॥ পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম। মুঞি এবে লইমু প্রসাদ করি সমাধান ॥ রসইর কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ। ইহা সবারে দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ॥ ৪৯ ॥ প্রভু কহে গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে। পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ॥ এতবলি

করাইলেন, অন্য দিন হইতে মহাপ্রভুর সে দিন দশ গুণ ভোজন হইল। প্রভুর বারম্বার উঠিতে ইচ্ছা হয়, পুনর্ব্বার সেই সময়ে পণ্ডিত ব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। মহাপ্রভু কিছু বলিতে পারেন না, ভয়ে সকলই ভোজন করেন, না খাইলে জগদানন্দ উপবাস করিবে ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু বিনয় ও সম্মান করিয়া কহিলেন, তুমি দশ গুণ খাওয়াইলে এমন সমাধান কর। তৎপরে মহাপ্রভু উঠিয়া আচমন করিলে পণ্ডিত মুখবাস, মাল্য ও চন্দন আনিয়া দিলেন। মহাপ্রভু চন্দনাদি লইয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন এবং কহিলেন, আজ্ তুমি আমার অগ্রে বসিয়া ভোজন কর ॥ ৪৮ ॥

তখন পণ্ডিত কহিলেন, প্রভো! আপনি গিয়া বিশ্রাম করুন, আমি সমাধান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব। রামাই ও রঘুনাথ পাকের কার্য্য করিয়াছে, ইহাদিগকে কিছু অন্ন ও ব্যঞ্জন দিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, গোবিন্দ! তুমি এই স্থানেই থাকিবে, পণ্ডিত ভোজন করার পর আমাকে সম্বাদ দিবা। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু

মহাপ্রভু করিলা গমন। গোবিন্দে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥ তুমি যাই শীঘ্র কর পাদসম্বাহনে। কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥ তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিঞা। প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসি-ঞা॥৫০॥ রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ। সবারে বাটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥ আপনে প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন। তবে গোবি-ন্দেরে প্রভু পাঠাইলে পুনঃ॥ দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়। শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমায়॥৫১॥ গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন। তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥ জগদানন্দে প্রভুর প্রেম চলে এইমতে। সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে॥

গমন করিলেন, তৎপরে পণ্ডিত গোবিন্দকে কহিলেন, তুমি গিয়া শীঘ্র পাদসম্বাহন কর এবং বলিও এখন পণ্ডিত ভোজন করিতে বসিয়াছে। আমি তোমার নিমিত্ত ভুক্তাবশেষ রাখিয়া দিব, প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি আসিয়া ভোজন করিও॥ ৫০॥

পণ্ডিত এই কথা বলিয়া রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ এবং রঘুনাথ এই সকলকে অন্ন ও ব্যঞ্জন বণ্টন করিয়া দিয়া পরে আপনিও প্রসাদ ভোজন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পুনর্ব্বার গোবিন্দকে পাঠাইলেন। দেখ জগদা নন্দ প্রসাদ পাইতেছে কিনা, শীঘ্র সমাচার জানিয়া আমাকে কহিবা॥৫১

অনন্তর গোবিন্দ দেখিয়া আসিয়া কহিলেন, পণ্ডিত ভোজন করি-তেছেন, তখন মহাপ্রভু সুস্থ হইয়া শয়ন করিলেন। জগদানন্দ ও মহা-প্রভুতে এইরূপ প্রেম চলিতেছে, শ্রীভাগবতে যেমন সত্যভামা ও কৃষ্ণের শুনা যায় তদ্রূপ। জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা বলিতে কে সমর্থ হইবে? জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিনিই উপমা স্বরূপ। জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তিনিই প্রেমের স্বরূপ জানেন এবং

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা। জগদানন্দের সৌভাগ্যের তিঁহই উপমা ॥ জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন। প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন ॥ ৫২ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দতৈলভঞ্জনং বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১২ ॥ * ॥

ইতি দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

প্রেমধন প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫২ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মের আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-রত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে জগদানন্দের নাম একাদশ পরি-চ্ছেদ সমাপ্ত ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণেহপি চ মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ হেন মতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে। নানাবিধ আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখে ক্ষীণ মন কায়। ভাবাবেশে কভু প্রভু প্রফুল্লিত হয়॥ কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়। শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণের মহাদুঃখ হৈল।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ইত্যাদি॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত পীড়া দ্বারা যাঁহার মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও তথাপি ভাবসকলে প্রফুল্লতা বিধান করিয়াছিল, অতএব আমি সেই শ্রীগৌরচন্দ্রকে আশ্রয় করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

মহাপ্রভু এইরূপে জগদানন্দের সহিত নানাবিধ প্রেমতরঙ্গ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণবিচ্ছেদদুঃখে তাঁহার মন ও তনু ক্ষীণ হইয়া যায় এবং ভাবাবেশে কখন কখন বা মহাপ্রভু প্রফুল্লিত হন। কলার শরলাতে অর্থাৎ কদলীবৃক্ষের বল্কলে শয়ন করাতে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় শরলায় অস্থি লাগাতে মহাপ্রভু অঙ্গে ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন। তাহা দেখিয়া ভক্তগণের

সহিতে না পারি জগদানন্দ উপায় সৃজিল ॥ ৩ ॥ সূক্ষ্মবস্ত্র আনি গৈরিক দিয়া রাঙ্গাইল। শিমুলির তুলা দিয়া তাহা ভরাইল ॥ এক তুলী বালিস গোবিন্দের হাতে দিল। প্রভুরে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল ॥ ৪ ॥ স্বরূপগোসাঞিকে কহিলা জগদানন্দ। আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥ শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা। তুলী বালিস দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥ গোবিন্দেরে পুছে ইহা করাইল কোন্ জন। জগদানন্দ নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥ গোবিন্দেরে কহি সেই দূর কৈল। কলার শরলার উপর শয়ন করিল ॥ ৫ ॥ স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি। শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥ ৬ ॥ প্রভু কহে খাট এক আনহ পাড়িতে। জগদানন্দের ইচ্ছা

মহাদুঃখ হইল, সহ্য করিতে না পারিয়া জগদানন্দ উপায় সৃজন করিলেন ॥ ৩ ॥

সূক্ষ্মবস্ত্র আনয়ন করিয়া গৈরিক মৃত্তিকা দ্বারা রঞ্জিত করত শিমুলের তুলা দিয়া তাহাকে ভরাইলেন এবং তাহাতেই একটা তুলার বালিস করিয়া গোবিন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন, মহাপ্রভুকে ইহাতে শয়ন করাইবা ॥ ৪ ॥

অনন্তর স্বরূপগোস্বামিকে জগদানন্দ কহিলেন, আজ আপনি গিয়া প্রভুকে শয়ন করাইবেন। শয়নের সময় স্বরূপ সেই স্থানেই থাকলেন, মহাপ্রভু তুলী ও বালিস দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হওত গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সকল কে প্রস্তুত করাইল? জগদানন্দের নাম শুনিয়া সঙ্কুচিত হইলেন এবং গোবিন্দকে বলিয়া সেই তুলী দূরীকৃত করাইয়া কলার শরলার উপর শয়ন করিলেন ॥ ৫ ॥

স্বরূপগোস্বামী কহিলেন, আপনার ইচ্ছা কিছু বলিতে পারি না, শয্যা উপেক্ষা (ত্যাগ) করিলে পণ্ডিত অতিশয় দুঃখিত হইবেন ॥ ৬ ॥

আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥ সন্ন্যাস মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন। আমাকে খাট তুলী বালিস মস্তক মুণ্ডন॥ ৭॥ স্বরূপ আসিঞা সব পণ্ডিতে কহিল। শুনিঞা জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল॥ স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার। কদলীর শুষ্ক পত্র আনিল অপার॥ নখে চিরি চিরি তাহা অতিসূক্ষ্ম কৈল। প্রভুর বহির্ব্বাস দুইয়ে সে সব ভরিল॥ এই মত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে। অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥ ৮॥ তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী। জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ বাহিরে মহাদুঃখী॥ পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে। প্রভু আজ্ঞা না দেয় তাতে না পারে চলিতে॥ ভিতরে ক্রোধ দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈল। মথুরা যাইতে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥ ৯॥ প্রভু

মহাপ্রভু কহিলেন, পাড়িবার নিমিত্ত এক খানি খাট লইয়া আইস, জগদানন্দের ইচ্ছা আমাকে কি বিষয় ভোগ করাইবে? আমি সন্ন্যাসী মনুষ্য, আমার ভূমিতে শয়ন করা কর্ত্তব্য, এখন আমাকে খাট, তুলী ও বালিস দিলে মস্তক মুণ্ডন করান হইবে॥ ৭॥

স্বরূপগোস্বামী আসিয়া এই সকল বৃত্তান্ত পণ্ডিতকে কহিলে, জগদানন্দ শুনিয়া মহাদুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। তখন স্বরূপগোস্বামী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, অপরিমিত কদলীর শুষ্ক পত্র আনয়ন করিয়া নখদ্বারা চিরিয়া চিরিয়া তাহা অতিসূক্ষ্ম করত মহাপ্রভুর দুই খানি বহির্ব্বাসে তৎসমুদায় ভরিয়া দিলেন। এই মত দুই খানি ওড়ন ও পাড়ন করিলে বহু যত্নে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন॥ ৮॥

মহাপ্রভু তাহাতে শয়ন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন, কিন্তু জগদানন্দের অন্তরে ক্রোধ এবং বাহিরে তিনি মহাদুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বে জগদানন্দের বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা না দেওয়াতে যাইতে পারেন নাই। জগদানন্দের ভিতরে ক্রোধ ও বাহ্যে

বলে মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি। আমায় দোষ লাগাইঞা হইবে ভিখারী ॥ ১০ ॥ জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিঞা চরণ। পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ প্রভুর আজ্ঞা নাহি তাতে না পারেঁ। যাইতে। এবে আজ্ঞা দেন অবশ্য চলিব নিশ্চিতে ॥ প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার তিঁহ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥ ১১ ॥ স্বরূপের ঠাঞি পণ্ডিত কৈল নিবেদন। পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ প্রভুর আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি। এবে আজ্ঞা দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি ॥ সহজেই তাঁহা মোর যাইতে মন হয়। প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিঞা বিনয় ॥ ১২ ॥ তবে স্বরূপ-

---

দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন না, মথুরা যাইবার নিমিত্ত প্রভুর নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভু জগদানন্দের প্রার্থনা শুনিয়া কহিলেন, তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া মথুরা যাইবা এবং আমার উপর দোষ লাগাইয়া ভিখারী হইবা? ॥ ১০ ॥

তখন জগদানন্দ প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্ব হইতে আমার বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা আছে। প্রভো! আপনার আজ্ঞা না থাকাতে আমি যাইতে পারি নাই, এক্ষণে আজ্ঞা দিউন, অবশ্য অবশ্যই গমন করিব, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার প্রীতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন না, তিনিও মহাপ্রভুর নিকট বারম্বার আজ্ঞা প্রার্থনা করেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর পণ্ডিত স্বরূপের নিকট নিবেদন করিলেন, পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে আমার ইচ্ছা আছে, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তথায় যাইতে পারি না, এখন ক্রোধে যাও বলিয়া আমাকে আজ্ঞা দিতেছেন। সহজেই তথায় যাইতে আমার ইচ্ছা হয়, আপনি বিনয় করিয়া আমাকে প্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেন ॥ ১২ ॥

গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে। জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥ তোমার ঠাঞি আজ্ঞা এহ মাগে বার বার। আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে এক বার॥ আই দেখিবারে যৈছে গৌড় দেশে যায়। তৈছে এক বার বৃন্দাবন দেখি আয়॥১৩॥ স্বরূপগোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা। জগদানন্দে বোলাইঞা তাঁরে শিক্ষাইলা॥ বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে। আগে সাবধান যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে॥ কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে। সব লুটি লয় রাখে বড়ই প্রমাদে॥ মথুরা গেলে সনাতনের সঙ্গে যে রহিবা। মথুরার স্বামি সবার চরণ বন্দিবা॥ দূরে রহি ভক্তি করিবা সঙ্গে না রহিবা। তাঁ সবার আচার চেষ্টা লইতে নারিবা॥ সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন। সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা

তখন স্বরূপগোস্বামী প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া কহিলেন, প্রভো! জগদানন্দের বৃন্দাবন যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনার নিকট বার-ম্বার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি আজ্ঞা দিউন, এক বার মথুরা দর্শন করিয়া আগমন করুন। যেমন আই অর্থাৎ শচীমাতাকে দেখিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে গমন করেন, সেইরূপ এক বার বৃন্দাবন দেখিয়া আসুন॥ ১৩॥

স্বরূপগোস্বামির অনুরোধে মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলেন, জগদানন্দকে ডাকাইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া কহিলেন। তুমি বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে পথে যাইতে পারিবে, তাহার পর ক্ষত্রিয়াদির সঙ্গে সাবধানে যাইবা। তাহারা কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপারি করিয়া বন্ধন করে এবং সমস্ত লুটিয়া লইয়া বড় প্রমাদ ঘটাইয়া রাখে। মথুরায় গিয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবা, মথুরার যাঁহারা যাঁহারা স্বামী, তাঁহাদিগের চরণ বন্দনা করিও। দূরে থাকিয়া ভক্তি করিবা, কাহারও সঙ্গে থাকিবা না, তুমি

একক্ষণ॥ শীঘ্র আসিহ তথা না রহিও চিরকাল। গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥ আমিহ আসিতেছি কহিও সনাতনে। আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে॥ এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন। জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিঞা চরণ॥ ১৪॥ সব ভক্ত ঠাঞি তবে আজ্ঞা মাগিলা। বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥ তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহাকে মিলিলা। তাঁর ঠাঞি প্রভুর পূর্ব্ব কথা সকলি শুনিলা॥ ১৫॥ মথুরা আসিঞা মিলিলা সনাতনে। দুই জন সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে॥ সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশাদি বন। গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন॥ সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহে এক ঠাঞি। পণ্ডিত করেন

তাঁহাদিগের আচার চেষ্টা লইতে পারিবা না। সনাতনের সঙ্গে বনদর্শন করিবা, একক্ষণও সনাতনের সঙ্গ ছাড়িবা না। শীঘ্র আসিবা, তথায় চিরকাল থাকিও না, গোবর্দ্ধনে চড়িয়া গোপাল দেখিবা না। আমিও আসিতেছি, সনাতনকে কহিবা, আমার নিমিত্ত যেন বৃন্দাবনে একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখে। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু জগদানন্দকে আলিঙ্গন করিলে জগদানন্দ প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া যাত্রা করিলেন॥ ১৪॥

তৎপরে সকল ভক্তের নিকট আজ্ঞা লইয়া বনপথে যাইতে যাইতে বারাণসী আসিয়া উপস্থিত হওত সেই স্থানে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর এই দুই জনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট প্রভুর পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কথা সকল শ্রবণ করিলেন॥ ১৫॥

অনন্তর মথুরা আসিয়া সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইলেন, দুই জনের সঙ্গে দুই জনের মন আনন্দিত হইল। সনাতন তাঁহাকে দ্বাদশাদি বন দর্শন করাইলেন, তাহার পর মহাবন দেখিয়া দুই জনে গোকুলে রহিলেন। সনাতনের গোফাতে (কুটিরে) দুই জনে মিলিত হইয়া এক

পাক দেবালয়ে যাই ॥ সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে। কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণসদনে ॥ সনাতন পণ্ডিতেরে করে সমাধান। মহাবনে যাধি আনি দেন অন্নপান ॥ ১৬ ॥ এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল। নিত্যকৃত্য করি তাহা পাক চড়াইল ॥ মুকুন্দসরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে। এক বহির্ব্বাস তিঁহ দিল সনাতনে ॥ সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিঞা। জগদানন্দ বাসাদ্বারে বসিলা আসিঞা ॥ ১৭ ॥ রাঙ্গাবস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা। মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা ॥ কোথায়ে পাইলে এই রাতুল বসন। মুকুন্দসরস্বতী দিল কহে সনাতন ॥ ১৮ ॥ শুনি পণ্ডিতের মনে দুঃখ উপজিলা। ভাতের হাঁড়ি লঞা তাঁরে মারিতে আইলা ॥ সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা। চুলাতে হাঁড়ী

স্থানে বাস করেন, পণ্ডিত গিয়া দেবালয়ে পাক এবং সনাতন মহাবনে গিয়া ভিক্ষা করেন, কখন দেবালয়ে ও কখন বা ব্রাহ্মণগৃহে গমন করিয়া থাকেন। সনাতন পণ্ডিতের সমাধান করেন, মহাবন হইতে ভিক্ষা আনয়ন করত অন্নপান সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

এক দিন জগদানন্দপণ্ডিত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিত্যকৃত্য সমাধা করত পাক চড়াইলেন। মুকুন্দসরস্বতী নামে এক জন মহাত্মা সন্ন্যাসী এক খানি বহির্ব্বাস অর্থাৎ খণ্ডবস্ত্র সনাতনকে অর্পণ করিলেন। সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া জগদানন্দের বাসাদ্বারে আসিয়া বসিলেন ॥ ১৭ ॥

পণ্ডিত রক্তবস্ত্র দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হওত মহাপ্রভুর প্রসাদ জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি এই রক্তবস্ত্র কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? সনাতন কহিলেন, মুকুন্দসরস্বতী আমাকে অর্পণ করিয়াছেন ॥ ১৮

এই কথা শুনিয়া জগদানন্দপণ্ডিতের মনে দুঃখ উৎপন্ন হইল, ভাতের হাঁড়ী লইয়া তাঁহাকে মারিতে আসিলেন। সনাতন তাঁহাকে

ধরি পণ্ডিত কহিতে লাগিলা॥ তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান। তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ অন্য সন্ন্যাসির বস্ত্র তুমি ধর শিরে। কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ ১৯॥ সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত-মহাশয়। চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥ ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে। তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কিমতে॥ যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল। সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল॥ রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়। কোন প্রদেশিকে দিব কি কার্য্য ইহায়॥ ২০॥ পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল। দুই জনে বসি তবে প্রসাদ পাইল॥ প্রসাদ পাঞা অন্যোন্যে কৈল আলিঙ্গন। চৈতন্য-

জানিতে পাইয়া লজ্জিত হইলেন, তখন পণ্ডিত চুলার উপর হাঁড়ী ধরিয়া সনাতনকে কহিতে লাগিলেন। তুমি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ হও, তোমার তুল্য মহাপ্রভুর অন্য কেহ প্রিয়পাত্র নাই। তুমি অন্য সন্ন্যাসির বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিলা, এমন কে আছে যে, ইহা দেখিয়া সহ্য করিতে পারে? ॥ ১৯ ॥

সনাতন কহিলেন, মহাশয়! আপনি সাধু পণ্ডিত, আপনার তুল্য চৈতন্যের প্রিয় কেহ নাই। আপনাতে যেরূপ চৈতন্যে নিষ্ঠা অর্থাৎ যোগ্যতা আছে, আপনি না দেখাইলে আমি কিরূপে শিক্ষা করিতে পারি? যাহা দেখিবার নিমিত্ত মস্তকে বস্ত্র বান্ধিয়াছিলাম, সেই এই অপূর্ব্ব প্রেম প্রত্যক্ষ দেখিলাম। রক্তবস্ত্র পরিধান করা বৈষ্ণবের উপযুক্ত হয় না, কোন বিদেশিকে এই বস্ত্র অর্পণ করিব, ইহাতে আমার কার্য্য কি? ॥ ২০ ॥

অনন্তর জগদানন্দ পাক করিয়া চৈতন্যদেবকে সমর্পণ করত তৎপরে দুই জনে বসিয়া প্রসাদ পাইলেন। প্রসাদ পাইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করত চৈতন্যবিরহে দুই জনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

... করেন ক্রন্দন ॥ ২১ ॥ এই মত মাস দুই রহি ...
... দুঃখ না যায় সহনে ॥ মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল ...
... আসিয়েছি রহিতে করিহ এক স্থানে ॥ জগদানন্দ পণ্ডিত ...
... মাগিল । সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিল ॥ রাসস্থলীর ...
... আর গোবর্দ্ধনশিলা । শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ২২ ॥ ...
... পণ্ডিত চলিলা সব লঞা । ব্যাকুল হইলা সনাতন তাঁরে ...
... ॥ প্রভু নিমিত্ত স্থান এক মনে বিচারিল । দ্বাদশ-আদিত্যটিলে
মঠ এক পাইল ॥ সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিঞা ।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিঞা ॥ ২৩ ॥ শীঘ্র চলি নীলাচল ...

পণ্ডিত এইরূপে দুই মাস বৃন্দাবনে থাকিলেন, চৈতন্যের বিরহদুঃখ ...
তাঁহার সহ্য হইতেছে না । মহাপ্রভু সনাতনকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত
যে সকল কথা জগদানন্দকে বলিয়াছিলেন অর্থাৎ আমি আসিতেছি ...
আমার থাকিবার নিমিত্ত একটী স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিও । জগদানন্দ ...
মহাপ্রভুর এই সকল কথা সনাতনকে বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় ...
আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, সনাতন ঐ সময়ে মহাপ্রভুকে কিছু ভেট ...
দিবার নিমিত্ত রাসস্থলীর বালুকা, গোবর্দ্ধনশিলা, শুষ্ক ও পক্ক পিলু ...
এবং গুঞ্জমালা পণ্ডিতের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ২২ ॥

জগদানন্দপণ্ডিত এই সমুদায় দ্রব্য লইয়া গমন করিলেন, ...
সনাতন জগদানন্দকে বিদায় দিয়া ব্যাকুল হইলেন । তৎপরে সনাতন ...
মহাপ্রভুর নিমিত্ত একটী স্থান মনোমধ্যে বিচার করিয়া দ্বাদশাদিত্য ...
টিলার এক মঠ প্রাপ্ত হইলেন । সনাতনগোস্বামী সেই স্থান সংস্কার
করিয়া রাখিলেন এবং মঠের অগ্রে একটী চালি বন্ধন করত রাখি...
... ॥

গেলা জগদানন্দ। সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥ প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা। মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥ ২৪॥ সনাতন নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল। রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল॥ সব দ্রব্য রাখি পিলু দিলেন বাঁটিঞা। বৃন্দাবনের ফল বলি খায় হৃষ্ট হৈঞা॥ যেই জানে সেই আঁঠি সহিতে গিলিল। যে না জানে গৌড়িয়া পিলু চাবাঞা খাইল॥ মুখে তাঁর ছাল গেল জিহ্বায় বহে লালা। বৃন্দাবনের পিলু খায় এই এক লীলা॥ জগদানন্দ আগমনে সবার উল্লাস। এই মত নীলাচলে প্রভুর বিলাস॥ ২৫॥ এক

অনন্তর জগদানন্দ শীঘ্র নীলাচলে গমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ পরম আনন্দিত হইলেন। জগদানন্দ নীলাচলে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক সকলের সহিত মিলিত হইলেন, পণ্ডিতকে মহাপ্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন॥ ২৪॥

তৎপরে জগদানন্দপণ্ডিত সনাতনের নাম উল্লেখ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করত রাসস্থলীর ধূলি প্রভৃতি সমুদায় ভেটদ্রব্য প্রভুকে নিবেদন করিলেন। মহাপ্রভু সমুদায় দ্রব্য রাখিয়া পিলুফল বণ্টন করিয়া দিলেন, সকলে হৃষ্ট হওত বৃন্দাবনের ফল বলিয়া খাইতে লাগিলেন। যিনি জানেন তিনি আঁঠি সহিত গিলিয়া খাইলেন, যিনি না জানেন তিনি গৌড়িয়া পিলুফল বলিয়া চাবাইয়া খাইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখের ছাল চিরিয়া গেল ও জিহ্বা দিয়া লালা বহিতে লাগিল, বৃন্দাবনের পিলু-ফল খাওয়া এই এক প্রকার লীলা করিলেন। জগদানন্দের আগমনে সকলের উল্লাস হইল, মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে বিলাস করিতে-ছেন॥ ২৫॥

মহাপ্রভু এক দিন যমেশ্বরের টোটায় (উদ্যানে) যাইতেছিলেন,

দিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতে। সেই কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥ গুজ্জরীরাগ লঞা সুমধুর স্বরে। গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ-মন হরে॥ দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ। স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানে বিশেষ॥ তাঁরে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা। পথেতে শিঙ্গের বাড়ি ফুটিয়া চলিলা॥ অঙ্গে কাঁটা লাগিল ইহা কিছু না জানিলা। অস্তব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছে ত ধাইলা॥ ধাঞা যায় প্রভু স্ত্রী আছে অল্প দূরে। স্ত্রী গায় বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥ স্ত্রী-নাম শুনি-তেই প্রভুর বাহ্য হৈলা। পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥ ২৬॥ প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন। স্ত্রী স্পর্শ হৈলে আমার

সেই সময়ে দেবদাসী গান করিতে লাগিলেন। দেবদাসী গুজ্জরীরাগ লইয়া আলাপ করত সুমধুর স্বরে গীতগোবিন্দের পদ গান করিতেছেন, তাহাতে জনসকলের মন হরণ হইতেছিল। দূর হইতে গান শুনিয়া মহাপ্রভুর আবেশ হইল, স্ত্রী কি পুরুষ কে যে গান করিতেছে, প্রভু তাহার বিশেষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। দেবদাসীর সঙ্গে মিলিত হইবার নিমিত্ত আবেশে মহাপ্রভু ধাবমান হইয়া যাইতেন, পথের মধ্যে শিজের বাড়ি অর্থাৎ শিজুর বৃক্ষ ছিল, সেই সকল বৃক্ষের আঘাত বা কাঁটা ফুটিলেও প্রভু গমন করিতেছেন। মহাপ্রভু অঙ্গে কাঁটা লাগিল, ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, গোবিন্দ ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাপ্রভু দ্রুত যাইতেছেন, গায়িকা স্ত্রী অল্প দূরে আছেন, গোবিন্দ স্ত্রী গান করিতেছে বলিয়া প্রভুকে ক্রোড়ে করিলেন। মহাপ্রভুর স্ত্রী-নাম শুনাতেই বাহ্য হইল, সেই পথে পুনর্ব্বার প্রভু আসিলেন॥ ২৬॥

তখন মহাপ্রভু কহিলেন, গোবিন্দ! তুমি আজ্ আমার জীবন রক্ষা

হইত মরণ ॥ এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার। গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার ॥ প্রভু কহে তুমি মোর সঙ্গ রহিবা। যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা ॥ এত বলি উঠি প্রভু গেলা নিজ স্থানে। শুনি মহাভয় হৈল স্বরূপাদি মনে ॥ ২৭ ॥ তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথভট্টাচার্য্য। প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য ॥ কাশী হৈতে চলিলা তিঁহ গৌড়পথ দিঞা। সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি বহিঞা ॥ পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাসরামদাস। বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহ রাজবিশ্বাস ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশে অধ্যাপক। পরম বৈষ্ণব

করিলা, স্ত্রী স্পর্শ হইলে আমার মৃত্যু হইত। তোমার এই ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। গোবিন্দ কহিলেন, আমি কি না এক জন ছাড় ব্যক্তি, আপনাকে কি প্রকারে রক্ষা করিলাম ? জগন্নাথ আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন। মহাপ্রভু কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গে থাকিবা, যে স্থানে সে স্থানে আমার রক্ষার নিমিত্ত সাবধান হইয়া রহিবা। মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া উঠিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন, এই কথা শুনিয়া স্বরূপাদির মনে মহাভয় জন্মিল ॥ ২৭ ॥

অনন্তর তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথভট্টাচার্য্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রভুর দর্শন নিমিত্ত গমন করিলেন। রঘুনাথ কাশী হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়দেশের পথ দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে এক জন সেবক ঝালি বহিয়া যাইতেছিলেন। পথে ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে রামদাস-বিশ্বাস মিলিত হইলেন, তিনি বিশ্বাসখানার কায়স্থ ও রাজার বিশ্বাপাত্র ছিলেন। রামদাসবিশ্বাস সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রবীণ ও কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক এবং পরম বৈষ্ণব ও রঘুনাথের উপাসক ছিলেন। রামদাস অষ্ট প্রহর

উপাসক ॥ অষ্ট-প্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে। সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ রঘুনাথভট্ট সনে পথেত মিলিলা। ভট্টের ঝালি মাথায় করি বহিঞা চলিলা ॥ নানা সেবা করি করে পাদসম্বাহন। তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন ॥২৮॥ তুমি বড়লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে। সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে ॥ রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম। ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজধর্ম্ম ॥ সঙ্কোচ না করিহ তুমি আমি তোমার দাস। তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥ এতবলি ঝালি বহে করেন সেবনে। রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি দিনে ॥ ২৯ ॥ এই মত রঘুনাথ আইলা নীলাচলে। মহাপ্রভুর চরণে মিলিলা কুতূহলে ॥ দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট চরণে পড়িলা। প্রভু রঘুনাথ জানি আলিঙ্গন কৈলা ॥৩০

দিবা রাত্রি রামনাম জপ করেন, তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। রঘুনাথভট্টের সহিত রামদাসের পথে মিলন হইল, তিনি ভট্টের ঝালি মাথায় করত বহিয়া গমন করিলেন এবং নানাপ্রকার সেবা করিয়া পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, তাহাতে রঘুনাথ মনে সঙ্কোচিত হওত রামদাসকে কহিলেন ॥ ২৮ ॥

তুমি বড়লোক পণ্ডিত ও মহাভাগবত সেবা করিও না, আমার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর। রামদাস কহিলেন, আমি অধম শূদ্র, ব্রাহ্মণের সেবাই আমার নিজধর্ম্ম। আপনি সঙ্কোচ করিবেন না, আমি আপনার দাস, আপনার সেবা করাতে আমার হৃদয়ে উল্লাস হইতেছে। রামদাস এই কথা বলিয়া ঝালি বহনে ও সেবা করেন এবং রঘুনাথের তারকমন্ত্র দিবা রাত্রি জপ করিতে থাকেন ॥ ২৯ ॥

এইরূপে রঘুনাথভট্ট নীলাচলে আসিয়া কুতূহলের সহিত মহাপ্রভুর চরণে মিলিত হইলেন। ভট্ট দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চরণে পতিত হইলে

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইল। মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিল॥ ভাল হৈল আইলে দেখ কমললোচন। আজি আমার ইহাঁ করিবা প্রসাদ ভোজন॥ গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল। স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল॥৩১॥ এইমত প্রভুর সঙ্গে রহিলা অষ্ট-মাস। দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস॥ মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ। ঘর-ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥ রঘুনাথভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ। যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন। প্রভুর অবশেষ পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥ ৩২॥ রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা। মহাপ্রভু তাঁরে অতি কৃপা না করিলা॥ অন্তরে

মহাপ্রভু রঘুনাথকে জানিয়া আলিঙ্গন করিলেন॥ ৩০॥

রঘুনাভট্ট মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের দণ্ডবৎ জানাইলে মহাপ্রভু তাঁহাদিগের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আগমন করিলে ভাল হইল, পদ্মলোচন জগন্নাথের দর্শন কর, আমার এইস্থানে আজ্ প্রসাদ ভোজন করিবা। তৎপরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বলিয়া রঘুনাথকে এক বাসা দেওয়াইলেন এবং স্বরূপাদি ভক্তগণের সহিত তাঁহার মিলন করাইয়া দিলেন॥ ৩১॥

রঘুনাথভট্ট এইরূপে মহাপ্রভুর সঙ্গে আটমাস রহিলেন, মহাপ্রভু কৃপায় প্রতি দিন তাঁহার উল্লাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রঘুনাথভট্ট মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে অন্ন ও বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন পাক করেন। পাককার্য্যে রঘুনাথভট্ট অতিসুনিপুণ, যাহা রন্ধন করেন, তাহাই অমৃতের তুল্য হয়। মহাপ্রভু পরম সন্তোষের সহিত ভোজন করেন, প্রভুর অবশেষ পাত্রে যাহা থাকে, ভট্টের তাহাই ভক্ষণ হয়॥ ৩২॥

মহাপ্রভুর সহিত যখন রামদাস প্রথমে মিলিত হইলেন, তখন প্রভু তাঁহাকে অতিশয়রূপে কৃপা করেন নাই। রামদাস অন্তরে মুমুক্ষু ও

মুমুক্ষু তিহঁ বিদ্যাগর্ব্ববান্। সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥ ৩৩॥ রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস। পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্য প্রকাশ॥ অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল। বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥ বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবনে। বৈষ্ণবস্থানে ভাগবত করিহ অধ্যয়নে॥ পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে। এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে॥ আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা। প্রেমে গরগর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা॥ ৩৪॥ স্বরূপাদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিঞা। বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা॥ চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতার সেবা কৈল। বৈষ্ণবপণ্ডিত স্থানে ভাগবত পড়িল॥ ৩৫॥

বিদ্যায় গর্ব্বিত ছিলেন, ভগবান্ মহাপ্রভু সর্ব্বচিত্তজ্ঞ এবং সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং তিনি সকলই জানিতে পারেন॥ ৩৩॥

তখন রামদাস নীলাচলে বাস করত পট্টনায়কের গোষ্ঠী সকলকে কাব্যপ্রকাশ পড়াইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু আটমাস পরে রঘুনাথ ভট্টকে বিদায় দিয়া নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি বিবাহ করিও না এবং গৃহে গিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিও, বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিও এবং পুনর্ব্বার একবার নীলাচলে আসিও, এই কথা বলিয়া নিজের কণ্ঠমালা রঘুনাথের গলদেশে দিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায়দিলে ভট্ট প্রেমে গরগর অর্থাৎ বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥

তৎপরে স্বরূপাদি ভক্তগণের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হওত বারাণসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় চারি বৎসর গৃহে থাকিয়া মাতা পিতার সেবা করিয়া বৈষ্ণবপণ্ডিতের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন॥ ৩৫॥

পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা। পুনঃ প্রভু ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িঞা॥ পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশে ছিলা। অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা॥ ৩৬॥ আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবন। তাঁহা যাই রহ যাঁহা রূপ সনাতন॥ ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম। অচিরে করিবে কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥ এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা। প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা॥৩৭॥ চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা। ছুটাপানবিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা॥ সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা। ইষ্টদেব করি মালা ধরিঞা রাখিলা॥ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা লঞা আইলা বৃন্দাবন। আশ্রয় করিলা আসি রূপ সনাতন॥৩৮॥ রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন। ভাগবত পড়িতে তাঁর

অনন্তর মাতা পিতা কাশী প্রাপ্ত হইলে ভট্ট উদাসীন হইয়া গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবারও রঘুনাথ পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুর নিকট আটমাস থাকিলেন, আট-মাস পরে মহাপ্রভু পুনর্ব্বার ভট্টকে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন॥ ৩৬॥

রঘুনাথ! তুমি আমার আজ্ঞায় বৃন্দাবন গমন কর, তথায় গিয়া রূপ ও সনাতন যে স্থানে আছেন, সেইস্থানে তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি কর। সর্ব্বদা ভাগবত পাঠ কর ও মুখে কৃষ্ণনাম লও, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিরকাল মধ্যে তোমাকে কৃপা করিবেন। মহাপ্রভু এই কথা বলিয়া আলিঙ্গন করায় তাঁহার কৃপাতে ভট্ট কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইলেন॥ ৩৭॥

মহাপ্রভু জগন্নাথের মহোৎসবে চৌদ্দহাতের তুলসীর মালা ও ছুটা-পানের বিড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রভু সেই মালা ও ছুটাপানবিড়া রঘুনাথকে দিলেন, ঐ মালাকে রঘুনাথ ইষ্টদেবের তুল্য করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। তৎপরে ভট্ট প্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করত রূপ ও সনাতনকে আশ্রয় করিয়া রহিলেন॥ ৩৮॥

রূপ ও সনাতনগোস্বামির সভায় রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করেন,

প্রেমে আউলায় মন ॥ অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে। নেত্র কণ্ঠে রোধ বাষ্প না পারে পঢ়িতে ॥ পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ। এক শ্লোক পঢ়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥৩৯॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য যবে পঢ়ে শুনে। প্রেমেবিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥ গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ। গোবিন্দ চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন ॥ ৪০ ॥ নিজ-শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল। বংশী মকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥ গ্রাম্যবার্ত্তা নাহি শুনে না কহে জিহ্বায়। কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি শুনে কাণে। সবে কৃষ্ণ-ভজন করে এই মাত্র জানে ॥ মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে। প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেন গলে ॥ প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।

ভাগবত পাঠ করিতে তাঁহার মন প্রেমে আলুলায়িত হয় এবং প্রভুর কৃপায় ভট্টের অশ্রু, কম্প ও গদ্গদ স্বর, বাষ্পে (জলে) নেত্র এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় পাঠ করিতে পারেন না। একে তাঁহার কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর, তাহাতে আবার বিবিধ রাগের বিভাগ, এক শ্লোক পাঠ করিতে তিন চারি রাগ ফিরাইতে থাকেন ॥ ৩৯ ॥

রঘুনাথ ভট্ট যখন শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তখন প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন অথচ কিছুই জানিতে পারেন না। গোবিন্দের চরণে রঘুনাথ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, গোবিন্দের চরণারবিন্দই তাঁহার প্রাণ ও ধনস্বরূপ ॥ ৪০ ॥

অনন্তর রঘুনাথ নিজশিষ্যকে বলিয়া গোবিন্দের মন্দির, বংশী ও মকরকুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণ সকল প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। ভট্ট গ্রাম্যবার্ত্তা শ্রবণ বা জিহ্বায় উচ্চারণ করেন না, কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণপূজায় তাঁহার অষ্টপ্রহর যাপিত হয়। রঘুনাথ বৈষ্ণবের নিন্দনীয় কর্ম্ম কর্ণে শ্রবণ করেন না, তিনি কেবল কৃষ্ণভজন করা এই জানেন, অন্য কিছুই জানেন না। মহাপ্রভু যে মালা দিয়াছিলেন, রঘুনাথ মরণকালে সেই

এই ত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাফল ॥ ৪১ ॥ জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন। তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ ॥ মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা প্রেমফল। এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল ॥ এই কথা যেই জন শুনে শ্রদ্ধা করি। তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥৪২ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দবৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

ইতি অন্ত্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

মালা, প্রসাদ, কড়ার ও চন্দন প্রভৃতি গলদেশে বন্ধন করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপাতে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল হইয়াছিল, রঘুনাথভট্টের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপাফল এই বর্ণন করিলাম ॥ ৪১ ॥

হে ভক্তগণ! জগদানন্দের বৃন্দাবন আগমন যাহা বর্ণন করিয়াছি, তাহার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ এবং রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপাপ্রেমফল, এই এক পরিচ্ছেদে তিন কথার সমুদায় বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি এই কথা শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ করিবেন, তাঁহাকে শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণপ্রেমধন দান করিবেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে জগদানন্দের বৃন্দাবন গমন নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥ * ॥ ১৩ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

—— ০:#:০ ——

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্। জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ। শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন ॥ ২ ॥ প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর। বুঝিতে না পারে

কৃষ্ণবিচ্ছেদঃ বিভ্রান্ত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদভ্রান্তিবশতঃ মন, বপু ও বুদ্ধি দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাহা যাহা বিধান করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার লেশ বর্ণন করিতেছি ॥ ১॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের জয় হউক, জয় হউক, ভক্তগণের প্রাণ-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক। শ্রীচৈতন্যের জীবনস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের জয় হউক, জয় হউক, শ্রীগৌরপ্রিয়তম শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের জয় হউক। মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্তগণস্বরূপ শ্রীবাসাদি জয়যুক্ত হউন, আপনারা আমাকে শক্তি প্রদান করুন, যেন শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণন করিতে সক্ষম হই ॥ ২ ॥

মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদের ভাব অতি গম্ভীর, যদিচ কোন ব্যক্তি ধীর

কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥ বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে। সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৩ ॥ স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথদাস। এ দুইর কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥ সেই কালে এই দুই রহে প্রভু পাশে। আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥ ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন। সংক্ষেপে বাহুল্যে কৈল কড়চা গ্রন্থন ॥ ৪ ॥ স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার। তাহার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা-ব্যবহার ॥ তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাব বর্ণন। হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥ উদ্ধবদর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।

হয়েন তথাপি তিনি বর্ণন করিতে পারেন না। যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা কে বর্ণন করিতে পারিবে? শ্রীচৈতন্যদেব যাঁহাকে শক্তি দেন, তিনিই বুঝিতে পারেন ॥ ৩ ॥

স্বরূপগোস্বামী ও রঘুনাথদাস এই দুই জনের কড়চায় এই লীলা প্রকাশ আছে। ইহাঁরা দুই জন সেই সময়ে মহাপ্রভুর নিকটে ছিলেন, অন্যান্য কড়চাকর্ত্তা সকল দূরদেশে থাকিতেন। স্বরূপ ও রঘুনাথ এই দুই জন মহাপ্রভুর প্রেমবিকার ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতেন, ইহাঁরা সংক্ষেপ ও বাহুল্যরূপে কড়চার গ্রন্থন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

স্বরূপগোস্বামী কড়চার সূত্রকর্ত্তা ও রঘুনাথদাস তাহার বৃত্তিকারক ছিলেন, আমি পাঁজি টীকাকাররূপে তাহারই বাহুল্য বর্ণন করিতেছি। অতএব ভক্তগণ! বিশ্বাস করিয়া ইহার ভাব শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে ভাবের জ্ঞান হইবে ও শ্রীচৈতন্যের কৃপায় প্রেমধন প্রাপ্ত হই-বেন ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে গোপীর যেরূপ দশা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সেইরূপ দশা উৎপন্ন হইল। উদ্ধবদর্শন

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥ রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান। সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥ দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়। অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ ৬॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণি স্থায়িভাবপ্রকরণে (১৩৭ অঙ্কে)। যথা—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদঘূর্ণা চিত্রজল্প দ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥ ৭॥

এতস্য মোহনাখ্যস্যেতি। উপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য। তত্র উদঘূর্ণা, নানাবিলক্ষণমুদঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতং। যথা—শয্যাং কুঞ্জগৃহে কচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা লীলাক্ত্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিত্তর্জতি। আঘূর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে বৃথা দারুণে রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমগ্রহবতী ধত্তে ন কা বা দশাঃ। মথুরানগরং কৃষ্ণে লব্ধে শ্রীমাধবে, উদঘূর্ণেয়ং তৃতীয়াঙ্কে রাধায়াঃ স্ফুটমীরিতা। অথ চিত্রজল্পঃ, প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ। চিত্রজল্পো দশাঙ্গোহয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতঃ। বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং। আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্তিতাঃ। এষ

নিমিত্ত শ্রীরাধার যেরূপ প্রলাপ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর ক্রমে ক্রমে সেই-রূপ উন্মাদ ও বিলাপ হইল। শ্রীরাধিকার ভাবে সর্বদা মহাপ্রভুর অভিমান ছিল, প্রভু সেই ভাবে আপনাকে অর্থাৎ নিজতনুকে রাধা-জ্ঞান করিয়া মানিতেন। দিব্যোন্মাদে ঐরূপ ভাব হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? অধিরূঢ়ভাবে প্রলাপ ও দিব্যোন্মাদ হইয়া থাকে॥ ৬॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব-প্রকরণে (১৩৭ অঙ্কে)। যথা—

কোন অনির্ব্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত এই মোহনভাবের ভ্রম সদৃশ বৈচিত্রী দশা লাভ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন। এই দিব্যোন্মাদে উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতির বহু বহু ভেদ হইয়া থাকে॥ ৭॥

ভ্রমরগীতায়া দশাঙ্গে প্রকটীকৃতঃ। অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিসুদুস্তরঃ। অপি চেচ্চিত্র-
জল্পোহয়ং মনাক্ তদপি কথ্যতে॥ তত্র প্রজল্পঃ, অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোহবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্যতে। যথা—মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং
সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি
বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ১॥ অথ পরিজল্পিতং; প্রভোর্নির্দয়তা শাঠ্যচাপলাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং। যথা—সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত
হৃতচেতা হ্যুত্তমশ্লোকজল্পৈঃ।২॥ অথ বিজল্পঃ, ব্যক্তয়াসূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পো বিদুষাং মতঃ। যথা—কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণং। বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষপিতকুচরু-
জস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ।৩॥ অথোজ্জল্প, হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া। সাসূয়শ্চ
তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে। যথা—দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচির-
হাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তম-
শ্লোকশব্দঃ।৪॥ অথ সংজল্প, সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া। তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ
সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ। যথা—বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তে-
ঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টা পত্যপত্যান্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিন্নু
সন্ধেয়মস্মিন্।৫॥ অথাবজল্প, হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা। যত্র সের্ষ্যাং
ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ। যথা—মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত
বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাং। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ-
কথার্থঃ।৬॥ অথাভিজল্পিতং, ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ। যত্র সানুশয়ং
প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতং। যথা—যদনুচরিতলীলা কর্ণপীযূষবিপ্রুট্ সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা
বিনষ্টাঃ। সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইব বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।৭॥ অথা-
জল্পঃ, জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্যত্র কীর্ত্তিতং। ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ।
যথা—বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ। দদৃশু-
রসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা।৮॥ অথ প্রতিজল্পঃ, দুস্ত্যজ-
দ্বন্দ্বভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতং। দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র স প্রতিজল্পিতং। যথা—
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ। নয়সি
কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।৯॥ অথ সুজল্পঃ,
যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহ চাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পো নিগদ্যতে।

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছে শয়ন। কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন ॥ ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন। পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন ॥ মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা ॥ ৮ ॥ প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইল। জাগিলে বাহ্যজ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈল ॥ দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন। কালে যাই জগন্নাথ কৈল দরশন ॥ ৯ ॥ যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে। প্রভু আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন

যথা—অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্। কচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু ॥ ৭ ॥

এক দিন মহাপ্রভু শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই সময়ে সপন দেখিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন রাসলীলা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সুন্দর, ত্রিভঙ্গ ও মুরলীবদন পীতাম্বরধারী, বনমালী এবং মদনমোহন। গোপীগণ মণ্ডলী বন্ধন অর্থাৎ হাতধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীরাধার সহিত ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণও নাচিতেছেন। মহাপ্রভু সপনে এইরূপ দেখিয়া রসে আবিষ্ট হওত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম, এই তাঁহার জ্ঞান হইল ॥ ৮ ॥

অনন্তর গোবিন্দ মহাপ্রভুর বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে চেতন করাইলেন, প্রভু চেতন প্রাপ্তে বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় দুঃখিত হইলেন। মহাপ্রভু দেহাভ্যাস নিত্যকৃত্য সমাপন করত সময়ে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভু যে সময়ে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার অগ্রে লক্ষ লক্ষ লোক দর্শন করিতে-

পাঞা। গরুড় চড়ি দেখে প্রভুর কান্ধে পদ দিঞা ॥১০॥ দেখি গোবিন্দ অস্ত্যব্যস্ত্যে স্ত্রীকে বর্জিলা। তাঁরে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা। আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥১১ অস্ত্যব্যস্ত্যে সেইনারী ভূমিতে নামিলা। মহাপ্রভু দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ তাঁর আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা। এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা ॥ জগন্নাথে আবিষ্ট ইহাঁর তনু মন প্রাণে। মোর কান্ধে পদ দিঞাছে তাহা নাহি জানে ॥ অহো ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহাঁর পায়। ইহাঁর প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগ-

---

ছিল। ঐ সময়ে একজন উড়িয়া স্ত্রীলোক লোকসমারোহে দর্শন করিতে না পাইয়া গরুড়ে চড়িয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধে পাদনিক্ষেপ করত দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

তখন গোবিন্দ তাহাই দেখিয়া ব্যস্তসমস্তে সেই স্ত্রীকে নামাইতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নামাইতে নিষেধ করিয়া গোবিন্দে কহিলেন। আদিবশ্যা অর্থাৎ শূদ্রজাতিবিশেষ এই স্ত্রীকে নিবারণ করিতেছ কেন? যথেষ্টরূপে জগন্নাথ দর্শন করুক ॥ ১১ ॥

তৎপরে সেই নারী অস্ত্যব্যস্তে ভূমিতে নামিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু স্ত্রীর আর্ত্তি অর্থাৎ আবেশ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, জগন্নাথ আমাকে এত আর্ত্তি দেন নাই। এই স্ত্রীর জগন্নাথের প্রতি তনু, মন ও প্রাণ আবিষ্ট হইয়াছে, আমার স্কন্ধে পাদনিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা স্ত্রী জানিতে পারেন নাই। অহো! এই স্ত্রী কি ভাগ্যবতী? ইহাঁর চরণ বন্দনা করি, ইহাঁর অনুগ্রহ হইলে বোধ হয়, ঐ প্রকার আর্ত্তি আমারও বা হইতে পারে? ॥ ১২ ॥

নাথ দরশন। জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ সপ্নদর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন। যাঁহা তাঁহা দেখে সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥ এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল। জগন্নাথ সুভদ্রা রামের স্বরূপ দেখিল॥ কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন। কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥ প্রাপ্ত-রত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হৈলা। বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥ ভূমির উপরে বসি নখে ভূমি লেখে। অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥ পাইয়া বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু। কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু॥ স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন। বাহ্য পাইলে হয় যেন হারাইনু ধন॥ উন্মত্তের প্রায়

আমি পূর্ব্বে আসিয়া যখন জগন্নাথ দর্শন করি, তখন জগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন করিয়াছিলাম। স্বপ্নাবেশের দর্শনে মহাপ্রভুর মন তদ্রূপ হইয়াছিল, যে স্থানে সে স্থানে সর্ব্বত্রই মুরলীবদন দর্শন করিয়াছিলেন। এখন যদি প্রভুর স্ত্রী দেখিয়া বাহ্য হইল, তাহার পর জগন্নাথ দর্শন করিতে কি না, সুভদ্রা ও বলরামের স্বরূপ দর্শন করেন। মহাপ্রভুর মনে এইরূপ উদয় হইল, কুরুক্ষেত্রে যেন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলাম, কোথায় কুরুক্ষেত্র আসিলাম, আর কোথায় বৃন্দাবন দর্শন করিতেছি। প্রাপ্তরত্ন হারাইলে যেরূপ মন ব্যগ্র হয়, প্রভু সেইরূপ ব্যাকুল হইলেন, তিনি বিষণ্ণ হইয়া নিজবাসায় আগমন করিয়া ভূমিতে উপবেশন করত নখে ভূমি লিখিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া গঙ্গার ধারার ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতে ছিলেন না। বৃন্দাবননাথ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার হারাইলাম, আমার কৃষ্ণ কে লইল, আমি কোথায় আসিলাম। এই কথা বলিয়া স্বপ্নাবেশে ও প্রেমে প্রভুর মন গরগর অর্থাৎ বিহ্বল হইল এবং বাহ্য প্রাপ্ত হইলে যেন ধনহারা হইলাম, তিনি এইরূপ জ্ঞান করিলেন। মহাপ্রভু উন্মত্তের

প্রভু করে গান নৃত্য। দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥ রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লঞা। আপন মনের কথা কহে উঘাড়িয়া ॥১৩॥

তথাহি স্বরূপ রামানন্দং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং। যথা—

প্রাপ্ত প্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥ ১৪ ॥

যথারাগঃ।

প্রাপ্তরত্ন হারাইঞা, তাঁর গুণ সোঙরিঞা, মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল। রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি, ধৈর্য্য গেল হইল

প্রাপ্তেতি। হে স্বরূপ! মে মম আত্মা মনঃ বৃন্দাবনং কৃষ্ণক্রীড়াস্থানং যযৌ গতবান্। কীদৃশঃ প্রাপ্তং প্রণষ্টঞ্চ অচ্যুতরূপং বিত্তং যেন সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ কৃষ্ণবিরহজন্যবিষাদেন উজ্‌ঝিতঃ ত্যক্তপ্রায়ঃ দেহরূপো গেহো যেন সঃ। গৃহীতঃ কাপালিকস্য যোগিনো ধর্ম্মো যেন সঃ। ইন্দ্রিয়মেব শিষ্যবৃন্দং তৈঃ সহিতঃ ॥ ১৪ ॥

ন্যায় নৃত্য ও গান করেন, তিনি দেহের স্বভাবে (অভ্যাসে) স্নান, নিত্যকৃত্য ও ভোজন করিয়া থাকেন এবং স্বরূপ ও রামানন্দকে লইয়া রাত্রি হইলে নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন ॥ ১৩ ॥

স্বরূপ ও রামানন্দের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্য। যথা—

অহে স্বরূপ রামানন্দ! শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রাপ্তধন বিনষ্ট হওয়ায় আমার মন কাপালিকধর্ম্ম অর্থাৎ যোগিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেহ ও গৃহ বিসর্জন করত ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

পদ, যথারাগ।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া তাঁহার গুণ স্মরণ করত সন্তাপে বিহ্বল হইলেন, স্বরূপ ও রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া কহিলেন, হা হরি! হা হরি! আমার ধৈর্য্য গেল, আমি চপল হইলাম ॥ ১ ॥

চাপল ॥ ১ ॥ শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী। যাঁর লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক বেদধর্ম্ম, যোগী হইঞা হইল ভিখারী ॥ ধ্রু ॥ কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল, গড়িয়াছে শুককারিকর। সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি, আশা ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ২ ॥ চিন্তা কাঁথা উড়ি গায়, ধূলীবিভূতি মলিন কায়, হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর। উদ্বেগ দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলি নিল মাথে, ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৩ ॥ ব্যাস শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ। ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে, সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪ ॥

অহে প্রাণের বন্ধু! শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী বলি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীর লোভে আমার মন লোকাচার ও বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগী হইয়া ভিক্ষুক হইল ॥ ধ্রু ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা সকল বিশুদ্ধ শঙ্খের কুণ্ডল স্বরূপ, তাহা শুক নামক কারিকর অর্থাৎ শিল্পিতে নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমি সেই কুণ্ডল কর্ণে পরিধাণ করত তৃষ্ণারূপ লাউয়ের থালি অর্থাৎ তুম্বীপাত্র ধারণ করিয়া আশারূপ ঝুলি স্কন্ধের উপর লইয়াছি ॥ ২ ॥

চিন্তারূপ কন্থায় গাত্রাচ্ছাদন করত ধূলীরূপ বিভূতি মাখিয়া মলিন অঙ্গ হইয়া হা হা কৃষ্ণ! এইরূপ প্রলাপ উত্তর করিতেছি। উদ্বেগরূপ দ্বাদশ অর্থাৎ যোগিদিগের গাত্রধৃত বলয় হস্তে পরিয়া লোভরূপ ঝুলি মস্তকে লইয়াছি, ভিক্ষার অভাবে শরীর ক্ষীণ হইতেছে ॥ ৩ ॥

ব্যাস ও শুক প্রভৃতি যত যোগিজনেরা নিরঞ্জন আত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে যত লীলা আছে, তৎসমুদায় ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, সেই তর্জ্জা (তরজমা অর্থাৎ রচনা) সকল নিরন্তর পাঠ করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি, শিষ্য লঞা করিল গমন। মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন, সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন॥ ৫॥ বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম, বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে। তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন, এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে॥ ৬॥ কৃষ্ণ-গুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ, যে সুধা আস্বাদে গোপিগণ। তাঁ সবার গ্রাস শেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে, সে ভিক্ষায় রাখয়ে জীবন॥ ৭॥ শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে, তাঁহা রহে লঞা শিষ্য-গণ। কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন, ধ্যানে রাত্রে করে জাগরণ॥ ৮॥ মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হইল যোগী, সে বিয়োগে

আমার মনোরূপ যোগী দশ ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশ জনকে শিষ্য করিয়া মহাবাউল নাম ধারণ করত ঐ সকল শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া আমার দেহরূপ নিজগৃহের বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই সকল মহাধনের ভোগ ত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে॥ ৫॥

বৃন্দাবনে যে সকল স্থাবর ও জঙ্গমরূপ প্রজা আছেন, তাঁহারা বৃক্ষ এবং লতারূপ গৃহস্থাশ্রমী, শিষ্যগণ তাঁহাদের গৃহে গিয়া ভিক্ষা করত ফল, মূল ও পত্র অর্থাৎ ভোজনরূপ এই বৃত্তি করিতে লাগিল॥ ৬॥

গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি যে অমৃত আস্বাদন করেন, আমার মনোরূপ যোগী তাঁহাদের গ্রাসশেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শিষ্যের সহিত আনয়ন করে, সেই ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি॥ ৭॥

এবং শূন্য কুঞ্জমণ্ডপের এক কোণদেশে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানরূপ যোগা-ভ্যাস করত শিষ্যগণ সঙ্গে তথায় অবস্থান করিল, নিরঞ্জন আত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মন রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিল॥ ৮॥

মন শ্রীকৃষ্ণবিয়োগী হইয়া সেই দুঃখে যোগী হইয়াছে, ঐ বিচ্ছেদে

দশ দশা হয়। সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইঞা, শূন্য মোর শরীর-আলয় ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণের বিয়োগে গোপির দশ দশা হয়। সেই দশ-দশা প্রভুর শরীরে উদয় § ॥ ১৯ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদবিপ্রলম্ভপ্রকরণে

(৬৪ অঙ্কে) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং। যথা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।

প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশঃ। ইতি ॥ ১৬ ॥

চিন্তেতি। তত্র চিন্তা, অভীষ্টাপ্রাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্ত্তিতা। যথা—হংসদূতে, যদা যাতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুদ্ধ্য মধুপুরীং। তদামাঙ্ক্ষীৎ চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণা পরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী। অথ জাগর্য্যা,

দশ দশা হইল। মন সেই দশায় ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিল, একারণ আমার এই শরীরগৃহ শূন্য হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে গোপির যেরূপ দশ দশা হইয়াছিল, সেইরূপ মহাপ্রভুর শরীরে দশ দশার উদয় হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ উজ্জ্বলনীলমণির শৃঙ্গারভেদে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে

(৬৪ অঙ্কে) শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য। যথা—

এই প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভে চিন্তা, জাগর, উদ্বেগ, তানব অর্থাৎ কৃশতা, মলিনতা, প্রলাপ ও উন্মাদ, ব্যাধি, মোহ এবং মৃত্যু এই দশটী দশা ঘটিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

§ তাৎপর্য্য। চিন্তাকাঁথা উড়িগায়, এই পদ্যে চিন্তা ১। ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ, এই পদ্যে জাগর্য্যা ২। উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, এই পদ্যে উদ্বেগ ৩। হৃতিক্ষাভাবে ক্ষীণকলেবর, এই পদ্যে তানব ৪। ধূলীবিভূতি মাখি গায়, এই পদ্যে মলিনাঙ্গতা ৫। হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর, এই পদ্যে প্রলাপ ৬। মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল, এই পদ্যে ব্যাধি ৭। ধৈর্য্য গেল হইল চাপল, এই পদ্যে উন্মাদ ৮। যোগী হইয়া হইল ভিখারী, এই পদ্যে মোহ ৯। সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন, এই পদ্যে মৃত্যু ১০।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি দিনে। কভু কোন্ দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥ এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা। রামানন্দরায় শ্লোক

নিদ্রাক্ষয়স্ত জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ। যথা—পদ্যাবল্যাং, যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ। অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী। অথোদ্বেগঃ উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে। স্তম্ভচিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যস্বেদাদয় উদীরিতাঃ। যথা—হংসদূতে, মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধা সপদি তমুপায়ং কথয় মে পরামৃশ্যে যস্মাদ্‌ধৃতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়া। অথ তানবং, তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ব্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ। যথা—উদঞ্চদ্বক্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃ-কলুষিতা সদা হারাভারগ্লপিতকুচকোকা মধুপতে। বিশুষ্যন্তী রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং নিদাঘে কুল্যেব কৃশিমপরিপাকং প্রথয়তি। অথ মলিনাঙ্গতা, যথা—হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজ তুল্যাননশ্রীঃ খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমোষ্ঠী। অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহ-বিপত্তিপ্লাপিতাসীদ্বিশাখা। অথ প্রলাপঃ, ব্যগ্রালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ। যথা—ললিতমাধবে, ক্ক নন্দকুলচন্দ্রমা ইত্যাদি। অথ ব্যাধিঃ, অভীষ্টালাভতো ব্যাধিপাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ। তত্র শীত স্পৃহা মোহ নিশ্বাসপতনাদয়ঃ। যথা—তত্রৈব, উত্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি। তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোপ্যু-চ্চৈর্ম্মামায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ। অথোন্মাদঃ, সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা অতস্মিংস্তদিতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে। অত্রেষ্টদ্বেষনিশ্বাসনিমেষ-বিরহাদয়ঃ। যথা—ভ্রমতি ভবনগর্ত্তে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু। লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারবিভ্রান্তচিত্তা। অথ মোহঃ, মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ। যথা—নিকুঞ্জে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা-পরিভবং বিলুপ্তাত্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীং। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবল-মিদং বিপক্ষে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী। অথ মৃত্যুঃ, তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ। কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ। তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণং, ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্নাকদম্বানুভবাদয়ঃ। যথা—হংসদূতে, অয়ে রাসক্রীড়ারসিক! মম সখ্যাং নবনবা পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা। স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তূলশকলং যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥ ১৬ ॥

এই দশ দশায় মহাপ্রভু দিবা রাত্রি ব্যাকুল থাকেন, কখন কোন্ দশা উপস্থিত হয়, তাহাতে মন স্থির থাকে না। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু

পড়িতে লাগিলা ॥ স্বরূপগোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান। দুই জনে কৈল কিছু প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥ এইমত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্ব্বাহন। ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইল শয়ন ॥ রামানন্দরায় তবে গেলা নিজঘরে। স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহে শুইল দুয়ারে ॥ ১৭ ॥ সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। উচ্চ করি করে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥ শব্দ না পাইঞা স্বরূপ কবাট কৈল দূরে। তিন দ্বার দেয়া আছে প্রভু নাঞি ঘরে ॥১৮॥ চিন্তিত হইলা সবে প্রভু না দেখিঞা। প্রভু চাহি বলে সবে দেউটি জ্বালিঞা ॥ সিংহদ্বারের উত্তর দিকে আছে এক ঠাঞি। তার মধ্যে পড়িঞাছে চৈতন্যগোসাঞি ॥ দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা। প্রভুর

মৌনাবলম্বন করিলে রামানন্দরায় শ্লোক পাঠ এবং স্বরূপগোস্বামী কৃষ্ণ-লীলা গান করিতে লাগিলেন, এই দুই জনে মহাপ্রভুর কিছু বাহ্য জ্ঞান সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি নির্ব্বাহিত হইল, মহাপ্রভুকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইয়া রামানন্দরায় নিজগৃহে গমন করিলেন, স্বরূপগোস্বামি ও গোবিন্দ এই দুই জন (প্রভুর শয়নগৃহের) দ্বারে শয়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাপ্রভু সমুদায় রাত্রি জাগরণ ও উচ্চ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামসঙ্কীর্ত্তন করেন। স্বরূপ সেই রাত্রিতে প্রভুর কোন শব্দ শুনিতে না পাইয়া যে দ্বারে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া গৃহের মধ্যে গিয়া দেখিলেন, তিন দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে, কিন্তু মহা-প্রভু গৃহের মধ্যে শয়ন করিয়া নাই ॥ ১৮ ॥

স্বরূপাদি সকলেই প্রভুকে দেখিতে না পাইয়া চিন্তিত হওত প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সিংহ-দ্বারের উত্তর দিকে একটী স্থান আছে, শ্রীচৈতন্যদেব তাহার মধ্যে

দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥ পড়িঞাছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন তিন হাত। অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম মাত্র আছে তাত ॥ হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত। এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত। চর্ম্ম-মাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা। দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিঞা ॥২০॥ মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন। দেখি সব ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ ॥ স্বরূপগোসাঞি তবে অতুচ্চ করিঞা। প্রভুর কাণে কৃষ্ণ কহে ভক্তগণ লঞা ॥২১॥ বহু ক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।

পড়িয়া রহিয়াছেন। স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও প্রভুর দশা দেখিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভু পড়িয়া আছেন, তাঁহার শরীর দীর্ঘে পাঁচ ছয় হাত হইবে, অচেতন দেহে নাসা দিয়া শ্বাস বহিতেছে না। প্রভুর এক একটী হস্ত ও পদ দীর্ঘে তিন তিন হাত হইবে, তাঁহার অঙ্গের অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন হওয়ায় তাহাতে চর্ম্মমাত্র রহিয়াছে। প্রভুর হস্ত, পাদ, গ্রীবা ও কটিতে যত অস্থির সন্ধি আছে, তৎসমুদায় এক এক বিতস্তি (বিঘত) ভিন্ন হইয়াছে। কেবল চর্ম্মমাত্র সন্ধির উপরে দীর্ঘ হইয়া আছে, প্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখিত হইলেন ॥ ২০ ॥

মহাপ্রভুর মুখ দিয়া লালা ও ফেন বহির্গত হইতেছে, তাঁহার নয়ন উত্তান অর্থাৎ উপর দিকে উঠিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া ভক্তগণের দেহ হইতে প্রাণ ছাড়িতে লাগিল। তখন স্বরূপগোস্বামী ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর কর্ণে অতি উচ্চ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

হরিবোল বলি প্রভু গর্জিয়া উঠিলা॥ চেতন হইতে অস্থিসন্ধি সকল লাগিল। পূর্ব্ব প্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল॥ এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ২২॥

তথাহি দাসগোস্বামিকৃত-স্তবাবল্যাং শ্রীগৌরাঙ্গ-
স্তবকল্পতরৌ (৪ শ্লোকঃ)। যথা—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ইতি॥ ২৩॥

আবির্ভবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা পুনঃ পরমোৎকণ্ঠাবত্যাঃ শ্রীরাধিকায়া ভাবদৃগ্‌ভাবকলুষিতাঙ্গঃ করুণস্বাদৃগবস্থং হৃদি অনুভবন্ স্তৌতি কচিদিত্যাদি ষষ্ঠশ্লোকেন। কচিৎ কুত্রচিৎ শ্রীমিশ্রাবাসে কাশিমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য অত্যন্তবিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথা স্যাত্তথা কাক্বা অতিকাতর্য্যেণ হা হরে প্রাণনাথ ত্বদ্বিচ্ছেদগতপ্রায় প্রাণং মাং জীবয়িত্বা পুনর্বিরহার্ণবে ক্ষিপসি কীদৃক্ প্রাণশ্বরেতি এতাদৃশ্যা বাচা রুদন্। শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্ভুজপদোর্বাহু-

অনেক ক্ষণ পরে প্রভুর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশ হওয়ায় তিনি হরিবোল বলিয়া গর্জন করত গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভু চেতন প্রাপ্ত মাত্র তাঁহার অস্থিসন্ধি সকল সংলগ্ন হইল, পূর্ব্বে যেরূপ শরীর ছিল, সেইরূপ হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু এই লীলা রঘুনাথদাসগোস্বামী শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন॥ ২২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত স্তবাবলীর
শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুতে (৪ শ্লোকে)। যথা—

কোন এক দিবস কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজপতিসুত নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবিরহহেতু যাঁহার ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থান গুলি শ্লথ হইয়াছিল, যিনি ঐ ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতিদৈর্ঘ্য ধারণ করত ভূমি-

সিংহদ্বার দেখি প্রভু বিস্ময় হইল। কাহা কর কিবা এই স্বরূপে পুছিল॥ স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজঘর। তথাই তোমারে সব করিব গোচর॥ এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা। তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা॥ ২৪॥ শুনি মহাপ্রভুর হৈল বড় চমৎকার। প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥ সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান। বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিঞা হয় অন্তর্দ্ধান॥ হেন কালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিলা। স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥ ২৫॥

চরণয়োরতিদৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ প্রথন্ স্বাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ বয়োস্তস্বাদিতি প্রলয়রূপসাত্ত্বিকভাবঃ। ভুমৌ লুণ্ঠন্ বভূব স ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৩॥

লুণ্ঠিত হইয়া বিকল হইতেও বিকল এতাদৃশ কাকু এবং গদ্গদবাক্য দ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করুন॥ ২৩॥

অনন্তর মহাপ্রভু সিংহদ্বার দেখিয়া বিস্ময় হওত স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, কি করিতেছ, এ কি? স্বরূপ কহিলেন, হে প্রভো! উঠিয়া নিজগৃহে গমন করুন, সেই স্থানে আপনাকে সমুদায় নিবেদন করিব। স্বরূপ এই কথা বলিয়া প্রভুকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার যে সকল অবস্থা হইয়াছিল, তৎসমুদায় নিবেদন করিলেন॥ ২৪॥

ঐ সকল কথা শুনিয়া মহাপ্রভুর অতিশয় চমৎকার বোধ হওয়ায় তিনি কহিলেন, আমার কিছুই স্মরণ নাই এবং যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, সকল স্থানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছেন, তিনি বিদ্যুতের ন্যায় দর্শন দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। এমন সময়ে জগন্নাথের পানিশঙ্খের বাদ্য হইল, মহাপ্রভু স্নান করিয়া দর্শনে গমন করিলেন॥ ২৫॥

এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার। যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥ লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিচূড়ামণি॥ শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়। ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥ রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি। তাঁর মুখে শুনি লেখি করিঞা প্রতীতি॥ ২৬॥ এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে। চটক-পর্ব্বত তাঁহা দেখিল আচম্বিতে॥ গোবর্দ্ধনশৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা। পর্ব্বতদিশাতে প্রভু ধাইঞা চলিলা॥ ২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোবিংশাধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং। যথা—

হে ভক্তগণ! মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত বিকার বর্ণন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে লোকসকলের চমৎকার বোধ হইবে। যাহা লোকে কখন দেখি নাই বা শাস্ত্রে কখন এরূপ শুনি নাই, সন্ন্যাসিচূড়ামণি মহাপ্রভু তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিলেন। শাস্ত্র ও লোকাতীত যে যে ভাব হয়, তাহা দেখিয়া ইতর লোকের বিশ্বাস হয় না। রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার মুখে শ্রবণ করত বিশ্বাস করিয়া লিখিতেছি॥ ২৬॥

এক দিবস মহাপ্রভু সমুদ্রতীরে গমন করিতেছিলেন, সেই স্থানে অকস্মাৎ চটকপর্ব্বত দেখিতে পাইয়া গোবর্দ্ধনপর্ব্বত মনে করিয়া ভাবাবিষ্ট হওত প্রভু সেই পর্ব্বতের দিকে ধাবমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপীবাক্য। যথা—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ-
পানীয়-সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ২৮ ॥ *

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে। গোবিন্দ ধাইলা পিছে নাহি পায় লাগে ॥ ফুকার পড়িল মহাকোলাহল হৈল। যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিঞা ধাইল ॥ ২৯ ॥ স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত-গদাধর। রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ পুরী ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে। ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ চলে ধীরে ধীরে ॥ ৩০ ॥ প্রথমে

হে সখিগণ! এই অদ্রি অর্থাৎ গোবর্দ্ধন নিশ্চয় হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু এই গিরি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শ দ্বারা প্রমোদিত হইয়া পানীয়, শোভন তৃণ, কন্দর ও কন্দ (মূল) দ্বারা গো এবং বয়স্য-সমূহের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের পূজা বিস্তার করিতেছে ॥ ২৮ ॥

মহাপ্রভু এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বায়ুবেগে ধাবমান হইয়া গমন করিলেন, গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেলেন, কিন্তু নাগাল (সঙ্গ) প্রাপ্ত হইলেন না। ফুকার পড়ায় অর্থাৎ গোবিন্দ চীৎকার শব্দ করায় মহাকোলাহল হইয়াছিল, ঐ শব্দ শুনিয়া যে স্থানে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই উঠিয়া দৌড়িতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধরপণ্ডিত ও রামাই, নন্দাই, নীলাই এবং শঙ্করপণ্ডিত, পুরীগোস্বামী ও ভারতীগোস্বামী ইঁহারা সকলে সমুদ্রতীরে আগমন করিলেন, ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ ছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১৮ পরিচ্ছেদের ১৪ অঙ্কে আছে।

চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি। স্তম্ভভাব হৈল পথে চলিতে নাহি শক্তি॥ প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার। তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥ প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার। কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥ দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার। সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গা যমুনা ধার॥ বৈবর্ণ্য শঙ্খের প্রায় হৈল শ্বেত অঙ্গ। তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ॥ ৩১॥ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা। তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকট আইলা॥ কারোয়ার জলে করে সর্ব্বাঙ্গসিঞ্চন। বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংব্যজন॥ ৩২॥ স্বরূপাদি গণ তাঁহা আসিঞা মিলিলা। প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥ প্রভুর অঙ্গে দেখে

মহাপ্রভু প্রথমে যেন বায়ুগতিতে গমন করিতেছিলেন, তাঁহার পথের মধ্যে স্তম্ভভাব উপস্থিত হওয়াতে আর যাইবার শক্তি হইল না। প্রভুর প্রতি রোমকূপের মাংসব্রণের আকার হইল, তাহার উপর রোম উদ্গম হওয়ায় কদম্বকুসুমের ন্যায় দৃশ্য হইতে লাগিল। প্রভুর প্রতি রোমকূপ দিয়া রুধিরের ধারার ন্যায় প্রস্বেদ পড়িতেছে, কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর করিয়া শব্দ নির্গত হওয়াতে বর্ণের স্পষ্ট উচ্চারণ হইতেছে না। প্রভুর চক্ষুর্দ্বয় পূর্ণ হইয়া অতিশয় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, গঙ্গা ও যমুনার ধারা যেন সমুদ্রে মিলিতেছে। বৈবর্ণ্যহেতু মহাপ্রভুর সমুদায় অঙ্গ শঙ্খের ন্যায় ধবলবর্ণ হইল, তাহাতে কম্প উৎপন্ন হওয়ায় বোধ হইল, সমুদ্র হইতে যেন তরঙ্গ উঠিতেছে॥ ৩১॥

মহাপ্রভু যখন কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতলে পতিত হইলেন, গোবিন্দ তখন প্রভুর নিকট আসিয়া কারোয়ার জলধারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সেচন করত বহির্ব্বাস লইয়া অঙ্গে ব্যজন (বাতাস) করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

এমন সময়ে স্বরূপাদি গণ তথায় আসিয়া মিলিত হওত মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রভুর অঙ্গে

অষ্টসাত্ত্বিক বিকার। আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে। শীতল জলে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনে॥ ৩৩॥ এইমত বহুবার করিতে করিতে। হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥ আনন্দে বৈষ্ণব সব বলে হরি হরি। উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি॥ ৩৪॥ উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়। যে দেখিতে চাহে তাহা দেখিতে না পায়॥ বৈষ্ণব দেখিঞা প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল। স্বরূপগোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল॥ ৩৫॥ গোবর্দ্ধন হৈতে ইহাঁ কে মোরে আনিল। পাইঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥ ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধন। দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধনচারণ॥ গোব-

---

অষ্টসাত্ত্বিকের বিকার দেখিলেন, আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দর্শন করিয়া সকলে চমৎকার বোধ করিলেন। মহাপ্রভুর কর্ণে উচ্চ করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তন ও শীতল জলে তদীয় অঙ্গ মার্জ্জন করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥

এই প্রকার বারম্বার করিতে করিতে মহাপ্রভু হরিবোল বলিয়া অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং বৈষ্ণবসকলও আনন্দে হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন, হরিনামের মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল॥ ৩৪॥

মহাপ্রভু উঠিয়া বিস্মিত হওত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দেখিতে পায়েন না। বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হওয়ায় স্বরূপগোস্বামিকে কিছু কহিতে লাগিলেন॥৩৫॥

মহাপ্রভু কহিলেন, স্বরূপ! গোবর্দ্ধন হইতে আমাকে এ স্থানে কে আনয়ন করিল? শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার লীলা দর্শন করিতে পাইলাম না। আমি আজ্ এ স্থান হইতে গোবর্দ্ধন গিয়া-

র্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু। গোবর্দ্ধনের চৌদিগে বেড়ি চরে সব ধেনু॥ বেণুধ্বনি শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী। তাঁর রূপ ভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥ রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥ ৩৬॥ হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা। তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইহাঁ লঞা আইলা॥ কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে। পাইঞা কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে॥ এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন। তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ৩৭॥ হেনকালে আইলা পুরী ভারতী দুই জন। দোঁহে দেখি প্রভুর সংভ্রম হৈল মন॥ নিপট্ট বাহ্য হৈল প্রভু দোঁহারে বন্দিলা। প্রভুকে প্রেমে

ছিলাম, সে স্থানে দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করত গোবর্দ্ধনে উঠিয়া বেণুবাদ্য করিতেছেন, ধেনু সকল গোবর্দ্ধনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া চরিতেছে। রাধাঠাকুরাণী বেণুধ্বনি শ্রবণ করত তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, সখি! তাঁহার রূপ ও ভাব আমি বর্ণন করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিলে সখীগণমধ্যে কেহ কেহ পুষ্পচয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন॥ ৩৬॥

এমন সময়ে তোমরা সকলে কোলাহল করত তথা হইতে আমাকে এইস্থানে ধরিয়া আনয়ন করিলা। আমাকে কি জন্যই বা বৃথা কষ্ট দিতে আনিলা? হায়! আমি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তাঁহার লীলা দর্শন করিতে পাইলাম না। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দশা দেখিয়া বৈষ্ণব সকলও রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৭॥

ইতিমধ্যে পুরী ও ভারতীগোস্বামী এই দুই জন আগমন করিলেন, ইহাঁদিগকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে সংভ্রম হইল। মহাপ্রভু নিপট্ট অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্য হওয়াতে তিনি পুরী ও ভারতীদ্বয়কে বন্দনা করিলে তাঁহারা

দুই জন আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৩৮ ॥ প্রভু কহে দোঁহে কেনে আইলা এত দূরে। পুরীগোসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে। সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব সনে ॥ স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেত আইলা। সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥৩৯॥ এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদভাব। ব্রহ্মাহ কহিতে নারে যাঁহার প্রভাব ॥ চটকগিরি-গমনলীলা রঘুনাথদাস। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৪০ ॥

তথাহি রঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত-স্তবাবল্যাং শ্রীগৌরাঙ্গ-

স্তবকল্পতরৌ অষ্টমাঙ্কে। যথা—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-

দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।

পুনঃ কিস্তুতঃ, সন্ নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব।

দুই জন প্রেমের সহিত মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আপনারা দুই জনে এত দূরে আগমন করিলেন, কি জন্য ? পুরীগোস্বামী, কহিলেন, আপনার নৃত্য দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। পুরীর বচনে মহাপ্রভু লজ্জিত হইয়া বৈষ্ণবগণের সহিত সমুদ্রের ঘাটে গমন করিয়া স্নান করত গৃহে আগমন করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদভাব বর্ণন করিলাম, যাঁহার প্রভাব ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ হয়েন না। মহাপ্রভুর চটকপর্ব্বত-গমনলীলা শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত স্তবাবলীর শ্রীগৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর ৮ অঙ্কে। যথা—

যিনি নীলাচলসমীপবর্ত্তী চটকগিরিরাজের দর্শনহেতু কহিয়াছেন,

ব্রজমস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো-

গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ইতি ॥ ৪১ ॥

এবে যত কৈল প্রভু অলৌকিক লীলা। কে বর্ণিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥ সংক্ষেপ করিঞা কহি দিগ্‌দরশন। ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ৪২ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

ধাবন্ স্বৈর্গণৈঃ স্বরূপাদিভিরবধৃতো নিশ্চিত আবৃত ইতি বা। কিং কৃত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুং ইতঃ ক্ষেত্রাং অয়ে গচ্ছামাস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্। যদ্বা, অয়ে বান্ধব গোকিতুং ব্রজম্যস্মি গচ্ছন্ ভাণীতি ॥ ৪১ ॥

॥ * ॥ ইতি চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

অয়ে স্বরূপাদি! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধনগিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র হইতে গমন করিতেছি। এই কথা বলিয়া স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবমান হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

মহাপ্রভু এক্ষণে যে সমুদায় লীলা করিলেন, সে সকল লীলা তাঁহার খেলা স্বরূপ, তাহা বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? দিগ্দর্শন নিমিত্ত সংক্ষেপ করিয়া বর্ণন করিলাম, যিনি ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমধন প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে চটকগিরিগমনরূপ দিব্যোন্মাদবর্ণন নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৪ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

——০ঃ#ঃ০——

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর। জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দকলেবর॥ জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয়তম। জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ ॥ ২ ॥ এই মতে মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি রহে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥ কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি। কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুর স্থিতি ॥ স্নান ভোজন কৃত্য দেহ স্বভাবে হয়। কুম্ভারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৩ ॥ এক দিন করে জগন্নাথ দরশন।

দুর্গম ইতি গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদাসীমাপরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গৌরহরি শ্রীকৃষ্ণের ভাবরূপ দুর্গম সমুদ্রে নিমগ্ন ও উন্মগ্নচিত্ত হইয়া ভূরি ভূরি প্রেমমর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, পূর্ণানন্দকলেবর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জয়যুক্ত হউন, শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য জয়যুক্ত হউন ও শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণের জয় হউক, জয় হউক ॥ ২ ॥

এইরূপে মহাপ্রভুর দিবা ও রাত্রি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশে আত্মস্ফূর্ত্তি থাকে না। কখন ভাবে মগ্ন, কখন অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি ও কখন বাহ্যস্ফূর্ত্তি এই তিন ভাবে মহাপ্রভুর অবস্থিতি হয়। তাঁহার স্নান ও ভোজনাদি কার্য্য সকল দেহের স্বভাবে হইয়া থাকে, যেমন কুম্ভকারের চক্র নিয়ত ভ্রমণ করে তদ্রূপ ॥ ৩ ॥

জগন্নাথ দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ একবারে স্ফুরে প্রভুকে কৃষ্ণের পঞ্চগুণ। পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ এক মন পঞ্চগুণে পঞ্চদিকে টানে। টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ হেন কালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল ॥ ৪ ॥ স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন লঞা। বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠ ধরিঞা ॥ কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন। বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ ॥ সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ। শ্লোকার্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ ॥ ৫ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৩ শ্লোকে

বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং। যথা—

মহাপ্রভু এক দিবস জগন্নাথদর্শন করিতেছিলেন, জগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে দর্শন করিলেন। একেবারে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগুণ মহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি হওয়ায় পঞ্চগুণে তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিল। পাঁচগুণে এক মনকে পাঁচ দিকে টানিতে লাগিল, টানাটানি করাতে মহাপ্রভুর মন জ্ঞানশূন্য হইল। এমন সময়ে জগন্নাথের উপলভোগ সম্পন্ন হওয়ায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর স্বরূপ ও রামানন্দ এই দুই জনকে লইয়া মহাপ্রভু ইহাদের কণ্ঠ ধারণ করত বিলাপ করিয়া কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীরাধার মন উৎকণ্ঠিত হওয়ায় তিনি বিশাখাকে আপন উৎকণ্ঠার কারণ কহিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই শ্লোক পাঠ করিয়া আপনার মনস্তাপ প্রকাশ করত বিলাপ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দকে শ্লোকার্থ শুনাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৩ শ্লোকে

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য। যথা—

নারীর বক্ষঃ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ, আকর্ষয়ে নারীগণ মন ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মদহর, নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন। জগত নারীর নাসা, তার ভিতর করে বাসা, নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত, স্বমাধুর্য্যে হরে নারী মন। অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনঃক্ষোভ, ব্রজনারীগণের মূল ধন ॥ ৮ ॥ এত কহি গৌরহরি, দুই জনের কণ্ঠে ধরি, কহে শুন স্বরূপ রামরায়। কাহা করোঁ। কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, দোঁহে মোরে কহ সে সে উপায় ॥ ৯ ॥

এইমতে গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে। বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ সেই দুই জনে প্রভুর করে আশ্বাসন। স্বরূপ-গায় রায় করে শ্লোক পঠন ॥ কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ। দোঁহে শ্লোকগীতে

চন্দনকে জয় করে। নারীগণের পর্ব্বতরূপ যে বক্ষঃস্থল, তাহাকে আকর্ষণ করিতে নিপুণ, সে নারীগণের মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের যে সৌগন্ধ্যাতিশয়, সে মৃগমদকস্তুরী ও নীলোৎপলের গর্ব্বধন হরণ করিয়া থাকে। জগতের নারীগণের যত নাসা আছে, সে তাহার মধ্যে বাস করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে ॥ ৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণের যে অধরামৃত, তাহাতে মন্দ হাস্যরূপ কর্পূর আছে, সে নিজমাধুর্য্য দ্বারা নারীর মন হরণ করে এবং অন্যত্রে লোভ ত্যাগ করায় না পাইলে মনের ক্ষোভ উৎপাদন করে ও ব্রজনারীগণের মূলধন হরণ করিয়া লয় ॥ ৮ ॥ এই কথা বলিয়া গৌরহরি দুই জনের কণ্ঠ ধারণ করিয়া কহিলেন, স্বরূপ ও রামরায়! শ্রবণ কর। আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইব, তোমরা দুই জনে আমাকে সে উপায় বল ॥ ৯ ॥

এইরূপে গৌরাঙ্গপ্রভু প্রতি দিন স্বরূপ ও রামানন্দের সঙ্গে বিলাপ করেন। ইহাঁরা দুই জন প্রভুকে আশ্বাস দেন, স্বরূপ গান করেন ও রামানন্দরায় শ্লোক পাঠ করেন। দুই জনে কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি ও

প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ৭ ॥ এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতে। পুষ্পের উদ্যান তাঁহা দেখে আচম্বিতে ॥ বৃন্দাবনভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাইঞা। প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিঞা ॥ রাসে কৃষ্ণ রাধা লঞা অন্তর্দ্ধান কৈলা। পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইলা ॥ সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা। শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা ॥ ৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং। যথা—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩০। ৯। ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পান্থ যুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ হে চূতাদয়ঃ যেঽন্যে চ পরার্থ

গীতগোবিন্দ এই সকলের শ্লোক এবং গানে মহাপ্রভুর আনন্দবিধান করেন ॥ ৭ ॥

এক দিবস মহাপ্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তথায় এক উদ্যান দেখিতে পাইয়া বৃন্দাবনভ্রমে সেই স্থানে দৌড়িয়া গিয়া প্রবেশ করিলেন, তথায় প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাসে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্দ্ধান করিলে পশ্চাৎ সখীগণ যেমন সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই ভাবাবেশে যেস্থানে সেস্থানে প্রতি তরুলতাকে দেখিয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
বৃক্ষাদির প্রতি গোপীর বাক্য। যথা—

ফলাদি দ্বারা সকলের তৃপ্তিকারী এই সকল তরু দেখিয়া থাকিবে,

যেঽন্যে পরার্থভবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবী রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯ ॥

তথা তত্রৈব ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকঃ। যথা—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেতিপ্রিয়োচ্যুতঃ ॥ ১০ ॥

ভবিকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ তস্যাঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাস্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু। তোষণী, চূতো লতাজাতিঃ। আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। নীপশ্চ নীপো ধূলিকদম্বে স্যাদিতি বিশ্বপ্রকাশাৎ। প্রিয়ালঃ অস্যৈব বীজং চারবিজ্ঞতয়াখ্যাতং ভুজ্যতে। পনসঃ কণ্টকীফলং। আসনঃ পীতসারঃ। কোবিদারো যুগপত্রকঃ। কোইলার ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়ং। অর্কোঽত্রানিকৃষ্টোঽপি পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। ভবিকং মঙ্গলং অভ্যুদয় ইত্যর্থঃ। তত্রাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং ন তু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপসমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ। যমুনায়া উপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। রহিতাত্মনাং বিরহহতজ্ঞানানামিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কচ্চিদিতি। অলিকুলৈঃ সহ ত্বাং বিভ্রং তবাতিপ্রিয়ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি। তোষণী, কল্যাণি হে জগন্মঙ্গলকারিণি। পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। তত্র হেতুঃ। গোবিন্দেতি।

গোপীগণ এই মনে করিয়া আম্রাদি বৃক্ষসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে চূত! হে প্রিয়াল! হে পনস! হে অসন! হে কোবিদার হে জম্বু! হে আকন্দ! হে বিল্ব! হে বকুল! হে আম্র! হে কদম্ব! হে নীপ! হে অন্যান্য তরুগণ! পরের উপকারার্থই তোমাদের জন্মগ্রহণ ও যমুনার কূলে তোমরা বাস করিতেছ, একারণ তোমরা তীর্থবাসী হইয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার পথ বলিয়া দাও, তাঁহার বিরহে আমাদিগের চিত্ত শূন্য হইতেছে ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ তথা ৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে। যথা—

হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে। যিনি অলি-

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে ।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ । ইতি ॥ ১১ ॥

আম্র পনস প্রিয়াল জম্বু কোবিদার । তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥ কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা পাইলে দর্শন । কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ ১২ ॥ উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান । এ সব

গোবিন্দঃ গোকুলেন্দ্রঃ । তৎ প্রিয়ত্বে হেতুঃ । সহেতি । ন চ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ । যতঃ তেংতিপ্রিয় ইতি । অলিকুলৈঃ সহেতি তস্যাঃ সাদগুণ্যং দর্শিতং । অলীনামনিবার্য্যত্ব-সূচনাৎ । অতোঽবশ্যং তদন্তিকমাগতস্ত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ । অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃষ্টীকৃতং ॥ ১০ ॥

তুলাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিনাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে বো যুষ্মাভিঃ কিং অদর্শিদৃষ্টঃ করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ যাত ইতি অত্র মালতী-জাত্যোর্ব্বাস্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ । তোষণী, তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি প্রীতিমিতি । কর-স্পর্শচিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ । তত্র হেতুশ্চ পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি ॥ ১১ ॥

কূলের সহিত সর্ব্বদা তোমাকে ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, সেই ভগবান্ অচ্যুতকে কি দেখিয়াছ ? ॥ ১০ ॥

তদনন্তর তুলাতিরেকেও অধিক নম্র এ প্রযুক্ত যদি ইহারা দেখিয়া থাকে, এই মনে করিয়া মালতী প্রভৃতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সম্বো-ধিয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, হে মালতি ! হে মল্লিকে ! হে জাতি ! হে যূথিকে ! তোমরা দেখিয়াছ কি ? আমাদের মাধব করস্পর্শদ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই দিক্ দিয়া কি গিয়াছেন ? ॥ ১১ ॥

হে আম্র ! হে পনস ! হে প্রিয়াল ! হে জম্বু ! হে কোবিদার ! তোমরা সকলে তীর্থবাসী, পরোপকার করিয়া থাক । শ্রীকৃষ্ণ তোমা-দের এই স্থানে আসিয়াছিলেন, দর্শন পাইয়াছ ? শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া জীবন রক্ষা কর ॥ ১২ ॥

উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার অনুমান করিলেন, ইহারা সকল পুরুষ-

পুরুষজাতি কৃষ্ণসখার সমান ॥ এ কেনে কহিবে কৃষ্ণ উদ্দেশ আমায়। এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীপ্রায় ॥ অবশ্য কহিবে কৃষ্ণ পাইয়াছে দর্শনে। এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে ॥ ১৩ ॥ তুলসী মালতী যূথি মাধবী মল্লিকে। তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ॥ তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ ১৪ ॥ উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে। এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥ আগে মৃগীগণ কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ পাঞা। তার মুখ দেখি পুছে নির্ণয় করিঞা ॥ ১৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
হরিণীং প্রতি গোপীবাক্যং। যথা—

জাতি, শ্রীকৃষ্ণের সখার সমান সুতরাং ইহারা কেন আমাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিবে, এই যে দেখিতেছি, ইহারা স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীর তুল্য। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে, অবশ্যই বলিবে, এই অনুমান করিয়া তুলসী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৩ ॥

হে তুলসি! হে মালতি! হে যূথি! হে মাধবি! হে মল্লিকে! তোমাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তোমরা সকল আমার সখীর সমান, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥

উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার অন্তরে চিন্তা করিলেন, এই শ্রীকৃষ্ণদাসী ভয়ে আমাকে বলিল না। মৃগীগণ অগ্রে কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ পাইয়াছে, এই মনে করিয়া তাহাদিগের মুখ দেখিয়া নিশ্চয় করত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে
হরিণীর প্রতি গোপীদিগের বাক্য। যথা—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ। ইতি॥ ১৬॥

কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা। তোমায় সুখ দিতে আইলা না কর অন্যথা॥ রাধা প্রিয়সখী মোরা নহি বহিরঙ্গ। দূরে হৈতে জানি

হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রসত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিং উপগতঃ সমীপং গতঃ গাত্রৈঃ সুন্দরৈর্ম্মুখবাহ্বাদিভিঃ প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং। তত্র হেতুমাহুঃ কান্তয়াঙ্গসঙ্গস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি। তোষণী, অত্র খণ্ডস্য বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যনুমোদনব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপদ্যতে। ততঃ সখ্যমেব তাসাং তন্মিথুনমনুলক্ষ্যতে। তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা চ। তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনায়াং। তদিদং সম্ভাবনায়ামিত্যর্থঃ। অথবাপীতি প্রশ্নে। তদেতৎপৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিং তৎ। তত্রাহুঃ। হে সখি অচ্যুতো বো যুষ্মাকং উপগতঃ সমীপপ্রাপ্তঃ। ননু বনবিহারিণস্তস্য বন্যানামাস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যং তত্রাহুঃ। প্রিয়য়া সহেতি॥ ১৬॥

পরে দৃষ্টিপ্রসন্ন দেখিয়া হরিণীদিগের শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা, এই মনে করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে এণপত্নীগণ! আমাদের অচ্যুত স্বীয় সুন্দরবদন ও বাহু প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের দৃষ্টির তৃপ্তি বিস্তার করত প্রিয়ার সহিত কি সমীপগত হইয়াছিলেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণের কুন্দকুসুমমালা অর্থাৎ যাহা কান্তাঙ্গসঙ্গবশতঃ তদীয় কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল, এ স্থানে তাহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে॥ ১৬॥

হে মৃগি! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সর্ব্বপ্রকারে তোমাকে সুখ দিতে আসিয়াছিলেন কি? বল, অন্যথা করিও না। আমরা বহিরঙ্গ নহি, আমরা শ্রীরাধার প্রিয়সখী, আমরা দূর হইতে তাঁহার অঙ্গগন্ধ জানিতে

তার যৈছে অঙ্গগন্ধ ॥ রাধাঙ্গসঙ্গমে কুচকুঙ্কুমে ভূষিত। কৃষ্ণকুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥ কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেল এহ বিরহিণী। কি উত্তর দিবে এই না শুনে কাহানী ॥ ১৭ ॥ আগে দেখে বৃক্ষগণ পুষ্প ফলভরে। শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥ কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার। কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ১৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে
তরূন্ প্রতি গোপীগণবাক্যং। যথা—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩০। ১৩। ফলভরেণাবনতাংস্তরূন্ শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতা ইতি মত্বা প্রিয়য়া সহ তস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি তুলসিকায়া অলিকুলৈঃ

পারিয়াছি। শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গহেতু কুচকুঙ্কুমে বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে এ বিরহিণী হইয়াছে, এ কোন কথাই শুনিতেছে না, উত্তর দিবে কি ? ॥ ১৭ ॥

তৎপরে বৃক্ষগণকে দেখিতে পাইলেন, ফল ও পুষ্পভরে তাহাদের শাখা সকল পৃথিবীর উপর পড়িয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ইহারা নমস্কার করিতেছে, এই নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে
তরুদিগের প্রতি গোপীগণের বাক্য। যথা—

অনন্তর ফলভারাবনত তরুগণকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে করিয়া তাহাদিগের নিকট প্রিয়াসঙ্গত শ্রীকৃষ্ণের গতিবিলাস অবগত হইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে তরুসকল! রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ করে

অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ। ইতি ॥ ১৯ ॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে। লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্য চিত্তে ॥ তোমার প্রণামে কি করিয়াছে অবধান। কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত। কি উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিত ॥ এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে। দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ কোটি মন্মথমথন মুরলী-

অতত্তদামোদমদান্ধৈরন্বীয়মানঃ অনুগম্যমানঃ ইহ চরতি। তোবর্ণ্যাং, ইহাপি তত্তং প্রণং সমানুমোদনং ব্যঙ্গঃ। তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ সন্ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়াস্যাত্তান্নিবারয়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধারক ইত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈরিতি ॥ ১৯ ॥

কমল গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমার স্কন্ধে নিজবাহু স্থাপনপূর্ব্বক প্রণয়াবলোকন সহ ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া এস্থানে কি তোমাদের প্রণতি অভিনন্দন করিয়াছেন? তিনি একাকী নহেন, তুলসীস্থ অলিকুল অর্থাৎ যাহারা তদামোদমদে অন্ধ, তাহারা তাঁহার অনুগামী আছে ॥ ১৯ ॥

প্রিয়তমার মুখপদ্মে ভৃঙ্গ পড়িতেছিল, তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্তে লীলাপদ্মে চালনা করিতে অন্য চিত্ত হওয়ায় তোমার প্রণামে কি অবধান করিয়াছেন, কি করেন নাই? বল, তোমার বাক্যই প্রমাণস্বরূপ ॥ ২০ ॥

অনন্তর বিবেচনা করিলেন, এই বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের সেবক, তাঁহার বিরহে দুঃখিত হইয়াছে, এ উত্তর দিবে কি? ইহার চৈতন্য নাই। এই কথা বলিয়া অগ্রে যমুনার কূলে গমন করিলেন, সে স্থানে দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কোটি মন্মথের অর্থাৎ কন্দর্পের মন মথন করেন, তাঁহার মুখে মুরলী শোভিত হইয়া রহিয়াছে,

বদন। অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগৎ নেত্রে মন॥ সৌন্দর্য্য দেখি ভূমে পড়িলা মূর্চ্ছিত হইঞা। হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিঞা॥ পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল। অন্তরে আনন্দস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥ ২১॥ পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন। উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥ কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোর হরে নেত্র মন॥ পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলীবদন। তাঁর দরশন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥ বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা। সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥ ২২॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৪ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং। যথা—

তিনি অপার সৌন্দর্য্যদ্বারা জগতের নেত্র ও মন হরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শনে মহাপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, এমন সময়ে স্বরূপাদি মিলিত হইয়া তথায় আসিয়া দেখিলেন। মহাপ্রভুর পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাব সকল প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে আনন্দস্বাদ ও বাহিরে বিহ্বল হইয়াছেন॥ ২১॥

পূর্ব্বের ন্যায় সকলে চেতন করাইলে মহাপ্রভু উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন, এখনি দর্শন পাইয়াছিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আমার নেত্র ও মন হৃত হইল। পুনর্ব্বার কহিলেন, মুরলীবদনকে দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার দর্শন-লালসায় নেত্র ভ্রমণ করিতেছে। শ্রীরাধা বিশাখাকে যে শ্লোক বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন॥ ২২॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৪ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য। যথা—

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং। ইতি ॥ ২৩ ॥

অথৈতৈকৈকশো যেষাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং নামগ্রাহপূর্ব্বমাকর্ষণং কথয়ন্তী সতী কৃষ্ণস্য রূপাদি পঞ্চ-গুণানুক্তানপি প্রেমোৎকণ্ঠয়া পুনস্তান্ পঞ্চশ্লোক্যা স্পষ্টয়ন্তী রূপং স্পষ্টয়তি নবাম্বুদেত্যাদ্যেকেন। হে সখি স মদনমোহনঃ মদনস্য কন্দর্পস্য মোহনঃ। যদ্বা, মদয়তি সম্ভোগাংশে হর্ষয়তি বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়তি চেতি মদনঃ। মদী হর্ষগ্লপনয়োঃ। তাভ্যাং মোহয়তি স্ববশী-করোতি ইতি মোহনঃ। স চাসৌ স চেতি সঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম নেত্রস্পৃহাং তনোতি স্বসৌন্দর্য্যরূপগুণেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ নবাম্বুদাদপি লসন্তী দ্যুতির্যস্য সঃ। নবতড়িতো হপি মনোজ্ঞমম্বরং যস্য সঃ। সুষ্ঠু চিত্রয়া রুচিরয়া মুরল্যা স্ফুরন্ শোভমানঃ শরৎ পূর্ণচন্দ্র ইবাননং যস্য সঃ। অনেন মুখস্য চন্দ্ররূপকেণ মুরল্যাস্তদ্গলদমৃতধারাত্মমাধুর্য্যং তদসাধারণত্ব গর্জ্জিতমিতি বোধ্যং ময়ূরদলভূষিতঃ। ময়ূরদলৈঃ। চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশ-নিভুক্ত্যা চূড়াগামূলাগ্রং পার্শ্বদ্বয়ে বলয়ীকৃতৈঃ। কিম্বা চূড়াগ্রে নিশাগ্রকাৰৈঃ নিভিঃ শিখিপিচ্ছৈর্ভূষিতঃ। অনেন কৃষ্ণস্য মেঘরূপকেণ সর্ব্বাণীন্দ্রধনুস্তমায়াতং। সুভগতারহার-প্রভঃ। তারা ইব হারো মুক্তাবলী মুক্তামালা। হারো মুক্তাবলীত্যমরঃ। সুভগশ্চাসৌ স চেতি সুভগতারহারস্তস্য প্রভা শোভা যস্মিন্। ভুবনভূষণাঙ্গমিত্যুক্তেঃ। মেঘে চন্দ্রতারা-গামস্ফুরণাৎ। কৃষ্ণস্যাম্বুদমেঘত্বং বিভঙ্গেত্যাদি দ্বিতীয়তৃতীয় পাদপাঠভেদে তু। শ্লোকস্যাপি বিশেষণাভ্যাং মেঘ ইব মেঘঃ তব বিভঙ্গরুচিরাকৃতির্মধুরনাদবেশোজ্জ্বলঃ। শুভাংশুমধুরা-ননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ। ইতি বিশেষণ চতুষ্টয়েন সোপাকৃতিমান্। তথাপি ত্রিভঙ্গ-ললিতঃ। তথাপি মধুরনাদবেশেন শোভিতঃ। তথাপ্যস্য আহ্লাদকাভ্যাং চন্দ্রপদ্মাভ্যাং সংযুক্তঃ। অনেনাপি অদ্ভুতমেঘত্বমায়াতং অতো মম নেত্রযোশ্চাতকত্বমস্তু ॥ ২৩ ॥

হে সখি! নবজলধর অপেক্ষাও যাঁহার সুন্দর কান্তি, নূতন বিদ্যুন্মালা হইতেও যাঁহার মনোহর বসন পরিধান, যিনি চিত্র বিচিত্র মুরলী দ্বারা শোভমান, যাঁহার বদনচন্দ্র শরচ্চন্দ্র অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল, যিনি ময়ূরপুচ্ছ বিভূষিত এবং যাঁহার গলদেশে নক্ষত্রমালা দোদুল্যমান, সেই মদন-মোহন আমার নেত্রদ্বয়ের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

যথারাগঃ ॥

নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ, ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল। জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন, কৃষ্ণকান্তি পরমপ্রবল ॥ ১ ॥ কহ সখি কি করি উপায়। কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক, না দেখি পিয়াসে মরি যায় ॥ ধ্রু ॥ সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির রহে নিরন্তর, মুক্তাহার বক-পাঁতি ভাল। ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা, আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল ॥ ২ ॥ মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি, বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়। অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্যজ্যোৎস্না ঝলমল; চিত্রচন্দ্রের তাহাতে উদয় ॥ ৩ ॥ লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে, হেন মেঘ যবে দেখা দিল। দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে, মরে চাতক পীতে না পাইল ॥ ৪ ॥

যথারাগ ॥

নবীন মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, দলিত অঞ্জনতুল্য চিক্কণ, ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল। এতাদৃশ পরমপ্রবল শ্রীকৃষ্ণকান্তি উপমা সকলকে জয় করিয়া সকলের নয়নকে হরণ করিতেছে ॥ ১ ॥

হে সখি! বল, কি উপায় করিব? শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত মেঘস্বরূপ, আমার নেত্র চাতকের তুল্য, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া পিপাসায় মরিতেছে ॥ ধ্রু ॥

পীতবসন সৌদামিনী সদৃশ, নিরন্তর স্থিরভাবে রহিয়াছে, মুক্তাহার বকপঙ্‌ক্তির সমান। ইন্দ্রধনুর ন্যায় ময়ূরপুচ্ছ উপরে দেখা যাইতেছে, বৈজয়ন্তী মালাও ধনুকের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২ ॥

মুরলীর কলধ্বনিরূপ মধুর গর্জ্জন শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। অকলঙ্ক ষোড়শকলাপূর্ণ লাবণ্য জ্যোৎস্নায় চাকচিক্য-শালী, বিচিত্র চন্দ্র তাহাতে উদয় করিয়াছে ॥ ৩ ॥

লীলামৃতবর্ষণে চতুর্দ্দশভুবন সেচন করিতেছে, এইরূপ মেঘ যখন দেখা দিল, তখন ঝঞ্ঝা বায়ু মেঘকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়াতে পান করিতে না পাইয়া চাতক মরিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

পুনঃ কহে হায় হায়, পঢ় পঢ় রামরায়, কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যানে। রামানন্দ পঢ়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক, আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ। ইতি ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রভু পুনর্ব্বার হাহাকার করিয়া রামরায়! পাঠ কর পাঠ কর, গদ্‌গদবাক্যে এই কথা কহিলে, রামানন্দরায় শ্লোক পড়িলেন, শুনিয়া মহাপ্রভুর হর্ষ ও শোকের উদয় হওয়াতে আপনি তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য যথা—

গোপীগণ কহিলেন, হে সুন্দর! আপনি এরূপ কহিবেন না যে, গৃহস্বামিকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার দাস্যের প্রতি অভিলাষ করিতেছ। তাহার কারণ এই, আপনার এই বদন মনোহর, চূর্ণকুন্তলে আবৃত, ইহার উভয় গণ্ডস্থলে কুণ্ডলশ্রী দেদীপ্যমান, অধরে সুধা ক্ষরিতেছে এবং নেত্রদ্বয়ে সহাস্য অবলোকন, আর আপনার ভুজদ্বয় অভয়প্রদ এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর রতিজনক, এ সকল নিরীক্ষণ করিয়া দাসী হইতেই আমাদের বাসনা হইতেছে ॥ ২৪ ॥

• এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২৪ পরিচ্ছেদে ৩২ শ্লোকে আছে।

যথারাগঃ ॥

কৃষ্ণজিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফাঁদ, তাহে অধর-মধুস্মিত চার। ব্রজনারী আসি আসি, ফাঁদে পড়ি হয় দাসী, ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার ॥ ১ ॥ বান্ধব, কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার। নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগীমর্ম্ম, করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ॥ গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকরকুণ্ডল, সেই নৃত্যে হরে নারীচয়। সস্মিত কটাক্ষবাণে, তা সবার হৃদয়ে হানে, নারীবধে নাহি কিছু ভয় ॥ ২ ॥ অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার, কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষঃ। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মনোবক্ষঃ, হরি দাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৩॥

যথারাগ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পদ্ম ও চন্দ্রজয়কারী মুখরূপ ফাঁদ পাতিয়া তাহাতে অধর-মধু এবং ঈষৎ হাস্যরূপ চার (পক্ষিলোভনীয় বস্তু) দিয়াছেন। ব্রজনারীগণ লজ্জা, পতি, গৃহ ও দ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক আসিয়া ফাঁদে পড়িয়া দাসী হইতেছে ॥ ১ ॥

হে বান্ধব, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের আচরণ করিতেছেন, তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম মানেন না, মৃগীদিগের মন হরণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় করিয়া থাকেন ॥ ধ্রু ॥

চাকচিক্যশালী গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল নৃত্য করিতেছে, সেই নৃত্য দ্বারা নারী সকলকে হরণ করিয়া ঈষৎ হাস্যরূপ কটাক্ষবাণদ্বারা তাহাদের হৃদয়ভেদ করিতেছেন, নারীবধে কিছু ভয় করেন না ॥ ২ ॥

যাহা অতি উচ্চ ও সুবিস্তার এবং যাহাতে লক্ষ্মী শ্রীবৎসরূপে অলঙ্কার হইয়াছেন, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষঃস্থল, সে লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবীর মনোরূপ বক্ষঃস্থলকে হরণ করিয়া দাসী করিতে নিপুণ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণ-ভুজযুগল, ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পাকার। দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে, মরে নারী সে বিষজ্বালার ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণ-কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন। একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষনাশে, যার স্পর্শে লুব্ধ নারীগণ ॥৫॥ এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, এই অর্থে পঢ়ে এক শ্লোক। এই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা, উঘাড়িঞা হৃদয়ের শোক ॥৬

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে ৭ শ্লোকে

বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রকরহারি-বক্ষঃস্থলঃ

স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।

স্বস্পর্শেন বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি। কীদৃশঃ। ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিতকবাটিকে ইব প্রতততং

মনোহর দীর্ঘ অর্গলরূপ কৃষ্ণের যে ভুজদ্বয়, তাহা ভুজ নহে, সেই দুইটী কৃষ্ণসর্পসদৃশ। তাহারা স্তনরূপ পর্ব্বতদ্বয়ের ছিদ্রে অর্থাৎ মধ্য-ভাগে প্রবেশ করিয়া নারীর হৃদয়ে দংশন করে, তাহাতে নারী সেই বিষের জ্বালায় মরিতেছে ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ও পদতল কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল, তাহা কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে জয় করিয়াছে। এই হস্ত ও পদতল যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার কন্দর্পজ্বালারূপ বিষ নষ্ট করিয়া দেয়, উহার স্পর্শে নারীগণ লুব্ধ হইতেছে ॥ ৫ ॥

গৌরহরি প্রেমাবেশে এইরূপ বিলাপ করিয়া এই অর্থে একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। এই শ্লোক পাইয়া শ্রীরাধা হৃদয়ের শোক ও বাধা উদঘাটন করিয়া বিশাখাকে কহিলেন ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম সর্গে ৭ শ্লোকে

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন, হে সখি! যাঁহার বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং। ইতি ॥ ২৫ ॥

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনে পাইনু। আপনার দুর্দ্দৈব দোষে পুনঃ হারাইনু ॥ চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রহে এক স্থানে। দেখা দিঞা মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে ॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।

বিস্তীর্ণং হারি-মনোহরং বক্ষস্থলং যস্য সঃ। স্মরার্ত্ততরুণীনাং মনসঃ কলুষং মনস্তাপস্তস্য হন্তৃ-পীনাশকে দোর্ষৌ বাহূ-তদ্রূপার্গলে যস্য সঃ। অর্গলাভ্যাং রোধেনেব বাহুভ্যামালিঙ্গনেন মনস্তাপং নাশয়তীত্যর্থঃ। সুধাংশুশ্চ চন্দ্রশ্চ হরিচন্দনমুক্তমচন্দনঞ্চ উৎপলং পদ্মঞ্চ সিতাভ্রঃ কর্পূরৈশ্চৈতেভ্যোঽপি শীতং শীতলমঙ্গং যস্য সঃ। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রো হিমবালুকমিত্যমরঃ। ২৫ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ২৯। ৪৩। তাসামিতি। তৎসৌভগমদং তৎসৌভাগ্যেন

ইন্দ্রনীলমণিকবাটিকার ন্যায় মনোহর, যাঁহার বাহুদ্বয় কন্দর্পব্যথাব্যথিত তরুণীদিগের মানসকলুষ অর্থাৎ মনস্তাপ বিনাশে অর্গলসদৃশ এবং চন্দ্র, চন্দন, উৎপল ও কর্পূরসদৃশ যাঁহার অঙ্গ সুশীতল, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি এখনি কৃষ্ণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু নিজের দুর্দ্দৈব দোষে তাহা পুনর্ব্বার হারাইলাম। শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চলস্বভাব, এক স্থানে অবস্থিতি করেন না, দেখা দিয়া মন হরণ করতঃ অন্তর্দ্ধান করেন ॥ ২৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা এবং মহেশকে

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭ ॥

স্বরূপগোসাঞিকে কহে গাও এক গীত। যাহাতে আমার চিত্ত হয়ে ত সম্বিত্ত ॥ শুনি স্বরূপগোসাঞি মধুর করিঞা। গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইঞা ॥ ২৮ ॥

মদং অস্বাধীনতাং মানং গর্ব্বং চ। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বয়তে ইতি তথা সঃ। তোষণাৎ। তাসাং তাদৃশীনাং তদিতি তং সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকগর্ব্বং। তথাচ বিশ্বঃ। মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োরিতি। তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা। তত্র গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যং মত্বা। মানপক্ষে কৃতৈতরপাদ্গুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্ব্বং প্রতি প্রশমায় মানস্ত প্রতি প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ। ধীঞ অনাদরে দৈবাদিকঃ। নত্বনাত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্দ্ধানং জ্ঞেয়ং, তচ্চ তস্যা তদীচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যোর্ধ্বা মনসৈব শান্তয়ে কচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে। হেতুত্বোঽপি। শমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদান-নত্যপেক্ষারসান্তরৈরিত্যুক্তেঃ। নির্হেতুকস্য প্রণয়মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ বা। তথা তচ্ছান্ত্যর্থমুপেক্ষেয়ং পরস্পরগর্ব্বসম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ। তত উভয়ভাবশান্ত্যর্থমেব সা। প্রেমবিকারয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া যুগপদেব সর্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময়্যাস্বেচ্ছয়া চ। তথা চায়ং কিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি। বক্ষ্যতে চ। নাহন্তু সখ্য ইত্যাদি। অন্তর্দ্ধানে মূলং কারণং স্বেকয়ৈব তয়া সহ লীলায়া লালসৈব। অন কেশব ইতি। অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্ম্মুনিসত্তমেতি ভারতীয়-তৎবাক্যাৎ পরমশ্রীপ্রিমানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্তর্দ্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহৈব শোভারাহিত্যং ব্যঞ্জিতমিতি ॥ ২৭ ॥

একত্রে অনুমুক্ত করিতে পারেন, তিনি ঐরূপ সৌভাগ্যমদ এবং গর্ব্ব নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রশমন ও তাহাদিগের প্রতি প্রসন্নতা দর্শন নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু স্বরূপগোস্বামিকে কহিলেন, একটী গীত গান কর, যাহার দ্বারা আমার চিত্ত সুস্থ হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে শুনাইয়া মধুর স্বরে গীতগোবিন্দের (জয়দেবের) একটী পদ গান করিলেন ॥ ২৮ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বিতীয় সর্গে ৩ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং। স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥ ২৯ ॥

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা। অষ্টসাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল। হর্ষ আদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য। ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥ ৩০ ॥ এক এক পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন। পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে বাঢ়য়ে নর্ত্তন ॥ এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ। স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥ ৩১ ॥ বোল বোল বলি প্রভু বলে বার

হে সখি মম মন ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র যত্রোচিতক্রিয়াভিঃ স্ববিহরণশীলং স্মরতি পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণয়তি। কীদৃশং। রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তং ॥ ২৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীগীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গে ৩ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীগীতগোবিন্দের দ্বিতীয় সর্গে ৩ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা ॥

হে বিশাখে! এই বৃন্দাবনপুলিনে রাসে অর্থাৎ মহারাসবিষয়ে আমার মন সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে, যিনি বিবিধ বিলাস ও পরিহাস বিধান করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

স্বরূপগোস্বামী যখন এই পদ গান করিলেন, তখন মহাপ্রভু উঠিয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাব প্রকট হইল এবং হর্ষ আদি ব্যভিচারি ভাবসকল উথলিয়া উঠিল। ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশাবল্য ইহারা স্ব স্ব প্রধান, ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল ॥

মহাপ্রভু এক একটী পদ পুনঃ পুনঃ গান করান এবং পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার নৃত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপ নৃত্য যখন অনেকক্ষণ হইল, তখন স্বরূপগোস্বামী পদ সমাপন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বার। না গায় স্বরূপগোসাঞি শ্রম জানে তার॥ বোল বোল প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি। চৌদিকে সবে মিলি করে হরিধ্বনি॥ ৩২॥ রামানন্দরায় তবে প্রভুকে বসাইল। ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥ প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে। স্নান করাইঞা পুনঃ লঞা আইল ঘরে॥ ভোজন করাই প্রভুকে করাইল শয়ন। রামানন্দ আদি যত গেলা নিজ স্থান॥ ৩৩॥ এইত কহিল প্রভুর উদ্যানবিহার। বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা আবেশ তাঁহার॥ প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন। শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে বর্ণন॥ ৩৪॥

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।

মহাপ্রভু বল বল বলিয়া বারম্বার বলিতে থাকিলে, তাঁহার শ্রম জানিয়া স্বরূপগোস্বামী আর গান করেন না। মহাপ্রভু বল বল বলিতেছেন, ভক্তগণ শুনিয়া সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

রামানন্দরায় তখন প্রভুকে বসাইয়া ব্যজনদ্বারা প্রভুর শ্রম নিবারণ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার গৃহে লইয়া আসিলেন। তদনন্তর ভোজন ও শয়ন করাইয়া রামানন্দরায় প্রভৃতি নিজগৃহে গমন করিলেন॥ ৩৩॥

মহাপ্রভুর উদ্যানবিহার এই কহিলাম, যেখানে বৃন্দাবনভ্রমে আবেশ হইল, প্রলাপাদির সহিত এই উন্মাদ বর্ণন করিলাম, শ্রীরূপগোস্বামী ইহা বর্ণন করিয়াছেন॥ ৩৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ স্তবমালায় চৈতন্যদেবস্তবে ৬ শ্লোকে
শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা—

সমুদ্রতীরে উপবনসমূহ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া অমনি বৃন্দাবন স্মরণ

কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং। ইতি ॥৩৫॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন। দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥৩৬॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৫ ॥ * ॥

বনশ্রেণী তস্যাঃ কলময়া দর্শনেন মুহুর্মুহুঃ বৃন্দাবনস্মরণং তেন জনিতো যঃ প্রেমা তেন বিবশঃ। পুনঃ কীদৃক্ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণস্য তন্নাম্না যা আবৃত্তিঃ পুনঃ পুনরুচ্চারণং তয়া তদর্থং বা প্রচলা রসনা যস্য সঃ। নমু তাদৃশস্য ভগবতঃ কথমন্যাসক্তিরিত্যাহ ভক্তীতি। ভক্তৌ যো রস আস্বাদনমাস্বাদনা চ তদর্হঃ ॥ ৩৫ ॥

॥ ০ ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

হওয়ায় প্রেমভরে যিনি অধৈর্য্য হইতেন এবং কোথাও বা অনবরত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হেতু যাঁহার রসনা নিয়ত চঞ্চল হইতেছে, সেই ভক্তি-রসাস্বাদনকারী শ্রীচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার কি আমার নয়নপথে আবির্ভূত হইবেন? ॥ ৩৪ ॥

চৈতন্যের অনন্তলীলা লেখা যায় না, কেবল দিঙ্মাত্র দেখাইয়া সূচনা করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে উদ্যানবিহার নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ এই মতে মহাপ্রভু রহে নীলাচলে। ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেমেতে বিহ্বলে ॥ বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ। পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥ তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল। পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল ॥ ৩ ॥ তা সবার সঙ্গে আইলা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমিত্যাদি ॥ ১ ॥

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদনপূর্ব্বক ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেমদীক্ষা শিক্ষা করাইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয় হউক, জয় হউক, নিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, অদ্বৈত-আচার্য্য ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউক ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে বাস করেন, ভক্তগণ সঙ্গে সর্ব্বদা প্রেমতরঙ্গে বিহ্বল হইয়া থাকেন। বৎসরান্তে গৌড়ের ভক্তসকল আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, পূর্ব্বের ন্যায় রথযাত্রায় নৃত্য করিলেন ॥ ৩ ॥

কালিদাস নাম। কৃষ্ণনাম বিনা তিঁহ নাহি কহে আন॥ মহাভাগবত তিঁহ সরল উদার। কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥ কৌতুকেতে তিঁহ যদি পাশক খেলায়। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কহি পাশক চালায়॥ রঘুনাথদাসের তিঁহ হয় জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইতে তিঁহ হৈলা বুড়া॥ ৪॥ গৌড়দেশে যত হয় বৈষ্ণবের গণ। সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিয়াছে ভক্ষণ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়। উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়। তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া। কাঁহাও না পায় যবে রহে লুকাইয়া॥ ভোজন করিলে পত্র ফেলাইয়া যায়। লুকাইয়া সেই পত্র আনি চাটি খায়॥ শূদ্র বৈষ্ণবের ঘরে যায়

ভক্তগণের সঙ্গে কালিদাস নামক এক ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনাম ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য কথা নাই, তিনি মহাভাগবত, সরল, ও উদার, কৃষ্ণনাম সঙ্কেতদ্বারা সকল ব্যবহার চালাইয়া থাকেন। তিনি যদি কখন কৌতুক বশতঃ পাশাখেলা করেন, তখনও হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলিয়া পাশক চালাইয়া থাকেন। তিনি রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি খুড়া (পিতৃব্য) হয়েন, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে খাইতে প্রাচীন হইয়াছেন॥ ৪॥

গৌড়দেশে যত বৈষ্ণবগণ আছেন, তিনি সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন। ছোট বড় যত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আছেন, উত্তম বস্তু ভেট লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন, তিনি ভোজন করিলে তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্র চাহিয়া লয়েন। কোন স্থানে যদি উচ্ছিষ্ট না পায়েন, তবে সে স্থানে লুকাইয়া থাকেন। ভোজন করিয়া পত্র ফেলাইয়া গেলে কালিদাস লুকাইয়া সেই পত্র আনিয়া চাটিয়া খান, তিনি শূদ্র বৈষ্ণবের গৃহে ভেটের দ্রব্য লইয়া গিয়া এই মত তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া

ভেট লঞা। এই মত উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইঞা॥ ৫॥ ভুমিমালিজাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম। আম্রফল লঞা তিঁহ গেলা তাঁর স্থান॥ আম্র ভেট দিঞা তাঁর চরণ বন্দিল। তাঁহার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥৬॥ পত্নী সহিত তিঁহ আছেন বসিয়া। বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিঞা॥ ইষ্টগোষ্ঠী কথক্ষণ করি তাঁহা সনে। ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে॥ আমি নীচজাতি তুমি অথিতি সর্ব্বোত্তম। কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন॥ আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণঘরে অন্ন লঞা দিয়ে। তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥ ৭॥ কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপা কর মোরে। তোমার দর্শনে আইনু পতিতপামরে॥ পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন। কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥ এক বাঞ্ছা হয় যদি

থাকেন॥ ৫॥

ভুমিমালি-জাতি এক জন ঝড়ু নামে বৈষ্ণব ছিলেন, কালিদাস আম্রফল লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, আম্র ভেট দিয়া তাঁহার চরণ বন্দিলেন এবং তাঁহার পত্নীকেও নমস্কার করিলেন॥ ৬॥

ঝড়ু ঠাকুর পত্নীর সহিত বসিয়াছিলেন, কালিদাসকে দেখিয়া বহুতর সম্মান করতঃ কতক্ষণ তাঁহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। পরে ঝড়ু ঠাকুর মধুর-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। আমি নীচজাতি, আপনি সর্ব্বোত্তম অতিথি, কোন্ প্রকারে আপনার সেবা করিব? অনুমতি করুন, ব্রাহ্মণ-গৃহে লইয়া গিয়া অন্ন দেওয়াই, আপনি যদি সে স্থানে গিয়া প্রসাদ খায়েন, তাহা হইলে আমার জীবন রক্ষা হয়॥

কালিদাস কহিলেন, ঠাকুর! আমাকে কৃপা কর, আমি পতিত-পামর, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, আমি দর্শন পাইয়া পবিত্র এবং কৃতার্থ হইলাম, আমার জীবন সফল হইল। আমার একটী বাঞ্ছা

কৃপা করি কর। পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর ॥ ৮ ॥ ঠাকুর কহে ঐছে বাত কভু না জুয়ায়। আমি অতি নীচজাতি তুমি সজ্জনরায় ॥ তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল। শুনি ঝড়ুঠাকুরের সুখ উপজিল ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দশমবিলাসে ৯১ অঙ্কধৃতং
ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং ॥

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং। ইতি ॥১০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসে যুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি ন মে প্রিয়ঃ। শ্বপচোঽপি মদ্ভ[illegible]শ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায়ৈব ॥ ১০ ॥

আছে, আপনি যদি কৃপা করিয়া পূর্ণ করেন, তাহা হইলে আমাকে পাদরজ দিউন এবং মস্তকে পাদধারণ করুন ॥ ৮ ॥

ঝড়ুঠাকুর কহিলেন, ঐ প্রকার বাক্য বলিতে জুয়ায় না, আমি অতি নীচজাতি, আপনি সজ্জনশ্রেষ্ঠ হয়েন। তখন কালিদাস একটী শ্লোক পড়িয়া শুনাইলেন, শ্লোক শুনিয়া ঝড়ুঠাকুরের সুখ বোধ হইল ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দশমবিলাসে ৯১ অঙ্কধৃত
ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবানের বাক্য যথা—

বেদচতুষ্টয়যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় হইতে পারেন না। শ্বপচও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় হয়। উক্ত প্রকার শ্বপচকেই দান করিবে এবং সেই শ্বপচের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেমন পূজ্য, সেই শ্বপচও আমার মত পূজনীয় ॥ ১০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

নৃসিংহদেবং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং ॥

* বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ। ইতি ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং ॥

† অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।

নৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য যথা ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, আমার বোধ হয় উল্লিখিত দ্বাদশগুণ-ভূষিত যে বিপ্র, তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদারবিন্দে বিমুখ হয়েন, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। যাঁহার মনঃ, বাক্য ও কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত। কারণ ঐ প্রকার চণ্ডাল সকল কুল পবিত্র করিতে পারে, ভূরি গর্ব্বান্বিত উক্তরূপ ব্রাহ্মণও আপনার আত্মা পবিত্র করিতে পারেন না, কুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই হয়, আত্মশোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ॥ ১১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
কপিলদেবের প্রতি দেবহূতির বাক্য যথা ॥

দেবহূতি কহিলেন, হে প্রভো। যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ হইলেও এই কারণে গরীয়ান্ হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন,

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা

ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১২ ॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্রে এই সত্য হয়। সেই নীচ ঐছে যাতে কৃষ্ণ-ভক্তি নয় ॥ আমি নীচজাতি আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি। অন্যে ঐছে হয় আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥ তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা। ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা ॥ তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘর আইলা। তাঁহার চরণচিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা ॥ সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা। তাঁর নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ১৩ ॥ ঝড়ুঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল। মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ কলাপাটুয়াডোঙ্গা হৈতে আম্র নিকষিয়া। তাঁর পত্নী তাঁরে

তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ত্তনেই তপস্যাদির সিদ্ধি হয়, অতএব তোমার নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হয়েন ॥ ১২ ॥

ঝড়ুঠাকুর কহিলেন, শাস্ত্রে ইহা সত্য হয়, যাহাতে কৃষ্ণভক্তি নাই, সেই ঐরূপ নীচ হইয়া থাকে। আমি নীচজাতি, আমাতে কৃষ্ণভক্তি নাই, অন্যে ঐরূপ হয়, কিন্তু আমাতে ঐরূপ শক্তি নাই। তখন কালিদাস তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন, ঝড়ুঠাকুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি যখন গৃহে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার চরণচিহ্ন যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন এবং তাঁহার গৃহের নিকট এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন ॥ ১৩ ॥

ঝড়ুঠাকুর গৃহে গিয়া আম্রফল দেখিলেন, তিনি মানসে তৎসমুদায় কৃষ্ণচন্দ্রে সমর্পণ করিলেন। ঝড়ুঠাকুরের পত্নী কলার পটুয়ার ডোঙ্গা

---

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ১১ পরিচ্ছেদে ৯৮ অঙ্কে আছে ॥

† এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে ২৩ অঙ্কে আছে ॥

দেন খায়েন চুষিয়া ॥ চুষি চুষি চোকা আঁঠি ফেলান পটুয়াতে। তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে ॥ আঁঠি চোকা সেই পটুয়াডোঙ্গাতে ভরিয়া। বাহির উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইল লৈয়া ॥ ১৪ ॥ সেই খোলার আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস। চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস ॥ এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে। কালিদাস ঐছে সবার লৈল অবশেষে ॥ ১৫॥ সেই কালিদাস যবে নীলাচল আইলা। মহাপ্রভু তাঁর উপর বহু কৃপা কৈলা ॥ প্রতি দিন প্রভু যদি যায় দরশনে। জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে ॥ ১৬ ॥ সিংহদ্বার উত্তর দিকে কবাটের আড়ে।

হইতে আম্র বাহির করিয়া তাঁহাকে দিলে তিনি চুষিয়া খাইতে লাগিলেন। তিনি চুষিয়া চুষিয়া কলার পটুয়াতে ফেলাইয়া দেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ নিজেও খাইলেন। পরে আঠি চোকা সেই কলার পটুয়ার ডোঙ্গাতে ভরিয়া লইয়া গিয়া বাহিরের উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইয়া দিলেন ॥ ১৪ ॥

কালিদাস সেই খোলা, আঠি ও চোকা চুষিতে আরম্ভ করিলেন, চুষিতে চুষিতে তাঁহার প্রেমোল্লাস হইতে লাগিল। এই মত যত বৈষ্ণব গৌড়দেশে বাস করেন, কালিদাস ঐরূপে সকলের উচ্ছিষ্ট খাইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ঐ কালিদাস যখন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি বহুতর কৃপা করিয়াছিলেন। প্রতি দিন মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, গোবিন্দ মহাপ্রভুর সঙ্গে জলের করঙ্গ লইয়া গিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

সিংহদ্বারের উত্তর দিকে বাইশপশার নামক একটী স্থান আছে,

বাইশপশার তলে আছে নিম্নগাড়ে॥ সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন। তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥ গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম। মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন॥ প্রাণিমাত্র লৈতে না পায় সেই পাদজল। অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥ ১৭॥ এক দিন প্রভু তাঁহা পাদপ্রক্ষালিতে। কালিদাস আসি তলে পাতিলেন হাতে॥ এক অঞ্জলী দুই অঞ্জলী তিনাঞ্জলী পিল। তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল॥ ইতঃপর আর না করিহ বার বার। এতাবতা বাঞ্ছাপূর্ণ করিল তোমার॥ ১৮॥ সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর। বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥ সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈলা। অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা॥ বাইশপশার পাছে উত্তর

তাহার তলদেশে গভীর গর্ত্ত থাকায় মহাপ্রভু সেই গর্ত্তে পাদপ্রক্ষালন করেন, তৎপরে ঈশ্বর দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে এক নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, আমার পাদজল যেন অন্য কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিতে না পায়। একারণ প্রাণিমাত্র সেই জল গ্রহণ করিতে পারিত না, অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কোন ছল করিয়া গ্রহণ করিতেন॥ ১৭॥

এক দিন মহাপ্রভু তথায় পাদপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, কালিদাস আসিয়া তলে হাত পাতিলেন, এক অঞ্জলী, দুই অঞ্জলী ও তিন অঞ্জলী পান করিলে পর মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, তুমি ইহার পর বার বার আর করিও না, ইহার দ্বারা তোমার বাঞ্ছাপূর্ণ করিলাম॥ ১৮॥

চৈতন্য ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি, কালিদাসের বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তিনি তাঁহার অন্তর জানিতেন, মহাপ্রভু সেই গুণ লইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ করিলেন,

দক্ষিণভাগে। এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে উঠিতে বামদিকে। প্রতি দিনে প্রভু তাঁরে করে নমস্কার। নমস্করি এই শ্লোক পঢ়ে বার বার ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীনৃসিংহপুরাণং ॥

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো।
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ। ইতি ॥ ২০ ॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন। ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিল

নমস্তে নরসিংহায়েত্যাদি ॥
ইতো নৃসিংহ ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

তাহা অন্যের দুর্ল্লভ, বাইশপশারের পাছে উত্তর দক্ষিণভাগে উঠিবার পথে বামদিকে এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছেন, মহাপ্রভু প্রতি দিন তাঁহাকে নমস্কার করেন এবং নমস্কার করিয়া বারম্বার এই শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীনৃসিংহপুরাণে যথা—

হে নৃসিংহদেব! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রহ্লাদের আনন্দদায়ী এবং হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থলরূপ শিলাকে টঙ্ক অর্থাৎ পাষাণবিদারণ অস্ত্রস্বরূপ নখশ্রেণী দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন ॥

এই স্থানে নৃসিংহ, অন্য স্থানে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে গমন করি সেই সেই স্থানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, হৃদয়ে নৃসিংহ, আদি সেই আদি নৃসিংহের শরণাগত হই ॥ ২০ ॥

তৎপরে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক গৃহে আগমন করিয়া মধ্যাহ্ন-

ভোজন ॥ বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া। গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিঞা ॥ ২১ ॥ মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে। কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা। কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা ॥ তাতে বৈষ্ণব ঝুট খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ। যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কায ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্ত-ভুক্তশেষ এই তিন মহাবল ॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ তাতে বার বার কহি শুন ভক্ত-

কৃত্য সমাধান করতঃ ভোজন করিলেন। কলিদাস প্রত্যাশা করিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া গোবিন্দকে ইঙ্গিতে কহিলেন ॥ ২১ ॥

গোবিন্দ মহাপ্রভুর সমুদায় ইঙ্গিত জানেন, কালিদাসকে মহাপ্রভুর শেষপাত্র অর্পণ করিলেন। বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এই মহিমা কহিলাম, তাহা কালিদাসকে মহাপ্রভুর কৃপার সীমা প্রাপ্তি করাইল, অতএব ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন কর, যাহা হইতে সমুদায় বাঞ্ছিত কার্য্য লাভ হইবে ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের যে উচ্ছিষ্ট, তাহার মহাপ্রসাদ নাম হয়, তাহাই যদি আবার ভক্তের উচ্ছিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার নাম মহা-মহাপ্রসাদ হইয়া থাকে। অপর ভক্তপদধূলি, ভক্তের চরণোদক ও ভক্তের ভুক্তশেষ, এই তিন মহাবলবান্। এই তিনের সেবা হইতে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম উৎপন্ন হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ ফুৎকার করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন। এ জন্য আমি বার বার বলিতেছি, হে ভক্তগণ! শ্রবণ করুন,

গণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ এই তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ ২৩ ॥ নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে। কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥ সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা। পুরীদাস ছোট পুত্র সঙ্গে ত আনিলা ॥ পুত্র সঙ্গে লঞা তিঁহ আইলা প্রভু স্থানে। পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণ কহ করি প্রভু বোলে বার বার। তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল। তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥ ২৫ ॥ প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল। স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥ ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে। শুনিঞা স্বরূপগোসাঞি কহেন

আপনারা বিশ্বাস করিয়া এই তিনের সেবা করুন। এই তিন হইতে কৃষ্ণনাম, প্রেমের উল্লাস এবং কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইবে, এই বিষয়ে কালিদাস সাক্ষী আছেন ॥ ২৩ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন, অলক্ষিতে কালিদাসের প্রতি মহাকৃপা করিলেন। সেই বৎসর শিবানন্দ আপনার পত্নী লইয়া পুরীদাস নামক আপনার ছোট পুত্রকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি পুত্রসঙ্গে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া পুত্রকে মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম করাইলেন ॥ ২৪ ॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল বারম্বার বলিলেন, তথাপি বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল না। তখন শিবানন্দ বালককে অনেক যত্ন করিলেন, তথাপি সেই বালক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল না ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি জগতে নাম গ্রহণ করাইলাম, স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে কৃষ্ণনাম কহাইতে পারিলাম না। এই কথা শুনিয়া স্বরূপগোস্বামী হাস্য করিয়া কহি-

হাসিতে ॥ ২৬ ॥ তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলে উপদেশে। মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥ মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান। এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥ আর দিন প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস। এক শ্লোক করি তিঁহ করিল প্রকাশ ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীকবিকর্ণপূরকৃতঃ শ্লোকঃ ॥

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি। ইতি ॥ ২৮ ॥

সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন। ঐছে শ্লোক করে লোকে

শ্রবসোঃ কুবলয়েতি। বৃন্দাবনরমণীনাং ব্রজাঙ্গনানাং মণ্ডনং ভূষণমিত্যর্থঃ। অখিলপদেন মাসায়মনাদয়োঽপি গৃহন্তে। মণ্ডনপদেন তেষাং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণামব্যভিচারসর্ব্বদমিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

লেন ॥ ২৬ ॥

আপনি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, মন্ত্র পাইয়া কাহারও অগ্রে প্রকাশ করিবে না, এই বালক মনে মনে জপিতেছে মুখে বলিবে না, এই ইহার মনের কথা আমি অনুমান করিতেছি। আর এক দিন মহাপ্রভু কহিলেন, পুরীদাস! পাঠ কর, বালক তখনি একটী শ্লোক করিয়া পাঠ করিল ॥ ২৭ ॥

শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত শ্লোক যথা—

যিনি কর্ণের কুবলয় অর্থাৎ নীলপদ্ম, চক্ষুর অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্রমণি অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির মালারূপ সেই ব্রজরমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ২৮ ॥

পুরীদাস সাত বৎসরের বালক, কিছুই অধ্যয়ন করে নাই, ঐরূপ শ্লোক করাতে সকল লোকের মন চমৎকৃত হইল। চৈতন্যপ্রভুর

চমৎকার মন ॥ চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা। ব্রহ্মা আদিদেব যাঁর নাহি পায় সীমা ॥ ২৯ ॥ ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহিলা চারি মাসে। প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ তা সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান। তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান ॥ রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস। সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ ॥ ৩০ ॥ এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে। সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে॥ তারে বোলে কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। মোরে কৃষ্ণ দেখাও বুলি ধরে তার হাত ॥ ৩১ ॥ সেই বোলে ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। আইস তুমি সঙ্গে করাও দর্শন ॥ তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ। এত বলি

ইহাই কৃপার মহিমা, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার অন্ত পাইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

ভক্তগণ মহাপ্রভু সঙ্গে নীলাচল চারি মাস ছিলেন, মহাপ্রভু আজ্ঞা দিলে তাঁহারা সকল গৌড়দেশে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল, তাঁহারা সকল গমন করিলে তাঁহার পুনর্ব্বার অতিশয় উন্মাদ উপস্থিত হইল। দিবা রাত্র কৃষ্ণের রূপ, গন্ধ ও রসস্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের যেন সাক্ষাৎ স্পর্শ হইল, মহাপ্রভু এইরূপ অনুভব করিলেন ॥ ৩০ ॥

এক দিন মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে গিয়া সিংহদ্বারের দলইকে অর্থাৎ দ্বারপালকে আসিয়া বন্দনা করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? আমাকে কৃষ্ণ দেখাও বলিয়া তাহার হস্তধারণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

এই কথা শুনিয়া দলই কহিল, ব্রজেন্দ্রনন্দন এই স্থানেই আছেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আপনাকে দর্শন করাইতেছি। মহাপ্রভু

জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥ সেই বোলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম। নেত্র ভরিঞা তুমি করহ দর্শন ॥৩২॥ গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন। দেখ জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথদাস। গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৩৩ ॥

তথাহি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত-স্তবাবল্যাং
গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৭ শ্লোকঃ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।

কহিলেন, তুমি আমার সখা, আমার প্রাণনাথ কোথায় আছেন, দর্শন করাও। এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া জগমোহন (ভিতর মন্দিরের বাহির সজ্জায়) গমন করিলেন। দলই কহিলেন, এই দেখুন পুরুষোত্তম, নেত্র পূর্ণ করিয়া ইঁহার দর্শন করুন ॥ ৩২ ॥

যখন মহাপ্রভু গরুড়ের পশ্চাৎ থাকিয়া দর্শন করিতেছেন, তখন তিনি জগন্নাথদেবকে মুরলীবদনরূপে দর্শন করিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলা শ্রীরঘুনাথদাস নিজকৃত গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত স্তবাবলীর
গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর ৭ শ্লোক যথা ॥

কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বার গমন করতঃ উন্মাদহেতু সখাভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন, হে সখে! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি এই স্থানে তাঁহাকে শীঘ্র দর্শন করাও, উন্মত্তের ন্যায় দ্বারাধিপকে এই কথা বলিলে দ্বারপাল তাঁহাকে কহিল, আপনি প্রিয়-

দ্রুতং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ইতি ॥ ৩৪ ॥

হেনকালে গোপালবল্লভভোগ লাগিল। শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ। প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন ॥ মালা পরাইঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে। আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে ॥ বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম। তার অল্প খাইতে সেবক করিল যতন ॥ তার অল্প প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল। আর সব গোবিন্দের আচলে বান্ধিল ॥ ৩৫ ॥ কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার। সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল। কৃষ্ণের অধরামৃত ইহায় সঞ্চারিল ॥ এই

দর্শনার্থ শীঘ্র গমন করুন। এই প্রকার দ্বারপাল কর্তৃক উক্ত হইলে যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

এমন সময়ে জগন্নাথদেবের গোপালবল্লভনামক ভোগ লাগিল, শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির সহিত আরতি বাজিয়া উঠিল। ভোগ সরিয়া গেলে জগন্নাথের সেবক সকল মহাপ্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিয়া মালা পরাইয়া তাঁহার হস্তে প্রসাদ দিল। আস্বাদনের কথা দূরে থাকুক, যাহার গন্ধে মন মত্ত হইয়া থাকে। সেই প্রসাদ বহুমূল্য এবং সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম, সেবক তাহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করাইতে যত্ন করিল, মহাপ্রভু তাহার কিঞ্চিন্মাত্র জিহ্বায় দিয়া আর সমুদায় গোবিন্দকে দিলে গোবিন্দ তাহা অঞ্চলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন ॥ ৩৫ ॥

কোটি অমৃততুল্য স্বাদ পাইয়া মহাপ্রভুর চমৎকার বোধ হইল, সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও নেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই

বুঝো মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল। জগন্নাথ সেবক দেখি সম্বরণ কৈল॥ সুকৃতিলভ্য ফেলালব কহে বার বার। ঈশ্বরসেবক পুছে কি অর্থ ইহার॥ ৩৬॥ প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত। ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥ কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম। তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥ সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়। কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥ সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য। সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥৩৭॥ এত বলি প্রভু তা সবারে বিদায় দিলা। উপলভোগ দেখি প্রভু নিজ বাসা আইলা॥ মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ। কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে

দ্রব্যের এত স্বাদ কিরূপে হইল, শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই বুদ্ধিতে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল, কিন্তু তিনি জগন্নাথের সেবককে দেখিয়া তাহা সম্বরণ করিলেন। সুকৃতিলভ্য ফেলা-লব অর্থাৎ পুণ্যের বলে ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ মিলিয়া থাকে, ইহাই বার-ম্বার বলিতেছিলেন, জগন্নাথের সেবকগণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? (ফেলা ভুক্ত-সমুজ্ঝিতং। ইত্যমরঃ)॥ ৩৬॥

মহাপ্রভু কহিলেন, তোমরা সকলে আমাকে যে কৃষ্ণের অধরামৃত দিয়াছ, ইহা ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ, এ অমৃতকেও নিন্দা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ, তাহার নাম ফেলা, যে ব্যক্তি তাহার লব অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভাগ্যবান্ বলা যায়। সামান্য ভাগ্যে ঐ ফেলার প্রাপ্তি হয় না, যাহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা আছে, সেই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইতে পারে। সুকৃতি শব্দে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাহেতু পুণ্যকে বলে, সেই পুণ্য যাহার আছে, সেই ধন্য ব্যক্তি ফেলা প্রাপ্ত হয়॥ ৩৭॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু সকলকে বিদায় দিলেন, তৎপরে উপলভোগ

স্ফুরণ ॥ ৩৮ ॥ বাহ্যকৃত্য করে প্রেমে গর গর মন। কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন ॥ সন্ধ্যাকৃত্য করি প্রভু নিজগণ সঙ্গে। নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ৩৯ ॥ প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল। পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইল ॥ রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ। সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন ॥ প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন। অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥ ৪০॥ প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য। ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ গব্য ॥ রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব। প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ সে সে দ্রব্য এত স্বাদ গন্ধ লোকাতীত। আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥

দেখিয়া নিজবাসায় আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাধা করতঃ ভিক্ষানির্ব্বাহ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভু বাহ্যকৃত্য করেন, প্রেমে মন গর গর হওয়াতে সর্ব্বদা যে আবেশ হয়, তাহা কষ্টে সম্বরণ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মহাপ্রভু সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া নানা কৃষ্ণকথার রঙ্গে নিজগণ সহ নির্জ্জনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ তথায় প্রসাদ আনয়ন করিলে মহাপ্রভু পুরী ও ভারতীর নিমিত্ত কিছু প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ও স্বরূপাদি যত গণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রসাদ বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রসাদের সৌরভ ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া অলৌকিক আস্বাদনে সকলের মন বিস্মিত হইল ॥ ৪০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, ঐক্ষব (গুড়), কর্পূর, মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, গব্য, রসবাস (কাবাবচিনি) ও গুড়ত্বক্ (দারুচিনি) প্রভৃতি যত দ্রব্য আছে, ইহারা সকল প্রাকৃত, প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সকলের অনুভব আছে। সেই

আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন। আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥ তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল। অধরের গুণ সব ইহাঁ সঞ্চারিল ॥ অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ। মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সংপ্রাপ্তি। সবে ইহা আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ ৪১ ॥ হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন। আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥ প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা। রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৪২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ॥

সেই দ্রব্যে এত স্বাদ ও লোকাতীত গন্ধ আস্বাদ করিয়া দেখ, তাহা সকলের প্রতীতি হইবে ঐ সকল দ্রব্যের আস্বাদ দূরে থাকুক, তাহার গন্ধে মন মত্ত হয়, তাহারা আপনা ভিন্ন অন্য মাধুর্য্যকে বিস্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাতে আবার এই সকল দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল, অধরের গুণ সমুদায় ইহাতে সঞ্চারিত হইল। অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্যকে বিস্মরণ করায়, এই কৃষ্ণাধরের গুণ মহামাদক হয়, অনেক পুণ্যে ইহা প্রাপ্তি হইয়াছে, সকলে মহাভক্তি করিয়া ইহা আস্বাদন কর ॥ ৪১ ॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সকলে হরিধ্বনি করিয়া আস্বাদন করিলেন, আস্বাদন করিতে করিতে সকলের মন প্রেমে মত্ত হইল। মহাপ্রভু প্রেমাবেশে যখন আজ্ঞা দিলেন, তখন রামানন্দরায় শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপীর বাক্য যথা—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং। ইতি ॥৪৩॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহামত্ত হৈলা। শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৪৪ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৮ শ্লোকে

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩১। ১৪। অপিচ হে বীর অধরামৃতং নো বিতর দেহি স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতমিতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদিষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলাপয়তীতি তথা তৎ। তোষণী। অধরামৃতং অধর এবামৃতং সুরতং প্রেমবিশেষময়সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ। ইতি মধ্বাদিবন্মাদকত্বমুক্ত্বা মুহুর্ল্লব্ধেঽপি তস্মিন্ ন তৃপ্তিঃ সূচিতা। নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিহৃতং শোকং তদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তং। ইতররাগবিস্মারণস্ত নৃণামপি কিমুত নারীণাং তাস্বপাস্মাকন্তু তদ্বিস্মারণস্তু কিং বাচ্যং শাশ্বতস্পৃহয়া তদত্যন্তাভাবস্য সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তাসাং তৎপ্রাপ্তিস্তাম্বূলচর্ব্বিতাদিসম্বন্ধেন তদীয়রসে তদুপচারাৎ। ক্রমতস্ত্রয়েণ স্বেচ্ছাবর্দ্ধনদুঃখাস্তরস্ফূর্ত্তিনাশনবিষয়ান্তরবিস্মরণমহাত্ম্যা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবমর্থত্রয়মেব পূর্ব্বপদেঽপি দর্শিতমিত্যেকার্থ্যঞ্চ জ্ঞেয়ং। ন চ তবাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহুঃ। বীর হে দানশূরেতি। অন্যৈস্তু। যথা। স্বরিতেন সংজাতষড়্জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্য মাদকত্বমেব দর্শিতং। বেণোস্তচ্চুম্বনগানপৌনঃপুন্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তেস্তৎসম্পর্কজস্বরেণাপি জগতোঽপ্যুন্মাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ ॥ ৪৩ ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধক, শোকনাশক ও শব্দায়মান বেণুতে সুন্দররূপে চুম্বিত। ঐ অধরামৃতে মানবগণের সার্ব্বভৌমাদি সুখেচ্ছাও বিস্মরণ হয়, কপটতাপরিহার পূর্ব্বক ইহা আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ৪৩ ॥

এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু মত্ত হইয়া শ্রীরাধার উৎকণ্ঠার শ্লোক পড়িতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৮ শ্লোকে

বিশাখাং প্রতি রাধাবাক্যং॥

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালি-তৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং। ইতি॥ ৪৫॥

এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিঞা॥ ৪৬॥

যথা রাগেণ গীয়তে॥

স্বাধরামৃতরসেন জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি। কীদৃশঃ। ব্রজস্যাতুলকুলাঙ্গনাস্তলনারহিতব্রজসুন্দর্য্যস্তাসামিতররসশ্রেণিষু যা তৃষ্ণা তাং হরতীতি তথাভূতং সৎ প্রদীব্যদধরামৃতং যস্য সঃ। কিন্তদিতি যাজ্ঞয়ন্তী তস্য দুর্লভতামাহ সুকৃতীতি। সুকৃতিভিঃ সুষ্ঠু চ তৎকৃতং কর্ম্ম চেতি সুকৃতং তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যদি তাভ্যাঃকৃষ্ণভক্তিস্তদনুষ্ঠৈরেব লভ্যঃ ফেলায়া ভক্ষ্যাপেয়াদীনাং ভুক্তাবশেষস্য লবো যস্য সঃ। এবং সামান্যতঃ কৃষ্ণাধরামৃতমাত্রং সস্পৃহং সংশন্তী সতী বিশেষতঃ কৃষ্ণেন স্বমুখাৎ স্বমুখে পূর্ব্বমর্পিতং স্পৃহয়ন্তী সতী পুনস্তং বিশিনষ্টি সুধাজিদিতি। সুধাজিতা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাঃ সুদলৈঃ শোভনপত্রৈর্নির্ম্মিতা যা বীটিকা তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ॥ ৪৫॥

বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা—

হে সখি! যাঁহার সুমধুর অধরামৃত তুলনারহিত, সে ব্রজসুন্দরী সকলের ইতর রসসমূহের স্পৃহা হরণ করিতেছে, ভূরি ভূরি সুকৃতি না থাকিলে যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ভুক্তাবশেষ লাভ হয় না এবং যাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূলবীটিকা অমৃতকে জয় করিয়াছে, সেই মদনমোহনে আমার জিহ্বার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন॥ ৪৫॥

এই বলিয়া গৌরহরি ভাবাবিষ্ট হওত প্রলাপ করিয়া দুই শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলেন॥ ৪৬॥

যথা রাগ গীত॥

তনু মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরতলোভ, হর্ষ আদি ভাব বিনাশয়। পাশরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ, লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥১॥ নাগর, শুন তোমার অধর চরিত। মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ, বিচারিতে সব বিপরীত ॥ধ্রু॥ আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়। পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন, অন্য রস সব পাশরায় ॥ ২ ॥ সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে, তোমার অধর বড় বাজীকর। তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন, তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ৩ ॥ বেণুধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা, গোপীগণে জানায় নিজপান। অয়ে শুন

হে নাগর! তোমার অধরের চরিত্র বলি শ্রবণ কর, সে নারীর মনকে মত্ত করিয়া জিহ্বা আকর্ষণ করে, বিচার করিতে গেলে তাহার সকলই বিপরীত। ঐ অধর-তনু ও মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া সুরতে (সম্ভোগে) লালসা বৃদ্ধি করে, হর্ষপ্রভৃতি ভাবে বিলাস করায়, অন্য রস বিস্মৃত করাইয়া জগৎকে আত্মবশ করে, লজ্জা, ধর্ম্ম ও ধৈর্য্য ক্ষয় করিয়া দেয় ॥ ধ্রু ॥

নারীর কার্য্য থাকুক, বলিতে লজ্জা লাগে, তোমার অধর ধৃষ্টের শিরোমণি। সে পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পান করাইবার নিমিত্ত মনকে অন্য রস বিস্মৃত করাইয়া দেয় ॥ ২ ॥

হে নাগর! তোমার অধর বাজীকরের প্রধান, সচেতনের কথা দূরে থাকুক, সে অচেতনকেও সচেতন করে। আর তোমার বেণু শুষ্ক ইন্ধন (কাষ্ঠ), তাহার ইন্দ্রিয় ও মন জন্মাইয়া তাহাকে আপনাকে নিরন্তর পান করায় ॥ ৩ ॥

বেণু ধৃষ্ট পুরুষজাতি হইয়া পুরুষের অধর পান করিয়া গোপীগণকে আপনার পান জানাইয়া থাকে এবং সে এইরূপ কহে যে, অহে গোপী-

গোপীগণ, বলে পিঙ তোমার ধন, তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ৪ ॥ তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ধর্ম্ম ভয় ছাড়ি, ছাড়ি দিমু আসি কর পান। নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর, অন্যে দেখ তৃণের সমান ॥ ৫ ॥ অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে, আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ মন। আমরা ধর্ম্ম ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি, তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ৬ ॥ নীবী খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে, কেশে ধরি যেন লঞা যায়। আনি করে তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি, এই মত নারীরে নাচায় ॥৭॥ শুকবাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান, এই দশা করিলে গোসাঞি। না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি

গণ। শ্রবণ কর, আমি বলপূর্ব্বক তোমাদের ধন পান করিতেছি, তোমাদের তাহাতে যদি অভিমান থাকে ॥

তবে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক আগমন কর, আমি ছাড়িয়া দিব, তোমরা পান কর। নতুবা আমি নিরন্তর পান করিব, তোমাদিগকে আমি ভয় করি না, এই বলিয়া বেণু অন্যকে তৃণতুল্য দেখিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ঐ বেণু অধরামৃতকে নিজস্বরে সঞ্চার করিয়া সেই বলে ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করে। আমরা ধর্ম্ম ভয় করিয়া যদি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের বিড়ম্বনা ঘটায় ॥ ৬ ॥

সে পতির অগ্রে নীবী (কটিবন্ধন) খসায়, লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগ করায়, কেশে ধরিয়া লইয়া যায় এবং আনিয়া তোমার দাসী করে, লোকে শুনিয়া হাস্য করে, এইরূপ নারীকে নৃত্য করাইতে থাকে ॥ ৭ ॥

এক খান শুকবাঁশের বাঁশী এত অপমান করে, এই দশা করিলে হে গোসাঞি। সহ না করিয়া আর কি করিতে পারি, চোরের মাকে

মৌন ধরি, চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নারি ॥ ৮ ॥ অধরের এই রীত, আর শুনহ কুনীত, সে অধর সনে যার মেলা। সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান, নাম তাঁর হয় কৃষ্ণফেলা ॥ ৯ ॥ সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব, এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায়। বহু জন্ম পুণ্য করে তবে সুকৃতি নাম ধরে, সেই জন তাঁর লব পায় ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, তার নাহি মূল, তাতে আর দম্ভ পরিপাটী। তাঁর যেবা উদ্গার, তাঁরে কয় অমৃতসার, গোপীমুখ করে আলবাটী ॥ ১১ ॥ এ তোমার কুটীনাটী, ছাড় এই পরিপাটী, বেণুদ্বারে কাহে হর প্রাণ। আপনার হাস লাগি, লহ নারীবধভাগী, দেহ নিজাধরামৃত দান ॥ ১২ ॥

উচ্চ করিয়া কান্দিতে নাই, এ জন্য মৌনাবলম্বন করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

অধরের এই রীতি, আর তাহার কুনীতি বলি শ্রবণ কর। সেই অধর যাহার সঙ্গে মিলিত হয়, সেই ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য অমৃত সমান হইয়া থাকে, কৃষ্ণফেলা বলিয়া তাহার নাম হয় ॥ ৯ ॥

সেই ফেলার একমাত্র লব দেবতাগণ পাইতে পারেন না, এই দম্ভে কে প্রত্যয় করে, যে ব্যক্তি বহু জন্ম পুণ্য করিয়াছে, তাঁহার সুকৃতি নাম হয়, সেই জন কেবল তাঁহার লবমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে তাম্বূল ভক্ষণ করেন, তাহার মূল্য নাই, তাহাতে আবার দম্ভের পরিপাটী আছে। তাহার যে উদ্গার হয়, তাহাকে অমৃতসার বলা যায়, সে গোপীর মুখকে আলবাটী অর্থাৎ চর্ব্বিত তাম্বূল রাখিবার পাত্র (পিকদানী) করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ! তোমার এই কুটীনাটীর পরিপাটী ত্যাগ কর, বেণুদ্বারা কেন প্রাণ হরণ করিতেছ। তুমি আপনার হাস্য নিমিত্ত নারীর বধ-

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল। ক্রোধাবেশ শান্ত হঞা উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥ পরম দুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত। ইহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥ যোগ্য হঞা তাহা না করিতে পারে পান। তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥ ৪৭॥ অযোগ্য হঞা কেহ তাহা সদা পান করে। যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥ তাতে জানি কোন তপস্যার আছে বল। অযোগ্যরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥ ৪৮॥ কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন। ভাব জানি কহে রায় গোপিকাবচন॥৪৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

ভাগী হইতেছ, অতএব নিজ অধরামৃত দান কর॥ ১২॥

এই কথা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর মন ফিরিয়া গেল, ক্রোধাবেশ শান্ত হওয়াতে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইল। এই কৃষ্ণাধরামৃত পরম দুর্লভ, ইহা যে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবন সার্থক। যে ব্যক্তি যোগ্য হইয়া যদি তাহা পান করিতে না পারে, তাহাহইলে সে নির্লজ্জ, বৃথা প্রাণ ধারণ করে॥ ৪৭॥

যদি কোন ব্যক্তি অযোগ্য হইয়া তাহা সর্ব্বদা পান করে, আর যোগ্যজনে প্রাপ্ত না হইয়া কেবলমাত্র লোভে ব্যাকুল হয়, তবে তাহাতে বোধ হয়, কোন তপস্যার বল আছে, সেই বল অযোগ্যপাত্রে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ফল দেওয়াইয়া থাকে॥ ৪৮॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, রামরায়! কিছু বল শুনিতে মন হইতেছে। রামরায় মহাপ্রভুর ভাব জানিয়া গোপিকার বাক্য পাঠ করিলেন॥ ৪৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

গোপীবাক্যং ॥

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০।২১।৯। অন্যা উচুঃ। হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলমাচরৎ কৃতবান্। কথং। যদযস্মাৎ গোপিকানামেব ভোগ্যাং সতীমপি দামোদরাধরসুধাং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টং ভুঙ্‌ক্তে। কথং। অবশিষ্টরসং কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি। যতঃ যাসাং পয়সা পুষ্টস্তা মাতৃতুল্যা হ্রদিন্যঃ ত্বচঃ বিকসিতকমলবনমিষেণ রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে। যেষাং বংশে জাতত্বে তরবোঽপি মধুধারামিষেণানন্দাশ্রু মুমুচুঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যন্তোঽশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বদিতি। তোষণ্যাং। অহো ব্রতাবস্থিতত্বাৎ গোপানাং ভাগ্যং বেণোরপি ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি। মহাভাবস্ফুরদুন্মাদতয়া মিথ্যাকল্পনাপূর্ব্বকং সের্ষ্যাভিলাসমাহুঃ। গোপ্য ইতি। অয়মস্মাভিদৃশ্যমান ইব নীরসদারুময়বেণুঃ অস্মিন্ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ বা কিং কুশলং পুণ্যং কৃতবান্ তৎপুণ্যে জাতে বয়মপি তদর্থং যতামহে ইতি ভাবঃ। স্মেতি বিস্ময়ে। তদ্বিকমাহুঃ। যদযস্মাদ্দামোদর ইত্যাদি। দামোদর শব্দেন যশোদাকৃত তাদৃশতাবাত্সল্যবশ্যতা বাৎসল্যবিশেষং সূচয়তি। অতএব গোপিকানামেব ভোগ্যাং। অবহিত্থ পুংস্ত্বনির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযোগ্যতা চোক্তা। তথাপি ভুঙ্‌ক্তে। তদেকোপভোগাবশ্যেন সদা পিবতি তস্য তন্মাত্রোপাদর্শনাৎ। ননু দামোদরাধরতৎসম্ভানস্বরূপমপি সরস এব দৃশ্যতে নতু শুষ্কত্বমাদসৌ ন কিঞ্চিদপি ভুঙ্‌ক্তে তত্রাহুঃ। অবশিষ্টো রসো রসমাত্রং যত্র তদযথা স্যাৎ। সুধা ভুঙ্‌ক্তে কেবলং দ্রবমাত্রমেবাবশিষ্যতে ইত্যর্থঃ। হে গোপ্য ইতি ত্বস্মাদ্বেণুজন্মৈব সৌভাগ্যং নতু গোপীজন্মেতি কৃত্বো যূয়ং গোপ্যো জাতা ইতি ভাবঃ। অস্মাকমিতি বক্তব্যে গোপিকানামিত্যুক্তির্গোকুলবাসিত্বেনাস্মৎকোটিপ্রবেশেঽপি গোপিকাবিশেষস্যাভাবান্ন তদ্বিধস্যাধিকার ইতি নিজাভিমানবিশেষাৎ

গোপীগণের প্রতি কোন গোপীর বাক্য যথা—

অন্য ব্রজাঙ্গনা কহিলেন, হে গোপীগণ ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল বলিতে পারি না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের যে অধর সুধা কেবল গোপীদিগের ভোগ্য, এই বেণু তাহা স্বাতন্ত্র্যে যথেষ্ট পান করিতেছে, তাহাতে কেবলমাত্র রস অবশিষ্ট আছে। এই বংশীর আরও সৌভাগ্য দেখ, যাহাদের জলে উহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই

ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো

হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিঞা ॥ ৫১ ॥

যথারাগঃ ॥

বৈদগ্ধীরসবিশেষাচ্চ। শ্লেষেণ তদেকাধরৈব দেহাদিসন্নিকাশাদিতি। কিঞ্চ। তস্য যুবতীর-কান্তস্য কক্ষে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাং নাম। অধরসুধামপি স্বয়ং যুবৎসম্মতিং বিনৈব ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভাবান্তরং। অথবা। তচ্চ কথং ভুঙ্‌ক্তে তত্রাহঃ। অবেতি। বশিষ্টং অবশিষ্টং। বটিভাগুরিরল্লোপমিত্যাদেঃ। ন বশিষ্টং অবশিষ্টং অনবশিষ্টমিত্যর্থঃ। তাদৃশো রসো যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ। স্বস্যান্নমপি নাবশেষয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা। সুধাং কথম্ভূতামপি গোপি-কানামবশিষ্টো যো রসঃ। তদেকাপেক্ষয়া তদিতরাশেষরসপরিত্যাগাৎ যদ্রূপামপি। অথবা কুশলাচরণে লক্ষণান্তরমপ্যাহঃ। হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচ ইতি। যস্য তাদৃশং ভোগং দৃষ্ট্বা পরম-পুণ্যা হ্রদিন্যোঽপি লোভাদ্বিকসিতকমলমিষেণ হৃষ্যত্ত্বচো জাতরোমহর্ষা বভূবুরিত্যর্থঃ। অথবা যদবশিষ্টরসমিতি অত্রৈব যোজ্যং। বস্তুতঃ বিনৈব পূর্ব্বত্র হেতুস্তস্য চ প্রাপ্তেঃ। যস্য বেণো-রবশিষ্ট উচ্ছিষ্টো যো রসো নাদরূপস্তং হ্রদিন্যোঽপি ভুঞ্জতে আস্বাদয়ন্তি। যতশ্চ হৃষ্যত্ত্বচো ভবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ। যস্য স্বজাতিসম্ভবস্য বেণোস্তাদৃশং সৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে স্থাবর-জাতয়োঽপি মধুমিষেণাশ্রু মুমুচুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথার্য্যাঃ পিতরঃ স্বকুলসম্ভবস্য তাদৃশং সৌভাগ্যমদ্ভুতমাশ্রু মুঞ্চন্তীত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাপক্ষে তস্মাৎ সমাজ এব তাদৃশস্তস্যৈ কস্য বা কো দোষঃ। অতোঽয়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি সঙ্গোপ্য রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

সকল হ্রদিনী (নদীও) বিকসিত কমলচ্ছলে সেই প্রকারে রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইতেছে, আর যাহাদের বংশে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সকল তরুও মধুধারাচ্ছলে সেই প্রকারে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে। যেমন কুলবৃদ্ধ পুরুষেরা আপনাদের বংশে ভগবৎসেবক দেখিতে পাইলে রোমাঞ্চিত হয়েন এবং আনন্দাশ্রু মোচন করেন ॥ ৫০ ॥

এই শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভু ভাবে আবিষ্ট হওত উৎকণ্ঠাতে প্রলাপ করিয়া তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

যথা রাগ ॥

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ, অবশ্য করিব পরিণয়। সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাঁরে মানে নিজধন, সেই সুধা অন্য লভ্য হয় ॥১॥ গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে। কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ, এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ ধ্রু ॥ হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃতমুধা, যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ। এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষজাতি, সেই সুধা সদা করে পান ॥ ২ ॥ যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে, পিতে তারে ডাকিয়া জানায়। তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ৩ ॥ মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী, কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান। বেণু-ঝুঠা অধর-রস, হৈয়া লোভে পরবশ, সেই কালে হর্ষে করে পান ॥ ৪ ॥

এই ব্রজেন্দ্রনন্দন বৃন্দাবনের কোন কন্যাগণকে অবশ্য বিবাহ করিবেন। সে সম্বন্ধে গোপীগণ যাঁহাকে নিজধন মানিয়া থাকেন, সেই সুধা অন্যের লভ্য হইতেছে ॥ ১ ॥

হে গোপীগণ! তোমরা সকল বিচার করিয়া বল। এই বেণু জন্মান্তরে কোন্ তীর্থে কোন্ তপস্যা এবং কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছে ॥ ধ্রু ॥

এরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা যে অমৃতকে মিথ্যা করিয়াছে, যাঁহার আশায় গোপীগণ প্রাণ ধারণ করে। এই বেণু অতি অযোগ্যপাত্র, স্থাবর ও পুরুষজাতি হইয়া সেই সুধা সর্ব্বদা পান করিতেছে ॥ ২ ॥

যাহার ধন তাহাকে বলে না, বলপূর্ব্বক পান করে, পান করার সময় যাহার ধন তাহাকে ডাকিয়া জানাইয়া দেয়। তপস্যার ফলে বেণুর ভাগ্যবল দেখ, উহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খাইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

মানসগঙ্গা ও কালিন্দী ইহারা ভুবনপাবন নদী, শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহাতে স্নান করেন, তাহা হইলে ঐ সকল নদী বেণুর উচ্ছিষ্ট অধর-রসে লোভ-

এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে, তপ করে পর উপকারী। নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিঞা, কেনে পিয়ে বুঝিতে না পরি॥৫ নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত, মধুমিষে বহে অশ্রুধার। বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি, বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার॥ ৬॥ বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে, এ অযোগ্য আমরা যোগ্য নারী। যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারী, তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ ৭॥ এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি, সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়। কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়, এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥ ৮॥ স্বরূপ রূপ সনা-

---

পরবশ হইয়া সেই সময়ে হর্ষে পান করিতে থাকেন॥ ৪॥

এত নদী দূরে থাকুক, ঐ নদীর তীরে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহারা পরোপকারী তপস্যা করিতেছে। নদীর শেষ রস পাইয়া মূলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া কেন যে পান করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না॥৫॥

তাহারা নিজাঙ্কুরে পুলকিত হইয়া বিকসিত পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে, মধুচ্ছলে তাহাদের অশ্রুধারা পতিত হইতেছে। ঐ সকল বৃক্ষ বেণুকে নিজজাতি মানিয়া পুত্র ও পৌত্র বৈষ্ণব হইলে আর্য্য ব্যক্তির যেমন আনন্দবিকার হয়, তদ্রূপ তাহাদের বিকার হইতেছে॥ ৬॥

বেণুর তপস্যা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে সেই তপস্যা করিব, বেণু অযোগ্য আমরা স্ত্রীজাতি তদ্বিষয়ে যোগ্যপাত্র, যাহা না পাইয়া দুঃখে মরিতেছি, অযোগ্যে পান করিতেছে, সহিতে পারিতেছি না, এ জন্য তাহার তপস্যার বিচার করিতেছি॥ ৭॥

গৌরহরি প্রেমাবেশে এইরূপ বিলাপ করিয়া স্বরূপ ও রামরায়কে সঙ্গে করতঃ কখন নাচেন, কখন গান করেন এবং কখন বা ভাবাবেশে

তন, রঘুনাথের শ্রীচরণ, শিরে ধরি করি যাঁর আশ। চৈতন্যচরিতামৃত অমৃত হৈতে পরামৃত, গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস॥ ৯॥ ৫২॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

॥ ০ ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

মূর্চ্ছা পাইয়া থাকেন, এইরূপে তাঁহার রাত্রি দিবা যাপিত হয়॥ ৮॥

শ্রীরূপ, সনাতন ও রঘুনাথের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া যাঁহার আশা করিয়া থাকি। সেই চৈতন্যচরিতামৃত অমৃত হইতে পরামৃত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, দীনহীন কৃষ্ণদাস তাহাই গান করিতেছেন॥ ৯॥ ৫২॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপ বর্ণন নামক ষোড়শ পরিচ্ছেদ॥ * ॥ ১৬ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

লিখ্যতে শ্রীল গৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। উন্মাদচেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ এক দিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে। অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়। ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায়-রামানন্দ ॥ মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক

লিখ্যতে শ্রীগৌরস্যেত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ বিচেষ্টিত যে সকল স্বরূপ ও রামানন্দরায় প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপ রাত্রি ও দিবসে প্রেমাবেশে উন্মাদচেষ্টা এবং প্রলাপ করেন। এক দিবস মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত কৃষ্ণ-কথা রঙ্গে অর্দ্ধরাত্র যাপন করিলেন। মহাপ্রভুর যখন যে ভাবের উদয় হয়, তখন স্বরূপ মহাশয় ভাবানুরূপ বিদ্যাপতির, চণ্ডীদাসের ও শ্রীগীত-গোবিন্দের পদ গান করিয়া থাকেন, রামানন্দরায় ভাবানুরূপ শ্লোক

পড়িয়া। শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥ এই মত নানা ভাবে অর্দ্ধরাত্রি হইল। গোসাঞিরে শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেল॥ ৩॥ গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন। সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥ আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণুগান। ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥ তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছে ত লাগিঞা। ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইঞা॥ সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলাঙ্গা গাভীগণ। তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হৈয়া অচেতন॥ ৪॥ হেথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া। স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥ তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ। দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ ইতি উক্তি অন্বেষিয়া সিংহদ্বার গেলা। গাভীগণ মধ্যে যাই

পাঠ করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে নিজ শ্লোক পাঠ করিয়া বিলাপ করত শ্লোক পাঠ করেন। এই মত নানা ভাবে অর্দ্ধরাত্র হইলে গোসাঞিকে শয়ন করাইয়া দুই জনে গৃহে গমন করিলেন॥ ৩॥

গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন, মহাপ্রভু সমস্ত রাত্রি উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আচম্বিতে মহাপ্রভু কৃষ্ণের বেণুগান শুনিতে পাইয়া ভাবাবেশে সেই দিকে গমন করিলেন। তিন দ্বারে পূর্ব্ববৎ কপাট সংলগ্ন রহিয়াছে, মহাপ্রভু ভাবাবেশে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের যেস্থানে তেলাঙ্গা গাভীগণ থাকে, তথায় যাইয়া অচেতন হইয়া পতিত হইলেন॥ ৪॥

এস্থানে গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাইয়া কপাট খুলিয়া স্বরূপকে ডাকাইলেন, তখন স্বরূপগোস্বামী ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা দিক্ অন্বেষণ করিয়া যখন সিংহদ্বার অন্বেষণ করিতে গেলেন, সেই স্থানে তেলাঙ্গা গাভীগণ

প্রভুরে পাইলা ॥ ৫ ॥ পেটের ভিতর হস্ত পাদ কূর্ম্মের আকার। মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥ অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল। বাহিরে জড়িমা ভিতরে আনন্দ বিহ্বল ॥ গাভী সব চৌদিকে শুঙ্গে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ। দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গসঙ্গ ॥ অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন। প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥ উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন। বহুক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ চেতন পাইলে হস্ত পাদ বাহির হইল। পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ৬ ॥ উঠিয়া বসিলা প্রভু চাহে ইতি উতি। স্বরূপে কহেন আমা আনিলে তুমি কতি ॥ বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি গোষ্ঠে বেণু বজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ সঙ্কেত বেণুনাদে

মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫ ॥

তৎকালে মহাপ্রভুর হস্ত পাদ কূর্ম্মের আকার, মুখে ফেণ, অঙ্গে পুলক, নেত্রে অশ্রুধারা। কুষ্মাণ্ড ফলের ন্যায় অচেতনভাবে পড়িয়া আছেন, বাহিরে জড়িমা, ভিতরে আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। গাভী সকল চতুর্দ্দিকে মহাপ্রভুর অঙ্গের আঘ্রাণ লইতেছে, তাড়াইয়া দিলেও তাঁহার অঙ্গ ত্যাগ করিতেছে না। অনেক যত্ন করিলেও মহাপ্রভুর চেতন হইল না, ভক্তগণ অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। উচ্চ করিয়া তাঁহার কর্ণে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বহুক্ষণ পরে তিনি চেতনপ্রাপ্ত হইলেন। চেতন পাইলে হস্ত ও পাদ বহির্গত এবং পূর্ব্বের ন্যায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ৬ ॥

মহাপ্রভু উঠিয়া বসিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করত আপনি আমাকে কোথায় লইয়া আসিলেন। আমি বেণুশব্দ শুনিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলাম, দেখিলাম, গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণুবাদ্য করিতেছেন। সঙ্কেত

রাধা আনি গেলা কুঞ্জঘরে। কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥৭॥ তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন। তাঁর ভূষাধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস। কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি। আমা ইহাঁ লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি ॥ শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী। শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥ ৮ ॥ ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদ বাণী। কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পড় রসায়ন শুনি ॥ স্বরূপগোসাঞি প্রভুর ভাব জানিঞা। ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিঞা ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

বেণুর শব্দে শ্রীরাধা কুঞ্জগৃহে গমন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত কুঞ্জে চলিলেন ॥ ৭ ॥

আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম, তাঁহার ভূষণের ধ্বনিতে আমার কর্ণ হৃত হইল। গোপীগণ সহ বিহার ও হাস্য পরিহাস, কণ্ঠধ্বনি এবং বাক্য শুনিয়া আমার কর্ণের উল্লাস হইতেছিল। এমন সময়ে তোমরা সকলে কোলাহল করিয়া আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আসিলা। সেই অমৃততুল্য বাণী শুনিতে পাইলাম না এবং সেই ভূষণ ও মুরলীর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম না ॥ ৮ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু গদ্গদস্বরে স্বরূপকে কহিলেন, কর্ণ তৃষ্ণায় মরিতেছে, পাঠ কর, রসায়ন শ্রবণ করি। তখন স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুর ভাব জানিয়া মধুর স্বরে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য যথা—

* কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সংমোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্। ইতি॥ ১০॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা। ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা॥ ১১॥

যথা রাগঃ॥

হৈল গোপীভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ, কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন। কৃষ্ণের পরিহাস বাণী, ত্যাগি তাহা সত্য মানি, রোষে কৃষ্ণে

গোপীগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কুলাঙ্গনাদিগের ঔপপত্যভাব নিন্দনীয় সত্য, কিন্তু আপনার কলপদ অমৃতময় যে বেণুগীত, তাহাতে সম্মোহিত হইলে ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ অবলা নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? তাহাতে পুরুষেরাও মুগ্ধ হওত স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া পড়ে। অপর আপনার ত্রৈলোক্যসৌভগ এইরূপ নয়নগোচর করিয়া কাহার বিস্ময় না হয়? যেহেতু গাভী, হরিণ, পক্ষি ও বৃক্ষ সকলও পুলকে পরিপূর্ণ হইল॥ ১০॥

মহাপ্রভু ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া ভাবে আবিষ্ট হওত তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন॥ ১১॥

যথা রাগ॥

মহাপ্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসে প্রবেশ করত শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা-বাক্য শ্রবণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে যে ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য মানিয়া ক্রোধভাবে তাঁহাকে ওলাহন দিয়া অর্থাৎ ঠিস্ করিয়া কহিলেন॥ ১॥

* এই শ্লোকের টীকা মধ্যখণ্ডের ২৪ পরিচ্ছেদের ৬৮ অঙ্কে আছে।

দেন ওলাহন ॥ ১ ॥ নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়। এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য-নারী, তোমার বেণু কাহা না আকর্ষয় ॥ ধ্রু ॥ কৈলে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী, দূতী হঞা মোহে নারী মন। মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া, আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ ২ ॥ ধর্ম্ম-হরি বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে, লজ্জা ভয় সকল ছাড়াও। এবে মোরে করি রোষ, কহ পতিত্যাগে দোষ, ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিক্ষাও ॥ ৩ ॥ অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ, এই সব শঠ পরিপাটী। তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ, ছাড়হ এ সব কুটিনাটী ॥ ৪ ॥ বেণুনাদ অমৃতঘোলে *, অমৃত সম মিঠ বোলে,

হে নাগর! তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, এই ত্রিজগৎ পূর্ণ হইয়া যত যোগ্য-নারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে না আকর্ষণ করিয়া থাকে? ॥ ধ্রু ॥

তুমি যে জগতের মধ্যে বেণুধ্বনি করিয়াছ, সে সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী স্বরূপ দূতী হইয়া নারীদিগের মন মুগ্ধ করত মহোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়া ও আর্য্যপথ ত্যাগ করাইয়া তাহাদিগকে তোমার নিকট সমর্পণ করিল ॥২॥

তুমি বেণুদ্বারা ধর্ম্ম-হরণ ও কটাক্ষরূপ কামশরে বিদ্ধ করিয়া লজ্জা ভয় সকল ত্যাগ করাও। এখন আমার প্রতি রোষ করিয়া পতিত্যাগে দোষ হয় বলিতেছ, ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছ। ॥ ৩ ॥

অন্য কথা, অন্য মন ও বাহিরে অন্যরূপ আচরণ, এ সমুদায় শঠের পরিপাটী হয়। তুমি জানিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি, কিন্তু ইহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হইতেছে অতএব এ সমুদায় কুটিনাটী ত্যাগ কর ॥ ৪ ॥

বেণুনাদরূপ অমৃতশব্দ, অমৃততুল্য মিষ্ট- বাক্য এবং অমৃত সমান

* ঘোলো রতিভিকারে স্যাৎ ধ্বনৌ কর্ণপ্রপূরকে।

অস্যার্থঃ। ঘোলশব্দের অর্থ রতিবিকার এবং কর্ণপরিপূর্ণকারী শব্দকে বলে।

অমৃত সম ভূষণশিঞ্জিত। তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ, কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ ৫ ॥ এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে, উৎকণ্ঠাসাগরে ডুবে মন। রাধার-উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনে বাখানি, কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে ৫ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ॥

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসৎশিঞ্জিতঃ
স নর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।

অথ শব্দং স্পষ্টয়তি নদজ্জলদেত্যেকেন। হে সখি স কৃষ্ণো মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি। স্বশব্দেনেতি শেষঃ। কীদৃশঃ। নদজ্জলদেতি। নদতো জলদস্য নিস্বন ইব নিস্বনঃ কণ্ঠধ্বনির্যস্য গম্ভীর ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ। শ্রবণকর্ষি কর্ণাকর্ষি সদুত্তমং শিঞ্জিতং ভূষাণামাং ধ্বনির্যস্য সঃ। ভূষণানাঞ্চ শিঞ্জিতমিত্যমরঃ। পুনঃ নর্ম্মণা পরিহাসেন সহ বর্ত্তমানৈরত এব রসসূচকৈঃ। কিম্বা স নর্ম্মরসস্য সূচকৈরক্ষরৈঃ। অনেন জাতং অন্যোন্যং বচনানি যা রসসূচকানি স্যুঃ কৃষ্ণস্য বচনানামক্ষরাণ্যপি রসসূচকান্যেবেতি। তৈর্জাতানাং পদানাং

ভূষণের ধ্বনি। এই তিন অমৃতে কর্ণ, মন ও প্রাণ হরণ করিয়াছে, অতএব নারী কিরূপে চিত্ত ধারণ করিবে! ॥ ৫ ॥

এই বলিয়া মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে ভাবতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলেন। উৎকণ্ঠাসাগরে তাঁহার মন নিমগ্ন হইল এবং তিনি শ্রীরাধার উৎকণ্ঠা-বাক্য পাঠ করিয়া আপনি ব্যাখ্যা করতঃ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গের ৫ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা—

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি! যাঁহার কণ্ঠস্বর জলদের ন্যায় সুগম্ভীর, যাঁহার ভূষণশব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করিতেছে ও যাঁহার সপরিহাস

রমাদিক-বরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং। ইতি ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগঃ ॥

নবঘনধ্বনি জিনি, কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি, যাঁর গানে কোকিল লাজায়। তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে, পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায় ॥১॥ কহ সখি কি করি উপায়। কৃষ্ণরসশব্দগুণে, হরিল আমার কাণে, এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ধ্রু ॥ নূপুর কিঙ্কিণিধ্বনি, হংস সারস

বিভক্ত্যন্তশব্দানাং যা অর্থভঙ্গী অর্থকৌশলং। কিম্বা স নর্ম্মরসসূচিকান্ ক্ষরতি শ্রবণকৃতাং হৃদয়ান্ নির্ঝাতীতাক্ষরা পদানাং যা অর্থভঙ্গী সোক্তৌ যস্য কিম্বা সৈবোক্তির্যস্য। যদ্বা। রস-সূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যা সহ বর্ত্তমানোক্তির্যস্য। যদ্বা। স নর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গী তরঙ্গবান্ লহরীমান্ সমুদ্রঃ অর্থান্নর্ম্মরসসমুদ্রঃ তদ্রূপোক্তির্যস্য সঃ। পুনঃ রসনাদিকানামুত্তম-মন্ত্রীণাং হৃদয়হারিবংশ্যাঃ কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যস্য সঃ। যস্তু মানুষ্যস্তত্রাপি যুবত্যঃ। অর্ব্বা-চীনাঃ তত্রাপি সজাতীয়াঃ তত্রাপি তস্য সম্ভোগ্যাঃ। তস্য বাহুনীয়াঃ প্রিয়াশ্চ। অতস্তৎ-কর্ত্তৃকস্মরচ্ছিত্তাকর্ষণং কিং বিচিত্রমিতি ॥ ১২ ॥

বাক্যে বিবিধ প্রকার ভঙ্গী প্রকাশ পাইতেছে এবং তাঁহার মুরলীরব-দ্বারা লক্ষ্মীপ্রভৃতি বরাঙ্গনাদিগের হৃদয়-হরণ হইতেছে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগ ॥

হে সখি! যাঁহার কণ্ঠের গম্ভীরধ্বনি নবজলধরের ধ্বনিকে জয় করিয়াছে, যাঁহার গানে কোকিল লজ্জিত হয়। সেই কণ্ঠধ্বনির এক কণমাত্র শ্রবণ করিলে জগতের কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, পুনর্ব্বার আর তাহা ফিরিয়া আইসে না ॥ ১ ॥

সখি! বল, কি উপায় করিব? শ্রীকৃষ্ণের রসরূপ ও শব্দগুণে আমার কর্ণ হরণ করিয়াছে, এখন সেই কর্ণ আর তাহা পাইতেছে না, তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছে ॥ ধ্রু ॥

জিনি, কঙ্কনধ্বনি চটক লাজায়। একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে, অন্য শব্দ সে কাণে না যায়॥ ২॥ সেই শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত, স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত। * শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥ ৩॥ সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর জীবন, কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে। ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাহি পায়, না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥ ৪॥ যেবা বেণু কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি, জগন্নারী চিত্ত আউলায়। নীবীবন্ধ

শ্রীকৃষ্ণের নূপুর ও কিঙ্কিণির ধ্বনি, হংস ও সারসকে জয় করিয়াছে, কঙ্কণধ্বনিতে চটকের লজ্জা হইতেছে। যে ব্যক্তি একবার শুনে, ঐ ধ্বনি তাহার কর্ণে ব্যাপিয়া থাকে। সে কর্ণে আর অন্য শব্দ প্রবেশ করে না॥ ২॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখভাষিত অর্থাৎ বাক্য অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু, তাহাতে আবার ঈষৎ হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের শব্দ ও অর্থ দুইটী শক্তি আছে, সে নানা রস ব্যক্ত করিয়া থাকে, তাহার প্রতি অক্ষরে পরিহাস বিভূষিত আছে॥ ৩॥

সেই অমৃতের একমাত্র কণা কর্ণরূপ চকোরের জীবন স্বরূপ, কর্ণ-চকোর সেই আশায় জীবিত থাকে। ভাগ্যবলে কখন প্রাপ্ত হয়, কখন বা অভাগ্যে প্রাপ্ত হয় না, না পাইলে পিপাসায় মরিতে থাকে॥ ৪॥

বেণুর যে কলধ্বনি, তাহা যদি একবার শুনে, তাহা হইলে জগতের

* মধুরয়া গিরা বাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া। স্বাগতং বো মহাভাগা ইত্যাদিলক্ষণয়া। তথা বল্গুনি। আকাঙ্ক্ষাযোগ্যাসত্তিমোচ্চবাক্যানি সুপ্তিঙন্তবর্গা যত্র তাদৃশশ্চ। তথা বুধানামর্থজ্ঞানাং মনোজ্ঞয়া অভিধা ব্যঞ্জনাদিবৃত্তিপ্রতিপাদিতবস্তুরসভাবালঙ্কারার্থগাম্ভীর্যো-নানন্দপ্রদয়া॥

বাচঃ পেশৈর্বিলাসৈঃ। তে চ দ্বিবিধাঃ শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ। পূর্ব্বে সুললিতবর্ণবিন্যাসস্বপরমুক্তারণস্মিতঝলিতশ্রীমুখজ্যোৎস্নাচন্দ্রিকাচালনবিশেষোদয়ঃ। উত্তরে রসভাবালঙ্কারব্যক্তিরূপাঃ। তেঽপি চতুর্ব্বিধাঃ। ইতি বৈষ্ণবতোষণী॥

পড়ে খসি, বিনা মূল্যে হয় দাসী, বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ ৬ ॥ যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহ যে কাকলী শুনি, কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায়। না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণাতরঙ্গ, তপ করে তভু নাহি পায় ॥ ৭ ॥ এই শব্দামৃতচারী, যার হয় ভাগ্যভারী, সেই কর্ণ ইহা করে পান। ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে, কানাকড়ি সম সেই কান ॥ ৮ ॥ করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগভাব, মনে কাহোঁ নাহি আলম্বন। * উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি, নানা-

---

নারীগণের চিত্ত আলুলায়িত হয়। নীবীবন্ধ খসিয়া পড়াতে তাহারা বিনা মূল্যে দাসীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট ধাবমান হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

যিনি লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিনিও যে মুরলীর কাকলী (মধুরাস্ফুটধ্বনি) শুনিয়া প্রত্যাশায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করেন। কৃষ্ণের সঙ্গ না পাওয়াতে তৃষ্ণাতরঙ্গ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি তপস্যা করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৭ ॥

এই অমৃততুল্য যে কর্ণের অতিশয় ভাগ্য হয়, সেই কর্ণই ইহা পান করিতে পারে। আর যে কর্ণে ইহা শুনিল না, সে কর্ণের কেন জন্ম হইল, সেই কর্ণকে কানাকড়ির তুল্য বলা যায় ॥ ৮ ॥

ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহাপ্রভুর উদ্বেগ উপস্থিত হইল, মন কোন স্থানে আশ্রয় পাইতেছে না। উদ্বেগ, বিষাদ ও মতি,

---

* অথ উদ্বেগঃ।

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ১৩ অঙ্কে যথা—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিশ্বাসচাপলে।

স্তম্ভ চিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥

অস্যার্থঃ। মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ, এই উদ্বেগে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ, স্তব্ধতা ও চিন্তা, অশ্রু এবং বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

ভাব হইল মিলন ॥ ৯ ॥ ভাবশাবল্যে রাধা উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি, সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক। উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে, সে অর্থ না জানে সব লোক ॥ ১০ ॥

ঔৎসুক্য এবং ত্রাস, ধৃতি ও স্মৃতি এই সকল নানাভাবের মিলন হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

ভাবশাবল্যে শ্রীরাধার যে উক্তি, লীলাশুকের অর্থাৎ বিল্বমঙ্গলের তাহাই স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তিনি সেই ভাবে একটী শ্লোক পাঠ করিয়াছেন। উন্মাদের সামর্থ্যহেতু মহাপ্রভু সেই শ্লোকের অর্থ করিতে লাগিলেন, তাহার অর্থ সকল লোকের বিদিত নাই ॥ ১০ ॥

অথ বিষাদঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহরীর ৮ অঙ্কে যথা—

ইষ্টানবাপ্তিঃ প্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ।
অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা ॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনং।
বিলাপ-শ্বাস বৈবর্ণ্য-মুখশোষাদয়োঽপি চ ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ জন্মে, তাহার নাম বিষাদ,। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান চিন্তা, রোদন ও বিলাপ, শ্বাস এবং বৈবর্ণ্য ও মুখশোষ প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

অথ মতিঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহরীর ১২ অঙ্কে যথা—

শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ ॥

অস্যার্থঃ। শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থনির্দ্ধারণকে মতি কহে। ইহাতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্যকরণ, শিষ্যদিগকে উপদেশ দেওন এবং তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি হইয়া থাকে ॥

অথ ঔৎসুক্যং।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহরীর ১৯ অঙ্কে যথা—

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।

মুখশোষ ত্বরা চিন্তা নিশ্বাসস্থিরতাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। অভীষ্ট বস্তুর দর্শন, স্পৃহা ও প্রাপ্তিস্পৃহা নিমিত্ত যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে ঔৎসুক্য বলে। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা ও চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস এবং স্থিরতাদি হইয়া থাকে॥

অথ ত্রাস।

তত্রৈব ২৭ অঙ্কে যথা—

ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিঃস্বনৈঃ।

পার্শ্বস্থালম্ব রোমাঞ্চ কম্প স্তম্ভ ভ্রমাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার নাম ত্রাস। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয়, রোমাঞ্চ ও কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি হইয়া থাকে॥

অথ ধৃতিঃ।

তত্রৈব ১৫ অঙ্কে যথা—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। জ্ঞান, দুঃখাভাব ও উত্তম বস্তু প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ দ্বারা মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহার নাম ধৃতি। ইহাতে অপ্রাপ্ত ও অতীতনষ্ট অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বিষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হয় না॥

অথ স্মৃতিঃ।

তত্রৈব ৬৫ অঙ্কে যথা—

যা স্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।

দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।

ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ॥

অস্যার্থঃ। সদৃশ বস্তুর দর্শন অথবা দৃঢ়াভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি হইয়া থাকে॥

অথ শাবল্যং।

তত্রৈব ১১৬ অঙ্কে যথা—

শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরং।

অস্যার্থঃ। ভাব সকলের পরস্পর সম্মর্দ্দের নাম শাবল্য॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২ অঙ্কে বিল্বমঙ্গলবাক্যং ॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।

সাগরতরঙ্গদায়াং। অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবাদং বদন্নাহ। প্রথমমাবেগোদয়াদাহ। হে সখ্য ইহ বৈশসে তং কিং কৃণুমঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ। ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ। কস্য ব্রূমঃ যূয়মপি মত্তুল্যাবস্থা এব তদন্যং কং যেন তত্রং স্যাত্তৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদৈব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াদাশা হি পরমং দুঃখমিত্যাদি বদাহ। আশয়া তদাশয়া যৎকৃতং তৎকৃতমেবানাম কর্ত্তব্যং। কিম্বা তয়া যৎকৃতং তৎকৃতং ব্যর্থং তত্তাং ত্যজতেত্যর্থঃ। উদৈবামর্ষোদয়াদাহ। অতস্তস্য কৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বান্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়থিতি পাঠে একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। তবতৌত্যা-র্থাৎ তদৈব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শয়ৈর্বিধাৎকামং যথা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ সবৈক্লব্যমাহ

এই বিষয়ের প্রমাণ কৃষ্ণকর্ণামৃতের ৪২ অঙ্কে
বিল্বমঙ্গলের বাক্য যথা—

অনন্তর উদ্বেগ দ্বারা ভাবশাবল্যের উদয়হেতু প্রলাপকারিণী শ্রী-রাধার বাক্যের অনুবাদ করতঃ কহিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ আবে-গের উদয়হেতু কহিতেছেন। হে নাথ! আমি কোথায়, কাহাকে স্তব করিব? কাহাকেই বা বলিব? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই,

অথ উন্মাদঃ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে চতুর্থলহরীর ৩৯ অঙ্কে যথা—

উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতং।
প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥

অস্যার্থঃ। অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদিজনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন ও সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা এবং প্রলাপ, ধাবন ও চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি হইয়া থাকে॥

মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে। ইতি ॥ ১৩ ॥

যথারাগঃ ॥

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে, প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়। যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন, কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥ ১ ॥ হা হা সখি কি করি উপায়। কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥ ধ্রু ॥ ক্ষণে মন

অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শক্ররয়ং মারয়তি কিং কুর্ম ইত্যর্থঃ। কিম্বা হৃদি কৃষ্ণস্ফূর্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ। অহো যৎ কথামপি ত্যক্তুমিচ্ছামঃ স এব হৃদি বর্ত্ততে। তৎ কথং তৎত্যাগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ততস্তমাচ্ছাদ্য সহজৌৎসুক্যোদয়াত্তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে ইত্যাদিবৎ সবিষাদমাহ মধুরেতি। বত ইতি খেদে অস্ত ভাবত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিরুৎফুল্লশ্চাকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্। অতো মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মিন্। স্বাভ্যন্তরাং তু পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ১৩ ॥

কিম্বা কোন ধর্ম্মকথা বল? কারণ তুমি আমার হৃদয়নাথ। অপিচ মধুর অপেক্ষা মধুর হাস্যযুক্ত তথা মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি চিরদিনের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আশ্রিত হউক ॥ ১৩ ॥

যথারাগ ॥

এই কৃষ্ণের বিরহহেতু উদ্বেগে মন স্থির হইতেছে না, প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিতে পারিতেছি না। তোমরা যে সকল সখীগণ বিষাদে মন বাউল হওয়াতে কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কে উপায় বলিবে ॥ ১ ॥

হা কষ্ট, হা কষ্ট! হে সখি! উপায় কি করি, কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গেলে কৃষ্ণ পাইব? কৃষ্ণব্যতিরেকে আমার প্রাণ যাইতেছে ॥ ধ্রু ॥

স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়, বলিতে হৈল মতি ভাবোদ্গম। পিঙ্গলা বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মতি, তাতে করে অর্থনির্দ্ধারণ॥ ২॥ দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ- আশা ছাড়ি দিয়ে, আশা ছাড়িলে সুখী হবে মন। ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য, যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥৩ কহিতেই হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে। যাহে চাহি ছাড়িতে, সেই শুঞা আছে চিত্তে, কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥ ৪॥ রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কাম-জ্ঞান, কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে। কহে যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে, এই বৈরী না দেয় পাশরিতে॥ ৫॥ ঔৎসুক্যের প্রাধান্যে,

ক্ষণকাল যদি মন স্থির হয়, তবে মনে বিচার করিতে পারে, এই কথা কহিতে কহিতে মতি নামক ভাবোদ্গম হইল। তখন পিঙ্গলার বচন স্মৃতি হওয়াতে সে মতি নামক ভাব করাইয়া তদ্দ্বারা অর্থের নির্দ্ধারণ করিল॥ ২॥

এখন এই উপায় দেখিতেছি, কৃষ্ণের আশা পরিত্যাগ করি, আশা ত্যাগ করিলে মন সুখী হইবে। কৃষ্ণের অধন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধন্য কথা বল, যাহাতে কৃষ্ণের বিস্মরণ হইতে পারে॥ ৩॥

এই কথা বলিতে বলিতে স্মৃতি উৎপন্ন হওয়াতে চিত্তে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইল, তখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন। হে সখি! আমি যাহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছি, সে আমার চিত্তে শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কোন ক্রমে ছাড়িতে পারিতেছি না॥ ৪॥

রাধাভাবের স্বভাব অন্য প্রকার, সে কৃষ্ণকে কামজ্ঞান করায়, কাম-জ্ঞানে চিত্তে ত্রাস জন্মিল। যে বলিয়া কহিয়া জগৎকে মারিয়া থাকে, সে আসিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, এই শত্রু কৃষ্ণকে বিস্মরণ হইতে দেয় না॥ ৫॥

জিতি অন্য ভাব সৈন্যে, উদয় কৈল নিজরাজ্য মনে। মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ, দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥৬॥ মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন, কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়। মধুর হাস্যবদন, মন নেত্র রসায়ন, কৃষ্ণে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৭ ॥ হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন, হা হা দিব্যসদ্গুণসাগর। হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর, হা হা রাসবিলাসনাগর ॥ ৮ ॥ কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই, এত কহি চলিল ধাইঞা। স্বরূপ উঠি কোলে করি,

ঔৎসুক্যের প্রাধান্যে অন্য ভাবরূপ সৈন্যকে জয় করিয়া নিজের রাজ্যস্বরূপ মনোমধ্যে উদিত হইল। মনে লালসা * হওয়াতে সেই মন আপনার বশ হইতেছে না, এ জন্য মনকে দুঃখে ভর্ৎসনা করতঃ কহিলেন ॥ ৬ ॥

আমার কুটিল মন অতিশয় দুঃখিত, জলব্যতিরেকে যেমন মৎস্য জীবিত থাকে না, তেমনি মন কৃষ্ণব্যতিরেকে মরিয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর হাস্যবদন, সে মন ও নেত্রকে রসায়ন করে এবং কৃষ্ণের প্রতি দ্বিগুণ তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়া দেয় ॥ ৭ ॥

হা হা! অর্থাৎ খেদ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে প্রাণধন! হে পদ্মলোচন! হে দিব্যসদ্গুণসাগর! হে শ্যামসুন্দর! হে পীতাম্বরধর! হে রাসবিলাসনাগর! ॥ ৮ ॥

কোথা গেলে তোমাকে পাইব, তুমি বল সেই স্থানে যাইব, এই বলিয়া দৌড়িয়া চলিলেন। তখন স্বরূপগোস্বামী উঠিয়া ক্রোড়ে করিয়া

* অথ লালসাঃ।

উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ১০ অঙ্কে যথা—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।

তত্রৌৎসুক্যং চপলতাঘূর্ণাশ্বাসাদয়স্তথা ॥

অস্যার্থঃ। অভীষ্টপ্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বারা যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাকেই লালসা কহে। এই লালসাতে ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে ॥

প্রভুরে আনিল ধরি, নিজস্থানে বসাইল লঞা ॥ ৯ ॥ ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল, স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ গীতি, শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ১০—১৩ ॥ এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রিদিনে। উন্মাদ চেষ্টিত সদা প্রলাপবচনে ॥ এক দিন যত হয় ভাবের বিকার। সহস্রমুখ বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥ জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন। * শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন ॥ ১৪ ॥ ইহা যেই শুনে তাঁর জুড়ায় মন কাণ। অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টার হয় জ্ঞান ॥ অদ্ভুত নিগূঢ়প্রেম মাধুর্য্য মহিমা। আপনে আস্বাদি প্রভু দেখাইলে সীমা ॥ ১৫ ॥ অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য। ঐছে

মহাপ্রভুকে ধরিয়া আনিয়া নিজ স্থানে লইয়া গিয়া বসাইলেন ॥ ৯ ॥

ক্ষণকাল পরে মহাপ্রভুর বাহ্য হইল, স্বরূপকে আজ্ঞা দিলেন, আপনি আর কিছু মধুর গান করুন। তখন স্বরূপগোস্বামী বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দের গীত গান করিতে লাগিলেন, তাহাতে মহাপ্রভুর কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল ॥ ১০—১৩ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিবায় প্রলাপবাক্যে সর্ব্বদা উন্মাদের চেষ্টা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভুর এক দিনে যত ভাবের বিকার হয়, তাহা যদি অনন্তদেব সহস্রবদনে বর্ণন করেন তথাপি তিনি তাহার পার, প্রাপ্ত হয়েন না। দীনভাবাপন্ন জীব তাহার কি বর্ণন করিবে। শাখা-চন্দ্র ন্যায়ে কেবল তাহার কেবল দিগ্দর্শন করা হইল ॥ ১৪ ॥

ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার মন ও কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টার জ্ঞান হইয়া থাকে, অদ্ভুত নিগূঢ়প্রেম মাধুর্য্যের মহিমা মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করিয়া তাহার সীমা দেখাইলেন ॥ ১৫ ॥

* ইহার উদাহরণ মধ্যখণ্ডের ২০ পরিচ্ছেদে ১০৫ অঙ্কে আছে ॥

দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥ সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ। যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ প্রেমামৃত ধন ॥ ১৬ ॥ এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব। উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ ॥ এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথদাস। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১৭ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরৌ ৫ শ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিবাক্যং ॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।

সঙ্কীর্ত্তনানন্তরং শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃ শায়িতমপি পরমোৎকণ্ঠয়া তত্র স্থাতুমশক্তু বহিঃ নির্গমদ্বারা প্রাপ্ত্যা ঊর্দ্ধদ্বারেণ গৃহোর্দ্ধদেশং গত্বা তাদৃক্ চেষ্টমানং শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি অনুদ্ঘাট্যেতি। যো দ্বারত্রয়মনুদ্ঘাট্য অনুন্মুচ্য উরু চ উর্দ্ধে মহদেব লঙ্ঘনীয়ং ভিত্তিত্রয়-মহো সহসোল্লঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে কলিঙ্গদেশোদ্ভবগোমধ্যে নিপতিতঃ। অথচ

চৈতন্যদেব অদ্ভুত দয়ালু ও অদ্ভুত বদান্য, ঐরূপ দাতা বা দয়ালু যে লোকমধ্যে অন্য কেহ আছে, তাহা শুনা যায় না। লোক সকল সর্ব্বভাবে চৈতন্যচরণ ভজন কর, তাহা হইতেই কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রভুর এই কূর্ম্মাকৃতি অনুভাব এবং উন্মাদ চেষ্টিত যাহাতে উন্মাদ প্রলাপ আছে, তাহা বর্ণন করিলাম। মহাপ্রভুর এই লীলা রঘুনাথদাস চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

স্তবাবলীর গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুর ৫ শ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামির বাক্য যথা—

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদন নিমিত্ত ভক্তগণকর্ত্তৃক গৃহমধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন। তিনি পরমোৎকণ্ঠাপ্রযুক্ত গৃহমধ্যে অব-স্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমন দ্বার অপ্রাপ্তিহেতু দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন

তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহা-
দ্বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ইতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

কৃষ্ণস্য উরু বিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বতা তস্মাৎ কমঠ ইব কচ্ছপ ইব বিরাজন্ বভূব স ইতি সম্বন্ধঃ। চাবাচয়ে সমাহারেঽপ্যন্যোহন্যার্থে সমুচ্চয়ে। পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে। অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কদ্য ইষ্যতে ইত্যাদি চ মেদিনী ॥ ১৮ ॥

॥ ০ ॥ সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ০ ॥

না করিয়া গৃহের ঊর্দ্ধ গমন দ্বার দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গদেশোদ্ভব গো সকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় কৃষ্ণবিরহহেতু শরীরে যে সঙ্কোচ অর্থাৎ খর্ব্বতা উদিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কূর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন ॥ ১৯ ॥

॥ * ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপ নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৭ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

——•:•:•——

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ ॥ ২ ॥ এই মত মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে। রাত্রি দিনে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ শরৎকালের রাত্রি শরচ্চন্দ্রিকা উজ্জ্বল। নিজগণ লঞা প্রভু বেড়ায় রাত্রি সকল ॥ উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক

শরজ্জ্যোৎস্নেত্যাদি ॥ ১ ॥

শরৎকালীন জ্যোৎস্নাযুক্ত সমুদ্রের দর্শনহেতু যমুনাভ্রমে যিনি ধাবমান হইয়া হরিবিরহ তাপরূপ সমুদ্রে যেমন গোপীগণ নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তদ্রূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হওত মূর্চ্ছিত হইয়া জলে সমস্ত রাত্রি বাস করিয়াছিলেন, পর দিন প্রভাতকালে ভক্তগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন সেই শচীনন্দন এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে বাস করিয়া কৃষ্ণবিচ্ছেদসমুদ্রে ভাসিতেছিলে। শরৎকালের রাত্রি শরৎচন্দ্রিকায় উজ্জ্বল হওয়াতে তিনি নিজগণ সঙ্গে করিয়া সমস্ত রাত্রি ইতস্ততঃ গমন করেন। রাসলীলার গীত

দেখিতে। রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৩ ॥ কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন। কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায় ॥ ভূমি পড়ি কভু মূর্চ্ছা গড়াগড়ি যায় ॥ রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে। পূর্ব্ববৎ তার অর্থ করয়ে আপনে ॥ ৪ ॥ এই মত রাসলীলার হয় যত শ্লোক। সবার অর্থ করি প্রভু পায় হর্ষ শোক ॥ সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার। সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয়ে ত বিস্তার ॥ ৫ ॥ দ্বাদশ বৎসর যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে। অতি বাহুল্য গ্রন্থ ভয়ে না কৈল লিখনে ॥ পূর্ব্বে যেই দেখাইঞাছি দিগদরশন। তৈছে জানিহ বিকার প্রলাপ বর্ণন ॥ সহস্র-

---

শ্লোক পড়িতে এবং শুনিতে শুনিতে কৌতুক দেখিবার জন্য উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভু কখন প্রেমাবেশে গান ও নর্ত্তন, কখন ভাবাবেশে রাসলীলার অনুকরণ, কখন ভাবাবেশে ইতস্ততঃ ধাবমান এবং কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন। আর রাসলীলার যখন এক শ্লোক পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তখন পূর্ব্বের ন্যায় আপনি তাহার অর্থ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

এই মত রাসলীলার যত শ্লোক আছে, মহাপ্রভু তৎসমুদায়ের অর্থ করেন, তাহাতে তাঁহার হর্ষ ও শোক উদিত হয়। সেই সকল শ্লোকের অর্থ ও সেই সকল বিকার, তৎসমুদায় বর্ণন করিতে হইলে গ্রন্থ বিস্তার হইয়া যায় ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভু দ্বাদশ বৎসর ক্ষণে ক্ষণে যে যে লীলা করিয়াছেন, গ্রন্থ অতিশয় বাহুল্য হয়, এই ভয়ে তাহা লিখিলাম না। পূর্ব্বে যে দিগদর্শন দেখাইয়াছি, সেইরূপে বিকার ও প্রলাপ বর্ণন জানিতে হইবে। অনন্তদেব যদি সহস্রবদনে বর্ণন করেন তথাপি তিনি মহাপ্রভুর এক দিনের

বদনে যদি কহয়ে অনন্ত। এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥ কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ। এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥ ৬॥ ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণ চমৎকার। কৃষ্ণ যাঁর অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার॥ ভক্তপ্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার। যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥ কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে। ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥ কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেমা ভক্তেরে নাচাই। আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঞি॥ ৭॥ প্রেমের বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন। চান্দ ধরিতে চাহে যৈছে হইয়া বামন॥ বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক কণ। কৃষ্ণপ্রেমার কণ তৈছে জীবের স্পর্শন॥ ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত। জীব ছার কাঁহা তার

লীলার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না। আর গণেশ যদি কোটিযুগ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর লীলা লিখেন তথাপি তিনি এক দিনের লীলার শেষ করিতে পারেন না॥ ৬॥

ভক্তের প্রেমবিকার দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চমৎকার বোধ হয়, তিনি যাঁর অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, জীব কোন্ ছার, তাঁহার অন্ত প্রাপ্ত হইবে। ভক্তপ্রেমের যে দশা ও যে প্রকার গতি হয়, ভক্তের যত দুঃখ, যত সুখ এবং যত বিকার, শ্রীকৃষ্ণও তাহা সম্যক্ জানিতে পারেন না, এ জন্য তিনি তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। প্রেম কৃষ্ণকে নাচাইয়া, ভক্তকে নাচাইয়া এবং আপনাকে নাচাইয়া শেষে তিন জনে এক স্থানে নাচিয়া থাকেন॥ ৭॥

প্রেমের বিকার যে জন বর্ণন করিতে ইচ্ছা করে, তাহার বামনের চন্দ্র ধরার ন্যায় হয়। বায়ু যেমন সমুদ্রজলের এক কণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেমের কণমাত্র জীবের স্পর্শ হয়। ক্ষণে ক্ষণে প্রেমে অসংখ্য তরঙ্গ উঠিয়া থাকে, ছার জীব কোথায় তাহার অন্ত প্রাপ্ত

পাইবেক অন্ত ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ ॥ ৮ ॥ জীব হইয়া করে যেই তাহার বর্ণন। আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ ॥ এই মত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা। শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ॥

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৩। ২৩। অথ জলকেলিমাহ তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সংমর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অতএব তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ গন্ধর্ব্বপা গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তো যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ কৃষ্ণ স্বতঃ স শ্রীকৃষ্ণো বা উদকমাবিশৎ ভিন্নসেতুর্বিদারিতবপ্রঃ স্বয়ঞ্চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ ॥ তোষণ্যাং। তাভিরিতি। শ্রমস্তাসামপোহিতুমপনেতুং। তাদৃশপ্রেমময়মধুরনর্ম্মলীলাবিষ্টত্বাদায়নশ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গসঙ্গেত্যানেন

হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা আস্বাদন করেন, তাহা কেবল স্বরূপাদিগণমাত্র অবগত আছেন ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি জীব হইয়া তাহার বর্ণন করে, সে কেবল আপনাকে পবিত্র করিতে তাহার এক কণ স্পর্শ করিয়া থাকে। মহাপ্রভু এই মত রাসের সকল শ্লোক পাঠ করিলেন, অবশেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

অতএব এইরূপে তিনি জলে অবগাহন করিলে গোপীদের অঙ্গসঙ্গে সম্মর্দ্দিতা যে মালা, যাহা তাঁহাদের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল,

গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ

শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে। আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে ॥ চন্দ্রকান্তি উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল। ঝলমল করে যেন যমুনার জল ॥ ১১ ॥ যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা। অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ পড়িতে হইল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে। কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ তরঙ্গে বহিয়া বুলে যেন শুষ্ককাষ্ঠ।

পদ্মিনীস্ত্রীবর্গপূজ্যপাদানাং তাসামঙ্গতঃ স্বাভাবিকামোদসৌরভাতিশয়োহভিপ্রেতঃ। কিঞ্চ, স্বকুচেতি। স্বশব্দোহত্রাসাধারণার্থঃ। অতএবানুদ্রুতঃ। স্রক্ কৌশী জ্ঞেয়া পরমতত্ত্বস্বেন কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতত্বসম্পত্তেঃ। এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপনসামগ্রী চ দর্শিতা বাঃ যামুনং আবিবেশ আসক্ত্যা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তো গজেন্দ্রসা বহ্বীভিঃ গজীভিঃ সহ জলবিহারশক্ত্যাদানুসারেণ। অন্যৈস্তুঃ। যথা। গন্ধর্বপা গায়নশ্রেষ্ঠাঃ গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেহপিচেতি বিশ্বঃ। তে চ তে অলয়শ্চ তৈঃ। ইতি জলক্রীড়াযোগ্যমুক্তমগীতমুক্তং। তাসাং শ্রমমর্পনেতুঃ। ন কেবলং তাসামেব অসাপীত্যাহ শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেঽপি শ্রান্তে হেতুঃ। ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলাকৃত্য ইত্যর্থঃ। স কুচেতি স্বামিসম্মতঃ পাঠঃ। স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাং শ্বেতাস্যাব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ১০ ॥

তত্রস্থ গন্ধর্ব্বপতিতুল্য সুগায়ক ভ্রমরনিকরও তাঁহার অনুগামী হইল ॥ ১০

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমণ করিতে করিতে আইটোটা অর্থাৎ আই নামক উদ্যান হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। চন্দ্রজ্যোৎস্না পতিত হওয়াতে উচ্ছলিত তরঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া যেমন যমুনার জল ঝলমল করে তদ্রূপ ॥ ১১ ॥

মহাপ্রভু যমুনাভ্রমে ধাবমান হইয়া অলক্ষিতে গিয়া সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মূর্চ্ছা হইল, কিছুই জানিতে পারেন নাই। তরঙ্গ সকল তাঁহাকে কখন ডুবায় এবং কখন ভাসাইতে লাগিল,

কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥ কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়। কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়। যমুনাতে জল-কেলি গোপীগণ সঙ্গে। কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥১২॥ ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিঞা। কাঁহা প্রভু গেলা কহে চমকিত হৈঞা॥ মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা। প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥ ১৩॥ জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা। অন্যোদ্যানে কভু কিবা উন্মাদে পড়িলা॥ গুণ্ডিচামন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেরে। চটকপর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে॥ এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া। সমুদ্রের তীরে আইলা কথ জন লঞা॥ চাহিয়া বেড়াইতে

শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছেন, চৈতন্যদেবের নাট্ কে বুঝিতে সমর্থ হইবে! তরঙ্গ সকল মহাপ্রভুকে কোণার্কের দিকে লইয়া গিয়া কখন ডুবাইয়া রাখে এবং কখন বা ভাসাইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে যমুনায় জলকেলি করিতেছেন, মহাপ্রভু সেই সঙ্গে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন॥ ১২॥

এস্থানে স্বরূপাদিগণ মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া চমৎকৃত হওত মহাপ্রভু কোথায় গেলেন, এই কথা কহিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু মনো-বেগে গমন করিয়াছেন, কেহ দেখিতে পান নাই, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া এই বলিয়া সংশয় করিতে লাগিলেন॥ ১৩॥

মহাপ্রভু কি জগন্নাথ দেখিতে দেবালয়ে গমন করিলেন। অথবা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া অন্য কোন উদ্যানে পতিত হইলেন। কিম্বা গুণ্ডিচা-মন্দিরে অথবা নরেন্দ্রসরোবরে গমন করিলেন। কিম্বা চটকপর্ব্বতে অথবা কোণার্কে গমন করিলেন। এই বলিয়া সকলে প্রভুর পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কতিপয় লোক সঙ্গে সমুদ্রতীরে আগমন করিলেন।

ঐছে শেষ রাত্রি হৈল। অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥ প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ। অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥ ১৪॥

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে ৪ পরিচ্ছেদে
শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং॥

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি॥ ১৫॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা। চিরাইপর্ব্বত দিকে কথ জন গেলা॥ পূর্ব্বদিশা চলে স্বরূপ লঞা কথ জন। সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু অন্বেষণ॥ বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন। তবু প্রেমে বুলে করে প্রভু অন্বেষণ॥ ১৬॥ দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল

অনিষ্টাশঙ্কীনীত্যাদি॥ ১৫॥

ঐরূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি শেষ হইল, তখন মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন বলিয়া সকলের নিশ্চয় হইল। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদে কাহারও দেহে প্রাণ থাকিতেছে না, অনিষ্ট আশঙ্কা ভিন্ন কাহারও মনে অন্য ভাবনা নাই॥ ১৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকের ৪ পরিচ্ছেদে
শকুন্তলার প্রতি প্রিয়ম্বদার বাক্য যথা—

বন্ধুগণের হৃদয় অনিষ্টকেই আশঙ্কা করিয়া থাকে॥ ১৫॥

অনন্তর সমুদ্রের তীরে আসিয়া যুক্তি করতঃ কতিপয় ব্যক্তি চিরাই পর্ব্বতের দিকে গমন করিলেন। স্বরূপগোস্বামী কতিপয় জনসঙ্গে লইয়া পূর্ব্বদিকে চলিলেন, সমুদ্রের তীরে ও জলে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যদিচ সকলে বিষাদে বিহ্বল হইলেন, কাহারও চেতনমাত্র নাই তথাপি প্রেমে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

করি। হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি॥ জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার। স্বরূপগোসাঞি তারে পুছিল সমাচার॥ কহ জালিক এ দিকে দেখিলে এক জন। তোমার এ দশা কেন কহ ত কারণ॥১৭॥ জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল। জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥ বড় মৎস্য বলি মুঞি উঠাইনু যতনে। মৃতক দেখিয়া মোর ত্রাস হৈল মনে॥ জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥ ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল। গদগদ বাণী রোম উঠিল সকল॥১৮॥ কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়। দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥ শরীর দীঘল তার হাত

এই কালে দেখিলেন, এক জালিয়া স্কন্ধে জাল করিয়া আসিতেছে, সে হাসে, কান্দে ও নাচে, গায় এবং হরি হরি বলিতেছে। জালিয়ার চেষ্টা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। তখন স্বরূপগোস্বামী তাহাকে সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, জালিয়া! বল দেখি, এ দিকে কি এক জনকে দেখিয়াছ? তোমার এ দশা কেন হইল, তাহার কারণ বল?॥ ১৭॥

জালিয়া কহিল, এ স্থানে এক জন মনুষ্য দেখি নাই, জাল বাহিতে বাহিতে একটা মৃত আমার জালে আসিল। আমি বড় মৎস্য মনে করিয়া যত্নসহকারে তাহাকে উঠাইলাম, মৃত দেখিয়া আমার মনে ত্রাস জন্মিল, জাল খসাইতে তাহার অঙ্গ স্পর্শ হইয়াছিল। স্পর্শমাত্র সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আমার ভয়ে কম্প হইল, নেত্রে জলধারা বহিতেছে, বাক্য গদগদ হইয়াছে, রোম সকল অঙ্গে উঠিতেছে॥ ১৮॥

সে কি ব্রহ্মদৈত্য অথবা ভূত, কিছু বলা যায় না, দেখিবামাত্র সে

পাঁচ সাত। এক এক হস্ত পাদ তার তিন তিন হাত॥ অস্থিসন্ধি ছাড়ি চর্ম্ম করে নড়বড়ে। তাহা দেখি প্রাণ কারো নাহি রহে ধড়ে॥ ১৯॥ মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন। কভু গোঁ গোঁ করে কভু হয় অচেতন॥ সাক্ষাৎ দেখিনু মোরে পাইল সেই ভূত। মুঞি মরিলে মোর কৈছে জীবেক স্ত্রী পুত॥ সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়। ওঝা ঠাঞি যাই যদি সে ভূত ছাড়ায়॥ ২০॥ একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারি যে নির্জ্জনে। ভূত প্রেত না লাগে আমায় নৃসিংহ স্মরণে॥ এ ভূত নৃসিংহ-নামে লাগয়ে দ্বিগুণে। তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে॥ হোথা

মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই মৃতের শরীর পাঁচ সাত-হাত দীর্ঘ এবং তাহার এক এক হস্ত ও পাদ তিন তিন হাত হইবে। অস্থিসন্ধি ছাড়িয়া চর্ম্ম নড়বড় অর্থাৎ ঝুলিতেছে, তাহা দেখিয়া কাহারও দেহে প্রাণ থাকে না॥ ১৯॥

সে মড়ার রূপ ধরিয়া আছে, তাহার নয়ন উত্তান, সে গোঁ গোঁ করিতেছে এবং কখন বা অচেতন হইতেছে। সাক্ষাৎ দেখিলাম, আমাকে সেই ভূত পাইয়াছে, আমি মরিয়া গেলে আমার স্ত্রী পুত্র কিরূপে জীবিত থাকিবে। সেই ভূতের কথা বলিতে পারা যায় না, ওঝার (ভূতচিকিৎসকের) নিকট যাইতেছি, সে যদি ভূত ছাড়াইয়া দেয়, তবে ভাল হইবে॥ ২০॥

আমি নির্জ্জন বলিয়া রাত্রে একাকী মৎস্য মারিয়া থাকি, নৃসিংহনাম স্মরণে আমাকে ভূত প্রেত লাগে না, কিন্তু এই ভূত নৃসিংহনামে দ্বিগুণ করিয়া লাগিতেছে, এই ভূতের আকার দেখিয়া মনে ভয় হইতেছে। তোমরা সকলে সে স্থানে যাইও না, তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি,

কারে না যাইহ নিষেধি তোমারে। তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥ ২১ ॥ এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি। জালিয়াকে কহে কিছু সুমধুর বাণী ॥ আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে। মন্ত্র পড়ি হস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥ তিন চাপড় মারি বলে ভূত পলাইল। ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল ॥ একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির। ভয়-অংশ গেল সেই কিছু হৈল ধীর ॥ ২২ ॥ স্বরূপ কহে তুমি যারে কর ভূত জ্ঞান। ভূত নহে তিঁহ কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ প্রেমাবেশে পড়িলা তিঁহ সমুদ্রের জলে। তাঁহারেই তুমি উঠাঞাছ নিজ-জালে ॥ তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়। ভূত-জ্ঞানে তোমার মনে হৈল মহাভয় ॥ এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে। কাঁহা তাঁরে

সেই স্থানে গেলে তোমাদের সকলকে সেই ভূত লাগিবে ॥ ২১ ॥

এই কথা শুনিয়া স্বরূপগোস্বামী সমুদায় তত্ত্ব জানিতে পারিলেন এবং জালিয়াকে মধুর-স্বরে কহিলেন। অহে জালিয়া! আমি বড় ওঝা, ভূত ছাড়াইতে জানি। এই বলিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহার মস্তকে হস্ত দিলেন এবং তিন চাপড় মারিয়া কহিলেন, ভূত পলাইল, আর ভয় পাইও না। এই বলিয়া তাহাকে সুস্থির করিলেন, একে প্রেম, তাহাতে আবার দ্বিগুণ ভয়ে ঐ জালিয়া অস্থির ছিল, ভয়-অংশ যাওয়াতে সে কিছু স্থির হইল ॥ ২২ ॥

তখন স্বরূপগোস্বামী তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহাকে ভূত-জ্ঞান করিতেছ, সে ভূত নহে, তিনি কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্। তিনি প্রেমাবেশে সমুদ্রের জলে পড়িয়াছেন, তাঁহাকেই তুমি নিজ-জালে উঠাইয়াছ, তাঁহার স্পর্শে তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়াছে। ভূত-জ্ঞানে তোমার মনে মহাভয় হইল, এখন ভয় গিয়াছে, তোমার মন স্থির হইল। কোন্

উঠাঞাছ দেখাও আমারে ॥ ২৩ ॥ জালিয়া কহে প্রভুকে মুঞি দেখি-য়াছি বার বার। তিঁহ নহে এই অতি বিকৃত আকার ॥ স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার। অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার ॥ ২৪ ॥ শুনি সে জালিয়া আনন্দিত মন হৈল। সবা লঞা সেই স্থানে প্রভু দেখাইল ॥ ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায়। জলে শ্বেততনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়। দূর পথ উঠাই ঘরে আনন না যায় ॥ ২৫ ॥ আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইঞা। বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িঞা ॥ সবে মেলি উচ্চ করি করে সঙ্কীর্ত্তনে। উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে ॥ ২৬ ॥ কতক্ষণে প্রভুর কাণে

স্থানে তাঁহাকে উঠাইয়াছ, আমাকে দেখাও গা ॥ ২৩ ॥

জালিয়া বলিল, আমি প্রভুকে বারম্বার দেখিয়াছি, তিনি তাহা নহেন, এই ভূত অতি বিকৃত আকার। স্বরূপ কহিলেন, তাঁহার প্রেমের বিকার হইয়াছে, অস্থিসন্ধি ছাড়াতে তিনি অতি দীর্ঘকায় হইয়াছেন ॥ ২৪

এই কথা শুনিয়া জালিয়ার মন আনন্দিত হইল, সে সকলকে লইয়া সেই স্থানে মহাপ্রভুকে দেখাইয়া দিল। তখন মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িয়া আছেন, তাঁহার শরীর অতি দীর্ঘ, জলে শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, অঙ্গে বালুকা সকল লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতি দীর্ঘ শরীর, শিথিল হওয়াতে তাহাতে চর্ম্ম সকল ঝুলিতেছে, দূর পথ হইতে তাঁহাকে উঠাইয়া গৃহে আনিতে পারা যাইতেছে না ॥ ২৫ ॥

আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন এবং শ্রীঅঙ্গের বালুকা ঝাড়িয়া বহির্ব্বাস পাতিয়া শোয়াইয়া রাখিলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া উচ্চ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করতঃ মহাপ্রভুর কর্ণে উচ্চ করিয়া কৃষ্ণনাম বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

শব্দ প্রবেশিলা। হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিলা॥ উঠিতেই অস্থি-সন্ধি লাগিল নিজ-স্থানে। অর্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥ ২৭॥ তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল। অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥ অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য-জ্ঞান। সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্যে নাম॥ অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপবচন। আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণ॥ ২৮॥ কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন। দেখি জল-ক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি। যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥ তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে। এক সখী দেখায় মোরে সেই সব রঙ্গে॥

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুর কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল, তখন তিনি হুঙ্কার করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উঠিবামাত্রই তাঁহার অস্থিসন্ধি সকল নিজ স্থানে সংলগ্ন হইল, অর্দ্ধবাহ্য হওয়াতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

মহাপ্রভু সর্ব্বদা তিন দশায় অর্থাৎ অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা ও অর্দ্ধবাহ্য দশায় অবস্থিত থাকেন, অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর এবং কিছু বাহ্য-জ্ঞান হইলে ভক্তগণ ঐ দশাকে অর্দ্ধবাহ্য নামে কহিয়া থাকেন। অর্দ্ধবাহ্যে মহাপ্রভু প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করেন। মহাপ্রভু আকাশে কহেন, ভক্ত-গণ শ্রবণ করেন॥ ২৮॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি যমুনা দেখিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, দেখিলাম ব্রজেন্দ্রনন্দন জলক্রীড়া করিতেছেন, তিনি শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া মহারঙ্গে কেলি করিতেছেন। আমি তীরে থাকিয়া সখীগণ সঙ্গে দেখিতেছিলাম, এক জন সখী আমাকে সেই সকল রঙ্গ দেখাইতেছিলেন॥ ২৯॥

যথারাগঃ ॥

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে, সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান। কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন, জলকেলি রচিল সুঠাম ॥ ১ ॥ সখি হে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গে। কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর পুষ্কর, গোপীগণ-করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ আরম্ভিল জলকেলি, অন্যো হন্যে জল ফেলাফেলি, হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার। কভু জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়, জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ২ ॥ বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন, ঘন বর্ষে তড়িত উপরে। সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকগণ, সে অমৃত সুখে পান করে ॥ ৩ ॥ প্রথম যুদ্ধ জলাজলি, তবে

যথারাগ ॥

পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার সেবাপরা সখীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্ম এবং শুক্ল বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কান্তাগণ লইয়া জলে অবগাহন করতঃ সুন্দররূপে জলকেলি রচনা করিলেন ॥ ১ ॥

হে সখি! কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গ দেখ। শ্রীকৃষ্ণ মত্ত হস্তিতুল্য, তাঁহার হস্ত শুণ্ডস্বরূপ, তিনি গোপীগণরূপ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥

জলকেলি আরম্ভ করিলেন, অন্য অন্য জল ফেলাফেলি করিতে করিতে হুড়াহুড়ি করিয়া জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কখন জয়, কখন পরাজয়, ইহার নিশ্চয় নাই, জলযুদ্ধ অসীমরূপে বাড়িয়া উঠিল॥২

গোপীরূপ স্থিরবিদ্যুৎ সকল শ্যাম নবঘন অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ নবজলধরকে সেচন করিতেছেন এবং কৃষ্ণরূপ নবজলধরও গোপীরূপ বিদ্যুৎগণকে বর্ষণ করিতেছেন। সখীগণের নয়ন তৃষিত চাতকের ন্যায় সুখে সেই অমৃতকে পান করিতেছে ॥ ৩ ॥

তাঁহাদিগের জলাজলি অর্থাৎ জলবাদ্য জলধারা প্রথমযুদ্ধ, তাহার পর

যুদ্ধ করাকরি, তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি। তবে যুদ্ধ রদারদি, তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে যুদ্ধ হৈল নখানখি ॥ ৪ ॥ সহস্র-কর জলসেকে, সহস্র-নেত্রে গোপী দেখে, সহস্রপাদ নিকট গমনে। সহস্র-মুখে চুম্বনে, সহস্র-বপু সঙ্গমে, গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে, ছাড়ি দিল যাঁহা অগাধ পানি। তিহঁ কৃষ্ণকণ্ঠধরি, ভাসে জলের উপরি, গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৬ ॥ যত গোপ-সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি, সবার বস্ত্র করিল হরণ। যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল, সুখে কৃষ্ণ করে দরশন ॥ ৭ ॥ পদ্মিনীলতা সখীচয়,

---

হস্তাহস্তি অর্থাৎ হস্তদ্বারা হস্তদ্বারা যুদ্ধ, তাহার পর মুখামুখি অর্থাৎ মুখে মুখে যুদ্ধ। তদনন্তর রদারদি অর্থাৎ দন্তদ্বারা দন্তদ্বারা যুদ্ধ, তাহার পর হৃদয়ে হৃদয়ে এবং তাহার পর নখানখি অর্থাৎ নখে নখে যুদ্ধ হইল ॥৪॥

ঐ সময়ে সহস্র হস্তে জলসেচন অর্থাৎ সকল গোপীগণই এককালে সহস্র হস্তে জলসেচন করিতেছেন। গোপীগণ সহস্রনেত্রে দেখিতে-ছেন, সহস্রপদে গমন করিতেছেন, সহস্রমুখে চুম্বন, সহস্র শরীরে সঙ্গম এবং সহস্র কর্ণে গোপীগণ নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস শুনিতেছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে লইয়া কণ্ঠপরিমিত জলে গমন করত যে স্থানে অগাধ জল আছে, সেইস্থানে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধরিয়া যেমন গজোৎখাতে কমলিনী ভাসে, তাহার ন্যায় তিনি ভাসিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

যত গোপসুন্দরী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ততরূপ ধারণ করিয়া সকলের বস্ত্র হরণ করিলেন। যমুনার নির্ম্মল জল, তাহাতে অঙ্গ সকল ঝলমল করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ সুখে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

কৈল কায়ো সহায়, তার হস্তে পত্র সমর্পিল। কেহ মুক্তকেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস, স্বহস্তে কেহ কাঁচলি করিল ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণ-কলহ রাধা সনে, গোপীগণ সেই ক্ষণে, হেমাব্জবন গেলা লুকাইতে ॥ আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে, পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে ॥৯ হেথা কৃষ্ণ রাধা সনে, কৈল যে আছিল মনে, গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা। তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিঞা কার্য্যের স্থিতি, সখীমধ্যে

ঐ সময়ে পদ্মিনীলতারূপ সখীগণ গোপীদিগের সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে পত্র সমর্পণ করিল অর্থাৎ গোপীগণ পদ্মপত্রদ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ আবরণ করিলেন। কোন গোপী আপনার আলুলায়িত কেশ-কলাপ অগ্রদিকে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা অধোদিকের বস্ত্র কল্পনা করিলেন অর্থাৎ সম্মুখে মস্তক নত করিয়া কেশদ্বারা গুহ্যাঙ্গের আবরণ করিলেন। কেহ বা হস্তদ্বারা কাঁচলি করিলেন অর্থাৎ হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

যখন শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কলহ উপস্থিত হইল, সেই সময়ে গোপীগণ স্বর্ণবর্ণ পদ্মবনে লুকাইতে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের শরীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইল, কেবলমাত্র মুখ ভাসিতেছে, পদ্ম ও মুখে চিনিতে পারা যাইতেছে না ॥ ৯ ॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত নির্জ্জন বিহারাদি যাহা মনে ছিল তাহা করিলেন। গোপীগণ উহাঁদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন, তৎকালে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি শ্রীরাধা কার্য্যের অবস্থা বুঝিয়া সখীগণের মধ্যে আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ১০ ॥

আসিয়া মিলিলা ॥ ১০ ॥ যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে, আসি আসি করয়ে মিলন। নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে, কৌতুক দেখে তীরে সখীগণ ॥১১॥ চক্রবাকমণ্ডল, পৃথক পৃথক্ যুগল, জল হৈতে করিল উদগম। উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল, চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ১২ ॥ উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল, পদ্মগণে করে নিবারণ। পদ্ম চাহে লুটিয়া লৈতে, উৎপল চাহে রাখিতে, চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ ॥ ১৩ ॥ পদ্মোৎপল অচেতন,

---

জলে যত গোপীরূপ স্বর্ণপদ্ম ভাসিতেছিল, নীলপদ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ তত মূর্ত্তি হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। নীলাব্জ ও হেমাব্জেতে পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া প্রত্যেকে যুদ্ধ হইতে লাগিল, সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া কৌতুক দর্শন করিতেছেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর চক্রবাক (স্তন) সকল পৃথক্ পৃথক্ দুইটী দুইটী অর্থাৎ যুগলভাবে জল হইতে উত্থিত হইলেন। তৎপরে পদ্ম সকল অর্থাৎ কৃষ্ণহস্ত পৃথক্ পৃথক্ দুইটী দুইটী করিয়া উত্থিত হইয়া চক্রবাকরূপী স্তনযুগলের দুই দিকে গিয়া আচ্ছাদন করিল ॥ ১২ ॥

তদনন্তর বহু বহু রক্তোৎপল (গোপীহস্ত) পৃথক্ পৃথক্ যুগলভাবে উঠিয়া পদ্মগণকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত সকলকে নিবারণ করিতে লাগিল, পদ্মের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হস্তের ইচ্ছা লুট করিয়া লই, কিন্তু উৎপল অর্থাৎ গোপীহস্ত তাহা রক্ষা করিতে চাহিতেছে, চক্রবাক (স্তন) নিমিত্ত দুইয়ের অর্থাৎ কৃষ্ণহস্ত ও গোপীহস্তে রণ হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

পদ্মোৎপল অচেতন দ্রব্য, সে সচেতন বস্তু চক্রবাককে আস্বাদন

চক্রবাক্ পদ্ম আস্বাদয়। ইহা দোঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি, কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥ ১৪ ॥ মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে(পদ্ম)লুঠে আসি, কৃষ্ণরাজ্যে ঐছে ব্যবহার। অপরিচিত শত্রু মিত্র, রাখে উৎপল বড় চিত্র, এ বড় বিরোধা-অলঙ্কার ॥ ১৫ ॥ * অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ, করি কৃষ্ণ প্রকট দেখা-

---

করিতে লাগিল, যেহেতু কৃষ্ণহস্তকে অতিশয়োক্তিতে পদ্মোৎপল বলা হইয়াছে, এবং গোপীস্তনকে চক্রবাক্ পক্ষী বলা হইয়াছে, অতএব কবিরাজগোস্বামী বর্ণন করিতেছেন। এই পদ্মোৎপল ও চক্রবাকের উল্টারূপে অবস্থিতি, যেহেতু তাহাদের বিপরীত ধর্ম্ম হইল অর্থাৎ চক্রবাকেই পদ্মকে আস্বাদন করে। এখানে চক্রবাক্‌কে পদ্মে আস্বাদন করিতে লাগিল, এইরূপ বিচার কৃষ্ণরাজ্যে হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মিত্রের মিত্র অর্থাৎ সূর্য্যবন্ধু পদ্ম, সে চক্রবাকের সহবাসী হইয়া আগমন করতঃ চক্রবাক্‌কে লুঠ করিতে লাগিল, কৃষ্ণরাজ্যে এইরূপ ব্যবহার হয়। অপরিচিত শত্রু অর্থাৎ উৎপল (কুমুদ) রাত্রে প্রফুল্ল হয় বলিয়া চক্রবাকের সহিত অপরিচিত শত্রু গোপীগণের হস্তরূপ রক্তোৎপল সে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া স্তনরূপ চক্রবাক্‌কে রক্ষা করিল অর্থাৎ শত্রু হইয়া মিত্র হওয়া বড় আশ্চর্য্য। এ স্থানে ইহা অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস অলঙ্কার হয় ॥ ১৫ ॥

অতিশয়োক্তি ও বিরোধাভাস এই দুইটী অলঙ্কারকে শ্রীকৃষ্ণ

---

* অথ অতিশয়োক্তিঃ।

সাহিত্যদর্পণে ১০ পরিচ্ছেদে।

সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।

অস্যার্থঃ। অধ্যবসায়ের অর্থাৎ উপমানের উক্তিতে উপমেয়ের সহিত অভেদ জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলা যায়।

ইল। যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন, নেত্রে কর্ণযুগ যুড়া-ইল ॥ ১৬ ॥ ঐছে চিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি, সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ। গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন, সেবা করে তীরে সখীজন ॥ ১৭ ॥ পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান, রত্নমন্দির কৈল আগমন। বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধপুষ্প অলঙ্কার, বন্যবেশ করিল

প্রকাশ করিয়া প্রকটরূপে দেখাইয়াছিলেন। যাহা আস্বাদন করিয়া আমার মন আনন্দিত ও নেত্র কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া সমস্ত কান্তাগণকে সঙ্গে করতঃ তীরে আগমন করিলেন। ঐ সময়ে সেবাপরা সখীগণ গন্ধতৈল মর্দ্দন ও আমলকী প্রভৃতি উদ্বর্ত্তনদ্বারা তীরে সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্নান ও শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া রত্নমন্দিরে আগমন করিলেন এবং বৃন্দাদেবীকৃত গন্ধপুষ্প, অলঙ্কার ও বন্যবেশসমূহে বিভূষিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

ভেদেঽপ্যভেদঃ সম্বন্ধেঽসম্বন্ধস্তদ্বিপর্যয়ৌ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাব্যত্যয়ঃ কার্য্যহেত্বোঃ সা পঞ্চধা ততঃ ॥

অস্যার্থঃ। সেই অতিশয়োক্তি পাঁচ প্রকার, যথা—প্রথমভেদে অভেদ বর্ণন, দ্বিতীয় সম্বন্ধে অসম্বন্ধ বর্ণন, তৃতীয় অভেদে ভেদ বর্ণন ও অসম্বন্ধে সম্বন্ধ বর্ণন, চতুর্থ কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয় এবং পঞ্চম হেতুর পৌর্ব্বাপর্য্যব্যত্যয় ॥

অথ বিরোধাভাসঃ।
সাহিত্যদর্পণে ১০ পরিচ্ছেদে ॥

জাতিশ্চতুর্ভির্জাত্যাদ্যৈর্গুণো গুণাদিভিস্ত্রিভিঃ।
ক্রিয়া ক্রিয়া দ্রব্যাভ্যাং যদ্দ্রব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ।
বিরুদ্ধমিব ভাসেত বিরোধোঽসৌ দশাকৃতিঃ ॥

অস্যার্থঃ। জাতি গুণক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি জাতিবিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তবে বিরোধাভাস হয় এবং গুণক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি গুণবিরুদ্ধ তুল্য হয় তাহাকেও বিরোধাভাস বলা যায়। ক্রিয়া বা দ্রব্যদ্বারা যদি দ্রব্যবিরুদ্ধ তুল্য বুঝায়, তাহাও বিরোধাভাস এবং দ্রব্যদ্বারা যদি দ্রব্যবিরুদ্ধ তুল্য হয়, তাহাও বিরোধাভাস। এইরূপে দশ প্রকার বিরোধাভাস হইয়া থাকে ॥

রচন ॥ ১৮ ॥ বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা, বারমাস ধরে ফুল ফল। বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন, ফল পাড়ি আনিল সকল ॥ ১৯ ॥ উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি, রত্নমন্দির পিণ্ডার উপরে। ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে শারি শারি আগে আসন বসিবার তরে ॥ ২০ ॥ এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা জাতি, কলা কোলি বিবিধ প্রকার। পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা, দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥ ২১ ॥ খরমুজা খিরণী তাল, কেশরি পানিফল মৃণাল, বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত। কোন্ দেশে কারো খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি, সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥২২॥ গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি, সরপূপী অমৃত পদ্মচিনি।

বৃন্দাবনের যত তরুলতা, তাহাদের কথা অতি অদ্ভুত, সেই সমুদায়ে বারমাস ফুল ফল ধরিয়া থাকে। বৃন্দাবনের দেবীগণ ও যত দাসিকা সকল তাঁহারা ফুল ফল সকল পাড়িয়া লইয়া আসিলেন ॥ ১৯ ॥

তৎপরে তাঁহারা তৎসমুদায় উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া থালি পূর্ণ করতঃ রত্নমন্দিরের পিঁড়ার উপরে ভোজনের ক্রমপূর্ব্বক শারি শারি ধরিয়া রাখিয়া বসিবার জন্য তাঁহার অগ্রে আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন ॥ ২০ ॥

এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা প্রকার, তথা কলা ও কোলিফল বিবিধ প্রকার, আর পনস, খর্জ্জুর এবং কমলা, নারঙ্গ, জাম ও সমতারা, দ্রাক্ষা এবং বাদাম যত প্রকার মেওয়া হয় তৎসমুদায় ॥২১॥

অপর খরমুজা, খিরণী, তাল ও কেশরি, পানিফল, মৃণাল এবং বিল্ব পীলু ও দাড়িম্বাদি যত প্রকার। এই সকল ফল কোন্ দেশে কাহার নাম আছে, বৃন্দাবনে তৎসমুদায় পাওয়া যায়, সেই সকল ফল সহস্র সহস্র জাতি তাহা আর কত লিখিব ॥ ২২ ॥

খণ্ড ক্ষীরসারবৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য, রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ ২৩ ॥ ভক্ষ্য পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী, বসি কৈল বন্য-ভোজন। সঙ্গে লইয়া সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন, দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ ২৪ ॥ কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন, কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ। রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা, দেখি আমা'র সুখী হৈল মন ॥ ২৫ ॥ হেনকালে মোরে ধরি, মহাকোলাহল করি, তুমি সব ইহা লঞা আইলা। কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ, সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥ ২৬ ॥

অপিচ গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি ও কর্পূরকেলি, সরপুপী, অমৃত এবং পদ্মচিনি, খণ্ড ও ক্ষীরসারবৃক্ষ, এই সকল ভক্ষ্যদ্রব্য গৃহে প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণের নিমিত্ত আনয়ন করিলেন ॥ ২৩ ॥

এই সকল ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিপাটী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহাসুখী হওত বসিয়া বন্যভোজন করিলেন। তদনন্তর শ্রীরাধা সখীগণকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিলেন, তৎপরে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে গিয়া কুঞ্জমন্দিরে শয়ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনন্তর কোন সখী গিয়া ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন এবং কেহ তাম্বুল সেবন করাইতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ নিদ্রা গেলে সখীগণ শয়ন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার মন অতিশয় সুখী হইল ॥ ২৫ ॥

এই সময়ে তোমরা সকল আমাকে ধরিয়া মহাকোলাহল করতঃ তুমি এ স্থানে লইয়া আসিলে। কোথায় যমুনা, কোথায় বা বৃন্দাবন এবং কোথায় বা কৃষ্ণ ও গোপীগণ, তোমরা সকল আমার সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা ॥ ২৬ ॥

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল। স্বরূপগোসাঞি দেখি তাহারে পুছিল॥ ইহা কেনে তোমরা সব আমা লঞা আইলা। স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥ যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা। সমুদ্রে ভাসিয়া তুমি এত দূর আইলা॥ ৩০॥ এই জালিয়া জালে করি তোমা উঠাইল। তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈল॥ সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমা অন্বেষিয়া। জালিয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া॥ তুমি মূর্চ্ছাচ্ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া। তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া॥ কৃষ্ণনাম লইতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল। তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহাও শুনিল॥ ৩১॥ প্রভু কহে স্বপ্ন দেখি গেলাম বৃন্দাবনে। দেখি কৃষ্ণ রাস করে গোপীগণ সনে॥ জলক্রীড়া করি কৈল

এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর সর্ব্বতোভাবে বাহ্যদশা হইল, স্বরূপ-গোস্বামিকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সকল আমাকে কেন এ স্থানে লইয়া আসিলেন, তখন স্বরূপগোস্বামী কহিতে লাগিলেন॥ ৩০॥

প্রভো! আপনি যমুনা-ভ্রমে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন, সমুদ্রে ভাসিয়া এত দূর আসিয়াছেন। এই জালিয়া জালে করিয়া আপনাকে উঠাইয়াছে, আপনার স্পর্শে এই জালিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। আমরা সকল আপনাকে সমস্ত রাত্রি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, জালিয়ার মুখে শুনিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আপনি মূর্চ্ছাচ্ছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখিতেছিলেন, আপনার মূর্চ্ছা দেখিয়া আমরা সকল মনে ব্যথিত হইয়াছি। কৃষ্ণনাম লওয়াতে আপনার অর্দ্ধবাহ্য হইয়াছিল, তাহাতে যাহা প্রলাপ করিলেন, তাহাও শ্রবণ করিলাম॥ ৩১॥

অনন্তর মহাপ্রভু কহিলেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়া বৃন্দাবনে গিয়া-ছিলাম। দেখিলাম, শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপীগণ সঙ্গে রাসক্রীড়া করিতে-

বন্যভোজন। দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মন॥ ৩২॥ তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইঞা। প্রভু লয়া ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥ এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন। ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥ ৩৩॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩৪॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নামাষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

॥ • ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ • ॥

ছেন। তৎপরে জলক্রীড়া করিয়া বন্যভোজন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি যেন প্রলাপ করিলাম, আমার মনে এইরূপ লইতেছে॥ ৩২॥

তখন স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া আনন্দচিত্তে গৃহে আগমন করিলেন। মহাপ্রভুর সমুদ্রপতন এই বর্ণন করিলাম, ইহা যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তাঁহার চৈতন্যচরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয়॥ ৩৩॥

শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছেন॥ ৩৪॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে সমুদ্রপতন নাম অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

—— ·:·:· ——

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং।
প্রলপ্য মুখসঙ্ঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ॥ ১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥ এইমত মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে। উন্মাদে বিলাপ করেন রাত্রি দিবসে॥ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ। যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥ প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে। বিচ্ছেদে দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥ ৩॥ নদীয়া চলহ মাতারে কহিও নমস্কার। মোর নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥ কহিও মাতারে তুমি করহ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যমিত্যাদি॥ ১॥

যিনি প্রলাপপূর্ব্বক মধূদ্যানে মুখসঙ্ঘর্ষণ করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

এইরূপে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে রাত্র দিবা বিলাপ করিয়া থাকেন। জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়, যাঁহার চরিত্রে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। জননীকে বিচ্ছেদে দুঃখিতা জানিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু প্রতি বৎসর জগদানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন॥ ৩॥

মহাপ্রভু জগদানন্দকে কহিলেন, তুমি নবদ্বীপে গিয়া মাতাকে

স্মরণ। নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৪ ॥ যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন। সে দিন অবশ্য আসি করিয়ে ভক্ষণ ॥ তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস। বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥ নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে। যাবৎ জীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥ ৫ ॥ গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ বসনে। মাতাকে পাঠায় তাহা পুরীর বচনে ॥ জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে। মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ৬ ॥ জগদানন্দ

আমার নমস্কার কহিও ও আমার হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিও। মাতাকে বলিও, আপনি স্মরণ করুন, আমি নিত্য আসিয়া আপনার চরণ বন্দনা করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥

যে দিবস আমাকে ভোজন করাইতে আপনার ইচ্ছা হয়, আমি সে দিবস অবশ্য আসিয়া ভোজন করিয়া থাকি। আপনার সেবা ত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাস করিয়াছি, আমি পাগল হইয়া ধর্ম্মনাশ করিলাম। আপনি আমার এই অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি আপনার অধীন ও আপনার পুত্র। আপনার আজ্ঞাতে নীলাচলে বাস করিতেছি, আমি যত দিন বাঁচিব, তত দিন আপনাকে ছাড়িতে পারিব না ॥ ৫ ॥

অনন্তর মহাপ্রভু গোপলীলায় যে প্রসাদ বস্ত্র পাইয়াছিলেন, পুরীর অনুমতিক্রমে মাতা তাহা প্রেরণ করিলেন। জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনয়ন করিয়া যত্নসহকারে মাতা এবং ভক্তগণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু মাতৃভক্তের শিরোমণি হয়েন, সন্ন্যাস করিয়াও সর্ব্বদা জননীর সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা। প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥ আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিঞা। মাতার ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিঞা॥ ৭॥ আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল। আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল॥ ৮॥ তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে। প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥ প্রভুরে কহিও আমার কোটি নমস্কার। এই নিবেদন তাঁহ চরণে আমার॥৯॥ বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে

সে যাহা হউক, জগদানন্দ নবদ্বীপে গিয়া মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং মহাপ্রভু যত নিবেদন করিয়াছেন, তৎসমুদায় কহিলেন। তৎপরে আচার্য্যাদি ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ দিলেন এবং একমাস যাবৎ তথায় থাকিয়া মাতার নিকট অনুমতি লইলেন॥ ৭॥

তৎপরে আচার্য্যের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে আচার্য্য-গোসাঞি মহাপ্রভুকে সন্দেশ * কহিলেন অর্থাৎ নিজবৃত্তান্ত প্রেরণ করিলেন॥৮॥

আচার্য্য তরজা ও প্রহেলিকা (কূটার্থভাষিত কথা হেঁয়ালি) ঠারে ঠোরে কহিলেন, তাহা কেবল প্রভুমাত্র বুঝিবেন, অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। আচার্য্য কহিলেন, জগদানন্দ! তুমি প্রভুকে আমার কোটি নমস্কার কহিবা, আর তাঁহার চরণে আমার এই নিবেদন যে॥৯॥

বাউলকে অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুকে কহিও, লোকসকল বাউলকে অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত হইয়াছে এবং বাউলকে কহিও, হাটে আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না অর্থাৎ জগৎ প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়াছে, আর গ্রাহক নাই। বাউলকে বলিও, কার্য্যে আউল নাই অর্থাৎ আর প্রেম

---

* সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেরণং ভবেৎ॥

অস্যার্থঃ। বিদেশস্থ ব্যক্তিকে যে নিজের বৃত্তান্ত প্রেরণ করা, তাহাকে সন্দেশ কহে॥৮॥

বাউল ॥ ১০ ॥ এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা। নীলাচল আসি সব প্রভুকে কহিলা ॥ ১১ ॥ তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা। তার যেই আজ্ঞা করি মৌন করিলা ॥ জানিঞা স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে পুছিল। এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥ ১২ ॥ প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল। আগমশাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন। পূজা লাগি কতকাল করে নিরোধন ॥ পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জন। তরজার না জানি অর্থ কিবা তার

প্রচারের প্রয়োজন নাই। বাউলকে বলিও, বাউল এই কথা বলিয়াছে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে বলিও, অদ্বৈত এই কথা বলিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগতে প্রেম বিতরণ করা হইয়াছে, এক্ষণে লীলাসম্বরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

এই কথা শুনিয়া জগদানন্দ হাসিতে লাগিলেন এবং নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে সমুদায় নিবেদন করিলেন ॥ ১১ ॥

মহাপ্রভু তরজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার যে আজ্ঞা, এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন স্বরূপগোস্বামী জানিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই তরজার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না ॥ ১২ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আচার্য্য অতিশয় পূজক হয়েন, তাঁহার আগম (তন্ত্র) শাস্ত্রের বিধি বিধানে দক্ষতা আছে, তিনি উপাসনার নিমিত্ত দেবকে আবাহন করেন, পূজা নিমিত্ত কিছুকাল দেবতাকে রোধ করিয়া রাখেন, পূজা নির্ব্বাহ হইলে পশ্চাৎ তাঁহাকে বিসর্জন দেন *। আমি

* তাৎপর্য্য। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য মহাপ্রভুকে আবির্ভাব করাইবার জন্য অনেক পূজা করিয়া আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, কিছু দিন তাঁহাকে প্রকট রাখিয়া প্রেমবিতরণ কার্য্য সমাধা হইলে, তাঁহাকে বিসর্জন অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাই তরজার অর্থ। প্রহেলী অর্থাৎ ভাবগোপন করিয়া অর্থ প্রকাশ করা ॥

মন॥ মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ। আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥ ১৩॥ শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ। স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥ সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল। কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল॥ ১৪॥ উন্মাদ প্রলাপচেষ্টা করে রাত্রি দিনে। রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥ আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরাগমন। উদ্ঘূর্ণা দশা হইল উন্মাদলক্ষণ॥ ১৫॥ রামানন্দের গলা ধরি করে প্রলপন। স্বরূপে পুছয়ে জানি নিজসখীজন॥ পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে শ্রীরাধা পুছিলা। সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥ ১৬॥

তরজার অর্থ জানি না, তাঁহার কি মনের ভাব বলিতে পারি না, আচার্য্য মহাযোগেশ্বর তরজাতে সমর্থ হয়েন, আমি তরজার অর্থ বুঝিতে পারি না॥ ১৩॥

এই কথা শুনিয়া সকল ভক্তগণের মন বিস্মিত হইল এবং স্বরূপ-গোসাঞি কিছু বিমনস্ক হইলেন। সেই দিন হইতে মহাপ্রভুর আর এক দশা হইল, কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণরূপে বাড়িতে লাগিল॥ ১৪॥

মহাপ্রভু দিবারাত্র উন্মত্তপ্রায় প্রলাপ করেন। শ্রীরাধার ভাবাবেশে বিরহ ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহাপ্রভুর আচম্বিতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন স্ফূর্ত্তি হইল, তাহাতে তাঁহার উন্মাদ লক্ষণ উদ্ঘূর্ণা * দশা প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ১৫॥

মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের গলা ধরিয়া প্রলাপ করত স্বরূপকে নিজ-সখী জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে যেমন শ্রীরাধা বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

---

* অথ উদ্ঘূর্ণা॥

উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাবপ্রকরণে ১৩৭ অঙ্কে যথা॥

স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতং॥

অস্যার্থঃ। নানাপ্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকেই উদ্ঘূর্ণা বলে॥ ১৫॥

তথাহি ললিতমাধবে ৩ অঙ্কে ২৫ শ্লোকে নেপথ্যে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধায়া উক্তিঃ ॥

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দ্রমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

যথা রাগ ॥

ব্রজেন্দ্রকুল দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণইন্দু, জন্মি কৈল জগত উজোর। যার কান্ত্যামৃত পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জীয়ে, ব্রজজননয়ন-চকোর ॥ ১ ॥ সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাও দর্শন। ক্ষণেক যাহার মুখ

ক নন্দেতি। শ্রীরাধাহ। অত্যুৎকণ্ঠয়া পুনঃ প্রশ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য বিয়োজনকং বিধিং নিন্দতি ॥ ১৭ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ললিতমাধবনাটকের ৩ অঙ্কে ২৫ শ্লোকে নেপথ্যে (বেশগৃহে) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি যথা ॥

হে সখি! নন্দকুলের চন্দ্র কোথায়? ময়ূরপুচ্ছভূষণ কোথায়? যাঁহার মুরলীরব অতি গম্ভীর, তিনি কোথায়? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্র-নীলমণি সদৃশ, তিনি কোথায়? যিনি রাসরসে নৃত্য করিয়া থাকেন, তিনি কোথায়? যিনি আমার জীবনরক্ষার ঔষধ স্বরূপ, তিনি কোথায়? এবং যিনি আমার সুহৃত্তমস্বরূপ, তিনি কোথায়? হা বিধাতঃ! তোমাকে ধিক্ ॥ ১৭ ॥

যথা রাগ ॥

ব্রজেন্দ্র অর্থাৎ নন্দরাজের কুলরূপ দুগ্ধসমুদ্র, তাহাতে পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ উজ্জ্বল করিলেন। যাঁহার কান্তি-রূপ অমৃত পান করিয়া ব্রজজনের নয়নচকোর নিরন্তর জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১ ॥

না দেখিলে ফাটে বুক, শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ এই ব্রজের রমণী কামার্কতপ্ত কুমুদিনী, নিজ করামৃত দিয়া দান। প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই, দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥ ২ ॥ কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখিপুচ্ছের উড়ান, নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু। পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি, নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥ ৩ ॥ একবার যে হৃদয়ে লাগে, সদা সে হৃদয়ে জাগে, কৃষ্ণতনু যেন আম্রআঠা। নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়, তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪ ॥ জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীল সমকান্তি, যেই কান্তি জগত মাতায়। শৃঙ্গাররসছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না সানি, জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ ৫ ॥ কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাভ্র গর্জ্জন জিনি, জগদা-

---

হে সখি! কৃষ্ণ কোথায় আছেন, দর্শন করাও। ক্ষণকাল যাঁহার মুখ না দেখিলে বুক (হৃদয়) ফাটিতেছে, তাঁহাকে শীঘ্র দর্শন করাও, জীবন আর থাকিতেছে না ॥ ধ্রু ॥

এই বৃন্দাবনের যত রমণী, তাহারা সকল কাম অর্থাৎ কন্দর্পরূপ সূর্য্যের উত্তাপে কুমুদিনীর তুল্য ম্লান হইয়াছে, নিজকর অর্থাৎ কিরণরূপ অমৃতদান করিয়া যিনি প্রফুল্লিত করেন, আমার সেই চন্দ্র কোথায়? হে সখি! তাঁহাকে দেখাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ২ ॥

কোথায় সেই চূড়ার সৌষ্ঠব, নবমেঘে যেমন ইন্দ্রধনু শোভা পায়, তদ্রূপ ময়ূরপুচ্ছ যাহার উপর উড়িতেছে। বিদ্যুৎকান্তির ন্যায় যাঁহার পীতাম্বর, বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় যাঁহার মুক্তামালা, নবমেঘ জিনিয়া যাঁহার শ্যামতনু ॥ ৩ ॥

সেই কৃষ্ণতনু একবার যাহার হৃদয়ে লাগে অর্থাৎ প্রবেশ করে, আম্রের আঠার মত সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। নারীর মনে প্রবেশ করে, যত্নেতেও বাহির হয় না। উহা তনু নহে, সেয়াকুলের কাঁটার স্বরূপ ॥ ৪ ॥

যে তমালদ্যুতি জয় করিয়াছে, যাঁহার কান্তি ইন্দ্রনীলমণি তুল্য এবং যে কান্তিতে জগৎ মত্ত হয়, বিধাতা শৃঙ্গাররস ছাকিয়া তাহাতে

কর্ণে শ্রবণে যাহার। উড়ি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ, আসি পিয়ে কান্ত্যামৃতধার ॥ ৬ ॥ মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি, সখি মোর তেঁহ সুহৃত্তম। দেহ জীয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে, বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥ ৭ ॥ যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়, বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক। বিধিকে করে ভৎর্সন, কৃষ্ণে দেয় ওলাহন, পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৮ ॥

চন্দ্রের জ্যোৎস্না দিয়া বোধ হয় ঐ কৃষ্ণকান্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৫॥

সেই মুরলীধ্বনি কোথায়? যে নবমেঘের গর্জ্জনকে জয় করিয়াছে, যাহার শ্রবণে জগৎ আকর্ষিত হয়। যাহা শুনিয়া তৃষিত চাতক স্বরূপ ব্রজজন উড়িয়া আসিয়া কান্তিরূপ অমৃতের ধারা পান করিয়া থাকে ॥৬

আমার সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষার মহৌষধি স্বরূপ, হে সখি! তিনি তোমার সুহৃত্তম হয়েন। তাঁহা ব্যতিরেকে দেহ যে জীবিত আছে, এই জীবনকে ধিক্, বিধাতা এত বিড়ম্বনা করিতেছেন? ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে না, তাহাকে কেন বাঁচাইয়া রাখেন, এই কথা বলিতে বলিতে বিধাতার প্রতি ক্রোধ * ও শোক উপস্থিত হইল। বিধিকে ভৎর্সন করত কৃষ্ণকে ওলাহন দিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি অপেক্ষা করিয়া ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন ॥৮

* অথ ক্রোধঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগের ৫ লহরীর ৩৬ অঙ্কে যথা ॥

প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্য ভ্রুকুটিনেত্রলোহিত্যাদিবিকারকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। প্রতিকূলতাবস্থায় চিত্তের যে জ্বলন তাহাকে ক্রোধ কহে। ইহাতে কঠোরতা, ভ্রুকুটি এবং নেত্রলোহিত্যাদি বিকার হইয়া থাকে ॥

অথ শোকঃ॥

উক্ত প্রকরণের ৩৫ অঙ্কে যথা ॥

শোকস্থিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ। বিলাপপাতনিশ্বাসমুখশোষভ্রমাদিকৃৎ ॥

অস্যার্থঃ। ইষ্টবিয়োগ নিমিত্ত চিত্তের যে ক্লেশাতিশয় তাহাকে শোক বলে, ইহাতে বিলাপ, পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি উৎপন্ন হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে
বিধিং প্রতি গোপীবাক্যং ॥

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ইতি ॥ ১৮ ॥

ভাবার্থদীপিকায়াং। ১০। ৩৯। ১৭। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতিং বিধায় বিঘটয়তীতি বিধাতারং প্রত্যেবং ক্রোশন্ত্য আহুঃ অহো ইতি। মৈত্র্যা হিতাচরণে ন প্রণয়েন স্নেহেন চ। অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্তভোগানপি তান্ বিযুনঙ্ক্ষি বিযোজয়সি। তস্মাত্ তাবত্তব দয়া। বালিশোঽপি ত্বমিত্যাহুঃ অপার্থকমিতি ॥ তোষণ্যাং। অহো ইতি। অহো খেদে। হে বিধাতরিতি সর্ব্বং বিদধাসীতি ভাবঃ। অতঃ সর্ব্বেষপি জীবেষু দয়াং কর্ত্তুমর্হস্যাপি তব কস্মিংশ্চিদ্দয়া নাস্তি। বিধাতৃত্বমেব দর্শয়ন্ নির্দ্দয়ত্বঞ্চ দর্শয়ন্তি। সংযোজ্যেত্যাদিনা। দেহিনঃ দেহাভিমানবশেনেতস্ততো বর্ত্তমানানপি জীবান্ অকস্মাদন্যোন্যাং মৈত্র্যা ন কেবলং তয়া প্রণয়েন চ সংযোজ্যেতি বিধাতৃত্বং দর্শিতং এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৌ নিজগুণাদিরাহিত্যং সূচিতং। অপার্থে চকারঃ সংযোজ্যাপি অকৃতার্থানপি বিযোজয়সি। বিবিধচেষ্টিতং অপার্থকং। অপগতৌ অর্থৌ হেতুপ্রয়োজনে যস্যেতি। কেন হেতুনা কিমর্থং বা সংযোজয়সি অকৃতার্থানপি পশ্চাৎ কেন হেতুনা কিমর্থং বা বিযোজয়সীতি নাবগচ্ছামীত্যর্থঃ। হেতৌ প্রয়োজনে চ সতি সংযোজিতানামকস্মাদ্বিযোজনং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অপার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ। অর্ভকেতি। তচ্চেষ্টিতং যথা হেতুং প্রয়োজনঞ্চ বিনা কেবলং মৌঢ্যাদেব তদ্বদিত্যর্থঃ। অন্যৈস্তু। তত্র হিতাচরণেন তৎকৃত প্রীত্যা স্নেহেন সখ্যাদিকৃতপ্রীত্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, স্বয়ং মৈত্র্যোপলক্ষিতঃ সন্ প্রণয়েন মিথোবিশ্রব্ধপ্রেম্ণা সহ সংযোজ্যেতি যোজ্যং ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৩৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে
বিধাতার প্রতি গোপীবাক্য যথা ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গবিধান করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার বিঘটন করাইতেছে বলিয়া বিধাতার প্রতি আক্রোশ করত সেই সকল গোপী বলিতে লাগিলেন ॥

অহে বিধাতঃ! তোমার দয়ার লেশমাত্র নাই, মৈত্রী এই স্নেহ সহিত দেহিগণকে সংযুক্ত করিয়া ভোগ প্রাপ্ত না হইতে হইতে তাহা-

যথা রাগঃ ॥

না জানিস্ প্রেমমর্ম্ম, বৃথা করিস্ পরিশ্রম, তোর চেষ্টা বালক সমান। তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে, আর হেন না করিস্ বিধান ॥ ১ ॥ আরে বিধি তো বড় নিঠুর। অন্যান্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন, অকৃতার্থান্ কেনে করিস্ দূর ॥ ধ্রু ॥ আরে বিধি নিদারুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন, নেত্র মন লোভাইলে আমার। ক্ষণেক করিতে পান, কাঢ়ি নিলে অন্যস্থান, পাপ কৈলে দত্ত অপহার ॥ ২ ॥ অক্রূর করে দোষ, আমায় কেন কর রোষ, ইহা যদি কহ দুরাচার। তুমি অক্রূর রূপ ধরি, কৃষ্ণ নিলে চুরি করি, অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৩ ॥ তোরে কিবা করি রোষ, আপনারে কর্ম্মদোষ,

দিগকে বিয়োগান্বিত কর, তুমি অতিমূর্খ, তোমার চেষ্টিত বালকের চেষ্টিতের ন্যায় নিরর্থক ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ। যথা রাগ ॥

তুই প্রেমের মর্ম্ম জানিস্ না, বৃথা পরিশ্রম করিস্, বালকের সমান তোর চেষ্টা। তোর যদি লাগ অর্থাৎ দেখা পাই, তবে তোকে শিক্ষা দিই, আর যেন এরূপ বিধান না করিস্ ॥ ১ ॥

অরে বিধি! তুই বড় নিষ্ঠুর, অন্যোন্য দুর্ল্লভ জনকে প্রেমে সম্মিলন করাইয়া অকৃতার্থদিগকে কেন দূর করিতেছিস্ ॥ ধ্রু ॥

অরে অকরুণ বিধি! শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখাইয়া আমার নেত্র ও মনকে লুব্ধ করাইয়াছিলি, উহারা কৃষ্ণমুখ পান করিতেছিল, ক্ষণকাল পান করিতে না করিতে কাঢ়িয়া অন্যস্থানে লইলি, তোর দত্তাপহারিতা পাপ জন্মিল ॥ ২ ॥

অক্রূর তোমার দোষ করিতেছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ করিতেছ, অরে দুরাচার! এ কথা যদি বলিস্, তাহা হইলে তুই অক্রূর রূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে চুরি করিয়া লইয়াছিস্, অন্য ব্যক্তির ঐরূপ ব্যবহার হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

তোর আমার সম্বন্ধ বিদুর। যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহে হিয়া সাথ সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥ ৪॥ সব তেজি ভজি যারে, সে আপন হাতে মারে, নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়। তার লাগি আমি মরি, উলটি না চায় হরি, ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥ ৫॥ কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দৈবদোষ, পাকিল মোর এই পাপফল। যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন, এই মোর অভাগ্য প্রবল॥৬॥ এই মত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়, হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি। গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥ ৭॥ তবে

তোর প্রতিই বা কেন রোষ করিতেছি, ইহা আমার কর্ম্মদোষ বলিতে হইবে, তোর আর আমার সম্বন্ধ ত অতিদূরবর্ত্তী। যিনি আমার প্রাণনাথ, হৃদয়ের সহিত একত্র অবস্থিতি করেন, সেই কৃষ্ণ নিষ্ঠুর হইয়াছেন॥ ৪॥

সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে ভজিতেছি, তিনি আপনার হস্তে মারিতেছেন, নারীবধে কৃষ্ণের ভয় হয় না, আমি তাঁহার জন্য মরিতেছি, হরি চক্ষু ফিরাইয়া তাকাইতেছেন না, ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভাঙ্গিয়া দিলেন॥ ৫॥

আমি কৃষ্ণের প্রতি কেন রোষ করিতেছি, এ আমার দুর্দৈবের দোষ বলিতে হইবে, আমার সেই পাপফল পাকিয়াছে। যে কৃষ্ণ আমার প্রেমাধীন ছিলেন, তাঁহাকে উদাসীন করিল, এই আমার প্রবল অভাগ্য জানিতে হইবে॥ ৬॥

গৌররায় এইরূপ বিষাদে হায় হায় করিয়া হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ তুমি কোথা গমন করিলে, মহাপ্রভুর হৃদয় গোপীভাবে আক্রান্ত, তিনি গোপীবাক্যে হে গো! হে দামোদর! হে মাধব! এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ৭॥

স্বরূপ রাম রায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন। গায়েন সঙ্গমগীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত, প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৮ ॥

এই মত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল। গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে শোওয়াইল ॥ প্রভুকে শোওয়াই রামানন্দ গেলা ঘরে। স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন। নামসঙ্কীর্ত্তনে বসি করে জাগরণ ॥ ১৯ ॥ বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা। গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার। ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥ সব রাত্রি করে ভিতে মুখ সংঘর্ষণ। গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন ॥ দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভুর মুখ। স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হইল

তখন স্বরূপ ও রামরায় নানা উপায় করিয়া মহাপ্রভুকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গমগীত গান করিয়া মহাপ্রভুর চিত্ত ফিরাইলেন, তাহাতে তাঁহার মন কিছু স্থির হইল ॥ ৮ ॥

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে অর্দ্ধরাত্রি গত হইল, স্বরূপগোস্বামী মহাপ্রভুকে লইয়া গম্ভীরায় শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গৃহে গমন করিলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শুই-লেন। প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর মন গর গর, নামসঙ্কীর্ত্তনে বসিয়া জাগরণ করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া উদ্বেগে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গম্ভীরার ভিতে মুখ ঘষিতে লাগিলেন। মুখ, গণ্ড ও নাসিকার অনেক স্থান ক্ষত হইল, ভাবাবেশে মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারেন নাই, রক্তের ধারা পড়িতেছিল। সকল রাত্রি ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন। তখন স্বরূপ শুনিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে গিয়া প্রভুর মুখ দেখিলেন, তদ্দর্শনে স্বরূপ ও গোবিন্দের মহাদুঃখ

মহাদুঃখ ॥ প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল। কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল ॥ ২০ ॥ প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে। দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির যাইতে ॥ দ্বার নাহি পাই মুখ লাগে চারিভিতে। ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি যাইতে ॥ উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন। যে বলে যে করে সব উন্মাদলক্ষণ ॥ ২১ ॥ স্বরূপ-গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে। ভক্তগণ লৈঞা বিচার কৈল আর দিনে ॥ সব ভক্তগণ মেলি প্রভুরে সাধিল। শঙ্করপণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ প্রভুপাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন। প্রভু তার উপরে করে পাদপ্রসারণ ॥ প্রভু-পাদোপধান বলি তার নাম হৈল। পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ২২ ॥

হইল। তখন মহাপ্রভুকে শয্যায় আনিয়া সুস্থ করত "আপনি কি করিলেন" এই বলিয়া স্বরূপ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২০ ॥

মহাপ্রভু কহিলেন, আমি উদ্বেগে গৃহে থাকিতে না পারিয়া শীঘ্র বাহির হইবার জন্য দ্বার অন্বেষণ করিতেছিলাম, দ্বার না পাইয়া চারিদিকের ভিত্তিতে মুখ লাগিয়াছিল, ক্ষত রক্ত পড়ে, যাইতে পারি না। উন্মাদ দশায় প্রভুর মন স্থির হয় না, যাহা করেন এবং যাহা বলেন, তৎসমুদায় উন্মাদের লক্ষণ জানিতে হইবে ॥ ২১ ॥

তখন স্বরূপগোস্বামী মনে চিন্তা করিয়া সকল ভক্তসঙ্গে অন্য দিন বিচার করিলেন। সকল ভক্ত মিলিয়া প্রভুকে অনুরোধ করত শঙ্কর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন, প্রভুর পাদতলে শঙ্কর শয়ন করিলেন, প্রভু তাঁহার উপরে পাদপ্রসারণ করিলেন, প্রভুর পাদোপধান (বালিশ) বলিয়া তাঁহার নাম হইল, পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব যেমন বিদুরকে পাদোপধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং ॥

ইতি ব্রুবাণাং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ২৩ ॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন। ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥ উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ॥ প্রভু উঠি আপনে কাঁথা তাহারে উড়ায় ॥ নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন। বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ ॥ তার ভয়ে নারে প্রভু বাহির যাইতে। তার ভয়ে

ভাবার্থদীপিকায়াং। ৩। ১৩। ৫। সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। অভ্যচষ্ট অভ্যভাষত। প্রণীয়মানঃ তেন প্রবর্ত্ত্যমানঃ ॥ ক্রমসন্দর্ভে। সহস্রাণামনন্তসংখ্যানাং তৎ প্রাদুর্ভাবানাং শীর্ষ্ণঃ শ্রেষ্ঠরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণোপধানমিতি মহাভারতে শ্রীভগবতস্তদ্গৃহে ভোজনে প্রসিদ্ধং। শীর্ষস্য শীর্ষ্ণঃ ছন্দসীতি ভগবান্ পাণিনিঃ ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্ব্বক যে বিদুরের ক্রোড়ে আপনার চরণদ্বয় প্রসারিত করিতেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া ঐরূপ কহিলে মৈত্রেয় মুনি আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শঙ্কর মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করেন, নিদ্রা গিয়া সেইরূপ শয়ন করেন। শঙ্কর অনাবৃত অঙ্গে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, মহাপ্রভু উঠিয়া আপনার কাঁথা তাঁহার অঙ্গে উড়াইয়া দিলেন। শঙ্কর নিরন্তর নিদ্রা যান, কিন্তু শীঘ্র চেতন হন, তিনি রাত্রি জাগরণ করত বসিয়া পাদসেবা করেন। মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে বাহিরে যাইতে পারেন না।

নারে ভিতে মুখাব্জ ঘর্ষিতে॥ এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥ ২৪॥

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পতরৌ ৬ শ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিবাক্যং॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ইতি॥ ২৫॥

ভক্তাবতারতয়া শ্রীকৃষ্ণভাবাবিষ্টঃ প্রলপন্তং শ্রীগৌরাঙ্গং স্তৌতি স্বকীয়স্যেতি। প্রাণার্ব্বুদ ইত্যাদিকং স্বকীয়স্য বিশেষণং প্রাণানামর্ব্বুদঃ প্রাণার্ব্বুদস্তস্য সদৃশো গোষ্ঠঃ গোষু তিষ্ঠতীতি গোষ্ঠস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহাদুন্মাদাদ্ধেতোঃ সততং অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ভিত্তৌ শশ্বৎ বদনবিধুঘর্ষণেন ক্ষতোত্থঃ ক্ষতজন্যং রুধিরং দধৎ হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ গৌরাঙ্গো মাং মদয়তি। মদী হর্ষগ্লপনয়োঃ হর্ষয়তি ক্ষেদয়তি বা ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

এবং তাঁহার ভয়ে ভিতে মুখপদ্ম ঘর্ষিতে পারেন না। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী মহাপ্রভুর এই লীলা চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন॥ ২৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ চৈতন্যস্তবকল্পতরুর ৬ শ্লোকে
শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামির বাক্য যথা॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণসদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহজাত উন্মাদ হেতু নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল বুদ্ধি হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায় ক্ষত হইতে উত্থিত রুধির সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন॥ ২৫॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে। প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥ এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে। রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥ জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যানপ্রধানে। প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥ ২৬॥ প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন। শুকশারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥ পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন। গুরু হৈয়া তরুলতায় শিক্ষায় নাচন॥ পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল। তরু লতাগণ জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥ ছয় ঋতুগণ তাহা বসন্ত প্রধান। দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥ ললিতলবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া। নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥ ২৭॥ প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥ কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া

মহাপ্রভু এইরূপ দিবারাত্র প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া কখন ডুবেন ও কখন ভাসেন। এক সময়ে বৈশাখমাসের পৌর্ণমাসীর দিনে মহাপ্রভু রাত্রিকালে উদ্যানে গমন করিলেন, জগন্নাথবল্লভ নামক প্রধান উদ্যানে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়া প্রবেশ করিলেন॥ ২৬॥

সেই উদ্যানের শোভার কথা আর কি বলিব, তাহা বৃন্দাবনের মত। তথায় শুক, শারী ও ভৃঙ্গ আলাপ করিতেছে, পুষ্পগন্ধ লইয়া পবন বহিতেছে। ঐ পবন গুরু হইয়া তরু ও লতাকে নৃত্য শিক্ষা করাই-তেছে। পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল হওয়াতে তরু লতাগণ জ্যোৎস্নায় ঝলমল করিতেছে। তথায় ছয় ঋতু বিদ্যমান, তন্মধ্যে বস-ন্তই প্রধান দেখিয়া মহাপ্রভুর মন আনন্দিত হইল। জয়দেবের বসন্ত-শোভা বর্ণনের "ললিতলবঙ্গলতা" এই পদ গান করাইয়া নৃত্যসহকারে নিজগণ সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

প্রতি বৃক্ষ ও লতার তলে ঐরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে আচম্বিতে অশোকবৃক্ষের তলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া

চলিলা। আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ॥ ২৮ ॥ আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুন হারাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিল উদ্যান। সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন ॥ নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণপরিমল। গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিল। সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিল ॥ ২৯ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে ৮ সর্গে ৬ শ্লোকে
বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং ॥

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গ-নলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।

কুরঙ্গমদজিদিতি। কুরঙ্গমদং মৃগমদং জয়তীতি কিচ্চ তদ্বপুশ্চেতি তস্য পরিমলোর্ম্মিণা

মহাপ্রভু দৌড়িয়া যাইতেছিলেন, মহাপ্রভুকে অগ্রে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে পাইয়াছিলাম, তিনি পুনর্ব্বার হারাইলেন, এই বলিয়া মহাপ্রভু ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রী-অঙ্গের গন্ধে উদ্যান পরিপূর্ণ হইল, সেই গন্ধ পাইয়া মহাপ্রভু অচেতন হইলেন। নিরন্তর নাসায় কৃষ্ণপরিমল প্রবেশ করিতেছে, গন্ধ আস্বাদন করিতে মহাপ্রভু উন্মত্ত হইলেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণগন্ধে লুব্ধ হইয়া সখীকে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই শ্লোক পড়িয়া তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ গোবিন্দলীলামৃতের ৮ সর্গে ৬ শ্লোকে
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার বাক্য যথা ॥

হে সখি। যাহার মৃগমদজয়ি শ্রীঅঙ্গের সৌরভতরঙ্গদ্বারা অঙ্গনা-গণ আকৃষ্ট হয়, যিনি আপনার অঙ্গরূপ অষ্টপদ্মের অর্থাৎ পদদ্বয়, কর-

মদেন্দুবর-চন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং ॥ ইতি ॥ ৩০ ॥

যথা রাগঃ ॥

কস্তূরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ। ব্যাপে চৌদ্দভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ১ ॥ সখি হে কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়। নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈশে, কৃষ্ণপাশ ধরি লঞা যায় ॥ ধ্রু ॥ নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে। কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যেই পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে ॥ ২ ॥ হিমকিলিত চন্দন, তাহা

গন্ধপ্রবাহেণাকৃষ্টা ব্রজাঙ্গনা যেন স মদনমোহনঃ মে মম নাসাস্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তি ॥ ২৬ ॥

দ্বয়, নেত্রদ্বয় এবং নাভি ও মুখরূপ অষ্টকমলে কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, আর যিনি মৃগমদ, কর্পূর, উৎকৃষ্ট চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতিদ্বারা বিনির্ম্মিত অঙ্গচর্চ্চায় অঙ্গ বিলেপন করিয়াছেন, সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

যথা রাগ ॥

মৃগমদকস্তূরীযুক্ত নীলোৎপলের যে পরিমল, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তাহাকে জয় করিয়াছে, ঐ কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ চৌদ্দভুবনকে ব্যাপিয়া সকলকে আকর্ষণ করে এবং নারীগণের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয় ॥ ১ ॥

হে সখি! কৃষ্ণগন্ধ জগৎকে মত্ত করিতেছে, সে নারীর নাসাতে প্রবেশ করিয়া তাহাতে সর্ব্বকাল বাস করত কৃষ্ণের নিকট ধরিয়া লইয়া যায় ॥ ধ্রু ॥

দুই নেত্র, নাভি, বদন, দুই হস্ত ও দুই চরণ। শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্ট অঙ্গে কর্পূরযুক্ত পদ্মের যে পরিমল, তাহা ঐ অষ্ট অঙ্গে বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥

করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী। কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ সঙ্গে, মিলি ডাকাতি যেন করে চুরি॥ ৩॥ হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ। করি আগে বাউরী, নাচায় জগৎ নারী, হেন ডাকাইত অঙ্গগন্ধ॥ ৪॥ সে গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়। পাঞা পিঞা পেট ভরে, তবু পিঙ পিঙ করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ৫॥ মদনমোহন নাট, পসারি গন্ধের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়। বিনা মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিঞা করে অন্ধ, ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥ ৬॥ এই মত গৌরহরি, মন কৈল গন্ধে চুরি, ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়। যায়

শুভ্র চন্দন ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে অগুরু কুঙ্কুম, কস্তুরী ও কর্পূরের সহিত অঙ্গগন্ধ সঙ্গে মিলিত হইয়া ডাকাইতে যেমন চুরি করে॥ ৩॥

তাহার ন্যায় চুরি করিয়া নারীর তনু, মন ও নাসাকে ঘূর্ণিত করিয়া নীবি খসায় এবং কেশবন্ধন ছুটাইয়া দেয়। জগতের যত নারী তাহাদিগকে বাউরী (উন্মত্ত) করিয়া অগ্রে নাচাইয়া থাকে। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ এইরূপ ডাকাইত হয়॥ ৪॥

নাসা কৃষ্ণগন্ধের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা ঐ গন্ধের আশা করে কখন তাহা পায় ও কখন তাহা প্রাপ্ত হয় না। পাইয়া পান করিয়া পেট ভরে, তথাপি পান করিব পান করিব করে, না পাইলে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়॥ ৫॥

মদনমোহনের নাট কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের হাট বিস্তার করিয়া জগন্নারীরূপ গ্রাহককে লুব্ধ করিয়া থাকে। ঐ নাট বিনা মূল্যে গন্ধ দান করিয়া নারীগণকে অন্ধ করে, তাহারা ঘর যাইতে পথ প্রাপ্ত হয় না॥ ৬॥

এইরূপে গৌরহরি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধকর্ত্তৃক মন হৃত হওয়াতে ভৃঙ্গের ন্যায়

লতাবৃক্ষ পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে, কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায় ॥৭॥ স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়, এই মতে প্রাতঃকাল হৈল। স্বরূপ রামানন্দরায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ৮ মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্তে মুখ সঙ্ঘর্ষণ, কৃষ্ণগন্ধ স্ফূর্ত্তে দিব্য নৃত্য। এই চারি লীলাভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে, কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য ॥ ৯ ॥ এই মত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন। স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার। তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে। পণ্ডিতেহো তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ৩১ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ৪র্থ লহর্য্যাং

চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছেন, কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে এই আশায় বৃক্ষ ও লতার নিকট গমন করিতেছেন, কিন্তু কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইতেছেন না, কেবল গন্ধমাত্র পাইতেছেন ॥ ৭ ॥

স্বরূপ ও রামানন্দ গাইতেছেন, মহাপ্রভু সুখ পাইয়া নৃত্য করিতেছেন, এইরূপে প্রাতঃকাল হইল। তখন স্বরূপ ও রামানন্দ রায় নানা উপায় করিয়া মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি করাইলেন ॥ ৮ ॥

মাতৃভক্তি প্রলাপ, ভিত্তে মুখসঙ্ঘর্ষণ ও কৃষ্ণগন্ধ স্ফূর্ত্তিতে দিব্য নৃত্য, মহাপ্রভুর এই চারি লীলাভেদে রূপগোস্বামির ভৃত্য অর্থাৎ শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই পরিচ্ছেদ গান করিল ॥ ৯ ॥

মহাপ্রভু এইরূপে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্নানানন্তর জগন্নাথ দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা, তাহার শক্তি আশ্চর্য্য, যাহার চরিত্র তর্কের গোচর হয় না, সর্ব্বদা যাঁহার অন্তরে এই প্রেম জাগরূক থাকে, পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার চেষ্টা বুঝিতে পারেন না ॥ ৩১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগের

দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ॥

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ইতি ॥ ৩২ ॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া। তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিঞা ॥ ইহার সত্যের প্রমাণ শ্রীভাগবতে। শ্রীরাধার প্রেম প্রলাপ ভ্রমরগীতাতে ॥ মহিষীর গীত যৈছে দশমের শেষে। পণ্ডিতে না বুঝে যার অর্থবিশেষে ॥ ৩৩ ॥ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস। যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে পাবে সুখ। খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ ॥ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য নূতন। শুনিতে শুনিতে যুড়ায় হৃদয় শ্রবণ ॥ ৩৪ ॥

৪র্থ প্রেমলহরীর দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামির বাক্য যথা

যে সকল ব্যক্তি ভাগ্যবান্ তাহাদিগের চিত্তে এই নবীন প্রেম উদিত হয় কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞেরা সহসা এই নবীন প্রেমের পরিপাটী জানিতে পারেন না ॥ ৩২ ॥

মহাপ্রভুর অলৌকিক চেষ্টা ও প্রেমবিকার শ্রবণ করিয়া কেহ তর্ক করিও না, বিশ্বাস করিয়া শ্রবণ কর। ইহার সত্যত্ববিষয়ে শ্রীমদ্ভা-গবত প্রমাণস্বরূপ, ভ্রমরগীতাতে শ্রীরাধার প্রেমপ্রলাপ বর্ণিত হই-য়াছে। দশমস্কন্ধের শেষে যেরূপ মহিষীগীত, যাহার বিশেষ অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন না ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ এই দুইয়ের দাসানুদাস যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই ইহাতে বিশ্বাস হইবে। শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ কর, শুনিলে সুখ প্রাপ্ত হইবে এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ও দুঃখ খণ্ডিত হইয়া যাইবে, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন, শুনিতে শুনিতে হৃদয় ও শ্রবণ পরি-তৃপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৫॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপমুখসজ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নামৈকোনবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং ঊনবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

শ্রীরূপ ও রঘুনাথের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে বিরহপ্রলাপমুখসজ্ঘর্ষণাদি বর্ণন নাম-ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ১৯ ॥ * ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

———০:০:০———

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥ এইমত মহাপ্রভু বৈশে নীলাচলে। রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ বিহ্বলে ॥ স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে। রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৩ ॥ নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ। দৈন্য উদ্বেগ আর্ত্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।

প্রেমোদ্ভাবিতেতি। গৌরচন্দ্রস্য লপিতং ভাষিতং ভাগ্যবদ্ভিঃ পরমসুকৃতিভির্নিষেব্যতে অন্যত্র নির্ব্বাসনাঃ সন্তঃ সেবন্ত ইত্যর্থঃ। কিন্তুং প্রেম্ণঃ উদ্ভাবিতা জাতাঃ হর্ষং চেতঃ প্রফুল্লতা ঈর্ষ্যা অসহিষ্ণুতা উদ্বেগো মনশ্চঞ্চলতা দৈন্যং অতিনিকৃষ্টতয়া আত্মনি মননং আর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগময়তায়াঃ প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তয়স্তাভির্মিশ্রিতং যুক্তমিত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাদিপদৈকেন্তং ব্যতিরিক্তাধিকভাবাশ্চেতোদর্পণেত্যাদিষু শ্লোকাষ্টকেষু ব্যক্তী ভবিষ্যন্তি ॥১॥

যাঁহারা সুকৃতিশালী তাঁহারাই শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেম হইতে উৎপন্ন হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তিমিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিতে পারেন ॥১

গৌরচন্দ্রের জয় হউক জয় হউক, শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের জয় হউক, অদ্বৈতচন্দ্র ও গৌরভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ২ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু দিবারাত্র কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া নীলাচলে বাস করিতেছেন। স্বরূপ ও রামানন্দ এই দুই জনার সঙ্গে রাত্রি এবং দিবসে রসগীত ও শ্লোক আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ঐ সময়ে মহাপ্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদ্বেগ, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সন্তোষ প্রভৃতি নানাভাব উঠিতে লাগিল। সেই সেই ভাবে নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিয়া স্বরূপ ও রামানন্দ এই দুই জনকে লইয়া

শ্লোক অর্থ আস্বাদয় দুই বন্ধু লৈয়া॥ কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন। সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥ ৪॥ হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন। সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং॥

* কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ইতি॥ ৬॥

নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥ ৭॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যপ্রকরণে ২২॥

শ্লোকের অর্থ আস্বাদন করেন। মহাপ্রভু কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পাঠ করেন, সেই শ্লোক আস্বাদন করিতে তাঁহার রাত্রি জাগরণ হয়॥ ৪॥

মহাপ্রভু হর্ষভরে স্বরূপ ও রামানন্দকে কহিলেন, কলিতে নামসঙ্কীর্ত্তনই পরম উপায় স্বরূপ। যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তিনিই সুমেধা তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ প্রাপ্তি হয়॥ ৫॥

এই বিষয়ের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়
২৯ শ্লোকে জনকের প্রতি করভাজনের বাক্য যথা॥

কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি জ্যোতিবিশিষ্ট এবং সাঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত ভগবান্ যখন অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন॥ ৬॥

নামসঙ্কীর্ত্তন হইতে সকল অনর্থের নাশ হয়, তথা সকল মঙ্গলের উদয় ও কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস অর্থাৎ প্রেমলাভ হইয়া থাকে॥ ৭॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর নামমাহাত্ম্যপ্রকরণে

---

* এই শ্লোকের টীকা আদিখণ্ডের ৩ পরিচ্ছেদের ৩৯ অঙ্কে আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শ্লোকো যথা॥

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং॥ ইতি॥ ৮॥

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং। যোগিনাং নৃপনির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ। ইত্যাদি প্রমাণেষু শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বানর্থনাশনং সর্ব্বশুভোদয়ং শ্রীকৃষ্ণে পরমোল্লাসং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ হর্ষেণ স্বয়মেব তদাহ চেতোদর্পণমিতি। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীর্ত্তনং নাম কিং তৎ। নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনমিতি দিক্। কিম্ভূতং চেতোদর্পণমিতি। যদ্যপি চেতসঃ স্বতঃ স্বচ্ছতাপি কামলোভরাগদ্বেষাদিনা মালিন্যং তস্য মার্জ্জনং শুদ্ধীকরণং। পুনঃ কীদৃশং ভবেতি। ভব এব মহাদাবাগ্নিস্তাপত্রয়রূপস্তং নির্ব্বাপয়তি ইতি তথা তচ্ছান্তিকরমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং শ্রেয় ইতি। শ্রেয় এব কৈরবস্তস্য চন্দ্রিকাবিতরণং তৎপ্রকাশনং। পুনঃ কীদৃশং বিদ্যেতি। বিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা। সাংখ্যযোগৌ তু বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেদিতি বচনাৎ। সৈব বিদ্যা সৈব বধূস্তস্যা জীবনং জীবনোপায়ং। পুনঃ কীদৃশং আনন্দেতি। আনন্দাখ্যমম্বুধিঃ প্রেমভক্তিসমুদ্রস্তস্য বর্দ্ধনং তরঙ্গায়িতমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং প্রতিপদেতি। প্রতিপদং প্রতিক্ষণং। যদ্বা, প্রতিপদং হরিগোবিন্দ ইত্যেবং যথাস্যাত্তথা পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং ব্রহ্মানন্দামৃতাদপ্যুৎকৃষ্টাস্বাদময়ত্বভবনীয়ং। যা নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদ্যুক্তেঃ। পুনঃ কীদৃশং সর্ব্বেতি। সর্ব্বাত্মা মন আদি তৃপ্তীকরণং সর্ব্বেষাং স্থাবরজঙ্গমাদীনামপি আত্মস্নপনং মনস্তৃপ্তীকরণং। নন্বু, কথং স্থাবরাদীনাং তৃপ্তীকরণং উচ্চারণাভাবাৎ সত্যং প্রতিধ্বনেরিতি ভাবঃ॥ ৮॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃত ২২ শ্লোক যথা॥

যিনি চিত্তরূপ দর্পণের মলনাশক, সংসাররূপ মহাদাবানলের নির্ব্বাপক, কল্যাণরূপ কুমুদের প্রকাশবিষয়ে জ্যোৎস্নাপ্রদ অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য, বিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বৃদ্ধিকর এবং পদে পদে সম্পূর্ণ অমৃতের আস্বাদস্বরূপ ও অন্তঃকরণের তাপনাশক, এতাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন॥ ৮॥

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥ কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত মজ্জন॥ উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক। যার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥ ৯॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নামমাহাত্ম্যে ৩১ অঙ্কে

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃতঃ শ্লোকো যথা॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নাম্নাং স্বস্বরূপভূতানামনন্তপ্রভাবং বিলাসঞ্চ দৃষ্ট্বা ভগবতা ভক্তভাবাঙ্গীকারবেনাত্মনাতিনিকৃষ্টতয়া মননেন চ বক্ষ্যতি চ তৃণাদপীত্যাদি। ইষ্টানবাপ্তেরনুতাপেন তন্মাহাত্ম্যং সাধ্যসাধনরূপং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ স্বয়মেবাহ। নাম্নামকারীতি। ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নাম্নাং বহুধা বহুপ্রকারাঃ মুকুন্দ গোবিন্দ হরি পূতনারীত্যাদি সহস্রশঃ অকারি কৃতাঃ। তত্র নামসু নিজস্য স্বস্য সর্ব্বশক্তিঃ অর্পিতা সমর্পিতা। তথাচ স্কান্দে। দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যা স্থিতাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।

সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ ও সংসারের নাশ হয়, ইহাতে চিত্ত শুদ্ধি ও সর্ব্বভক্তিসাধনের উদ্গম হইয়া থাকে, অপর কৃষ্ণে প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন, কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও প্রেমামৃত সমুদ্রে মগ্ন হয়, এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর বিষাদ ও দৈন্য উপস্থিত হওয়ায় নিজকৃত শ্লোক পড়িতে লাগিলেন, যাহার অর্থ শুনিলে সমুদায় দুঃখ ও শোক নিবৃত্তি পাইয়া থাকে॥ ৯॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর নামমাহাত্ম্যপ্রকরণে ৩১ অঙ্কে

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃত শ্লোক যথা॥

হে ভগবন্! তুমি আপনার নাম সমূহকে শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুকুন্দ ইত্যাদি বহু বহু ভেদ করিয়া পুনরায়, তৎসমুদায়ে স্বীয় সমস্ত শক্তিও অর্পণ করিয়াছ এবং সে সকল নামের স্মরণে কালের নিয়মও কর

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায় ॥ ১১ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রকরণে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যোক্তঃ ৩২ শ্লোকো যথা ॥

শক্তয়ো দেব মহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। আকৃষ্টা হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ যেষু নামসু। তত্র না[illegible] স্মরণে কালঃ সময়ো ন নিয়মিতঃ নিয়মাভাবঃ কৃতঃ। তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধকে। পুনর্নির্ব্বেদদৈন্যাভ্যামাহ। হে ভগবন্ জনেষু তব এতাদৃশী কৃপা মমাপীদৃশং দুর্দ্দৈবং স্যাৎ ইহ নামসু অনুরাগঃ প্রীতির্নাজনি ন জাত ইত্যর্থঃ। ১০ ॥

নাই, হে কৃপাময়! তোমার ত এতাদৃশী কৃপ, কিন্তু আমারও দুর্দ্দৈব এই যে, ঐ সমুদায় নামে কিঞ্চিন্মাত্র অনুরাগ জন্মিল না ॥ ১০ ॥

অনেক লোকের অনেক প্রকার বাঞ্ছা, কৃপা করিয়া নামের অনেক প্রচার কহিলেন। খাইতে শুইতে যথাতথারূপে নামগ্রহণ করিতে পারা যায়, ইহাতে দেশকালের নিয়ম নাই, নামদ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়। ভগবান্ বিভাগ করিয়া নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন, আমার দুর্দ্দৈব এই যে, নামে অনুরাগ হইল না। যেরূপে লইলে নামে প্রেম উৎপন্ন হয়, স্বরূপ ও রামরায় তাহার লক্ষণ বলি, শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রকরণে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত ৩২ শ্লোক যথা ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ইতি ॥ ১২ ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলায়। শুকাইঞা মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥ যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ ॥ উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ এই মত হঞা যেই

হে স্বরূপরামানন্দৌ যেন প্রকারেণ নামগ্রহণং সংপ্রেম সম্পাদয়তি তল্লক্ষণং শৃণুত-মিত্যাহ তৃণাদপীতি। অমানিনা মানশূন্যেন জনেন হরিঃ সদা কীর্ত্তনীয়ঃ। অমানিত্বং কিন্তৎ। উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতেতি। পুনঃ কীদৃশেন। তৃণাদপি সুনীচেন তৃণাদাত্মানং অতিতুচ্ছতয়া মননেন। পুনঃ কীদৃশেন তরোরপি সহিষ্ণুনা তরুর্যথা সর্ব্বাম্বুপ-প্রবাদীন্ সহতে কস্মাৎ কিঞ্চিদপি ন যাচতে তথা সহনেনাযাচকশীলেনেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশেন। মানদেন মানং পূজাং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাতি যস্তেন। সর্ব্বত্র ভগবদ্দৃষ্ট্যা ইতি ভাবঃ ॥১২

যিনি তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ বলিয়া অভিমান করেন, যিনি তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন এবং স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করেন, এতাদৃশ মাহাত্মজন কর্ত্তৃকই সর্ব্বদা ভগবান্ হরি কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি উত্তম হইয়া আপনাকে তৃণ হইতে অধম করিয়া মানেন যিনি বৃক্ষের সমান দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করেন অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন ছেদন করিলে কাহাকে কিছু বলে না, শুকাইয়া মরিলেও কাহার নিকট জল প্রার্থনা করে না, যে যাহা চাহে, তাহাকে আপন ধন দান করে, আপনি রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া পরের রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণ করত পোষণ করিয়া থাকে। সেইরূপ বৈষ্ণব উত্তম হইয়া অভিমানশূন্য এবং কৃষ্ণের অধিষ্ঠান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ (অন্তর্যামিরূপে) এই দেহে অবস্থিত

কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥ ১৩॥ কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িয়া। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥ প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেইমানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥১৪

তথাহি পদ্যাবল্যাং ঔৎসুক্যপ্রার্থনাপ্রকরণে ৯৫ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ শ্লোকো যথা॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

পুনরভিদৈন্যোমাহ ন ধনমিতি। হে জগদীশ অহং ধনং ন যাচে আকাঙ্ক্ষে জনং ন

আছেন জানিয়া জীবকে সম্মান দিবেন। এইরূপ হইয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁহার প্রেম উৎপন্ন হয়॥ ১৩॥

এই বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর দৈন্য * বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষ্ণের নিকট প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রেমের স্বভাব এই যে, যাঁহাতে প্রেমের সম্বন্ধ থাকে, কৃষ্ণেতে আমার ভক্তিগন্ধ নাই, ইহাই তিনি মানিয়া থাকেন॥ ১৪॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ঔৎসুক্যপ্রার্থনাপ্রকরণে ৯৫ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক যথা॥

হে জগদীশ! আমি ধন, জন অথবা সুন্দরী কবিতা কিছুই অভি-লাষ করি না, কেবল জন্মে জন্মে তুমি যে ঈশ্বর, তোমাতেই আমার

অথ দৈন্যঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে ৪র্থ লহরীর ১৩ অঙ্কে যথা॥

দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জ্জিত্যন্তু দীনতা।

চাটুকৃন্মান্দ্যমালিন্যচিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ॥

অস্যার্থঃ। দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে দৌর্বল্য হয়, তাহার নাম দৈন্য, এই দৈন্যে চাটু, মনের মন্দতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তা হয়॥ ১৪॥

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ইতি ॥ ১৫ ॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী। শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥ অতিদৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তি দান। আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান ॥ ১৬ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তগণস্য দৈন্যোক্তিপ্রকরণে ৩৯ অঙ্কে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকো যথা ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

যাচে মিথ্যাভিনিবেশত্বাৎ সালঙ্কারাং কবিতাং ন যাচে গর্ব্বত্বাৎ কিং যাচসে তত্রাহ ত্বয়ি ঈশ্বরে সর্ব্বার্থদাতরি মম জন্মনি জন্মনি অহৈতুকী হেতুশূন্যা ভক্তির্ভবতাৎ ভূয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ পুনঃ কাক্কা রীত্যা দাস্যভক্তিং প্রার্থয়তে অয়ীতি। অয়ি কোমলামন্ত্রণে হে নন্দতনুজ হে নন্দাত্মজ ভবাম্বুধৌ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে বিষমে দুস্তরে পতিতং কিঙ্করং অধীনং কৃপয়া দুঃখনাশেচ্ছয়া তব চরণপদ্মস্থিতরেণোঃ সদৃশং তুল্যং বিভাবয় বিচিন্তয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ১৫ ॥

ভক্তগণ ধন, জন ও সুন্দরী কবিতা প্রার্থনা করেন না, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে শুদ্ধ ভক্তি দান করুন, অতিদৈন্যে পুনর্ব্বার দাস্যভক্তি কামনা করেন এবং আপনাকে সংসারী জীব বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ভক্তগণের দৈন্যোক্তিপ্রকরণে
৭০ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্ত শ্লোক যথা ॥

হে নন্দনন্দন! আমি তোমার কিঙ্কর, বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিজপাদপদ্মস্থ ধূলিসদৃশ বিবেচনা কর ॥ ১৭ ॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া॥ কৃপা করি কর মোরে পদধূলী-সম। তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম। কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৮॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং উক্তপ্রকরণে ৯৪ অঙ্কে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকো যথা॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ইতি॥ ১৯॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি বেতন মোরে দেহ

তদশ্বসারং হৃদয়ং বতেদমিত্যাদিরীত্যা অত্যুৎকণ্ঠয়া দৈন্যেনাহ নয়নমিতি। অর্থাৎ হে ভগবন্ তব নামগ্রহণে গলদশ্রুধারয়া গলন্তী অশ্রুধারা যত্র তয়োপলক্ষিতেন নয়নং গিরা গদ্গদরুদ্ধয়া গদ্গদকণ্ঠরোধং অব্যক্তশব্দং তেন যা রুদ্ধা তয়োপলক্ষিতেন বদনং পুলকৈ-রোমোদ্গমৈর্নিচিতং ব্যাপ্তং বপুঃ কদা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

আমি তোমার নিত্যদাস, তোমাকে বিস্মৃত হইয়া মায়াবন্ধনগ্রস্ত হওত ভবসাগরে পতিত হইয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে পদধূলীর সমান করুন, আমি আপনার সেবক, আপনার সেবা করিব। এই বলিতে বলিতে অতিশয় দৈন্যের উদয় হওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনা করিতেছেন॥ ১৮॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর উক্ত প্রকরণে ৯৪ অঙ্কে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্ত শ্লোক যথা॥

হে কৃষ্ণ! তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন গদ্গদবাক্যে এবং শরীর পুলকসমূহে পরিপূর্ণ হইবে॥ ১৯॥

প্রেমধন ব্যতিরেকে দরিদ্রের জীবন ব্যর্থ, হে প্রভো! আমাকে

প্রেমধন ॥ রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ। উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলপন ॥ ২০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং উক্তপ্রকরণে ৩২৮ অঙ্কে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তঃ শ্লোকঃ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ২১ ॥

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণ যুগসম। বর্ষামেঘ সম অশ্রু বর্ষে দ্বি-নয়ন ॥ গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন ॥ কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ। সখী সব কহে

পুনর্বিয়োগস্ফূর্ত্তৌ ভাবশাবল্যেনাহ যুগায়িতমিতি। হে গোবিন্দ তব বিরহেণ মে মম নিমেষেণ যুগায়িতং যুগমিবাচরতীত্যর্থঃ। চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং প্রাবৃষং বর্ষাকালং তদিবা-চরতি। সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং শূন্যমিবাচরতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দাস করিয়া প্রেমধনরূপ বেতন অর্পণ করুন। তৎপরে রসান্তরাবেশে বিয়োগ স্ফূর্ত্তি হওয়াতে উদ্বেগ, বিষাদ ও দৈন্যসহকারে প্রলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর ৩২৮ অঙ্কে
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্ত শ্লোক যথা ॥

গোবিন্দবিরহে আমার নিমেষকাল যুগের ন্যায় হইতেছে, চক্ষুর অশ্রুধারা বর্ষার ন্যায় হইতেছে এবং সমুদায় জগৎ শূন্য হইতেছে ॥২১॥

উদ্বেগে দিবস ক্ষয় হয় না, ক্ষণকাল যুগতুল্য হইতেছে, নয়নদ্বয় বর্ষার মেঘতুল্য অশ্রুবর্ষণ করিতেছে, গোবিন্দবিরহে ত্রিভুবন শূন্য হইল, তুষানলে যেন জীবন পুড়িতেছে, নির্গত হইতেছে না, কৃষ্ণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উদাসীন হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সখীগণ কহি-

কৃষ্ণ কর উপেক্ষণ ॥ ২২ ॥ এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমস্বভাব করিল উদয় ॥ হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়। এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয় ॥ এতভাবে রাধার মন অস্থির হইল। সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল ॥ সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল ॥ ২৩ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীরাধায়া বিলাপপ্রকরণে ৩৪১ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্তঃ শ্লোকঃ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

উদ্বেগাতিশয়েন শ্রীরাধায়া হর্ষোৎকণ্ঠাদৈন্যপ্রৌঢ়িবিনয়ানামনুকরণং করোতি আশ্লিষ্য বেতি। যো লম্পটো রসসুখরাশিঃ কৃষ্ণঃ পাদরতাং দাসীং মাং আশ্লিষ্য আলিঙ্গনং কৃত্বা পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু। কিম্বা অদর্শনাৎ মাং মর্ম্মহতাং মনস্তনুসন্তাপিতাং করোতু। যথা

লেন, তুমি কৃষ্ণকে উপেক্ষা কর ॥ ২২ ॥

এই চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরাধার নির্ম্মল হৃদয়ে স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব উদিত হইল। তাহাতে হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি ও বিনয়, এই সকল ভাব একস্থানে উদয় করিল, এই সমুদায় ভাবে শ্রীরাধার মন অস্থির হওয়াতে তিনি সখীগণের অগ্রে প্রৌঢ়িপ্রকাশ করিয়া যে শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই ভাবে সেই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন এবং শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে আপনিও তদ্রূপ হইলেন ॥ ২৩ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ পদ্যাবলীর শ্রীরাধার বিলাপপ্রকরণে ৩৪১ অঙ্কে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবোক্ত শ্লোক যথা ॥

আমি চরণানুরাগিণী, লম্পট আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পেষণ করুন অথবা অদর্শনে মর্ম্মস্থানে পীড়াযুক্তই করুন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো

মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ইতি ॥ ২৪ ॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার। সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার ॥ ২৫ ॥

যথা রাগঃ ॥

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রসসুখরাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ। কিবা না দেন দর্শন, জারে আমার তনু মন, তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥১॥ সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিম্বা দুঃখ দিয়া মোরে, মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ ধ্রু ॥ ছাড়ি

তথা মাং বিদধাতু স্বাভিপ্রেতং করোতু। তত্তৎ মম সাম্যং স্বাভিপ্রেতং তৎসুখত্বাৎ সুখ। তাৎপর্য্যত্বাৎ স্বাভিপ্রেতমেব। তথাপি স এব মৎপ্রাণনাথঃ পরমপ্রিয়তমঃ অপরঃ অন্যো দেহগেহাদির্ন ইত্যর্থঃ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্য রসসুখরাশিত্বং দর্শয়ন্নাহ মাং আশ্লিষ্য আশ্বাস্য অন্যয়া সহ ক্রীড়তু কিম্বা অন্যাং আশ্লিষ্য আ ঈষৎ কৃত্বা মম সৌভাগ্যং প্রকটয়তু। কিম্বা মাং আশ্লিষ্য বিনয়াদিনা বশীকৃত্য অন্যয়া সহ ক্রীড়াং প্রার্থয়তে প্রার্থয়তু। যতঃ করোতের্থস্য সর্ব্বধাত্বর্থানুগতত্বাৎ ধাতূনামনেকার্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করুন, কিন্তু তিনি আমার প্রাণনাথ, অপর কেহই নহেন ॥ ২৪ ॥

এই শ্লোকে অর্থের অতিশয় বিস্তার হয়, অর্থের পার পাইতেছি না, সংক্ষেপে কহিতেছি ॥ ২৫ ॥

যথা রাগ ॥

আমি কৃষ্ণপদের দাসী, তিনি রসসুখের রাশিস্বরূপ আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করেন। তিনি দর্শন না দিউন অথবা আমার তনু মনকে জীর্ণ করুন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ ॥ ১ ॥

হে সখি! আমার মনের নিশ্চয় শ্রবণ কর। তিনি আমার প্রতি অনুরাগ করুন অথবা দুঃখ দিয়া মারুন, কৃষ্ণ আমার প্রাণেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহই নহেন ॥ ধ্রু ॥

অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা সবারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাইয়া॥ ২॥ কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সুকপট, অন্য নারীগণ করি সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥ ৩॥ না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হয় মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥ ৪॥ যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তাঁর রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাইয়া হয় দুঃখী। মুঞি তার পায় পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি, ক্রীড়া করাইঞা করেঁ। সুখী॥ ৫॥ কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ-

তিনি অন্য নারীগণকে ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আপনার তনু ও মনকে বশীভূত করিয়াছেন, আমার সৌভাগ্য প্রকাশ করিয়া সেই সকল নারীগণকে পীড়া দেন এবং তাহাদিগকে দেখাইয়া আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ২॥

অথবা তিনি লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট ও অতিশয় কপট, অন্য নারীগণকে সঙ্গে করিয়া যদিচ আমাকে মনঃপীড়া দিতে আমার অগ্রে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করেন, তথাপি তিনি আমার প্রাণনাথ॥ ৩॥

আমি আপনার দুঃখ গণি না, কেবলমাত্র তাঁহার সুখ বাঞ্ছা করি, তাঁহার সুখে আমার তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। আমাকে দুঃখ দিলে যদি তাঁহার সুখ হয়, সেই দুঃখই আমার শ্রেষ্ঠসুখ বলিতে হইবে॥ ৪॥

কৃষ্ণ যে নারীকে বাঞ্ছা করেন, তাহাকে না পাইলে দুঃখী হয়েন। আমি তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীড়া করাইয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া থাকি॥ ৫॥

কান্তা কৃষ্ণের প্রতি রোষ করে, কৃষ্ণ তাহাতে সন্তোষ লাভ করেন,

পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে। যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥ ৬ ॥ সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণমর্ম্ম নাহি জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজসুখে মানে কাজ, পড়ু তার মাথে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৭ ॥ যে গোপী করে মোর দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ। মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হৈঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৮ ॥ কুষ্ঠবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা। স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃতপতি, তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ। হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী

তাঁহার তাড়ন ও ভর্ৎসনে সুখানুভব করিয়া থাকেন। কান্তা যথাযোগ্য মান করে, কৃষ্ণ তাহাতে সুখ পান, অল্পসাধনে সে মান ত্যাগ করে ॥৬॥

সে নারী বাঁচিয়া কেন থাকে, কৃষ্ণের মর্ম্ম জানে না, তথাপি কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ প্রকাশ করে। যে আপনার সুখে কার্য্য করিয়া মানে, তাহার মস্তকে বাজ পড়ুক, আমি কেবলমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ প্রার্থনা করি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ যে গোপীকে অভিলাষ করেন, সে আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া কৃষ্ণের সন্তোষ করে। আমি তাহার গৃহে গিয়া যদি দাসী হইয়া তাহার সেবা করি, তবে আমার সুখের উল্লাস হয় ॥ ৮ ॥

পতিব্রতার শিরোমণি কুষ্ঠব্রাহ্মণের রমণী পতির নিমিত্ত বেশ্যার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিব এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করত মৃতপতিকে জীবিত করিয়াছিলেন ॥৯॥

কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, কৃষ্ণ আমার প্রাণের প্রাণস্বরূপ; আমি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখি, সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী

করো, এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ১০ ॥ মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেঙ দান। কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী অভিমান ॥ ১১ ॥ কান্তা সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করি দাসী অভিমানী ॥ ১২ ॥ এই রাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণ, আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়। ভাবেতে মন অস্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর, মন দেহ ধরণ না যায় ॥ ১৩ ॥ ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম, আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ। সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে, পদে কৈল

করি, আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা এই চিন্তা রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

সেবাতে আমার সুখ, কৃষ্ণের সঙ্গমবিষয়ে সুখ, এজন্য আমি তাঁহাকে দেহ দান করিয়াছি। কৃষ্ণ আমাকে কান্তা করিয়া আমাকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া থাকেন, আমাতে তাঁহার দাসী-অভিমান হয় ॥ ১১ ॥

কান্তা হইতে সেবাতে অধিক সুখ আছে, সঙ্গম হইতে সেবাতে সুমধুর সুখ হয়, এই বিষয়ে লক্ষ্মীঠাকুরাণী সাক্ষিস্বরূপ হয়েন। ঐ লক্ষ্মীদেবী যদিচ নারায়ণের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তথাপি তিনি পাদ-সেবায় অভিলাষ করিয়া দাসী অভিমানে সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

শ্রীরাধার এই বাক্য বিশুদ্ধ প্রেমলক্ষণস্বরূপ, শ্রীগৌরাঙ্গদেব আস্বাদন করিতেছেন, ভাবে মন অস্থির হওয়াতে মহাপ্রভুর শরীর সাত্ত্বিক-ভাব সকলে পূর্ণ হইল, মন ও দেহ ধারণ করিতে পারিতেছেন না ॥ ১৩ ॥

জাম্বূনদ স্বর্ণের ন্যায় ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাতে আত্মসুখের গন্ধমাত্র নাই। লোকে সেই প্রেম জানাইবার নিমিত্ত মহাপ্রভু এই শ্লোক করিয়াছেন, তাহার অর্থের নির্ব্বন্ধে এই পদ করিলাম ॥ ১৪ ॥

অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ১৪ ॥ এই মত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। প্রলাপ করিল প্রভু শ্লোক পড়িঞা ॥ পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক করি লোক শিক্ষাইল। সে অষ্টশ্লোকের অর্থ আপনে আস্বাদিল ॥ প্রভু শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে শুনে। কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ ২৬ ॥ যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্রগম্ভীর। নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে। রায়ের নাটক যেই আর কর্ণামৃতে ॥ সেই সেই ভাবের শ্লোক করিয়া পঠন। সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন ॥ ২৭ ॥ দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে। কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধুসনে ॥ সেই রস লীলা সব আপনে অনন্ত। সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত ॥ জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে। তার

মহাপ্রভু এইরূপে ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্লোক পাঠ করিয়া প্রলাপ করিলেন। পূর্ব্ব আটটি শ্লোক করিয়া লোকসকলকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই আট শ্লোকের অর্থ আপনি আস্বাদন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টশ্লোক যে পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ॥

যদিচ মহাপ্রভু কোটিসমুদ্র তুল্য গম্ভীর, নানাভাবরূপ চন্দ্রোদয়ে অস্থির হয়েন, জয়দেব ও ভাগবতে যে যে শ্লোক, তথা রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকে ও কর্ণামৃতে যে যে শ্লোক আছে, মহাপ্রভু সেই সেই ভাবের শ্লোক পাঠ করিয়া সেই সেই ভাবাবেশে আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

মহাপ্রভুর দ্বাদশ বৎসর ঐরূপ দিবারাত্র স্বরূপ ও রামানন্দ এই দুই জন বন্ধুর সঙ্গে কৃষ্ণরস আস্বাদন করেন। অনন্তদেব আপনি যদি সহস্র বদনে সেই সকল রসলীলা বর্ণন করেন, তথাপি তাহার অন্তপ্রাপ্ত হয়েন না। জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কে তাহা বর্ণন করিতে পারিবে, আপনাকে

এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ২৮ ॥ যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার। সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল। সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল। লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ অত-এব সব লীলা নারি বর্ণিবারে। সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে ॥২৯ যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন। এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥ প্রভুর গম্ভীরলীলা না পারি বুঝিতে। বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ। চৈতন্যচরিত-বর্ণন কৈল সমাপন ॥ ৩০ ॥ আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ। যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥ ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ও পার। জীব হৈঞা

পবিত্র করিবার নিমিত্ত তাহার এক কণমাত্র স্পর্শ করিতেছি ॥ ২৮ ॥

মহাপ্রভুর যত চেষ্টা ও যত প্রলাপ, তাহার সীমা নাই, সে সমুদায় বর্ণন করিতে গ্রন্থ অতিশয় বিস্তার হয়, বৃন্দাবনদাস প্রথমে যে লীলা বর্ণন করিয়াছেন, আমি সেই সকল লীলার সূত্রমাত্র করিয়াছি। আমি তাঁহার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, লীলার বাহুল্যহেতু তথাপি গ্রন্থ বাড়িয়া গেল। অতএব সমস্ত লীলা বর্ণন করিতে পারিলাম না, নমস্কার করিয়া লীলা সমাপ্তি করিলাম ॥ ২৯ ॥

যাহা কিছু কহিলাম ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র, এনুসারে সকলের আস্বাদন হইবে। মহাপ্রভুর গম্ভীর লীলা বুঝিতে পারি না, তাহাতে বুদ্ধি প্রবেশ হয় না, সুতরাং তাহা বর্ণন করিবার শক্তি নাই। সমুদায় শ্রোতা বৈষ্ণ-বের চরণ বন্দনা করিয়া, চৈতন্যচরিত বর্ণন সমাপন করিলাম ॥ ৩০ ॥

আকাশ অনন্ত, তাহাতে যেমন পক্ষিগণ যাহার যতদূর শক্তি সে ততদূর আরোহণ করে, সেইরূপে মহাপ্রভুর লীলার পার নাই, জীব

কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥ যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিল। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল ॥ ৩১ ॥ নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলার তেঁহ হয় আদিব্যাস ॥ তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার। তথাপি অল্প বর্ণিঞা ছাড়িলেন আর ॥ যে কিছু বর্ণিল তেঁহ সংক্ষেপ করিয়া। লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিলা ধরিয়া ॥ চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহ লিখিলা স্থানে স্থানে। সেই বচন শুন সেই বচন প্রমাণে ॥ ৩২ ॥ সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথন। বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিল বর্ণন ॥ চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখে স্থানে স্থানে। সত্য কহে ব্যাস আগে করিল বর্ণনে ॥ চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান। তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহ কৈল পান ॥ তাঁর ঝারি শেষামৃত মোরে কিছু দিল।

হইয়া কে সমগ্র বর্ণন করিতে পারিবে। আমার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির গতি, সেই পর্য্যন্ত বর্ণন করিলাম, ইহা সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণমাত্র স্পর্শ করা হইল ॥ ৩১ ॥

নিত্যানন্দের কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস, তিনি চৈতন্যলীলার আদি ব্যাস হয়েন। যদিচ তাঁহার অগ্রে সমুদায় লীলার ভাণ্ডার আছে, তথাপি তিনি অল্প বর্ণন করিয়া যাহা ছাড়িয়াছেন এবং যে কিছু সংক্ষেপ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ও লিখিতে না পারিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, আর তিনি চৈতন্যমঙ্গলে স্থানে স্থানে যাহা লিখিয়াছিলেন, সেই বচন প্রমাণে সেই বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩২ ॥

সংক্ষেপে কহিলাম, বিস্তার করিয়া বর্ণন করা যায় না, বেদব্যাস বিস্তার করিয়া ইহা বর্ণন করিলেন, চৈতন্যমঙ্গলে ইহা স্থানে স্থানে লিখিয়াছেন, আমি সত্য বলিতেছি ব্যাস ইহা অগ্রে বর্ণন করিয়াছেন। চৈতন্যলীলা দুগ্ধসাগরের ন্যায় অমৃতসমুদ্র, তৃষ্ণানুরূপ ঝারি (ভৃঙ্গার)

তাতেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেল॥ আমি অতিক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি। সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥ তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ লীলার বিস্তার॥ ৩৩॥ আমি লিখি এহ মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥ বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগে ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি॥ পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন। তথাপি লিখিয়ে পুন ইহার কারণ॥ ৩৪॥ শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ

ভরিয়া তিনি পান করিয়াছেন। তাঁহার ঝারিশেষ অমৃত আমাকে কিছু দিয়াছেন, তাহাতেই আমার উদর পূর্ণ হইল, তৃষ্ণা দূর হইয়াছে। আমি অতি ক্ষুদ্রজীব রাঙ্গাটুনি (টুন্টুনি) পক্ষির মত, তাহার যত তৃষ্ণা সে সমুদ্রমধ্যে তত জল পান করিয়া থাকে। সেইরূপ আমি এই লীলার এক কণমাত্র স্পর্শ করিয়াছি, এই দৃষ্টান্তে লীলার বিস্তার জানিবেন॥৩৩

আমি লিখি এই মিথ্যা অভিমান করিতেছি, আমার শরীর কাষ্ঠ-পুত্তলিকার সমান। আমি বৃদ্ধ, জরাতুর, অন্ধ ও বধির, হস্তচালনে আমার মন ও বুদ্ধি স্থির নহে। আমি নানা রোগগ্রস্ত, বসিতে বা চলিতে আমার শক্তি নাই, পঞ্চরোগে অর্থাৎ অবিদ্যার পঞ্চ ক্লেশে (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ দুঃখে) ব্যাকুল হইয়া দিবারাত্র মরিতেছি। পূর্ব্বগ্রন্থে ইহা নিবেদন করা হইয়াছে, তথাপি যে পুনর্ব্বার লিখিতেছি, ইহার কারণ এই যে॥ ৩৪॥

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীভক্ত-শ্রোতৃগণ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগুরু ও শ্রীজীব, এই

শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ ॥ ইহাঁ সবার চরণকৃপায় লিখায় আমারে। আর এক হয় তিঁহ অতিকৃপা করে ॥ মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি। কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥ না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ। দম্ভ করি কহি শ্রোতা না করিহ রোষ ॥ ৩৫ ॥ তোমা সবার চরণধূলী করিনু বন্দন। তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥ এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ। অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥ ৩৬ ॥ প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন। তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ ॥ তার মধ্যে শিবানন্দসঙ্গে কুক্কুর আইলা। প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈলা ॥ ৩৭ ॥ দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ। তাহি মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥ তৃতীয়ে

সকলের চরণকৃপায় আমাকে লিখাইতেছে, আর এক কারণ এই হয় যে, শ্রীমদনগোপাল আমার প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক আজ্ঞা দিয়া আমাকে লিখাইতেছেন। এ কথা বলিবার উপযুক্ত নহে, তথাপি থাকিতে পারি না, না বলিলে আমার কৃতঘ্নতা দোষ হয়, আমি দম্ভ করিয়া বলিতেছি শ্রোতৃগণ রোষ করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

আপনাদিগের চরণধূলি বন্দনা করিয়াছি, তাহাতেই চৈতন্যলীলা যাহা কিছু বলিতে পারিলাম। এক্ষণে অন্ত্যলীলার অনুবাদ করিতেছি, অনুবাদ করিলে লীলার আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে রূপগোস্বামির দ্বিতীয় বার মিলন বর্ণন, তাহার মধ্যে দুই নাটকের অর্থাৎ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের বিধান শ্রবণ হইয়াছে। তাহার মধ্যে শিবানন্দের সঙ্গে এক কুক্কুর আসিয়া ছিল, মহাপ্রভু তাহাকে কৃষ্ণনাম বলাইয়া মুক্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ছোট হরিদাসকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার

শ্রীহরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড। দামোদরপণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড॥ প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন। হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন॥ ৩৮॥ চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন। দেহত্যাগ হৈতে তার করিল রক্ষণ॥ জ্যৈষ্ঠমাসের ঘামে কৈল তার পরীক্ষণ। শক্তি সঞ্চারিঞা তারে পাঠাইল বৃন্দাবন॥ ৩৯॥ পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল। রায় দ্বারে তারে কৃষ্ণকথা শুনাইল॥ তার মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটক উপেক্ষিলা। স্বরূপগোসাঞি শ্রীবিগ্রহমহিমা স্থাপিলা॥ ৪০॥ ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা। নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা॥ দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিলা। গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জামালা তারে দিলা॥ ৪১॥ সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের

শিবানন্দের আশ্চার্য্য দর্শন বর্ণন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীহরিদাসের প্রচণ্ড মহিমা, দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বাক্যদণ্ড করিয়াছেন, প্রভু নাম দিয়া ব্রহ্মাণ্ড মোচন ও হরিদাস নামের মহিমা স্থাপন করিলেন॥ ৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সনাতনের দ্বিতীয়বার মিলন, দেহত্যাগ হইতে তাঁহাকে রক্ষা, জ্যৈষ্ঠমাসের ঘর্ম্মে তাঁহার পরীক্ষা এবং মহাপ্রভু শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন॥ ৩৯॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু প্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রতি কৃপা করিয়া রামানন্দরায় দ্বারা তাঁহাকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করান। তাহার মধ্যে বাঙ্গাল-কবির নাটকের উপেক্ষা এবং স্বরূপগোস্বামী শ্রীবিগ্রহের মহিমা স্থাপন করেন॥ ৪০॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হয়েন, নিত্যানন্দের আজ্ঞায় চিড়ামহোৎসব করেন এবং মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের নিকট তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা তাঁহাকে অর্পণ করেন॥ ৪১॥

সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন, মহাপ্রভু নানামতে তাহার

মিলন। নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন ॥ অষ্টমে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর আগমন। তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥ ৪২ ॥ নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক মোচন। ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন ॥ দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন। রাঘবপণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ তারি মধ্যে গোবিন্দেরে কৈল পরীক্ষণ। তারি মধ্যে পরিমুণ্ডানৃত্যের বর্ণন ॥ ৪৩ ॥ একাদশে হরিদাসঠাকুরের নির্যাণ। ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্ ॥ দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন। নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥ ৪৪ ॥ ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাঞা আইলা। মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন। প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ৪৫ ॥

গর্ব্ব খণ্ডন করেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর আগমন, মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষা সঙ্কোচ করেন ॥ ৪২ ॥

নবম পরিচ্ছেদে গোপীনাথপট্টনায়কের মোচন ও ত্রিজগতের লোক মহাপ্রভুর দর্শন প্রাপ্ত হয়। দশম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু ভক্তদত্ত বস্তু আস্বাদন করেন, তথায় রাঘবপণ্ডিতের ঝালি সজ্জা করা। তাহার মধ্যে গোবিন্দের পরীক্ষা করেন এবং তাহার মধ্যে পরিমুণ্ডানৃত্যের বর্ণন হয় ॥ ৪৩ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদে হরিদাসঠাকুরের নির্যান। যাহাতে ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন ও নিত্যানন্দ শিবানন্দকে তাড়না করেন ॥ ৪৪ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে জগদানন্দের মথুরায় আগমন ও মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শ্রবণ করেন, রঘুনাথভট্টাচার্য্যের তথায় মিলন, মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ করেন ॥ ৪৫ ॥

চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন। শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দা-বন॥ তারি মধ্যে সিংহদ্বারে প্রভুর পতন। অস্থিসন্ধিত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥ চটকগিরি দেখি তাঁহা প্রভুর ধাবন। তারি মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥ ৪৬॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যানবিলাস। বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ॥ তারি মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ। তারি মধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥ ৪৭॥ ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈলা। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা॥ শিবানন্দ-বালকেরে শ্লোক করাইল। সিংহদ্বারে দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥ মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিল। কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক সব আস্বাদিল॥৪৮॥ সপ্তদশে গাভী মধ্যে প্রভুর পতন। কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাই উদ্গম॥ কৃষ্ণ-

---

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন, মহাপ্রভুর শরীর এই স্থানে ছিল, কিন্তু তাঁহার মন বৃন্দাবনে গমন করিল। ঐ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সিংহদ্বারে পতন, অস্থিসন্ধিত্যাগ ও অনুভাবের উদ্গম, চটকপর্ব্বত দেখিয়া মহাপ্রভুর ধাবন, তাহারই মধ্যে মহাপ্রভুর কিঞ্চিৎ প্রলাপ বর্ণন॥ ৪৬॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর উদ্যানবিলাস, বৃন্দাবনভ্রমে যে স্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহারই মধ্যে মহাপ্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ এবং তাহারই মধ্যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন॥ ৪৭॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু কালিদাসকে কৃপা করিয়াছেন ও বৈষ্ণ-বোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখান। শিবানন্দের বালককে শ্লোক করাই-লেন, সিংহদ্বারে দ্বারপাল মহাপ্রভুকে দর্শন করায়। ঐ পরিচ্ছেদেই মহাপ্রভু মহাপ্রসাদের মহিমা বর্ণন এবং কৃষ্ণাধরামৃত শ্লোক আস্বাদন করেন॥ ৪৮॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গাভীর মধ্যে মহাপ্রভুর পতন। ঐ পরিচ্ছেদেই

শব্দ শুণে প্রভুর মন আকর্ষিল। কা স্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥ ভাব-শাবল্যে, পুনঃ কৈল প্রলপন। কর্ণামৃতের শ্লোকার্থ কৈল বিবরণ॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্র পতন। কৃষ্ণ গোপীর জলকেলি তাঁহাই দর্শন॥ তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন। জালিয়া উঠাইল প্রভু আইল স্বভবন॥ ৫০॥ উনবিংশে ভিত্তে প্রভুর মুখসজ্বর্ষণ। কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন॥ বসন্তরজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ। কৃষ্ণের সৌরভ শ্লোকে অর্থ বিবরণ॥ ৫১॥ বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজশিক্ষাষ্ট পড়িয়া। তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ভক্তি শিক্ষাইতে যেই অষ্টক করিল। সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥ মুখ্য মুখ্য লীলা তার করিল কথন। অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ॥ ৫২॥

কূর্ম্মাকার অনুভাবের উদ্গম, কৃষ্ণশব্দ শুণে মহাপ্রভুর মন আকর্ষণ করিল, আবেশে কা স্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ করিলেন, ভাব-শাবল্যে পুনর্ব্বার প্রলাপ এবং কর্ণামৃতের শ্লোকার্থের বিবরণ করেন॥ ৪৯॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমুদ্রে পতন। ঐ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ ও গোপীর জলকেলি দর্শন। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের বন্যভোজন দর্শন, জালিয়া অর্থাৎ মৎস্যজীবী মহাপ্রভুকে জালে করিয়া সমুদ্র হইতে উঠায় এবং তিনি আপনার গৃহে আগমন করেন॥ ৫০॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদে ভিত্তিতে প্রভুর মুখসজ্বর্ষণ, কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি ও প্রলাপ বর্ণন। বসন্ত রাত্রিতে পুষ্পোদ্যানে বিহার, কৃষ্ণের সৌরভে শ্লোকের অর্থের বিবরণ বর্ণন॥ ৫১॥

বিংশতিতম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু নিজের শিক্ষাষ্টক পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাহার অর্থ আস্বাদন করেন। ভক্তিশিক্ষা করাইতে যে অষ্টক করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকের অর্থ পুনর্ব্বার আস্বাদন করেন। তাহার মুখ্য মুখ্য লীলা বর্ণন করিয়াছি, অনুবাদ হইতে

এক এক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার। মুখ্য মুখ্য গণিল শুনিলে জানিবে আর॥ শ্রীরাধা সহ শ্রীল মদনমোহন। শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ-চরণ॥ শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ। এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রাণ-নাথ॥৫৩॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুত নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দ॥ শ্রীরূপ শ্রীস্বরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব-চরণ॥ নিজ শিরে ধরি ইহা সবার চরণ। যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥ সবার চরণকৃপা গুরু-উপাধ্যায়ী। মোর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই॥ শিষ্যাশ্রম দেখি গুরু নাচাই রাখিল। কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥ অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে। যত নাচা-ইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥৫৪॥ সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।

গ্রন্থের বিবরণ স্মরণ হয়॥ ৫২॥

এক এক পরিচ্ছেদে কথা অনেক প্রকার আছে, মুখ্য মুখ্য গণনা করা হইল শুনিলে আরও জানিতে পারিবেন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীমদন-মোহন, শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরাধার সহিত শ্রীগোপীনাথ, এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়ার প্রাণনাথ॥ ৫৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীগুরু, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীব, আমি নিজে এই সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধারণ করি, যাহা হইতে সমুদায় বাঞ্ছিত পূর্ণ হইয়া থাকে, এই সকলের চরণকৃপা আমার গুরু-উপাধ্যায়ী অর্থাৎ গুরুপত্নী হয়েন, আমার বাণীরূপ শিষ্যাকে বহুতররূপে নৃত্য করাই-লেন। শিষ্যার শ্রম দেখিয়া গুরু নাচাইয়া রাখিলেন, কিন্তু কৃপা আর নাচাইলেন না, বাণী বসিয়া থাকিল। বাণী অনিপুণা অর্থাৎ অপটু, সে নিজে নাচিতে জানে না, যত নাচাইল তত নাচিয়া আপনি বিশ্রাম করিল অর্থাৎ ঐ কৃপা আমাকে যতদূর বলাইলেন তত বর্ণন করিলাম,

যা সবার চরণকৃপা শুভের কারণ ॥ চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে। তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞিপানে ॥ শ্রোতাপদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ। তোমরা এ অমৃতপিলে সফল হয় শ্রম ॥ ৫৫ ॥ শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতমৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি অন্ত্যখণ্ডে সংগ্রহটীকায়াং বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ * ॥

নিজ হইতে কিছু বলিবার সাধ্য নাই ॥ ৫৪ ॥

সকল শ্রোতৃগণের চরণ বন্দনা করিলাম, যাঁহাদিগের চরণকৃপা মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। এই চৈতন্যচরিতামৃত যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, আমি তাঁহার চরণধৌত করিয়া পান করি। শ্রোতাদিগের পাদ-রেণুকে মস্তকের ভূষণ করি, আপনারা এই অমৃতপান করিলে আমার শ্রম সফল হইবে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথদাসের পাদপদ্মে আশা করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত কহিতেছে ॥ ৫৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যা-রত্নকৃত চৈতন্যচরিতামৃতটিপ্পনীতে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদন নাম বিংশতি-তম পরিচ্ছেদ ॥ * ॥ ২০ ॥ * ॥

শাকেঽগ্নিচন্দ্রবসুচন্দ্রমিতেঽত্র রাধে, চৈতন্যচন্দ্রচরণামৃতপূতদেহঃ।
বঙ্গানুবাদসুখমসা সুধার্ণবস্য, সামগ্র্যমাপ চরিতামৃতভাবুকোঽয়ং ॥
বিদ্যারত্নোপাধিকেন রামনারায়ণেন হি। সুখেনানূদিতং সম্যক্ চৈতন্যচরিতামৃতং ॥
(শাক ১৮১৩। বঙ্গাব্দ ১২৯৮)

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্যঃ।
তদমলচরণাব্জে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকসংজ্ঞং ॥ ১ ॥
শ্রীমদন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।

উপক্রমোপসংহাররীত্যা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থশ্রবণফলমাহ চরিতমমৃতেতি। শ্রীল চৈতন্যবিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য এতচ্চরিতং চরিত্রং যঃ শ্রদ্ধয়া দৃঢ়বিশ্বাসেন আস্বাদয়েৎ অন্তর্গতং কৃত্বা চিন্তয়েৎ। স জনস্তদমলচরণাব্জে তস্য নির্ম্মলপাদপদ্মে ভৃঙ্গতাং ভ্রমরস্বভাবতাং নানাপুষ্পাণামাসবানুভবতাং এত্য প্রাপ্য আ ঈষৎ কৃত্বা উচ্চৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টং যথা ভবতি। তথা মাধ্বীকসংজ্ঞং মাদকত্বং নাম বিষয়রসাদিবিস্মারণং প্রেমরসং প্রেমানন্দং রসয়তি আস্বাদয়তীত্যর্থঃ। চরিতং কিম্ভূতং। অমৃতং অমৃতবৎ মাধুর্য্যং স্বতঃ ফলং ফলান্তরসাধনঞ্চ মোক্ষং পার্ষদদেহপ্রদং। পুনঃ কীদৃশং। শুভদং প্রেমসেবাপ্রদং। পুনঃ কীদৃশং। অশুভনাশি অপরাধনাশনশীলং। অয়মিতি নির্দ্দেশঃ শ্রবণাদিপ্রবর্ত্তকজনাভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

নিজপরিকরসহিতানাং শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দগোপীনাথদেবানাং তুষ্টয়ে মমানিপুণা বাণী পরিনরীনৃত্য পুনর্লজ্জয়া সমাপ্তিং গতেত্যত আহ শ্রীমন্মদনগোপালেতি এতদ্বাখিলাসু চৈতন্যচরিতামৃতং চৈতন্যার্পিতং চৈতন্যেন সমর্পিতুং দত্তং শ্রীমন্মদনগোপালগোবিন্দ-

শ্রীল চৈতন্যবিষ্ণুর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের এই চরিতামৃত যাহা শুভপ্রদ অর্থাৎ প্রেমসেবা প্রদান করেন এবং যাহা অশুভনাশি অর্থাৎ অপরাধনাশনশীল। সেই এই গ্রন্থকে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে আস্বাদন করেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে ভৃঙ্গতা অর্থাৎ ভ্রমর যেমন নানাপুষ্পের রস আস্বাদনপূর্ব্বক তাহা তুচ্ছ করিয়া পদ্মমধু পান করে, তাহার ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধ্বীক অর্থাৎ মাদকস্বরূপ বিষয় রসাদি বিস্মারক প্রেমানন্দকে আস্বাদন করেন ॥ ১ ॥

এই চৈতন্যার্পিত অর্থাৎ চৈতন্যদেবপ্রদত্ত চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মদনগোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথদেবের তুষ্টিনিমিত্ত হউন ॥ ২ ॥

চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ২ ॥

পরিমলবাসিতভুবনং, স্বরসামোদিতরসজ্ঞরোলম্বং।

গিরিধরচরণাম্ভোজং, কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুং ॥ ৩ ॥

(ক) শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্য্যে হ্নসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥

॥ * ॥ সম্পূর্ণমিদং চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ * ॥

শ্লোকাঙ্কঃ। আদিখণ্ড ২৫০০। মধ্যখণ্ড ৬০৫১। অন্ত্যখণ্ড ৩৫০০ এতে মিলিত্বা ॥ ১২০৫১ ॥

গোপীনাথদেবানাং তুষ্টয়ে অস্ত্ব অস্তিতি কর্ত্তৃ রত্যাহুরুক্তরা লোড়িত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতং সমর্প্য শ্লেষেণ স্বাবস্থানং নিরূপয়তি পরিমলবাসিতেতি। গিরিধরচরণাম্ভোজং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মং কো রসিকঃ রসভাবনচতুরঃ খলু নিশ্চিতং হাতুং ত্যক্তুং সমীহতে চেষ্টতে। চরণাম্ভোজং কিম্ভূতং। পরিমলবাসিতভুবনং গন্ধেন বাসিতং সুগন্ধি তং চতুর্দ্দশভুবনং যেন তৎ। পুনঃ কিম্ভূতং। স্বরসামোদিতরসজ্ঞরোলম্বং স্বমাধুর্য্যাদিনা মোদিতঃ আকর্ষিতঃ রসজ্ঞো রসবেত্তা রোলম্বো ভ্রমরো তৎ ॥

॥ ০ ॥ সমাপ্তেয়ং সংগ্রহটীকা ॥ ০ ॥

নানাগ্রন্থান্ সমালোক্য বহুযত্নেন সাধিতা। জগন্মোহনদাসেন টীকেয়ং বৈষ্ণবপ্রিয়া ॥

যাহার গন্ধে চতুর্দ্দশভুবন সুগন্ধি হইয়াছে এবং যিনি রসজ্ঞ ভ্রমরকে উন্মত্ত করিয়াছেন, সেই গিরিধরের অর্থাৎ বৃন্দাবনবিহারি শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম কোন্ রসিক নিশ্চয়রূপে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে? ॥৩॥

সিন্ধু ৭, অগ্নি ৩, বাণ ৫, ইন্দু ১, অর্থাৎ ১৫৩৭ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে বৃন্দাবনমধ্যে এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ পূর্ণ করিল ॥

॥ * ॥ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ * ॥

সন ১৩০৯ সাল। ১২ শে অগ্রহায়ণ।

(ক) শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ। ১৫০৩। ইতি পাঠান্তরং।